গোর্খা-বিজয়

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

গোর্খ-বিজয়

গোর্খ-বিজয়

প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার ও বিস্তৃত ভূমিকা সহ

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায়
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্-এ
কর্তৃক সম্পাদিত

ডাক্তার সুকুমার সেন-লিখিত বিশেষ ভূমিকা

শিল্পিগুরু নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত

SIR BIKRAM COLLEGE

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামে
নিবেদিত হইল।

কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবি ধোকে ণ ভমরা ॥

—মীননাথ

সূচী

পরিচয়	ক ১—জ ৮ [৬৪ পৃষ্ঠা]
(সম্পাদকীয়)	
নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য	১-ক ১—১-ঙ ১ [৩৩ পৃষ্ঠা]
(ডাক্তার সুকুমার সেন লিখিত)	
সঙ্কেত	১-ঙ ৩
(মূল গ্রন্থের)	
গোর্খ-বিজয়	১
পরিশিষ্ট	
(ক) ১ বন্দনা	১২২
(ক) ২ অতিরিক্ত	১২৭
(খ) যোগীর গান	১৪৮
(রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত)	
ঐ সূচী	১৭৭
(গ) যুগীকাচ	১৭৯
(সঙ্কলন)	
(ঘ) গোর্খ-সংহিতা	২০৩
(বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথি হইতে)	
(ঙ) যোগচিন্তামণি	২০৮
(বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভাব পুঁথি হইতে)	
শব্দ-সূচী	২৩৯
ঐ সঙ্কেত	২৭৪
সংযোজন-সংশোধন	২৭৭
চিত্র	
নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	১
প্রতিলিপি	
আদর্শ পুঁথি	৩৭
গোর্খ-সংহিতা	২০৪
যোগচিন্তামণি	২৩৫

পরিচয়

॥ পুঁথি ॥

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের পুঁথিশালায় আলোচ্য পুঁথিখানি[১] রক্ষিত ছিল। পুঁথিখানি সন ১২৬৩ সালের অনুলিপীকৃত; অর্ব্বাচীন হইলেও নানাদিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ১৪·৮″ × ৪·৯″ ইঞ্চি আয়তনের; হরিতাল-দেওয়া তুলোট কাগজের উভয়পৃষ্ঠা লেখা; ছত্রসংখ্যা সাত করিয়া; ছাঁদ কাঁচা; মাঝে মাঝে রেখা-চিত্রণের চেষ্টা আছে। প্রথম পত্রের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত পঁয়তাল্লিশ পত্রে পুঁথিখানি সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া মনে হয়, পেশাদার লেখকের লেখা নয়। লিপিকর শ্রী রগু পণ্ডিত। 'রগু' নিশ্চয়ই 'রঘু'-র অপভ্রংশ। ইহাঁর সাকিম কুচৈতলি। শিবনাথের পঠনের জন্য এই পুঁথিখানি লেখা হইয়াছিল। ইহাঁর সাকিম মিতৈগুা। উভয় গ্রামই বগাসাইর পরগণায়; সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গে।

এখানকার গবেষণা-বিভাগ বিদ্যাভবনের পত্তন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পুঁথিসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রহকার্য্যও তখন হইতেই শুরু হইয়াছিল। কর্ম্মীদের অনেকেই[২] উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই পুঁথিখানি সম্ভবতঃ সেই সময়েই সংগৃহীত।

॥ শীর্ষক ॥

ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহাঁর পুঁথির নাম দিয়াছেন "মীনচেতন"[৩]। গোরক্ষবিজয়ের পুষ্পিকায় ধৃত "মিননাথ চৈতন্য" হইতে এই নামটি সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় "গোরক্ষ-বিজয়"[৪]-এর "গোরক্ষ" শব্দটি নিশ্চয়ই তাহাঁর ব্যবহৃত কোনও পুঁথি হইতে পান নাই। বহু অপভ্রংশ বাণী ও সংস্কৃত গ্রন্থের

১ সংখ্যা ১৪

২ প্রবাসী ১৩৫৪, আশ্বিন (ম০ ম০ বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

৩ ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২২)

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪)

MAHARAJA BIR BIKRAM ... LIBRARY.

সহিত "গোরখ" বা "গোরক্ষ"নাথের নাম যুক্ত আছে। তাহার অনুকরণেই তিনি এই বাঙ্গালা গ্রন্থের শীর্ষকে সংস্কৃত রূপ আমদানি করিয়াছেন। আমাদের আদর্শ পুঁথিতে সর্ব্বত্রই "গোর্খ" "গুর্খ," কচিৎ "গোর্ক্ষ" আছে; এবং এই বিষয়ের অন্যান্য পুঁথিতেও তাই আছে। সুতরাং মৌলিক "গোর্খ" নামটিই বাঙ্গালায় যথার্থ প্রয়োগ মনে করিয়া আমরা "গোর্খ-বিজয়" শীর্ষক দিয়াছি। শব্দটি মূলেই "গোর্খ" ছিল বলিয়া অনুমান করি।

॥ ভনিতা ॥

আমাদের পুঁথিতে ভনিতায় তিনস্থানে ভীমসেন রায়ের নামের উল্লেখ আছে। উল্লেখমাত্র আছে, রচনায় দাবী নাই। ভনিতার শ্রী ছাঁদও নাই[৫]। মুনশী আবদুল করিমের গোরক্ষবিজয়ে উল্লিখিত এক ভীমদাসের ভনিতা তাহাঁর ব্যবহৃত কতিপয় পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬০৬ সংখ্যক গোর্খ-বিজয়-এর পুঁথিখানিতে[৬] ভীমদাসের উল্লেখ এক স্থানে আছে। এই ভীমদাস ও ভীমসেন রায় অভিন্ন ব্যক্তি কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। (ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় ভীমদাস ও ভীমসেন রায়কে অভিন্ন ব্যক্তি ও গোর্খ-গীতিকার প্রাচীনতম কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[৭])। এই অনুমানের অনুকূলে আরও বলিবার আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বহু চিঠিপত্র ঘাঁটিয়া দেখিতেছি,[৮] ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রায় সকলেই তখন পদবীর আগে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় অনালোকিত গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রথা লোপ পায় নাই। এই যুক্তিতে ভীমসেন রায়ের পুরা নাম হইবে ভীমসেন দাস রায়। সুতরাং ভীমসেন দাস রায়ের কোথাও ভীমসেন রায় বা কোথাও ভীমদাস হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথিতে এই ভীমসেনের

৫ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৩৭, ৮১, ৯৭

৬ পত্র সংখ্যা ১৮ : লিপিকাল ১১৮৭ মঘী অর্থাৎ ১২৩২ সাল

৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ০ ৭৫২

৮ প্রাচীন পত্রধারায় সমাজচিত্র (প্রবন্ধ) বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য

বহুল উল্লেখ ইহাঁর প্রাচীনতাই প্রমাণ করে। কালক্রমে ইনিই "কবীন্দ্রদাস" নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। মুনশী আবদুল করিম ইহাঁকেই "এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[৯]।

॥ পাঠ ॥

ভট্টশালী মহাশয় ও করিম সাহেব "মীনচেতন" ও "গোরক্ষবিজয়"-এর ভূমিকায় প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন যথাক্রমে শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লাকে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। মীনচেতন ও গোরক্ষবিজয়ের ভাষায় ঐক্য দেখিয়া উভয়েই আপন আপন পুঁথির কবিকে অকৃত্রিম প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অথচ জট পাকাইয়া ছিল ভিতরেই, এবং ভীমসেন রায়ের নামাঙ্কিত এই পুঁথিখানি[১০] আবিষ্কারের পরে জট দৃঢ়তর হইল। তাঁহাদের কোনো যুক্তিই আর খাটে না। খাটে না, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, "মীনচেতন" শেষ হইয়াছে "কদলী-বিজয়" নামে, এবং "গোরক্ষ-বিজয়" শেষ হইয়াছে "মীনচেতন" নামে[১১], এবং ভীমসেন রায়ের নামীয় এই রচনার সহিত তাহাঁদের উভয়ের পাঠেরই আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে তাল-মান রাগ-রাগিণী সমেত। মিল নাই কেবল তিন স্থানে ভীমসেনের নামটিতে। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে প্রসঙ্গ পরে আসিতেছে।

করিম সাহেব গোর্খ-গীতিকার অনেক পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; কিন্তু "গোরক্ষবিজয়" আসলে হইয়াছে এগুলির একখানি গ্রন্থ-সমন্বয় (*composite text*)। এবং ভট্টশালী মহাশয়ের "মীনচেতন" দুষ্পাঠ্য ও প্রাচীনতর পাঠসম্বলিত মাত্র একখানি পুঁথির হুবহু মুদ্রিত রূপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানিতে ভীমদাস ও ফয়জুল্লার নাম আছে। তাহার পাঠ আমাদের পুঁথির অনুগ। গোর্খ-বিজয়ের পাঠান্তর দেখিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বর্তমান সংস্করণে, মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের পুঁথির পাঠ মিলাইয়া আমরা

৯ গোরক্ষ-বিজয়, ভূমিকা, পৃ০ ১১, ১৪

১০ বিশ্বভারতী পুঁথি-সংখ্যা ১৪

১১ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১২০, পাদটীকা

গোর্খ-গীতিকার সমস্ত উপকরণগুলিকেই ভাষাতত্ত্বমূলক বিচার করিয়া যথাসম্ভব প্রাচীন, প্রকৃত ও সম্বদ্ধ পাঠ দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

॥ কবি ॥

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত গোর্খ-গীতিকার বিভিন্ন পুঁথির পাঠে এই সাদৃশ্যের হেতু সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় অনুলিখিত পুঁথির ভাষায় আক্ষরিক মিল থাকা সম্ভব হয় কিরূপে, সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। (মনে হয়, মূলে রচিত কোনও প্রাচীনতর বিস্মৃতনামা কবির এই রচনাটি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গীত হইত হঠযোগ সাধনার মর্ম্মকথা, বিভূতি, প্রাধান্য ও প্রচার ব্যপদেশে।) অথবা ইহা আধ্যাত্মিক মুক্তিসন্ধানী এদেশেরই আবহমান কাল প্রবাহিত কোনও লৌকিক সঙ্গীতধারা যাহা ব্রহ্মচর্য্যমূলক যোগিধর্ম্মের অনুরাগী গায়কদের দ্বারা যুগে যুগে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য কাহিনী, গাথা প্রভৃতির মতো। কিন্তু কৃত্তিবাস, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম, কাশীদাস, রূপরামের মতো কোনও বড়ো কবি নাথ সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই; এবং বিশেষ ধর্ম্মসম্পর্কিত হওয়ায় তাহার আদিম রূপটির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ভাষার দিক হইতেও দেখা যায়, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের ভাষা স্বভাবতঃই সংরক্ষণধর্ম্মী এবং গোর্খ-গীতিকার পুঁথিগুলি সবই ঐ সকল অঞ্চলের। খানিকটা এই কারণেই ইহার পাঠে প্রাচীনতা অব্যাহত আছে। উপরন্তু, এই গাথাটি হিন্দু-মুসলমান প্রাকৃত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় ভয়ে ও শ্রদ্ধায় তাহাঁরা ইহার পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রের মতো ভাষায় পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াসমাত্র করেন নাই। ইহা কাব্য নহে। বায়ু-বিজয়-শাস্ত্র। সেইহেতু বহুল প্রচার সত্ত্বেও আঙ্গিকবাহুল্যের জন্য মিশ্রণ ঘটিবার অবসর ইহাতে কম।

গায়কদের মধ্যে অনেকেই কবি ও হৃদয়বান লোক থাকিতেন; এবং নিজেদের রচনা আপন গুরু অথবা মূল কবির নামে চালাইয়া তৃপ্তি লাভ

করিতেন। তাহা না-হইলে প্রাচীন সাহিত্যে কবিসমস্যা এরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিত না। ইহা স্বাভাবিক যে, বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ গায়ক প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাঁরা বংশানুক্রমে সঙ্গীত-ব্যবসায় করিয়া আসিতেন। কোন বিশেষ কবির লেখা হইলেও গায়কদের মধ্য দিয়া বহুপ্রচারিত হওয়ায়, ভনিতাংশে মূল রচয়িতার নামটি কালে কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং কালক্রমে সেইসকল প্রখ্যাত গায়কদের নাম মূল গাথায় সংযোজিত হইয়া আধুনিক কালের গবেষণার বিষয়-বস্তু যোগাইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। সুতরাং বহুবিঘোষিত ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেন অথবা আমাদের ভীমসেন রায় সকলেই মূল গোর্খ গীতিকার গায়কমাত্র; রচয়িতা নহেন। ইহাতে কেহ সংযোজন-সংশোধন তথা রক্তমাংস যোগ করেন নাই[১২]। গ্রন্থগুলির মৌলিক পাঠবৈচিত্র্যের অভাবই তাহার যথেষ্ট ও বিশিষ্ট প্রমাণ।

মুদ্রিত তিনখানি গোর্খ-গীতিকার ভনিতাকারদের মধ্যে কেহই যে রচয়িতা নহেন, ভনিতার বিরলতা হইতে তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ মিলিবে। আবদুল করিম সাহেবের গোরক্ষ-বিজয়ে কবীন্দ্রের তিনটি ও অতিরিক্ত পাঠে ফয়জুল্লার একটিমাত্র ভনিতা আছে[১৩]। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানিতে একবারমাত্র ভীমদাসের ও কেবল দুইস্থানে ফয়জুল্লার ভনিতা আছে[১৪]। ফয়জুল্লার অনুসরণকারী অজ্ঞাতনামা গায়কেরও সন্ধান করিম সাহেবের গ্রন্থেই মিলিতেছে[১৫]। মীনচেতনে শ্যামদাস সেনের মাত্র দুইটি[১৬] আর গোর্খ-বিজয়ে ভীমসেন রায়ের তিনটি[১৭] ভনিতা আছে। একেবারে

১২ তুলনীয়: *Obscure Religious Cults, Dr. Shashibhusan Dasgupta, p. 432*

১৩ গোরক্ষ-বিজয়, পৃ০ ১০, ১৩০, ১৫৩, ১১৫

১৪ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৫, ৮১, ৯৭

১৫ গোরক্ষ-বিজয়, পৃ০ ১৩০ "ফজুল্লাএ ভাবিয়া" ইত্যাদি

১৬ মীনচেতন, পৃ০ ২৪, ৪৭

১৭ গোর্খ-বিজয় পৃ০ ৩৭, ৮১, ৯৭

ভনিতাহীন পুঁথিও পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থের আয়তনের স্বল্পতা এই ভনিতাবিরলতার একমাত্র কারণ নহে; বিভিন্ন গ্রন্থে একই স্থানে ভনিতাপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়[১৮]। এবং ভনিতাগুলিতে কোনও শ্রী, ছাঁদ অথবা সাবলীল গতি নাই। যেন টানিয়া বুনিয়া নাম ঢুকাইয়া নিয়মরক্ষা করা হইয়াছে। এবং ভনিতাংশ আসিলে একই স্থানে প্রত্যেকের নাম ঢুকাইবার জন্য যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে[১৯]। দৃষ্টান্তস্বরূপে, যোগীর গানের ভনিতা দেখিলে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। ইহাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যেই চারিজন গায়কের নাম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। একই গানে দুইজনের ভনিতাও আছে[২০]। অথচ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ভনিতা ব্যবহার করাই প্রাচীন কবিদের চিরাচরিত রীতি ছিল, এবং পাঠক ও শ্রোতারা যেন ইহারই সহজ প্রত্যাশায় থাকিতেন। সেইসকল ভনিতা একটি বিশিষ্ট ছাঁদে ক্রমাগত অনুবৃত্ত হইয়া চলিত। কিন্তু গোর্খ-গীতিকায় অনুপ্রবিষ্ট ভনিতাগুলিকে তোলন আলোচনা করিলে দেখা যায়, এগুলি জোড়াতাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ইঁহারা সকলেই প্রচলিত গোর্খ-গীতিকার গায়ক ছিলেন। মূল পাঠ-অংশে সমগ্র রচনাবলীর আশ্চর্য্য আক্ষরিক ঐক্য ও কেবল ভনিতাংশে মাত্র নামে বিভিন্ন হওয়ায় আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই আপাততঃ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

॥ বন্দনা ॥

ভট্টশালী মহাশয়ের মীনচেতনের পুঁথির প্রথম পত্র পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানির[২১] প্রথম পত্রের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের পুঁথির[২২] প্রথম পত্রের অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত, বাকী অর্দ্ধাংশ হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া ও সম্ভাবিত পাঠ জুড়িয়া

১৮ ঐ, পৃ০ ৫, ৮১, ৯৭

১৯ ঐ, পৃ০ ৮১, ৯১

২০ ঐ, পৃ০ ১৬১-৬২

২১ সংখ্যা ১৬০৬

২২ সংখ্যা ১৪

গ্রন্থের আরম্ভ-ভাগ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু করিম সাহেবের গোরক্ষ-বিজয়ের আরম্ভ-অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপরন্তু, তাঁহার পরিশিষ্ট (ক)-এ তাঁহার সংগৃহীত চতুর্থ ও পঞ্চম পুঁথির উদ্ধৃতি আছে। তিনি এগুলির সমন্বয় করিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছেন[২৩]। কিন্তু গোরক্ষ-বিজয়ের বন্দনা অংশের মূল পাঠের সহিত পরিশিষ্ট পাঠ দুইটির সাদৃশ্যহেতু আমরা এগুলিও সম্পাদন করিলাম। করিম সাহেবের বিবৃতিতে কিছুমাত্র গোলযোগ না থাকিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ফয়জুল্লার নামীয় পুঁথিগুলিতে যে বন্দনা অংশ তাহা গোর্খ-বিজয়ের মুসলমানী সংস্করণ—মুসলমানদের সমাজে যাহা চলিত ছিল। চলিত ছিল স্বীকার করা যায়, এই বন্দনা অংশের অকৃত্রিমতার উপর নির্ভর করিয়াই। করিম সাহেব-প্রদর্শিত "শব্দপরম্পরা" দ্বারা ইহার "সুষ্ঠু প্রমাণ" সম্ভবপর নহে[২৪]। পাঠভ্রান্তির দ্বারাও প্রমাণ হয় না। বরং সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনপ্রিয় এই গাথাটি নানা ভাষা হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিয়া সহজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বলাই বোধ করি সঙ্গত।

এদিকে ভীমসেন রায়ের নামীয় পুঁথির বন্দনা অংশ হিন্দু-দেবদেবীর নাম দিয়া স্বতন্ত্র ধারায় শুরু হইয়াছে। শ্যামদাস সেনের পুঁথিটিও সম্ভবতঃ ভীমসেনের অনুকরণেই আরব্ধ হইয়াছিল। ইহাতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে এইরূপ বন্দনা-অংশসম্বলিত গাথাগুলি হিন্দু গায়কদের মুখে মুখে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল ; এবং এইগুলি গোর্খ-গীতিকার হিন্দু সংস্করণ। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের রুচিমতো দেব-দেবীর বন্দনা গাহিয়া পালা শুরু করিতেন। তাহাতে ইহাঁদের হয়তো খানিকটা স্বাধীনতাও ছিল। গ্রন্থগুলির মূল পাঠ-অংশ অপরিবর্ত্তিত থাকাতে আমাদের এই যুক্তির সমর্থন মিলিবে।

২৩ গোরক্ষ-বিজয়, পরিশিষ্ট (ক) পৃ০ (১)
২৪ ঐ ঐ (খ) ঐ (৫৬)

॥ নাথযোগী ॥

বাঙ্গালীর জাতিগঠনে আর্য্যেতর প্রভাব বহুশঃ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মমতেও অংশতঃ অনার্য্যপ্রভাব অস্বীকারের উপায় নাই। বাঙ্গালার বহুবিচিত্র নানা ধর্ম্মমতের মধ্যে ধর্ম্মঠাকুর[২৫] ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মতো অনার্য্য ও আর্য্যধারার মিশ্রণে ভারতের এই পূর্ব্ব প্রত্যন্তের নাথধর্ম্ম ও যোগী জাতি বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

নাথযোগীদের হঠযোগ দর্শন অর্থাৎ বলপ্রয়োগে চন্দ্রসূর্য্য তথা প্রাণ অপান বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাণাযামাদি শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধ্য কৌশলাত্মক যৌগিক সাধনপন্থা এ দেশে অজ্ঞাত ছিল না। হঠযোগের দেহশুদ্ধি ও সনাতন তন্ত্র-শাস্ত্রের ভূতশুদ্ধি মূলতঃ অভিন্ন। লুপ্তাবশেষ তন্ত্রশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থে ভূতশুদ্ধি একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহা শ্রেষ্ঠ যৌগিক প্রক্রিয়া। ভূতশুদ্ধি তথা ষট্‌চক্র-ভেদের মতো শরীর-শোধনের আর কোনো উত্তম পন্থা কোনো শাস্ত্রে দেখা যায় না। তান্ত্রিকগণ যে-কোনো উপাসনার আরম্ভে ভূতশুদ্ধি করিয়া থাকেন। (ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা ও অন্যান্য ন্যাস এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি তান্ত্রিক পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ।) হিন্দুর বর্ত্তমান পূজাপদ্ধতির সহিত কিছুমাত্র পরিচয় থাকিলেও বিষয়টি সম্যক্ বোঝা যাইবে। সুতরাং হিন্দু-তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুরাপুরি প্রভাব নাথযোগীদের হঠযোগের মধ্যে আছে স্বীকার করিতে হয়।

বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পর্য্যায়ে যোগদর্শনের ইঙ্গিত স্ফুটতর না হইলেও উপনিষদের স্তরে 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড' তত্ত্ব যে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা সামবেদীয় সুবিখ্যাত ছান্দোগ্য-উপনিষদের এই উদ্ধৃতিটুকু হইতে পাওয়া যাইবে।

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৮, ৩ ॥

২৫ ডাক্তার সুকুমার সেন ও মৎসম্পাদিত রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা

শতপথ-ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের আংশিক ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়; এইগুলি হইতেছে নাথ কায়যোগেরও গোড়ার কথা। নাথপন্থে অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে কর্ম্মবিশেষে নিষিদ্ধ বা পবিত্র বলিয়া মানা হয়। এই আচার পুরাপুরি বৈদিক "উপোসথ"-এর অনুরূপ। নাথপন্থে পরে নিষিদ্ধ তিথি হিসাবে দশমী, একাদশী, প্রতিপদ ইত্যাদি ঢুকিয়াছে। এগুলি মনে হয়, "উপোসথ"-এর অর্ব্বাচীন, পল্লবিত ও প্রক্ষিপ্ত রূপ। সকল ধর্ম্মেই এইরূপ পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। বৈদিক "উপোসথ" জৈন ও বৌদ্ধদের দ্বারাও অনুসৃত হইয়াছিল।[২৬]

শিবসংহিতা-মতে শ্রুতিই যোগীদের সেবনীয়। ইহাঁদের পরম তত্ত্ব মহামন্ত্র ও মহাজ্ঞান, "হুঙ্কার" এবং "ওঙ্কার" বৈদিক মন্ত্র। "দশবীজ" তন্ত্রমতের। কুলবৃক্ষ "বকুল", আভরণ "রুদ্রাক্ষ", আহার্য্য "কচুশাক"-ও তাই। পৌরাণিক দেবদেবীর নাম দিয়া আরম্ভও আছে, বন্দনাও আছে।

অর্ব্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদের বহু স্থানে[২৭] যোগীদের পরিচ্ছদ, যোগে দশ নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম শরীর-সর্ব্বতীর্থ, দেহ-দেবালয়, শারীর বিজ্ঞান, শারীর যজ্ঞ, নাড়ীতত্ত্ব, নাড়ীনিরূপণ, ইড়া-পিঙ্গলা, ষটচক্র, প্রাণ-পবন, মনঃ-চন্দ্র, মনো-জপ, অবধূত, পরমহংস, অরিষ্টলক্ষণ ইত্যাদি যোগ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নানা কথা বিবৃত আছে এবং দেখা যায়; এইগুলি নাথযোগেরও উপজীব্য।

সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য এই চারি পাদসম্বলিত পাতঞ্জল-দর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্যে চিত্তনিরোধ, দেহশুদ্ধি এবং এইগুলির চরম ফল মুক্তি সম্বন্ধে বহু উপদেশ বিবৃত আছে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতেও যোগদর্শনের যে-সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২৬ প্রাতিমোক্ষ, ম০ ম০ বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবেশক, পৃ০ ২০, ৬৫-৬৬

২৭ অষ্টোত্তর শতোপনিষদঃ, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণশীকর-সম্পাদিত, নির্ণয়-সাগর প্রেস, বোম্বাই

কালক্রমে মধ্য-ভারতীয় আর্য্য ভাষা ও সাহিত্যের শেষ পর্য্যায়ে যোগ-দর্শন নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রায় হাজার বছর আগের মাগধী অপভ্রংশ-স্তরে বৌদ্ধ সহজযানী ও নাথ গুরুদের দ্বারা সন্ধাভাষায় লিখিত পদগুলিতে যোগধর্ম্মের নানা কথা পাওয়া যাইতেছে। "দশমি দুআর", "চান্দ-সুজ", "মণ-রাঅ", "ইঙ্গলা-পিঙ্গলা", "মণ-পবণ", "রবি-শশী", "গঙ্গা-যউনা", "অনহা", "বেঙ্কানাল", "অদভুআ", "সহজ সরুআ" "শশধর", "জীবন্ত-মইল", "বিপরীত-করণ", "সাসু-ঘরে কোঞ্চা তাল" ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহাঁরা হঠযোগ-প্রক্রিয়ার প্রণালীকেই প্রকাশ করিয়াছেন[২৮]।

সমসাময়িক অবহট্‌ঠে লেখা পাহুড় দোহাতে[২৯] শৈব যোগীদের সাধনপন্থা "সিউ সব্বংগউ," "দেহা-দেবলি"-তে "বসই সত্তিসিউ", "ণিজ্জিয় সাসো," ণিপ্‌ফংদলোয়ণো", "পবণ", "রবিসসি" ইত্যাদি বাচনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন,

আরাহিজ্জই দেউ পরমেসরু কহিঁ গয়উ,
বীসারিজ্জই কাই তাসু জো সিউ সব্বংগউ। ৫০।
দেহাদেবলি জো বসই সত্তিহিঁ সহিয়উ দেউ,
কো তহিঁ জোইয় সত্তিসিউ সিগ্‌ঘু গবেসহি ভেউ। ৫৩।
ণিজ্জিয়সাসো ণিপ্‌ফংদলোয়ণো মুক্কসয়লবাবারো,
এয়াইঁ অবত্থ গও সো জোয়উ নত্থি সংদেহো। ২০৩।
কালহিঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ চহু একট্‌ঠই বাসু,
হউ তুহিঁ পুচ্ছউ জোইয়া পহিলে কাসু বিণাসু। ২১৯।

স্পষ্টতঃই হঠযোগকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

জিন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঋষভদেব জৈনশাস্ত্রে "আদিনাথ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি বৃষধ্বজ; নির্ব্বাণ-স্থান কৈলাস। নাথপন্থের আদিনাথ শিবের সহিত ইহাঁর সাজাত্য কল্পনা করা যাইতে পারে। অধিকাংশ জিনগুরুর নাম "নাথ"-পদান্ত। শেষ তীর্থঙ্কর ও প্রধান সংস্কারক

২৮ *Indian Linguistics, vol. X, ed. Dr. Sukumar Sen, p. 42*

২৯ *Ed. Hiralal Jain, Karanja Jaina Series, Berar.*

বৈশালীর মহাবীর নিগন্থনাথ। ইনি গোত্রে জ্ঞাত্রিক; প্রাকৃতে "নাত"। সেইজন্য তাঁহাকে "নাত-পুত্ত" বলা হয়। অনেকে মনে করেন তিনি ছিলেন নাথবংশীয় যোগী অথবা নাথযোগীর শিষ্য। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মার্গে নাথযোগধর্ম্মের উপকরণ বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে। একাদশ শতকে জৈন প্রাকৃতে সিদ্ধ হেমচন্দ্রের লেখা কুমারপাল-চরিতের[৩০] টীকায় গগনকে "ব্রহ্মরন্ধ্র" বলা হইয়াছে। "মণ-পবণ", "ইড়-পিঙ্গল", "গয়ণ-চলন্ত-সুধা-রস", "সসহর", "বীণা", "অদিট্‌ঠিহি তন্তিহি" ইত্যাদি বিশেষ শব্দ প্রয়োগে ইহাতে কায়যোগের অনেক কথা বিবৃত আছে,

মণু থম্ভেবিণু পবণি নিজোজহু, মণ-পবণিহিঁ রুদ্ধহিঁ সিজ্ঝিজ্জই। ৮, ২২।
নাড়িউ ইড়-পিঙ্গল-পমুহাও জাণেব্বাও পবণেণং রুদ্ধা
তাউ ন জাণই জো সব্বাও জোগিঅ-চরিঅএ চরই স্তু মুদ্ধা। ৮, ২৩।
গয়ণ চলন্ত-সুধা রস-নিব্ভহে অমিঅ পিঅন্তিহু জোগিঅ-পন্তিহু
সসহর বত্তি ধরন্তিহু কচ্ছবি ভউ নোপজ্জই জর-মরণত্তিহু। ২৪।
বজ্জই বীণা অদিট্‌ঠিহি তন্তিহি, উট্‌ঠই রণিউ হণন্তউ ট্‌ঠণইং,
জহি বীসাম্বুঁ লহই তং জ্ঝায়হু মুত্তিহে কারণি চপ্‌ফল অন্নইং। ২৫।

ইহা ছাড়া যোগীন্দ্রদেবের "পরমাত্ম-প্রকাশ" ও "যোগসার" ব্রহ্মচর্য্যমূলক কায়যোগের তত্ত্বে ভরা। জৈনশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ কুলগুরুবাদও প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়। বাঙ্গালা ও বিহারের যুগীতাঁতিদের ভিতর "শরাক" নামে এক শ্রেণী আছে[৩১]। এই "শরাক" সম্ভবতঃ জৈন "শ্রাবক"-এর রূপান্তর।

বৌদ্ধধর্ম্মের যোগাচার ও বুদ্ধমূর্ত্তিতে যোগিচিহ্ন সুস্পষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের অনুকরণে ভিক্ষুধর্ম্মের নিয়ম বিহিত হইয়াছে। তিব্বতী জনশ্রুতিতে বলে অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাগুরু ও নালন্দা-বিহারের অধ্যক্ষ জেতারি একজন যোগিনীর সন্তান। তাঁহার পিতার নাম গর্ভপাদ। ইনি নাথসাহিত্যে সুপরিচিত গাভুর সিধাই।

অপভ্রংশের যুগে রোমান্টিক-কাহিনীকাব্য ও প্রণয়গাথার প্রায় সব কাহিনীতেই একটি নাথযোগীর ভূমিকা বা তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩০ *Ed. Shankar Pandurang Pandit, Bombay.*

৩১ কবীর, পৃ০ ৭, পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্য্যালয়, বোম্বাই

যোগিনী-কৌল-সম্প্রদায়ের কৌলজ্ঞাননির্ণয়[৩২] নাথযোগী মৎস্যেন্দ্র-পাদের দ্বারা অবতারিত বা প্রকাশিত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভোজ-পুরী, অবধী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষাতেও এই একই ধারা কবীর, কুতবন এবং জায়সীর রচনাতে ও গোরখবানীর মধ্যে অনুসৃত হইয়াছিল। দাদুর ভক্তিমিশ্রিত সহজধর্ম্মেও যোগকথার অপ্রাচুর্য্য নাই। গ্রন্থসাহেব ও প্রাণসংগলীর নানা মহলায় যোগকথার বিস্তার আছে।

বাঙ্গালাদেশে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, আলাওলের পদ্মাবতী, মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজ সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, দ্বিজ শক্রঘ্নের স্বরূপ-বর্ণন, আলীরাজার জ্ঞানসাগর ও সিরাজকুলুপ, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞান-চৌতীশা, মুহম্মদ শফীর নুরকংদিল, মুরশিদের বারমাস্যা, যোগকলন্দর, সত্যজ্ঞানপ্রদীপ, সুকুর মামুদের ভনিতাযুক্ত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন শতাব্দীতে নাথপন্থের কায়যোগের ঐতিহ্য নানাভাবে গ্রথিত হইয়াছে ও গোর্খবিজয়ের রূপককাহিনী সূত্রাকারে অথবা বিশদভাবে স্থান পাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত পুঁথিতে বাঙ্গালা "গোর্খ-সংহিতা"[৩৩] ও তাহাতে যোগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর পাওয়া যাইতেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে লেখা যোগচিন্তামণির পুঁথিতে[৩৪] হঠযোগ-দর্শনের কথা আছে। উনবিংশ শতকের শাক্তপদাবলীতে দেহতত্ত্ব মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। গোর্খ-বিজয়ের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী যোগীর গান,[৩৫] যুগী-কাচ[৩৬] ও বাউল গানে হেঁয়ালি ছাঁদে কায়যোগদর্শনের এই সনাতন ধারা অগভীর হইলেও এখনও অব্যাহতভাবে প্রবহমান। বাউল সঙ্গীতে কায়যোগ-

৩২ *Ed. Dr. Prabodh Chandra Bagchi, Calcutta Sanskrit Series, no. III*

৩৩ গোর্খবিজয়-এর পরিশিষ্ট (ঘ).

৩৪ ঐ ঐ (ঙ)

৩৫ ঐ ঐ (খ)

৩৬ ঐ ঐ (গ)

দর্শনের আধুনিক রূপান্তরের কিছু নমুনা[৩৭] দিতেছি। বাঙ্গালার জানপদ সাধনার ধারা ভাষার অন্তর্লীন ফল্গু বাহিয়া কিরূপে বর্ত্তমানের ঘাটে আসিয়া ভিঁড়িয়াছে "জোড়া দরজা", "মট্‌কা", "হংস", "সহজ","মূলাধার", "রবি-শশী", "তিরপিন", "দম-ঘর", "চারি চন্দ্র", "নাগিনী", "অজপা", "উল্‌ট গাছ" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে তাহা সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে।

(ক) মানব-দেহ ঘর এ ঘর বানিয়েছে কোন্ কারিকর।
কি মজার বাঁধা, গোলোক ধাঁধা আগাগোড়ার নাই খবর ॥

খবর চল্‌ছে দুই দ্বারে, যেমন টেলিগ্রাফ তারে;
সারসি দেওয়ার হায় কি বাহার জানালা দুই ধারে—
এই যে জান্‌লা রূপের আন্‌লা, যাতে প্রকাশ চরাচর ॥

এই যে জোড়া দরজা, এতে হাওয়া কি মজা,
হংস হংস বল্‌ছে সহজ চল্‌ছে ঠিক সোজা—
সে বন্ধ হলেই অন্ধকার সব গন্ধ নাই আর সম্বন্ধর ॥

তার পরে গুপ্ত দ্বার, তাতে গোপনের কারবার,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় [হয়] কি ভীষণ ব্যাপার—
কথা বল্‌ব কাকে বুঝবে বা কে, এর মূল খবর মট্‌কার উপর ॥

যখন আস্‌বে ঝট্‌কা ভাঙ্গবে চট্‌কা (তোমার) যাবে রে মট্‌কা উড়ে ॥
মুহুনী খেয়েছে টাল, ছাউনীতে পড়েছে খাল,
পাঁচ কাঠের নাইক আহাল আড়ায় গেছে ঘুণ ধরে;
রিপু রূপের খুঁটি রুয়ে মাটী করেছে রে একবারে ॥

৩৭ (ক) পূর্ণানন্দ বাউল সঙ্গীত, প্রকাশক শ্রীশিবকিঙ্কর দাস, ১৩৩১। [বর্দ্ধমান জেলার বাগিলা-কৃষ্ণপুরের বাউল কবি পূর্ণানন্দ পাল। জাতিতে তিলি। জন্ম, সন ১২৭৮; মৃত্যু, সন ১৩৪৪ সাল। ইনি একজন বিশিষ্ট সহজ-সাধক ছিলেন। ইঁহার শিষ্য-গোষ্ঠী এখনও বর্ত্তমান।]

মা মূলাধারে চিন্‌লি না রে মূলে যে কানা,
মূলে ভুলে ডাক্‌লে মায়ের সাড়া পাবে না,
সে মা নয় সামান্যা ত্রিলোকমান্যা বিরাজে অন্তঃপুরে

সহজ নয় সে শক্ত কথা সে পথে যাওয়া,
পথের ভিতর গুপ্ত সুপথ চলে না হাওয়া ;
পথে রবি শশী দিবা নিশি উদয় আছে দু-ধারে ॥

(খ) ত্রিবেণী তুই কোন্ সাধনে যাবি,
তোর সাহস দেখে বসে ভাবি।

(গ) কি কারখানা দেখে এলাম দম-ঘরে,
ও তার এক জনাতে কল টেনে লয় আর একজন
গঠন সারে ॥ ১৪ ॥

আমার দেহের মধ্যে চারটি চন্দ্র আছে চিরদিন ॥ ২৫ ॥
(চারিচন্দ্র, শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র ঃ নীল, লাল, শ্বেত, ও হিঙ্গুল)

কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে সেই অমৃত রস ॥ ৩২ ॥

আছ্‌মান জমিন, চৌদ্দ ভুবন, লক্ষ যোজন কোথায় ছাড়া রয়,
ওরে তিনের কোণা, চারের দীর্ঘ, সাতের সঙ্গে কোথায় মিলন
হয় ॥ ৪০ ॥

ও মন, মালাকুতের মোকামে পানি, লাহুতের মোকামে অগ্নি,
জবরুতের মোকামে পানি, হাওয়া চালাচ্ছে নাছুতের
মোকামে ॥ ৫৯ ॥

(খ) রচয়িতা, গোসাঁই হরিপোদা, (শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত-সংগৃহীত, বাঁকুড়া)
(গ) হারামণি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে,
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারামখানা ॥ ৬৮ ॥

অজপারে নিহার কর, তালা মেরে আছে দড় ॥ ১২৯ ॥

উল্‌টা গাছে চড়িবি যদি মন।
আগে কর গুরুর কাছে অন্বেষণ ॥ ২১৭ ॥

(ঘ) চেয়ে দেখ্‌না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্চে ঝলক মণিকোটার ঘরে ॥
হলে সেই চাঁদের সাধন অধরা চাঁদ পায় দরশন,
পায় রে চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেচে ফিকিরে ॥
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেয়া চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া
দে[খ] রে জমিনেতে ফলচে মেওয়া চাঁদের সুধা ঝরে ॥
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার সকল চাঁদ হয় গো নেহার
তারে লালন বলে বিপদ আমার গুরু চাঁদ ভুলে রে ॥

চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
ও তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয় তাই জানে অনেক জনে ॥
যে জানে সে চন্দ্রভেদ কথা বলব কি তার ভক্তির ক্ষমতা,
সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ জে চাঁদ না কেউ পায় গুণে ॥
এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়, ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন রূপ,
ও সে মণিকোটার খবর জেনে সকল খবর সেই জানে ॥

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত লালন ফকিরের (শিরাজ সাঁই ?) পাণ্ডুলিপি হইতে রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। (রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য, হারামণি, পৃ০ ১৭৫ : "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।··· প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থসত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।")

ধরতে মূল চন্দ্র কোন্ জন গরল চন্দ্রের ক[ে]র অন্বেষণে,
দরবেশ ছেরাজ সাঁই কয় দেখ রে লালন বিষামৃতে মিলনে ॥

মন-চোরা রে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাতো আজ তিরপিনে,
আমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারামখানা সেইখানে ॥

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে ॥

সদাএ সে নিরাঞ্জন নীরে ভাসে ॥

জানা চাই আমাবস্যা[য়] থাকে চাঁদ কোথায় ॥ ইত্যাদি

মহাভারতের শল্যপর্ব্বে প্রাক্-মহাভারতীয় যুগের মঙ্কণক-নামে এক সিদ্ধ যোগীর উল্লেখ আছে। তাহার দেহের এক স্থান একদা দর্ভাঙ্কুরে ক্ষত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া একপ্রকার শাকরস ক্ষরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন,

পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্,
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥ ৩৮,৩৯ ॥

দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি না হওয়া বিশিষ্ট যোগজ বিভূতি। যোগজ্ঞা সুলভা রাজর্ষি জনকের আধ্যাত্মিকতা পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার শরীরে স্বীয় ইন্দ্রিয়তেজ সঞ্চারিত করেন। তাহাঁর অনবস্থ রূপ ধারণের কথাও শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। আদিপর্ব্বে তপঃপ্রভাবে মানস পুত্র উৎপাদনের বর্ণনাও দেখা যায়। অনুশাসনপর্ব্বে আছে, বিপুল-নামে একজন ব্রহ্মচারী অজিতেন্দ্রিয়া গুরুপত্নীকে এই যোগের দ্বারা লম্পটের হাত হইতে রক্ষা করিতে—

নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্যা রশ্মিং সংযোজ্য রশ্মিভিঃ,
বিবেশ বিপুলঃ কায়মাকাশং পবনো যথা ॥ ৪০, ৫৭ ॥

আশ্রমবাসিক-পর্ব্বে আছে, বিদুর যোগক্রিয়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরগণকে পরলোক হইতে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদিকে দেখাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ব্যাসদেব, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিগণের যোগবিভূতির অসংখ্য উদাহরণ মহাভারতগ্রন্থে পাওয়া যায়[৩৮]। এবং এই যোগকে মহাভারতে বেদ হইতে স্বতন্ত্র ও সনাতন (সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে, বেদাশ্চ সর্ব্বে নিখিলেন রাজন্। শান্তি, ৩৫১ অ) বলা হইয়াছে। বরাহাদি প্রাচীন পুরাণেও যোগীদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্পর্কে অনেক কথা আছে এবং এইপ্রকার যোগিশ্রেষ্ঠদের মতো যোগজ বিভূতি প্রদর্শনের কাহিনী গোর্খ-বিজয়ে, গোপীচন্দ্র-কাহিনীতে ও নাথ সিদ্ধাদের নানা দিগ্‌দেশে প্রচলিত নানা উপাখ্যানের মধ্যেও কীর্ত্তিত আছে দেখা যায়[৩৯]।

এইসকল পৌরাণিক কাহিনী ছাড়িয়া দিলেও মহেঞ্জোদরোর মুদ্রায় যোগি-সিদ্ধের চিত্র আছে[৪০]। আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে আসিয়া অদ্ভুত যোগী দেখিয়াছিলেন[৪১]। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বাবিলনবাসী বার্দেসানেস ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও শমন (শ্রমণ) যোগীদের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন[৪২]। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে হিউয়েন সাঙ্ কপিশাতে গায়ে ছাইমাখা, মাথায় হাড়ের মালা জড়ানো শৈবযোগী দেখিয়াছিলেন[৪৩]।

৩৮ মহাভারতের সমাজ, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য, পৃ৹ ৪৬৮-৫২১

৩৯ *Gorakhnath and the Kanphata Yogis, G. W. Briggs, pp. 179-207*

৪০ *Sir John Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization, London, 1931, Vol. III, Pl. XCVIII; Ramaprasad Chanda, Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 41, p. 25, pl. 1, fig. 6;* রমাপ্রসাদ চন্দ-লিখিত প্রবন্ধ "সাংখ্য ও যবন দর্শন", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৯

৪১ *Plutarch's Lives, td. J Langhorne & W. Langhorne, pp. 484-85*

৪২ প্রাচীনভারত, প্রথম খণ্ড, যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার, পৃ৹ ১৫৬-৫৯

৪৩ *On Yuan Chwang's Travels, Thomas Watters, Vol. I, p. 123*

নাথযোগীদের আদিগুরু শিবকে গোর্খ-বিজয়ে[৪৪] আমরা এই রূপেই দেখিতেছি,

মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।

একাদশ শতকের প্রথম দিকে আলবিরুণী ভারতে আসিয়া "সিদ্ধ রক্ষের" ভোজ-বিস্তার কাহিনী শুনিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে[৪৫] "সিদ্ধপুর"-এর কথাও সিদ্ধদের প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। সমসাময়িক কনারকের মন্দিরচিত্রে ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ পুরুষাঙ্গ-নিগ্রহকারী যোগিমূর্ত্তি দেখা যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে চন্দ্রযোগীর নাম আছে। বল্লাল-চরিতে যোগী পীতাম্বর নাথ-কর্তৃক বল্লাল-কন্যার বরের লক্ষণ পরীক্ষার কাহিনী বিবৃত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভায় চন্দ্রনাথ যোগীর "কৃষ্ণ-কচুশাক" সহযোগে কদন্নভোজনের কথা সেকশুভোদয়ার[৪৬] মারফতে সুবিদিত। ত্রয়োদশ শতকের শেষে মার্কো পোলো ভারতীয় যুগীদের (*Chughi*) দীর্ঘ আয়ুর কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন[৪৭]। যোগী অর্থে "যুগী" তখনই প্রচলিত হইয়াছে। একই বর্ণনা বার্ণিয়ে ফ্রঁশোয়া[৪৮]র মধ্যেও পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়া ইব্‌নে বতুতা[৪৯] তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে ভারতীয় যোগীদের আচরণ, বেশভূষা ও তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। লিন্‌স্খোটেন[৫০] ষোড়শ শতকের বীতস্পৃহ, অলৌকিক ক্ষমতায় প্রত্যয়কারী, দৈবজ্ঞ, যাদুকর ও

৪৪ পৃ০ ৬

৪৫ *Alberuni's India, ed. E. C. Sachau, Vol. I, pp. 192, 267-68, 303-4*

৪৬ ডাক্তার সুকুমার সেন-সম্পাদিত, পৃ০ ২৭-২৮

৪৭ *Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh, Vol III, W. Crooke, p. 61*

৪৮ *Travels II, p. 130*

৪৯ *Voyages, D'Ibn Batoutah, Vol IV, p. 35 etc.*

৫০ সমসাময়িক ভারত, সমাদ্দার, ঊনবিংশ খণ্ড, পৃ০ ১৪৬

সাপুড়ে যোগীদের বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় লেখা দবিস্তান-এর একটি অধ্যায়[৫১] যোগীদের সম্পর্কে উপাদেয় তথ্যে পরিপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মার্শাল ভারতপর্য্যটনের বিবরণে[৫২] বাঙ্গালী যুগীদের (*Jougees, Jogan, Jogini*) ব্রহ্মচর্য্য ও রাসায়নিক দক্ষতার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তাহাঁর বর্ণিত আকবর-যুগী প্রসঙ্গ বড়োই কৌতূহলোদ্দীপক। সমসাময়িক মানুচ্চীর মোগল-কাহিনীতে[৫৩] ঠগ যোগীর বিবরণ আছে। ইদানীংকালের যোগিপুরুষদের ভিতর পওহারী বাবা,[৫৪] রামদাস কাঠিয়া বাবা[৫৫] ও তৈলঙ্গ স্বামী[৫৬] প্রভৃতির নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়[৫৭]-এর লেখক মহাশয় কয়েকটি যোগীর সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন।

নাথযোগীদের কায়সাধনার ধারা ও কাহিনীর পরম্পরা এইরূপ সুপ্রাচীন তান্ত্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য-সম্বলিত হইলেও যোগীদের আচার-ব্যবহার, আবরণ ও আভরণে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তীয় আর্য্যেতর প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় ধর্ম্মঠাকুরের পুরাণ-কথা এবং নাথ নিরঞ্জনের সৃষ্টি-বর্ণনায় অভিন্নত্ব ও আর্য্যেতর ঐতিহ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন[৫৮]। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে নানা আর্য্যেতর ও প্রাগার্য্যেতর জাতির পুরাণ ও রূপকথা নাথ-সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কথা ও কাহিনীগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অনেক মত এদেশে অনার্য্য কিরাতগণের (*Tibeto-Chinese*) মতবাদ ও

৫১ *The Dabistan, Vol. II, pp. 123-148*

৫২ *John Marshall in India, Vol. V, ed. S. A. Khan, pp. 196-202, 371-2*

৫৩ *N. Manucci, Storia do Mogor, Vol. II, pp. 456-57*

৫৪ স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা, পওহারী বাবা

৫৫ জীবন-চরিত, তারাকিশোর চৌধুরী-লিখিত

৫৬ উমাচরণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত, তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী ও তত্ত্বোপদেশ

৫৭ দ্বিতীয় ভাগ, পৃ০ ১১৪, ১২১

৫৮ প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ০ ১-ক, ২-৩

আচার-অনুষ্ঠানের সহিত মেলে। কিন্তু এ বিষয়ের তুলনামূলক গবেষণা যোগ্য পণ্ডিতের দ্বারা এখনও হয় নাই।[৫৯] আমরা নাথদিগের মত ও অনুষ্ঠানসম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে যেমন বিবরণ পাইয়াছি বর্ত্তমান ভূমিকায় তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়া আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে বস্তুনিষ্ঠ (*objective*) করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতৎসম্পর্কে ভবিষ্যতে তুলনামূলক আলোচক নূতন আলোকপাত করিতে পারিবেন।

প্রস্তুত গ্রন্থের উপজীব্য সমস্ত পুঁথিতে গোরক্ষ বা গোরখ স্থানে আমরা সর্ব্বত্র "গোর্খ" পাইয়াছি। রাজস্থানী ভাষায় লিখিত গোরখ বানীর[৬০] প্রাচীনতম পুঁথিতেও "গোর্খ" পাঠ আছে। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ও অযোধ্যা অঞ্চলের ভর্থরী যোগীরা ভর্তৃহরি, রাজা গোপীচন্দ্র ও মহাদেবের বিষয় লইয়া গান গাহিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথ নাই। দয়ারাম আছেন। ইহাঁর নামান্তর (*Karkha*) কার্খ বা কর্খ[৬১]। ইনি গোর্খ হইতে পারেন। ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন শব্দটি সম্ভবতঃ অনার্য্যমূল[৬২]। এবং মূল রূপে হয়তো অপভ্রংশের মধ্যেই টিকিয়া আছে। এইরূপ মোচন্দর বা মচ্ছন্দ নামটিও আর্য্যেতর ভাষার বলিয়া অনুমান হয়[৬৩]। মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নেপালী "মছংদর"-এর সংস্কৃত রূপ তাহা "পদুমাবতি"র টীকাতেও উক্ত হইয়াছে[৬৪]। গোর্খ-বিজয়ে মীন মোচন্দর[৬৫] (বা মুচুন্দর) পাই। মীন নাম মোচন্দর

৫৯ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিরাতদের সম্পর্কে একখানি বই লিখিয়াছেন। বইখানি প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে পূর্ণতর আলোচনার সুযোগ মিলিবে।

৬০ ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল-সম্পাদিত, পৃ০ ৮৯

৬১ *Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh, W. Crooke, Vol. III, p. 60*

৬২ প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ০ ১-গ, ১

৬৩ ঐ , পৃ০ ১-খ, ৭-৮

৬৪ *Bibliotheca Indica (A. S. O. B.) No. 1172, G. A. Grierson & MM. Sudhakara Dvivedi, Fs. V, p. 356*

৬৫ পৃ০ ৭ ইত্যাদি

উপাধি হইতে পারে। কাশ্মীরী ঐতিহ্যে[৬৬] মচ্ছন্দকে মীননাথের আখ্যা বা নাম বলা হয় নাই। এবং সংস্কৃতমূল না হইয়াও শব্দটীর প্রাচীনতর রূপকব্যাখ্যা তন্ত্রে চলিত ছিল। "পাশ" অর্থে "মচ্ছ" শব্দের প্রয়োগ কোন্ সূত্রে আসিয়াছে অনুসন্ধান করিবার বিষয়। সাধারণ যোগি-সম্প্রদায়ে মৎস্যেন্দ্র অপেক্ষা মছন্দর নামেরই আদর বেশী[৬৭]। কোনো কোনো স্থানে কুলীন যোগীদের ভিতর "মীন" ও "মৎস্যেন্দ্র" (মচ্ছন্দ) নামে স্বতন্ত্র গোত্র প্রচলিত আছে।

যোগীদের আচার-ব্যবহারের প্রসঙ্গে গোর্খ-বিজয়ে[৬৮] কড়ির বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। শিব "শ্রবণেতে কড়ি" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোর্খনাথের উক্তিতে আছে, "পুনরুপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি দিয়া"। অর্থাৎ গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ হওয়ার মতো কর্ণে কড়ি দিয়া যোগী হইতে হয়। তাহা ছাড়া এখনও বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে মৃত যোগীর কাঁধে কড়ির থলি দিতে হয় মাটিতে সমাহিত করিবার আগে[৬৯]। তামিলনাডে গভল যোগীদের জাতীয় চিহ্ন ও যোগিনীদের ভূষণ হইতেছে কড়ি[৭০]। অথচ তান্ত্রিক, বৈদিক, বা বৌদ্ধ কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যেই যোগি-সম্প্রদায়ের কড়ির এই প্রাধান্য দেখা যায় না।

মীননাথের সমৃদ্ধ কদলী-রাজ্যে গোর্খনাথ "প্রতি ঘরে চালে দেখে সোনার কোমড়া"[৭১]। যোগিরাজ্যে সোনার কোমড়া যোগীদের সমৃদ্ধির ব্যঞ্জক হইতে পারে; অথবা ঘরের চালের স্বর্ণময় অংশবিশেষ হইতে পারে। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতে কুমড়া বলির প্রচলন আছে; হয়তো ইহা তাহারই বিশেষ অনুকৃতি। আর্য্যেতর কোনো প্রথার ইঙ্গিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

৬৬ *Sri Tantraloka, Abhinava Gupta, Srinagar, 1918, Vol. I, p. 25*

৬৭ পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী-লিখিত মুদ্রাপ্যমান গ্রন্থ "নাথ-সম্প্রদায়", পৃ০ ৩৮

৬৮ পৃ০ ৩, ৩২

৬৯ বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, পৃ০ ৮২

৭০ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. II, pp. 277,496*

৭১ পৃ০ ৩৩

নাথ-সম্প্রদায়ে মাছের একটি বিশেষ স্থান আছে। মীননাথের "বোগাল সুন্দর"[৭২] হইয়া মহাজ্ঞান শোনা, বিন্দুকনাথকে "সইল মৈশ্চের"[৭৩] মতো টাঙ্গাইয়া রৌদ্রেতে দেওয়া অসম্বদ্ধ ব্যাপার নহে। পশ্চিম বঙ্গে যোগীদের শ্রাদ্ধ-কৃত্যে মাছের ঝোল রাঁধিয়া দিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। মীননাথ মাছের পেটে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে যোগীদের মাছ খাইতে নাই।[৭৪] মাছ ও ডিম দিয়া জাতক ও মৃতক সংস্কারের বিধি মহীশূরের হাণ্ডী যোগীদের ভিতর চলিত আছে[৭৫]। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে বিশিষ্ট তান্ত্রিক পরিবারেও ভৈরবের ভোগে ও শিবা-বলিতে ডিমভাজা ইত্যাদি উপকরণ হিসাবে এখনও নিবেদন করা হয়। দ্বীপময় ভারতেও ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেদ্যে ডিম দেওয়ার প্রথা[৭৬] এখনও বর্ত্তমান। মৃতক সংস্কারে সেখানে ডিম দেওয়ার প্রচলন আছে[৭৭]।

যোগীদের "আমুনি কচুর শাগ" খাওয়ার কথা গোর্খ-বিজয়ে[৭৮] আছে। মাষকলাই দিয়া কচুর ব্যঞ্জন রান্ধিবার প্রথাও যুগী-কাচে[৭৯] দেখা যায়। "সেকশুভোদয়া"তে যোগীর কালো কচুর শাক পরিতৃপ্ত হইয়া খাইবার কথা আগেই বলিয়াছি। শিবাবলি এবং ভৈরবাদি তান্ত্রিক দেবতার পূজায় মাছের মুড়া দিয়া মাষকলাই রান্না করিয়া দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিবার প্রথা শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে শাক্ত সমাজে প্রচলিত। এবং সেই অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে বিজয়া দশমীতে ভগবতীকে কচুশাক-যুক্ত ভোগ নিবেদন করা হয়। মহীশূরে হাণ্ডী যোগীদের[৮০] ও

৭২ পৃ০ ৭

৭৩ পৃ০ ১১৩

৭৪ *Gorakhnath and the Kanphata Yogis, G. W. Briggs, p. 125* (১২৫ হইতে ১৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যায়টি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ)

৭৫ *The Mysore Tribes & Castes, Vol. III, pp. 495, 499*

৭৬ দ্বীপময় ভারত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ০ ৩৫৩

৭৭ ঐ ঐ পৃ০ ২০৫

৭৮ পৃ০ ১০৫

৭৯ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১৮৪

৮০ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, p. 499*

তামিলনাডে মৃত যোগীদের[৮১] মাটির আগে শবের বগলে মুরগীর বাচ্চা ও নুন দিতে হয় পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায়। এই সকল প্রথার হেতু আলোচ্য।

তামিল যোগী পুরুষদের[৮২] দীক্ষার সময় কাণে গণ্ডারের শৃঙ্গের অথবা চীনা-মাটির কুণ্ডল পরার বিধান আছে। চীনা-মাটির কুণ্ডল হয়তো ভারতীয় যোগীদের মধ্যে তিব্বতী-চীনীয় কোনো অতীত যোগসূত্রকে ইঙ্গিত করিতেছে। সমাজে গিয়া যোগিপ্রধানের "মৈত্থঘটি মাগু পাইবার"[৮৩] প্রথাও ঠিক তান্ত্রিক আচারের পর্য্যায়ে পড়ে না। বাঙ্গালী নাথযোগীদের ধামালী, বিহারের "জোগীড়া" ও "কবীব" গানের চূড়ান্ত অশ্লীলতা[৮৪] নাথপন্থে কোনো অন্তর্নিহিত আর্য্যেতর প্রভাবের অবশেষ অথবা অনার্য্য আচারের অনুকরণ হইতে পারে। গোর্খ-বিজয়ে উল্লিখিত সিদ্ধ হাড়িপার "হাড়ি কর্ম্ম",[৮৫] মহীশূরের হাণ্ডী যোগীদের শূকর-পালন ও গ্রামপ্রান্তে পুকুরপাড়ে বাস[৮৬] ধর্ম্ম ঠাকুরের সদা ডোমকে স্মরণ করায়। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ যোগী বলিয়া পরিচিত অন্ত্যজ "হাঘরে" বা "মুড়ঘরিয়া" ভিক্ষুকদের নানা কদাচার[৮৭] প্রচলিত আছে। অন্যত্র[৮৮] নরখাদক যোগীদের চূড়ান্ত বীভৎস আচার-ব্যবহারাদির কথা বিবৃত দেখা যায়। এই সমস্ত প্রথা কোন্ সূত্রে যোগিসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার বিষয়।

পাঞ্জাবে যোগীদের ভিতর আমলকী[৮৯] বৃক্ষপূজা প্রচলিত প্রাছে। আশ্বিন

৮১ *Castes and Tribes of Southern India, Vol. II, p. 498*

৮২ *Ibid, p. 500*

৮৩ গোর্খ বিজয়, পৃ০ ৪০ ৺

৮৪ কবীর, দ্বিবেদী, পৃ০ ৩৯

৮৫ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১০

৮৬ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, p. 501*

৮৭ বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, পৃ০ ৮২

৮৮ *Dabistan, Vol. II, p. 129*

৮৯ *Briggs, p. 131*

মাসে ইহার নীচে আহারাদি করিলে সপরিবারে স্বর্গ লাভ হয় বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তমানে ইহা শিব ঠাকুরের পূজার সহিত সম্পৃক্ত। গোর্খনাথের বকুল-গাছ-প্রীতি গোর্খ-বিজয়ের বহুস্থানে[৯০] দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গে "যুগী"দের প্রাচীন শিবপীঠে প্রায়শঃই বকুল গাছ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরীর "সিদ্ধ বকুল" প্রখ্যাত। তন্ত্রে কুলবৃক্ষ বকুল। নানা বৃক্ষের টোটেমধারী, স্বল্প-আলোচিত পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে খোঁজ করিলে যোগীদের এই সকল বৃক্ষ-প্রীতির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া হয়তো অসম্ভব নহে। কদলী-রাজ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য পার্ব্বত্য জাতিবিশেষেরই প্রভাবের স্ফুটতর ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র যোগীদের শব দাহ না করিয়া "মাটি"[৯১] দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। গাজন, চড়ক প্রভৃতি উৎসবে "যুগীকাচ"-এর ধারায় ছলন-নৃত্যের অনুষ্ঠান নাথ-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। সুপ্রাচীন প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যেও ইহা উৎসবের অঙ্গবিশেষ। এই আচারগুলিরও বিচার করা দরকার।

পশ্চিম বঙ্গে গৃহস্থ যোগীদের ব্যবহারে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাঁরা শিবগোত্র। ধর্ম্মঠাকুরের পণ্ডিতদের মতো যোগীদের হলকর্ষণ নিষেধ। "আকাটা" পুকুরে কলাগাছ প্রতিষ্ঠা করা বিবাহের এক সংস্কারবিশেষ। ইহাঁরা কাঠের নাদবিন্দু ও সকলেই পৈতা ধারণ করেন। মৃতক সংস্কারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, কড়ি দিতে হয় এবং যোগভঙ্গের আশঙ্কায় মৃতদেহের সৎকার না করিয়া সমাহিত করা হয়। ইহাঁরা বিশ্বাস করেন, গোর্খনাথ এখনও কোথাও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জীবিত অথবা সমাহিত আছেন। ইহাঁদের মৃতাশৌচ তেরো দিন। মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় ঈশান কোণে মুখ করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। ইহাঁদের ধারণা, ঈশান কোণে কৈলাসের অবস্থান। কিন্তু আসলে ঈশান কোণে কৈলাস নহে; কামরূপ। এই কামরূপ এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলই যোগপীঠ এবং যোগধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান। ইহাঁদের অজ্ঞাতসারে সেই সংস্কারই এই প্রথার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে বলিয়া মনে করি।

৯০ পৃ০ ৩৫, ৪৭ ইত্যাদি

৯১ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৭৩

এখন "নাথযোগী" শব্দের তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ অনুধাবন করিতে হইবে। বৃহৎ যোগিনী-তন্ত্র, আগম-সংহিতা, চন্দ্রাদিত্য-পরমাগম, শঙ্কর-বিজয়, বল্লাল-চরিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থসমূহে "যোগী" জাতির পৌরাণিক উৎপত্তি-বিবরণ বিবৃত আছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া নাদবিন্দু বা কুলকুণ্ডলিনীর যোগসাধনকারী অর্থে "যোগী" শব্দের দার্শনিক ব্যুৎপত্তি ধরা যাইতে পারে। কাপড় বোনার "যোগ-পোড়েন" হইতে "যোগী" বা "যুগী" শব্দ পেশাগত অর্থে প্রচলিত হওয়াও অসম্ভব নহে। এখনও এদেশে যুগী ও জোলাদেরই বিশিষ্ট পেশা কাপড়বোনা। গোর্খ-বিজয়ে[৯২] আছে,

আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন,[৯৩] কাপাসের সূতা হইতে কাপড় বোনার প্রচলন এদেশে অস্ট্রিকেরাই করিয়াছেন। এই আলোকেও প্রসঙ্গটির আলোচনা হওয়া দরকার।

এখন "নাথ" শব্দ ও শৈব-মতের সহিত নাথ-মতের সম্পর্ক দেখিব। হঠযোগে মন ও পবনকে বশীভূত এবং লয় করিতে হয়। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে[৯৪] আছে,

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথশ্চ মারুতঃ,
মারুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ।

পাঞ্জাবে সঙ্কলিত "প্রাণসংগলি"[৯৫]-তে আছে,

পবন নাথ নাথৈ মন মানা।

গোর্খ-বিজয়ে[৯৬] আছে,

মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।

৯২ পৃ০ ৪০
৯৩ ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা, পৃ০ ১৭
৯৪ গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, পৃ০ ৩৮
৯৫ সন্ত সম্পূর্ণ সিংহজী-সম্পাদিত, পৃ০ ১৯৯
৯৬ পৃ০ ৯২

অর্থাৎ মোটামুটি বোঝা যায়, মন ও পবনের নাথ, সাঞি বা স্বামী অর্থে "নাথ" হইয়াছে। "না" অর্থে অনাদি রূপ এবং "থ" অর্থে ত্রিভুবন স্থাপিত হওয়া অর্থাৎ ত্রিভুবন স্থিতির কারণ অনাদি ধর্ম্ম (নাথ) এইরূপ ও অন্যান্য দার্শনিক ব্যাখ্যাও বিভিন্ন তন্ত্রে প্রচলিত আছে[৯৭]। কিন্তু মন-পবনের নাথ হওয়া অর্থাৎ হঠযোগী অর্থ ছাড়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা অর্থে "নাথ" শব্দ পাওয়া যায়। হিমালয়-শৃঙ্গের অছি দেবতা[৯৮] নাথ; এবং আর্য্যেতর জাতির নানা আদিম ভাষার মধ্যে "নত",[৯৯] "নাত"[১০০], "নাট"[১০১] বা "নাথ"[১০২] শব্দ আছে। এবং বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে এই "নাত" সমগ্র ইন্দো-চীনীয় জাতির সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা। এই সূত্রে "নাথ" প্রাক্-আর্য্যেতর ভাষার কোনো সুপ্রাচীন ঐতিহ্য প্রভাবিত শব্দ কি না সে সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ (*objective*) আলোচনা হওয়া উচিত।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে প্রায়ই নাথযোগি-সম্প্রদায় শিবের আরাধনার সহিত সম্পৃক্ত। ইহা ঘটিয়াছে শিবঠাকুরের সহিত ধর্ম্মঠাকুরের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠার পর। অবান্তর হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অষ্ট্রিক ধর্ম্ম ঠাকুরের নামান্তর "ধর্ম্ম-নিরঞ্জন"[১০৩]। এইরূপ "নাথ" শব্দের সহিত "নিরঞ্জন" শব্দ যুক্ত হইয়া "নাথ-নিরঞ্জন"[১০৪] হইয়াছে।

৯৭ নাথ-সম্প্রদায়, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ০ ৩

৯৮ *Briggs, p. 137*

৯৯ দ্বীপময় ভারত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ০ ২৩১

১০০ *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. III, pp. 36-37 ; The Mikirs, ed. Sir Charles Lyall, p. 153*

১০১ *Oraon Religion and Customs, Sarat Chandra Roy, pp. 273-74 ; The Chamars, G. W. Briggs, p. 147*

১০২ *The Northern Tribes of Central Australia, Spencer and Gillen, p. 375*

১০৩ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা, পৃ০ ।৴০

১০৪ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৪ ইত্যাদি

হঠযোগ-প্রদীপিকায়[১০৫] ধৃত সিদ্ধ হঠযোগীদের নামের তালিকায় কতকগুলি নামেরও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গতঃ পরীক্ষণীয়।

ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় বলেন, শৈব-মত ও নাথ-মত মূলে কখনই এক ছিল না। শৈব-মত সেশ্বর, নাথ-মত নিরীশ্বর। শৈব-মতে দেহীর চরম লক্ষ্য মুক্তি বা শিব-সাযুজ্য। নাথ-মতে সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে অমৃতত্ব ও ঈশ্বরত্ব লাভ। শৈব-মতে ঈশ্বর এক; নাথ-মতে সিদ্ধ হইলে সকলেই নাথ বা ঈশ্বর। নাথ-পন্থের তুলনায় শৈব মতকে বলা যাইতে পারে ঈশ্বর-পন্থ (শৈব-দর্শনের নামান্তর ঈশ্বর-দর্শন)।

গোর্খ বিজয়ে দেখা যায়, নাথযোগীরা মাথায় ঝোটা বা জটা; কাণে কুণ্ডল, শঙ্খ বা কড়ি; গলায় নগুণ সুতা (সেলী), পৈঠী, পাটা (যোগ-), শিঙ্গা, নাদ; হাতে রুদ্রাক্ষ, খন্তা (কোথাও ত্রিশূল), আদারি (কাষ্ঠফলক-সংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড), নড়ি (আসা), লাউয়া (খপ্পর), চক্র; আঙ্গুলে লম্বা নখ; পায়ে পানাই, নূপুর; পরণে কৌপীন, কাছটি (ভগুয়া বস্ত্র) ও মেখলি; গায়ে ভস্ম, ছালি, ছালা, ঝুলি, কাঁথা (গুধড়ি), মৃগছাল (চাপড়া ?), বল্কল; মাথায় আলগ ছাতি ইত্যাদি বেশভূষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিম বঙ্গে গৃহস্থ যোগীকেও আমি এই সমস্ত পরিচ্ছদাদিতে ভূষিত হইতে দেখিয়াছি। (এবং এই সকল পরিচ্ছদাদিকে প্রতীকধর্ম্মী বলিয়া মনে করা হয়।) যোগীদের ভিতর এই সমস্ত বেশভূষার প্রচলন আদৌ কিরূপে হইল তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়। ইহা আর্য্যেতর জাতির পরিচ্ছদের হুবহু অনুকরণ কি না বলা শক্ত। প্রসঙ্গতঃ আমি বাঙ্গালীর পার্ব্বত্য প্রতিবেশী খাম্‌তী, চুলিকাটা, মিশ্‌মি, বোড়ো আবোর, নাগা, লিম্বু, লেপচা, ওঁরাও ও জুয়াঙদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই[১০৬]। ইহাতে হয়তো যোগীদের এই সকল বেশভূষা ও পরিচ্ছদাদি ধারণের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ও এইগুলির রহস্যময়তার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হইবে। এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত বাঙ্গালীর যোগাযোগের ঐতিহ্য

১০৫ *Ed. Srinivas Ayengar, Bombay*

১০৬ *Risley, People of India, Plate Nos. I, II, V, VIII, IX, X, XIII, XVIII, XXII etc.*

অর্ব্বাচীন নহে। নৃতত্ত্ববিৎদের প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিস্ আসাম অঞ্চলে নাক-থ্যাবড়া কিরাতি জাতি দেখিয়াছিলেন। তাহারা নাক টিপিয়া কসরত করিত[১০৭]। মন্দিরে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চারি সিদ্ধার গঠনপদ্ধতিতেও এই আকৃতির আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপে, সুন্দরবন অঞ্চলের রূপনগর হইতে প্রাপ্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মৃ্যুজিয়মে রক্ষিত চারি সিদ্ধার মৃন্ময় মূর্ত্তিটির[১০৮] গঠনপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গোর্খ-বিজয়ে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম ও এগুলির সম্ভাবিত অবস্থানও[১০৯] বর্ত্তমান প্রস্তাবের পক্ষে অনুকূল।

সুতরাং অনুমান করা যায় যোগদর্শনের দিক হইতে নাথধর্ম্ম পুরাপুরি ? তান্ত্রিক ও বৈদিক ধারায় প্রবাহিত হইলেও যোগীদেব বেশভূষা, উপকরণ ও আচার ব্যবহারে আর্য্যেতর প্রভাব পড়িয়াছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ এড়াইবার জন্য সিদ্ধ-সাধকেরা কণ্টকাবরণরূপে এই সকল আবরণ ও আভরণ ব্যবহার কবিতে পারেন। অথবা জাতিগত সংমিশ্রণের ফলে ইহাঁদের অজ্ঞাতসারেই হয়তো বৈশিষ্টাগুলি সংক্রমিত হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে প্রায় বিশিষ্ট নাথযোগীই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিয়া থাকেন ও "নাথ কবিরাজ" পদবী ব্যবহার করেন। যোগীদের মধ্যে রসায়নের যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন প্রাচীনতর কোনো রাসায়নিক-সম্প্রদায়ের সহিত যোগি-সম্প্রদায়ের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল[১১০]; অথবা স্বতন্ত্রভাবে কেবল পরম্পরাগত রসায়নের দ্বারাই

১০৭ প্রাচীন ভারত, সমাদ্দার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ০ ২১৬

১০৮ মূর্ত্তিটির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় ২৭-৪-১৯৪৯ তারিখে লিখিত এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দিকে রূপনগর অঞ্চলে চারি সিদ্ধার পীঠ বা মন্দিরে এই মূর্ত্তিটি পূজিত হইত।

১০৯ কদলী-রাজা, শ্রীরাজমোহন নাথ, পৃ০ ৩৪-৩৮

১১০ *Sri Ramakrishna Centenary Memorial, Vol. II, pp. 303-319*

যোগীরা পার্থিব জগৎ জয় করিয়া অমরত্বের পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন[১১১]। মাধবাচার্য্যের "সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে "রসেশ্বর-দর্শন"ও স্থান পাইয়াছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানবের মনে রসায়ন ও বৈদ্যকের ধারণা বিকশিত হইয়াছে। এবং দানবাদির উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানাপ্রকার তুক তাক, মন্ত্র তন্ত্র ও ভেষজাদির প্রয়োজন হইয়াছে। ভৈষজ্য-বিদ্যার জড় অথর্ব্ব বেদে গিয়া পৌঁছায়। তন্ত্রে ইহার স্থান নগণ্য নহে। প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যেও ইহার কুশলতা যথেষ্ট।

মোটামুটি দেখা যাইতেছে, নাথযোগীদের হঠযোগ-দর্শন তান্ত্রিক ও বৈদিক ঐতিহ্যসম্বলিত হইলেও সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রবাদ ও নানা বিশ্বাসে, পাত্র ও স্থানের নামে, আচার-ব্যবহারে, পরিচ্ছদাদিতে আর্য্যেতর প্রভাব অনুমান করা যায়। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্ম ঠাকুর ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মতো নাথযোগপন্থেও আর্য্য ও আর্য্যেতর ধারার গঙ্গাযমুনা মিলিয়া একটি সংহতরূপ ধারণ করিয়াছে।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে জানা যায়, আদিম বর্ব্বর মানবের ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস ও তাহাদের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতি-প্রাকৃত দেবযোনি পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। পূজার প্রবর্ত্তন হইতেই মন্ত্র তন্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবতারণা; এবং আমরা অনেকাংশেই সেই আদিম মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী। নৃতত্ত্বজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিদের মতে বাঙ্গালী জাতির গোড়াতে ছিল নানাভাষা-ভাষী আদিম জাতির মিশ্রণ। সুতরাং ধর্ম্মে ও সংস্কৃতিতে বিচিত্র বাঙ্গালীর নাথযোগি-সম্প্রদায়ের ভিতর আদিম মানবের বহু বিস্মৃত বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের কঙ্কালে রক্তমাংস যুক্ত হইয়াছে,—ইহা কেবল নিরাধার অনুমান নহে। তবে তাহা সম্যগ্‌রূপে নির্দ্ধারণ করিতে যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার সূচকমাত্র।

১১১ *Sarva-Darsana-Samgraha (Govt. Oriental Hindu Series) Vol. 1, p. 202*

॥ প্রসার ॥

বাঙ্গালীর নাথযোগ বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছে; সাহিত্যও গিয়াছে। তাই ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিতে নাথ-সাহিত্যের আলোচনা না করিলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

সনাতন নাথযোগ পন্থের অন্যতম সিদ্ধ গোর্খনাথ। তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত। যোগীগুরুদের ব্যক্তিত্ব, স্থান ও কালাদির নির্ণয় সমস্যার ব্যাপার। সব ক্ষেত্রে সম্ভবও হয় না। সাধকদের দোহা, পদ ও গীতাদির ভনিতায় আত্মপরিচয় দেওয়া থাকে। তবে প্রায়শঃই সেগুলি তাঁহাদের বিশেষ মার্গানুসারী সাধনার রূপক। তবুও তাঁহাদের পার্থিব পরিচয় খুঁজিতে গেলে এই রূপকগুলিরই আলোচনা করা ছাড়া উপায় নাই। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা "গোরখ-বানী"র[১১২] কয়েকটি ভনিতা বিচার করিয়া দেখিব।

পূরব দেশ পছাঁহী ঘাটী, (জনম) লিখ্যা হমারা জোগঁ,
গুরু হমাবা নাঁবগর কহীএ, মেটৈ ভরম বিরোগঁ।[১১৩]

গোরখনাথের ভনিতাযুক্ত "গ্যান তিলক" অংশে এই দুইটি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,

প্রাণ (পূর্ব্ব) আমার দেশ, আর সুষুম্না (পছাহীঁ ঘাটী) আনা-গোনার পথ। জন্মাবধি আমার ভাগ্যে যোগ লিখা আছে। আমার গুরু আমার (ভবসাগরতারণ) নাবিকের সমান; তিনি আমার ভ্রমাদি রোগ নিরাময় করেন।

এখন এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন করিলে আমরা যে তথ্যটি পাই তাহাতে গোর্খনাথকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসী এবং পশ্চিমে নানা অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়া স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি। এবং তিনি পূর্ব্ব দেশের অধিবাসী বলিয়া তাঁহার ভাগ্যে জন্মাবধি যোগ লিখা থাকার মধ্যে বাঙ্গালা-প্রান্তের বিখ্যাত যোগপীঠের ধারণা অনায়াসেই করা যায়। গোর্খ-বিজয়ের[১১৪]

১১২ ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল-সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ
১১৩ পৃ০ ২১২
১১৪ পৃ০ ৮

"পশ্চিমেতে গোর্খ গেল" উক্তি আমাদের এই অনুমানকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।

গোর্খনাথের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকিবে হিমালয়-পাদাশ্রিত নেপাল অঞ্চলে; এবং তিনি ঐ অঞ্চলেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। গোরখ-বানীর "সিধ জোগী উত্তরাধী" বা "উত্যর দিসি সিধ কা জোগ"[১১৫] বাচনে সম্ভবতঃ তাহাই ইঙ্গিত করে। বাঙ্গালীদের সহিত, বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের সহিত নেপালীদের জাতিগত জ্ঞাতিত্ব নৃতত্ত্বগত সত্য। সুতরাং বাঙ্গালা-প্রান্তের গোর্খনাথের নেপালে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। গোর্খা জাতির ও উপত্যকার নামের মূলে নিশ্চয়ই ইহাঁরই নামের প্রভাব।

যোগীগুরুদের জাতিনির্ণয় প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। প্রায়শঃই ইহাঁরা অনাদিগোত্র বা শিবগোত্র অর্থাৎ শৈবযোগী। ধর্ম্ম ঠাকুরের গাজনে বা সাঙ্গজাত পূজায় সন্ন্যাসীদের আত্মগোত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবগোত্র পরিগ্রহ করিতে হয়। ইহা সাময়িক। অবধূতমার্গে সত্যই আত্মগোত্র পরিত্যাগ করা হয়। সাধনায় বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করিলে একাধিকবারই করিতে হয়। এবং সেই কারণেই একই সিদ্ধের নানা নাম, "চর্য্যা নাম", "পূজা নান","গুপ্ত নাম", "কীর্ত্তি নাম"[১১৬] ইত্যাদি তথা নানা জাতিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে, ভনিতাতে গোলযোগ ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রাক্‌সন্ন্যাস জীবনের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ার আগে জন্মগত জাতিসংস্কার সাধকদের বচনে রূপকের আকারে বারে বারে ছায়া ফেলিতে থাকে। নিঃশেষে বিলুপ্ত হওয়ার আগেই সাধক কবিদের অজ্ঞাতসারে হয়তো তাহা আপন পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। যেমন কবীর নানা জাতিরূপক নিজের উপর আরোপ করিয়াছেন, "জুলাহা"-ও বলিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থাবলী খুঁজিলে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতির চেয়ে তিনি নিজেকে "জুলাহা" বা "কাশীকা জুলাহা" অধিক-

১১৫ পৃ০ ১৬

১১৬ *Kaulajnana-nirnaya, Intro. pp. 70-71*

সংখ্যক বার বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে জাতি জোলা স্বীকার করিতে হয় বলবৎ বিরুদ্ধ তথ্য না মেলা পর্য্যন্ত। এইরূপ কোনো সন্তবাণীর মধ্যে উল্লিখিত নানা পেশার কথার মধ্যে যেটি বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া রূপকে বা ভনিতায় উক্ত হইতেছে সেইটিই যে তাঁহার সন্ন্যাসপূর্ব্ব জীবনের জাতিগত পেশা ছিল তাহা অনুমানের হেতু আছে। এই সূত্রে আমরা গোরখ-বানীর ভনিতাগুলি বিচার করিব। এখানে আমরা চারিটি ভনিতায় গোর্খনাথের জাতির উল্লেখ পাই।

(১) সোনাঁ ল্যো রস সোনাঁ ল্যো, মেরী জাতি সুনারী রে।
ধঁমণি ধমীঁ রস জঁামণি জঁাগ্যা,
তব গগন মহা রস মিলিয়া রে॥

আমার নিকট হইতে রস (আত্মানন্দ, অমৃত)-রূপ সোনা লও। আমি জাতিতে স্বর্ণকাব। ধমণি (শ্বাসের স্পন্দন)-র স্পন্দন, অর্থাৎ শ্বাস-ক্রিয়াদ্বারা অজপাজাপ সিদ্ধ করিয়াছি। ইহাই রস জমাইবার উপাদান। অজপাজাপ দ্বারা চঞ্চল মন স্থির হয়। ইহাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রে মহারসরূপ যোগামৃত প্রাপ্তি হয়।[১১৭]

(২) এইবাঁ মদ শ্রী গোরখ কেবট্যা, বদংত মছীংদ্রনা পূতা,
জিনি কৈবট্যা তিনি ভরি ভরি পীয়া, অমব ভয়া অবধূতা।

(সমস্ত মল অপগত হইয়া কেবল সারভাগ মদিরারূপে উৎরাইয়াছে।) শ্রীগোরখনাথ এইরূপ মদ চোলাই করিয়াছেন। মছংদরনাথের পুত্রশিষ্য বলেন, যিনি এই মদ তৈয়ারী করেন তিনি আকণ্ঠ পান করেন; আর (যিনি পান করেন) সেই অবধূত অমর হইয়া যান।[১১৮]

(৩) ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রনা পূতা, জাতি হমারী তেলী,
পীড়ী গোটা কাটি লীয়া; পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।

মছংদরনাথের পুত্রশিষ্য গোরখনাথ বলেন আমি জাতিতে তেলী। বীজ (পিষ্ট তিলের পিণ্ড) পিষিয়া (তেল অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) আমি নিষ্কাষণ করিয়াছি; আর পবনরূপ খইলকে ফেলিয়া দিয়াছি।

১১৭ গোরখ-বানী, পৃ০ ৯১ (সম্পাদকীয় ব্যাখ্যার অনুবাদ)
১১৮ ঐ , পৃ০ ১২৩ ঐ

(৪) বদন্ত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী,

তেল গোটা পীড়ি লীয়া খলি দীবী মেলী।[১১৯]

গোরখনাথ বলেন আমি জাতিতে তেলী। তেলের বীজ পিষ্ট করিয়া খইল ফেলিয়া দিই।

দেখা যাইতেছে গোর্খনাথকে একস্থানে "সুনারী" ও একবার "কেবট্যা" রূপে পাইলেও "তেলী" হিসাবে স্পষ্ট করিয়া একাধিকবার পাইতেছি। প্রথম ভনিতার "সুনারী" স্পষ্টতঃই রূপকার্থক ; যেহেতু পাঠ ও পাঠান্তরে "সুনারী" ও "সোনা"-কে অভিন্ন বলা হইয়াছে (আপৈঁ সোনাঁ নৈ আপ সুনারী অথবা আপৈ সুনারী আপৈ সোনা)। দ্বিতীয় ভনিতার "কেবট্যা" শব্দের অর্থ "শব্দ-সংগ্রহ" অংশে ধরা হইয়াছে— "উতারী" অর্থাৎ উৎরানো, এখানে চোলাই করা। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ভনিতার "তেলী" শব্দকে কোথাও রূপকার্থক ধরা হয় নাই। জাতি ও জাতিকর্ম্মের কথাই বারে বারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। "জাতি হমারী তেলী" বা "জাতি মেরী তেলী" পুনঃ পুনঃ এই একই কথার উল্লেখে মনে হয়, রূপক ভেদ করিয়া যেন তাঁহার প্রকৃত জাতিই উঁকি দিতেছে। সুতরাং আপাততঃ গোর্খনাথকে তেলী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে মারাত্মক রকমের ভুল না হওয়ারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালা দেশের নাথোপাধিক সংখ্যাগুরু তেলি-সমাজে ভদ্র সন্তানের "হাড়ি" ও "গোর্খ" নাম এখনও অপ্রচলিত নহে। তিব্বতের তেলি-যোগী, তিল-যোগী বা তিলি-যোগীর[১২০] কথাও সুবিদিত। তিনি আসলে জাতিতে তেলি কি না সে সম্পর্কে ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয় প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

যাহাই হউক, ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্ত হইতে পরে তাঁহার সম্প্রদায় ও বচনসমূহ সারা ভারতে ছড়াইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে তাঁহার প্রভূত প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইলোরা গুহার

১১৯ ঐ , পৃ০ ১১৭

১২০ *The History of Bengal* (*The University of Dacca*), *Vol. I, p. 345*, পাদটীকা

চালুক্য-শিল্পে মীন গোর্খের মহিমার স্বাক্ষর আছে[১২১]। দক্ষিণ কানাড়ায় এখনও মারাঠী ও তুলুভাষী যোগীপুরুষদের[১২২] উপাস্য দেবতা গোর্খনাথ। মহীশূরে হাণ্ডী যোগীদের[১২৩] মধ্যে ব্রহ্মচারী (ইরগাররু) এবং গুরুমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে। চৈত্রমাসে ইহাঁর প্রতীক ত্রিশূলের পূজা বিশেষভাবে করা হয়। ইহা গোর্খনাথেরই প্রতীক বলিয়া মনে করি। ইহাদের মৃতক-কৃত্যে একটি অদ্ভুত প্রথা চলিত আছে। সমাধির আগে শবের মাথায় কলার পাতা ঢাকিয়া ধোপাতে জল ঢালে। বাঙ্গালা দেশে দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে[১২৪] "গোর্খধূবির" "কাচাসোনার" মতো কাপড় কাচার কথা আছে। গোর্খ-বিজয়ে[১২৫] বিন্দুকনাথকে "পাখাল" করার কথা আছে। এগুলি নিশ্চয়ই একই "ধৌতি"-র রূপক, ইহলৌকিক মালিন্য প্রক্ষালন করার।

বিভিন্ন দিগ্‌দেশে লৌকিক ও অলৌকিক নানা কাহিনী জড়িত হইয়া গোর্খনাথের ব্যক্তিত্ব এখন রূপকথার পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। মধ্য ভারতের অন্ত্যজ চামারদের[১২৬] ভিতর গোর্খনাথ আছেন। তাহাঁর যাদুদণ্ড ও মন্ত্রপূত খড়মের জন্য ইহাদের মধ্যে তিনি বিখ্যাত। তাহাঁর সেই খড়ম কেহ পাইলে সে নাকি উড়িতে পারে। একটি গল্পে মহাভারতের ভীমসেনের সঙ্গে তাহাঁর যোগাযোগের উল্লেখ আছে। ভীমসেন যখন পাহাড়ী শৈত্যে অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলেন তখন গোর্খনাথ তাহাঁকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া এক লক্ষ দশ হাজার পাহাড়ের (মতান্তরে, গঙ্গোত্তরী হইতে ভূটান পর্য্যন্ত অথবা কেবল নেপালের) রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও এই দুই সন্তের উদ্দেশে মানুষের বদলে মহিষ বলি দেওয়া হয়।

১২১ গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, পৃ০ ২৯

১২২ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. II, p. 500*

১২৩ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, pp. 497-500*

১২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, পুঁথি-সংখ্যা ২৫৬৫

১২৫ পৃ০ ১১২-১৩

১২৬ *The Chamars, Briggs, pp. 149-50*

ইহাদের মধ্যে যাহারা গোরখপন্থী বেলুচিস্তানের হিংলাজ হইতে কড়ি আনিয়া তাহাদের পরার বিধান আছে। ইহারাও কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগসাধন করে। ইহাদের গুগা পীর ও গোর্খনাথ অভিন্ন।

গোর্খনাথের বাণী—যাহা রাজস্থানী ভাষায় ধৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহা কবীর, দাদূ প্রভৃতি সন্তবচনের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তথাপি তাহার মৌলিক বাঙ্গালা কাঠামো, ভাষা ও বাঙ্গালী ভাব সহজেই ধরা পড়ে। প্রসঙ্গতঃ গোরখ-বানীর "ওঁ নমো শিবাই বাবু ওঁ নমো শিবাই"[১২৭] অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শেষ ছত্রটি "যদংত গোরখ হম হরি-পদ জাঁনাঁ" বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই অংশের কাঠামো, ভাষা ও ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও শেষ ছত্রে পবনবিজয়ী নাথসিদ্ধা গোর্খকে স্পষ্টতঃই বাঙ্গালী ভক্ত বৈষ্ণব বানানো হইয়াছে। ইহার সহিত গোর্খ-বিজয়ের[১২৮] পরিশিষ্টাংশের "আমার যোগীয়ার গলে তুলসীর মালা আছে," "আমার যোগীয়ার গায়ে হরিনামাবলী আছে," "আমার যোগীয়ার হাতে হরিনামের মালা আছে," "আমার যোগীয়ার সঙ্গে হরিদাস শিষ্য আছে" ইত্যাদি অংশের চমৎকার সামঞ্জস্য হয়।

সমুদয় সন্তবচনের মধ্যে নাথদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রচুর প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাথ ও সন্তবাণীর মূল উৎস প্রাচীনতর একই অপভ্রংশ-বচন এরূপ অনুমান[১২৯] করা হয়। তাহা হইলেও বাঙ্গালার নাথযোগীদের সনাতন কায়সাধনার কথা বাঙ্গালার বাহিরে ভক্তিরসপ্রধান সন্তবচনের মধ্যে পল্লবিত হইয়াছে, তাহার বলবৎ প্রমাণ আছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

নাথবচন বাঙ্গালার বাহিরে গেলেও গোর্খ-বিজয়ের খাস বাঙ্গালার গল্পকাহিনী বাহিরে যায় নাই। অন্ততঃ বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। কাহিনীর টুকরা গিয়াছে। নমুনা[১৩০] দেখাইতেছি।

১২৭ পৃ০ ৯৮-১০০

১২৮ পৃ০ ১৬৯

১২৯ *Early Medieval Mysticism and Kabir, Dr. P. C. Bagchi* (*V.B. Quarterly, May-July, 1945*)

১৩০ গোরখ-বানী, পৃ০ ৮৭,১৪৫

নাচন্ত গোরখনাথ ঘুংঘরী, চৈ ঘাটৈঁ,
সবৈঁ কমাই খোই গুরু, বাঘনী চৈ রাচৈঁ।
রস-কুস বহি গইলা, রহি গই ছোই,
ভণন্ত মছিংদ্রনাথ পূতা, জোগ ন হোই।

এতৈঁ কছু কথীলা গুরু, সর্বৈ ভৈলা ভোলৈ,
সর্ব রস খোইলা গুরু বাঘ'নী চৈ খোলৈ।

ছাঁটৈ তজৌ গুরু ছাঁটৈ তজৌ তজৌ লোভ মোহ মায়া,
আত্মা পরচৈ রাখৌ গুরুদেব সুন্দর কায়া।

বূঢ়ে হোই তুহ্মে রাজ কমায়া নাঁ তজী মোহমায়া,

ইত্যাদি ছত্র অসন্দিগ্ধভাবে গোর্খ-বিজয়ের গল্পকাহিনীকে ইঙ্গিত করে। নতুবা গোরখ-বানীর মধ্যে সহসা গোর্খনাথের সর্ব্বরস-শুষ্ক-বৃদ্ধ-রাজা গুরুদেবকে চেতাইবার উদ্দেশ্যে ঘুঙুর বাজাইয়া নাচিতে থাকা অসম্বদ্ধ ব্যাপার। আসলে মূল কাহিনী হইতেছে বাঙ্গালাদেশের। রক্ষিত আছে এখানেই। বাঙ্গালার মূল বাণীর সহিত কাহিনীর টুকরা বাহিরে ছড়াইয়াছে, এই কয়েক ছত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জায়সীর মধ্যেও

তজা রাজ কজরী-বন সেবা

এবং

জানহুঁ আহি গোপিচঁদ জোগী, কই সো আহি ভরথরী বিওগী।
বহ জে পিংগলা কজরী-আরন, যহ সো সিংঘলা দহুঁ কেহি কারন।[১৩১]

ইত্যাদি অংশে গোপীচন্দ্র-গোর্খ-বিজয়-কাহিনীর ইতিহাস লুকাইয়া আছে। পূর্ব্বোত্তর ভারতের জনশ্রুতিতেও বলে গোপীচন্দ্রকে সিদ্ধ হইতে "কদলী বন"-এ যোগসাধনার জন্য যাইতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া গোরখ, দাদূ প্রভৃতির বাণীতে মনসা-দেবীর মতো গোর্খ-বিজয়ের "কদলী"[১৩২] নাথযোগী কবীরের যোগাঙ্গের রূপক হইয়াছে। জায়সীতে

১৩১ *Padumabati, Grierson and Dwivedi, pp. 249, 431*

১৩২ পৃ° ১০ ইত্যাদি

কদলী বনকে যেমন যোগসাধনার পীঠ বলা হইয়াছে সেইরূপ সিংহল গড় নাথযোগের কায়রূপকে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গুরু হমার তুম্হ রাজা হম চেলা তুম্হ নাথ,
জহাঁ পাওঁ গুরু রাখই চেলা রাখই মাঁথ।

অছুঠ হাথ তন সরবর, হিআ কবঁল তেহি মাঁহ,
নয়নহিঁ জানউ নীঅরে কর পহুঁচত অউগাহ।

তুম্হ রাজা অউ সুখিআ করহু রাজ সুখ ভোগ,
এহি রে পংথ সো পহুঁচই সহই জো দুখ বীওগ[১৩৩]।

ইত্যাদি পদগুলিও কদলী-কবলিত মীননাথকে গোর্খনাথের উপদেশ বলিয়া মনে হয়। প্রাণসংগলী[১৩৪] গ্রন্থেও মীননাথের ষোল শত রানীসহযোগে রাজ্যভোগের কাহিনীর ইঙ্গিত আছে।

মছংদ্র জোগী জিন ছোড়ে রাজ। জোগ পায় সভ সউরে কাজ॥
গোরখ বাকা চেলা ভয়া। রাজ ছোড়ি জোগ মন্থ গহিআ॥:॥

মছিংদ্র কহৈ সুনি গোরখ চেলা। হম তুম এহ ভয়া হৈ মেলা॥

মছংদ্র সংগলদীপ কউ গয়া। সোলহ সৈ রাণী ভোগতা পয়া।

তবে যোগশাস্ত্রের সিংহল দ্বীপের ভৌগোলিক স্থাননির্দ্দেশ নিরাপদ নহে। রামের ঘরণী সীতার বন্দিনী দশা যেখানে ঘটিয়াছিল সেই ভোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ রাক্ষসের দেশ লইয়া যোগরূপকের যে সৃষ্টি হয় নাই তাহা বলা যায় না। জায়সীতে আছে,

এক বাট গই সিংঘল দোসর লংক সমীপ,
হহিঁ আগই পঁথ দুঅজ দহুঁ গবঁনব কেহি দীপ।[১৩৫]

১৩৩ *Padumabati, pp. 310, 225, 227*

১৩৪ সন্ত সম্পূর্ণ সিংহ-সম্পাদিত, পৃ০ ৬২৫-২৬

১৩৫ *Padumabati, Grierson and Dvivedi, p. 273*

এই পথের ঠিকানা মানচিত্রে নহে, মানসচিত্রে। সুধাকর চন্দ্রিকার টীকাতে[১৩৬] বলা হইয়াছে, সিংহল দ্বীপ=ব্রহ্মাণ্ড = ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহাও সেই বাঙ্গালী নাথ সিদ্ধাচার্য্যদের কথা। আবার জায়সীর "সিংহল গড়" গোরখ-বানীর "কায়া-গড়ে"[১৩৭] পরিণত হইয়াছে। আরও আছে,[১৩৮]

উনমনি রহিবা ভেদ ন কহিবা, পীয়বা নীঁঝর পাঁণী,
লংকা ছাড়ি পলংকা জাইবা, তব গুরমুখ লেবা বাঁণী।

সম্পাদক ডাক্তার বড়থ্বাল "লংকা" শব্দের অর্থ মায়া ধরিয়াছেন। প্রাণ-সংগলীতেও "লংকা গঢ়"-এর কথা[১৩৯] আছে। সেখানে অর্থ করা হইয়াছে—"ত্রিকুটী মণ্ডল"। ইহাও নাথসাহিত্যের সেই একই পরিভাষা।

(ভারতীয় যোগ-সাহিত্যে কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অপভ্রংশের রচনায়ও বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন অহুট, কদলী, রাউল, পাটন (নেপালে অবস্থিত), নিরঞ্জন, মনসা ইত্যাদি। রবি-শশী, গঙ্গা-যমুনা, বেঙ্কানাল, মন-পবন, দশমী-দুয়ার, সুমেরু, সহজ ইত্যাদি শব্দ তো আছেই। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে অপভ্রংশের ধারা অব্যাহত আছে। কতকগুলির মূল কেবল বাঙ্গালাতেই পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলা দেশে তান্ত্রিক, বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মিশ্রণ ঘটিয়া এবং তাহার সহিত লৌকিক ও পারিপার্শ্বিক আর্য্যেতর আচার-ব্যবহার যুক্ত হইয়া একটি সংমিশ্রিত শক্তিশালী ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল যাহার প্রভাব সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের উপর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।)

যোগ-শাস্ত্রের করণ-কৌশলজ্ঞ বাঙ্গালী শৈব সিদ্ধাচার্য্যেরা প্রাচীন কালেই বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন শৈব-যোগী উমাপতিদেবে[১৪০] (জ্ঞানশিব-দেব)

১৩৬ *Ibid, p. 345*

১৩৭ পৃ০ ১১৬, ১৩৪

১৩৮ পৃ০ ২৩

১৩৯ পৃ০ ৪২০

১৪০ *History of Bengal, Vol. 1, (The University of Dacca) p. 683*

দ্বাদশ শতকে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ্যে গিয়া দ্বিতীয় রাজাধিরাজের সভায় দ্বারপণ্ডিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সিংহলী সৈন্যেরা চোলরাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি আটাশ দিন ব্যাপিয়া শিবপূজা করিয়া তাহাদিগকে চোলরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব্বগ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর শম্ভু[১৪১] সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে তিনি কাকতীয়রাজ গণপতির ও ত্রিপুরীর কলচুরি রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশের পারিপাট্য ছিল নাথযোগীদের জটা কুণ্ডলে। গৌড়ীয় অবিঘ্নাকর[১৪২] নবম শতকের মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে গিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের বসবাসের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের কৃষ্ণগিরি (আধুনিক কনহেরি পাহাড়) খোদাইয়া এক বিরাট মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।[১৪৩] রাষ্ট্রকূট অমৃত পালের সময়ে গৌড়ীয় বসাবণ[১৪৪] পাঞ্জাবে হিস্‌সার জেলায় বসবাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশান শিব[১৪৫] যোগী হইয়া বদায়ুনের শৈব মঠে ছিলেন। পরে তিনি সেই মঠের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। সুতরাং বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরে যে প্রাচীন কাল হইতেই বিস্তৃত হইতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু নাই। ভারতের বাহিরে যবদ্বীপেও খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত শৈব তান্ত্রিক ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল[১৪৬]। বোর্ণিওতেও শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে[১৪৭]। এ কালেও সুদূর বলিদ্বীপে গিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শৈব পদণ্ডদের যোগ-দর্শনের পুঁথির অনুবাদ করিয়াছিলেন[১৪৮]।

১৪১ *Ibid, pp. 683-6*

১৪২ *Ibid, p. 686*

১৪৩ *Ibid, p. 686*

১৪৪ *Ibid, p. 686*

১৪৫ *Ibid, p. 686*

১৪৬ দ্বীপময় ভারত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ০ ১৭৮, ১৮১

১৪৭ ঐ, পৃ০ ১৭৫

১৪৮ ঐ, পৃ০ ২২১

তবে ইহাও অস্বীকারের উপায় নাই যে বাঙ্গালীর "শিবাই বাবুর" সহিত উত্তর ভারতের রাম-সীতার অদল বদল ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ গুরু-শিষ্যপরম্পরায় ধর্ম্মের লেন দেন অধ্যাত্মমার্গে অব্যাহতই ছিল এবং বাঙ্গালীর যোগি-মতের সহিত উত্তর ভারতে প্রচলিত "নিরঞ্জন" প্রভৃতি নানা মতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যোগীর গানের[১৪৯] সূত্রপাতেই ভজন ও কেবল শিববন্দনা, রামবন্দনার পরেই নিরঞ্জনের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গের হেতুও সম্ভবতঃ ইহাই। সমগ্র পালায় হিন্দী, ওড়িয়া, আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগবাহুল্যও লক্ষণীয়।

(বাঙ্গালা গোর্খ-সংহিতার[১৫০] প্রতিধ্বনি পাইতেছি রাজস্থানী ভাষাতেও। গোরখ-বানীতে মুদ্রিত অংশসকলের কয়েকটির[১৫১] সহিত হুবহু মিল আছে এরূপ সমস্ত বাঙ্গালা পুঁথি—যোগান্ত, বারপন্থ,[১৫২] কান্থড়বোধ (উত্তর ভারতের যোগিপরম্পরার মধ্যেও যোগী কান্থড় পা সুবিদিত), দায়াবোদ্ধ, প্রাণবোদ্ধ, গোর্খকুণ্ডলী, প্রাণশিকলি [শিকলি = সংগলি] ইত্যাদির, পূর্ব্ব বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৫৩]। সুতরাং নাথবচন-গুলির গোড়াপত্তন যে বাঙ্গালা দেশেই হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়।) তবে যোগকথার তাজমহল সৃষ্ট হইয়াছে উত্তর-ভারতেই। মূল বাঙ্গালা-দেশে বৈষ্ণবপ্রভাবের আওতায় ইহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ব্যাহত হইয়াছে, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে। প্রগতির পথে এই ধারা বাঙ্গালা দেশে এখন লুপ্তপ্রায়। তথাপি বাঙ্গালীর বৈষ্ণবতা কঠোর সিদ্ধা গোর্খকেও একদা "হরি-পদ জানা"ইয়া ছাড়িয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালার বৈষ্ণবতার প্রভাব কায়-যোগে আরও আছে। বৈষ্ণবের "দ্বাদশ গোপাল"

১৪৯ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১৪৯-১৫৫

১৫০ ঐ পরিশিষ্ট (ঘ), পৃ০ ২০৬-৭

১৫১ প্রাণ সংকলী, দয়াবোধ ইত্যাদি

১৫২ দ্রষ্টব্য মহানাদ, প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ০ ১৪৯ : বার পন্থ : কপলানী-পন্থী, সত্যনাথপন্থী, রাওলপন্থী, ধ্বজপন্থী, দরিয়ানাথিপন্থী, বৈরাগপন্থী (বৈষ্ণব). নটেশ্বরীপন্থী, আইপন্থী, গঙ্গানাথিপন্থী, রামপন্থী, ধরমনাথি-পন্থী, কাহ্নপন্থী।

১৫৩ আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়ের লিখিত ৩১ ৩-১৯৪৯ তারিখের পত্র

এখানে কায়স্থ হইয়াছেন। উপরন্তু দেহের ভিতর "অর্দ্ধ গোপালের"[১৫৪] অবতারণা হইয়াছে। (অর্দ্ধগোপাল = অর্দ্ধচাঁদ = প্রাণবায়ু = শুক্র : অর্দ্ধ = অধ)। যোগীর বৈষ্ণব বেশের কথা আগেই বলিয়াছি।

বাঙ্গালা দেশের বাহিরে শৈব ও নিরঞ্জন পন্থের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল কবীরের "অকুল নিরংজন একৈ ভাই"[১৫৫] কথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে মীননাথের কৌলযোগিনী-সম্প্রদায়ের অপেক্ষা গোর্খনাথের জ্ঞানাশ্রিত বিশুদ্ধ যোগপন্থ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। যোগীর গানে গোর্খনাথের উৎপত্তি শিবের মুণ্ড হইতে বলায়[১৫৬] এই ইঙ্গিতই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং গোরখ-বানীর[১৫৭] পরিশিষ্টাংশে মুদ্রিত গোরখ-গণেস-মহাদেব-সংবাদে এই নাথগুরুর চরিত্রটিকে অলৌকিক কুহেলিজালে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। পরন্তু, শ্রীগোরখনাথ = গ্যাঁন এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে।

গোর্খনাথের নামে চলিত ভাষার বাণীগুলিকে সংস্কৃতগন্ধী করিয়া বৈদিক আভিজাত্য দেওয়া হইয়াছিল। মনে হয়, গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, গোরক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-শতক, হঠযোগপ্রদীপিকা, পবনবিজয়-স্বরোদয়, সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি প্রভৃতি হঠযোগের যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ সারা ভারতের যোগপন্থীদের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে সেগুলি গোর্খ-বিজয়ের এই আবহমানকাল প্রবাহিত ভাষা-বচনগুলিরই অর্ব্বাচীন পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত সংস্করণ। যোগসম্পর্কীয় সংস্কৃতে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে একই বচনের "প্রশ্নোত্তরী"-সমেত আক্ষরিক অনুবৃত্তি উল্লিখিত অনুমানকেই সমর্থন করে। উপরন্তু, ছন্দঃ ও ব্যাকরণের দিক হইতে অজস্র ভ্রমপ্রমাদ এবং অসম্বদ্ধ ও অমার্জ্জিত ভাষার[১৫৮] হেতুও ইহাই। কালে কালে সাম্প্রদায়িক

১৫৪ গোর্খ-বিজয় পরিশিষ্ট (খ), পৃ০ ১৭২

১৫৫ কবীর-গ্রন্থাবলী (নাগরীপ্রচারিণী গ্রন্থমালা ৩৩), পৃ০ ৩০৩

১৫৬ গোর্খ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ০ ১৫৪

১৫৭ পৃ০ ২২২ ২৬, ২৩৩-৩৫, ২০৪

১৫৮ *Goraksha-Siddhanta-Samgraha, ed. Gopinath Kaviraj, Intro. p. 2*

উপনিষৎও[১৫৯] অজস্র লেখা হইয়াছিল। সম্প্রদায়বিশেষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভাষা-বচনগুলিকে প্রাচীন বেদের দোহাই দিয়া সংস্কৃত-বাসিত করিবার চেষ্টা চিরকালই চলিতেছে। "গোর্খের বচন জথ বেদের প্রমাণ"[১৬০] বলিয়া এই চেষ্টার এখনও বিরাম নাই। অন্তিক ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত "কলিযুগে" রামাই পণ্ডিতের "পঞ্চম বেদ"[১৬১] (ধর্ম্মপূজা-বিধান) সৃষ্ট হইয়াছে। গোর্খনাথ নাথপন্থকে ঔপনিষদ্ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন[১৬২]। এই মত যুক্তিসহ নহে, বরং লৌকিক নাথযোগ-ধর্ম্মের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অজস্র সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল বাঙ্গালা তথা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রকীর্ণ এই বিশাল ভাষা-বচনগুলি হইতে, বলাই সঙ্গত। অধ্যাত্ম রচনাসম্বলিত অপভ্রংশের মর্য্যাদা যে সংস্কৃতের চেয়ে ন্যূন ছিল না মুনিদত্তের কৃত চর্য্যাগীতির টীকাতেই[১৬৩] তাহার দ্বিবিধ প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত যোগচিন্তামণির প্রণেতা ও টীকাকার দুইজনই বাঙ্গালী। ইহাঁদের পুঁথি বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে রক্ষিত আছে[১৬৪]। পাঞ্জাবে প্রাপ্ত চৌরঙ্গিনাথের পুঁথির[১৬৫] ভাষা পূর্ব্বী মাগধী তথা বাঙ্গালা। কিছু নমুনা দিতেছি। এই ভাষার সহিত নেপালে বাঙ্গালা নাটকের[১৬৬] ভাষার সাদৃশ্য আছে।

১৫৯ অষ্টোত্তর শতোপনিষদঃ, পণশীকর-সম্পাদিত দ্রষ্টব্য

১৬০ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১২০

১৬১ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা, পৃ০ ৮০

১৬২ *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, pp. 833-35, Dr. L. P. Tessitori* লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১৬৩ বৌদ্ধ গান ও দোহা, ম.ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্রষ্টব্য

১৬৪ *Catalogus Catalogorum, Part II, Aufrecht, p. 111.*

১৬৫ পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত লাহোর পিণ্ডী-জৈন গ্রন্থাগারের ২৬৯ সংখ্যক পুঁথি (কাগজ তুলোট, হরফ দেবনাগরী, আন্দাজ দুই শত বৎসরের প্রাচীন) হইতে উদ্ধৃত।

১৬৬ শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত

সত্য বদংত চৌরঙ্গীনাথ আদি অংতরি সুনৌ বৃত্তাংত সালবাহন ঘরে হমারা জনম উতপতি সতিমা ঝুট বোলীলা॥ ৭॥

হ অম্‌হারা ভইলা সাসত পাপ কলপনা নহীঁ হমারে মনে হাথ পাব কটায় রখাইলা নিরংজন বনে সোখ সংতাপ মনে পরভেব সনমুখ দেখীলা শ্রী মছন্দরনাথ গুরুদেব নমস্কার করীলা নমাইলা মাথা ॥২॥

আসীরবাদ পাইলা অম্‌হে মনে ভইলা হরষিত হোঠ কংঠ তালুকা রে সুকাইলা, ধর্মনা রূপ মছন্দ্রনাথ স্বামী ॥৩॥

মন জানৈ পুন্য পাপ বচন ন আচৈ মুখৈ বোলব্যা কৈসা হাথ রে দীলা ফল মুখে পীলীলা ঐসা গুসাঈঁ বোলীলা ॥৪॥

গর্গন রা গুরু অম্হারা সিধ মছীন্দ্রনাথ তা প্রসাদৈ ভইলা পগ হাথ ত্রিভবনে কিরত থাকলী অম্হারী অনদাতা অম্হারা শ্রীগোরখনাথ ॥১০॥
মছন্দ্রনাথ গুরু অম্হারা গোরখনাথ ভাই,
ত্রিবরী বিচারী চৌরঙ্গী মন মানা ন হোরী ॥১৬॥

এতে এব স্বয়ং প্রতীতি আপে আপ দেখবা প্রমাণঁ শ্রীগুরু মছন্দ্রনাথ প্রসাদে সিধ চৌবঙ্গীনাথ জ্যোতি জ্যোতি সমাই॥ ইতি শ্রী চৌরঙ্গীনাথ কী প্রাণ সংকলী সমপূরণ॥

চৌরঙ্গিনাথের নামীয় উক্ত পুঁথিটিতে চৌরঙ্গিসম্পর্কে যে প্রবাদটি প্রচলিত রহিয়াছে গোর্খবিজয়ে[১৬৭] গাভুর সিধাই সম্পর্কেও অনুরূপ ঐতিহ্যের প্রচার দেখা যায়। (এই দুই প্রবাদের অভিন্নত্ব হইতে চৌরঙ্গিনাথ ও গাভুর সিধাই একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নাথ-সাহিত্যে গাভুর সিধাই সুপরিচিত। দুর্গা দেবীর শাপে তিনি সালবান রাজার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সংমা-এর প্রতি আসক্তির জন্য অপমানস্বরূপ তাহাঁর হাত পা কাটা গিয়াছিল। তিনি মীননাথের শিষ্য, গোর্খ-বিজয়ে[১৬৮] তাহার একাধিকবার উল্লেখ আছে।) চৌরঙ্গিনাথের এই পুঁথিটির পুষ্পিকা হইতেও আমরা অনুরূপ ঘটনার বিবরণ পাই। উপরন্তু

১৬৭ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১১
১৬৮ ঐ পৃ০ ৬২, ৭৩

জানা যায়, সিদ্ধগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রসাদে চৌরঙ্গিনাথের পুনরায় হাত পা গজাইয়াছিল এবং শ্রীগোরখনাথ তাঁহার অন্নদাতা গুরুভ্রাতা। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের দুই ভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত এই দুই কাহিনীর সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া চৌরঙ্গিনাথ ও গাভুর সিধাইকে অভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করিবার হেতু আছে বলিয়া মনে করি।

চৌরঙ্গিনাথ তথা গাভুর সিধাই (ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র-কাহিনীতে হাড়িপার—যিনি "পূর্ব্বেতে"[১৬৯] অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন—শিষ্যপুত্র শিশুপা) সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশের লোক। গোর্খ-বিজয়ের মতো ইহাঁর গল্প-কাহিনীটি বাঙ্গালা দেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালার নানা স্থানে ঐতিহ্য রহিয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার চারি মাইল দক্ষিণে দারকেশ্বর নদের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত সালেপুর গ্রামে সালিবাহন রাজার গড়ের অবশেষ এখনও দেখা যায়। সেখানে সালিবাহন ও যোগি সম্পর্কে প্রবাদ গ্রামবৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি। সৎমা-প্রসঙ্গ শুনি নাই। সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে গোর্খ-বিজয়ের উদ্দিষ্ট "সালবান-গাভুরসিধাই-সৎমা"-প্রসঙ্গ ত্রিপুরার[১৭০] সালবান গ্রাম ও লালমাই পাহাড়ের সহিত জড়িত আছে। ইহার সমর্থনে ব্রহ্মযোগী নামে একখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে গাভুর সিধাই-এর স্থলে চৌরঙ্গির নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে[১৭১] চৌরঙ্গি সম্পর্কে বলবৎ ঐতিহ্য বর্ত্তমান। ইহাতে চৌরঙ্গিকে ধর্ম্মের চরণ হইতে জাত ও তিনি মাছ ধরিতে ব্যস্ত দেখা যায়। গোর্খ-বিজয়ে গোর্খ কর্ত্তৃক রাঢ়া দেশে কালী স্থাপনার কথার সহিত আদি গঙ্গার তীরস্থ কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি ও চৌরঙ্গি গ্রাম নিতান্ত সম্পর্কশূন্য নাও হইতে পারে। সন্নিকটে ধর্ম্মতলার অবস্থানও প্রণিধানযোগ্য বিষয়। ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায় চৌরঙ্গিনাথকেও ফুল দিতে হয়। শ্রীহট্টের সিদ্ধাই গ্রামও গাভুর চৌরঙ্গির নামে প্রসিদ্ধ। মোচন্দর (মোচরা পীর)-এর

১৬৯ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৮

১৭০ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পৃ০ ১৭৯

১৭১ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুঁথি-সংখ্যা ২৫৬৫

সহিত গাভুর সিধাই-এর যোগাযোগের আর একটি সূত্র পাইতেছি পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি শ্রুতিকথায়[১৭২]। খুব ঘন মেঘ করিয়া আসিলে সেখানে বলা হয়, "মোচরা সিং-এ গাবুর ডলন" আসিতেছে। অর্থাৎ ইহাঁরা এখানে হইতেছেন ঘন মেঘের দেবতা। ঘন মেঘের সহিত মোচন্দর সিং ও গাভুর দলন এর যোগাযোগ (—গোর্খনাথ-কর্তৃক বন্দীকৃত নব নাগকে মুক্ত করিয়া নেপালে মোছন্দরনাথের ধারাবর্ষণ শুরু করানো কাহিনীর[১৭৩] ছায়া থাকিতে পারে—) যেভাবেই হউক মীননাথের সহিত গাভুর সিধাই-এর সংযোগের একটি অসন্দিগ্ধ সূত্র এই জনশ্রুতিটির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পুরোহিত-দর্পণে সংগৃহীত জাতাপহারিণীর পূজা-প্রকরণে দেবীর পরিকরদের মধ্যে গাভুর ডলন ও মোচরা সিংহ আছেন। ইহাঁদের নাম হইতেই অনুমান করা যায় ইহাঁরা তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতা নহেন।

যাহাই হউক গোর্খ-বিজয়, ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর মতো গাভুর চৌবঙ্গি-সৎমা কাহিনীটিও যে একদা বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল প্রাণ-সংকলীর উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে তাহার বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কানফা সম্পর্কে কোনো গল্প-কাহিনী বাঙ্গালাদেশ হইতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যত্রও বোধ করি হয় নাই। তবে "তুরিত গমনে" দক্ষিণ দেশে "ডাহুক" অঞ্চলে গিয়া দেবীর শাপে বা বরে কানফা (বা কানাই)-র "বৌআরি" লইয়া আনন্দ করার কথা গোর্খ-বিজয়ে[১৭৪] আছে। তিব্বতী জনশ্রুতি অনুসারে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হয় উড়িষ্যায় নতুবা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের দাবী সমর্থিত হয় দামোদর ও দারকেশ্বর নদের মধ্যবর্ত্তী "ডাউকো" গ্রামের নামে ও মনসার পুরাতন ছড়ায়[১৭৫]। তবে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ অনাবিষ্কৃত তথ্যের অপেক্ষায় রহিল। যাহাই হউক,

১৭২ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

১৭৩ *Briggs, pp. 186-97*

১৭৪ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১১

১৭৫ নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, পৃ০ ১-ক, ১-২

নাথ-সাহিত্যের এই কাহিনী চারিটি যে বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব বস্তু সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। হয়তো একদা প্রধান নাথগুরু-চতুষ্টয়ের মহিমা বিজড়িত এই কাহিনী চারিটির চর্চ্চাতে সমগ্র দেশ মুখরিত হইয়া থাকিত।

কতকগুলি শক্তি-তন্ত্রে চীনাচার ও মহাচীনাচারের উল্লেখ (মহাচীনক্রমোক্তেন[১৭৬] ইত্যাদি) পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সেই তন্ত্রগুলি শক্তি-মহাবিদ্যা সম্পর্কিত। অনুমান হয়, মহাজ্ঞান সাধকগণের তপঃপ্রভাব হিমালয়কেও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রতিবেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। মেইতেই (*Meitheis*) পুরাণের সৃষ্টিকথার সহিত নাথ-নিরঞ্জনের সৃষ্টিতত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে[১৭৭]। নাগাদের ভিতরেও কালীপূজার প্রচলন হইয়াছে। মলয়ালম-ভাষী যোগী গুরুক্কলদের[১৭৮] মধ্যে কালী ও দুর্গার পূজা চলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাঁরা দেবীমন্দিরে পূজারির কাজ করিয়া থাকেন। এই প্রথার মূলে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী-প্রভাব। ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরব পারস্য এমন কি রাশিয়া[১৭৯] পর্য্যন্ত এক কালে বিস্তৃত হইয়াছিল কি না অনুসন্ধানের বিষয়। খৃষ্টিয়ানদের যিশু ও নাথযোগীদের ঈশাই নাথের অভিন্নত্ব সম্পর্কে যে মত প্রচলিত আছে[১৮০] বিস্তৃততর তথ্য সংগ্রহের উপর তাহার সত্যাসত্য নির্ভর করিলেও সম্ভবতঃ তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুফী ধর্ম্মও কায়যোগ-সাধনার সম্পূর্ণ প্রভাববর্জ্জিত নহে। সে প্রসঙ্গ পরে আসিতেছে।

১৭৬ যোনিতন্ত্র (বিশ্বভারতীর সংস্কৃত পুঁথি-সংখ্যা ১)

১৭৭ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিতব্য পুস্তক দ্রষ্টব্য

১৭৮ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. VII, p. 438*

১৭৯ রাশিয়ার বাকুতে জ্বালামুখী দেবীর মন্দির শৈব নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি আছে।

১৮০ প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩, বিপিন চন্দ্র পাল-লিখিত "সত্তর বৎসর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

দ্বীপময় ভারতেও তান্ত্রিক যোগ-ধর্ম্ম প্রসৃত হইয়াছিল। বলিদ্বীপের "আগম বলী" বা "আগম শিব"[১৮১] অর্থেই বলিদ্বীপের ধর্ম্ম বোঝায়। এই সূত্রে প্রাচীন-বলী যুগের মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গার শিলামূর্ত্তি[১৮২] বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যবদ্বীপের মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা মূর্ত্তিটিও[১৮৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মীননাথ "বাঙ্গদেশে"[১৮৪] সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৎস্যপ্রীতির জন্য তাঁহাকে ধীবর বলিয়া অনুমান[১৮৫] করা হয়। তাঁহার আদিলীলা সুন্দরবনসন্নিহিত সমুদ্র-অঞ্চলে বলিয়া মনে করি। গোর্খ-বিজয়ের "সাগর"[১৮৬] বঙ্গোপসাগরের ইঙ্গিত হইতে পারে। কৌলজ্ঞানের চন্দ্রদ্বীপ[১৮৭] নিশ্চয়ই সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চল। মধ্যলীলা কামরূপে।[১৮৮] গোর্খ-বিজয়ের "উত্তরে মীনাই"[১৮৯] বচনে এই অনুমান সমর্থিত হয়। গোর্খনাথ পশ্চিম হইতে এইখানেই ভাও নাচ দেখাইয়া তাঁহাকে কদলীকবল হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। গোরখ-বানীতে ও যোগীর গানে তাহার ইঙ্গিত আছে। "পছিম দেস স্যূঁ আয়ে জোগী, উতর হমারা ভাব"[১৯০] গোরখ-বানীতে গোর্খনাথের জবানীতে ও যোগীর বোলানে "উত্তর হতে এলাম যোগী বাড়ি সেই গ্রাম"[১৯১] বচনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু হয়তো বহিয়া গিয়াছে। শেষ বয়সে মীননাথ

১৮১ দ্বীপময় ভারত, পৃ০ ২০০

১৮২ ঐ , পৃ০ ৩০০

১৮৩ ঐ , পৃ০ ১৬১

১৮৪ *Kaulajana-nirnaya, Intro. p. 68*

১৮৫ *Ibid, p. 8*

১৮৬ পৃ০ ৬-৭

১৮৭ *Kaulajana-nirnaya, Intro. pp. 29-30*

১৮৮ *Briggs, p. 232*

১৮৯ পৃ০ ৮

১৯০ গোরখ-বানী, পৃ০ ৮১

১৯১ গোর্খ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ০ ১৭৩

গোর্খ কর্ত্তৃক "বিজআ ভুবনে",[১১২] সম্ভবতঃ নেপাল অঞ্চলে (যেস্থানে পবন-বিজয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল) নীত হন। সেখানে যোগাধিষ্ঠিত হইয়া কায়সাধনায় বিভূতি ও সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি সম্প্রদায়বিশেষের ("মচ্ছেন্দ্রী" ?) গুরু হইয়াছিলেন। গোর্খ-বিজয়ে[১১৩] আছে,

পুরাণ যোগীএ জদি জোগে কৈল মন,
ক্রমে ক্রমে যত জুগী কৈল উপাসন।

নেপালে তিনি বরেণ্য পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেখানে তাহাঁদের আদিগুরুর[১১৪] উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠা দেবভাবনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীননাথের কদলীভোগের স্মৃতি নেপালে "সতী" (নাথিনী) প্রথায়[১১৫] অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। তথাপি ইহাও অনস্বীকার্য্য যে মীননাথের যোগিনী-কৌল শাস্ত্রের অবতারণা বাঙ্গালা দেশেই হইয়াছিল। এবং তাহাঁর কৌল-যোগিনী-মার্গ পশ্চিমোত্তর ভারতের সন্তদের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। কবীরের "অকুল নিরঞ্জন একৈ ভাই" কথায় তাহার প্রমাণ মিলে তাহা আগেই বলিয়াছি।

(নানা সংস্কারসম্পৃক্ত আর্য্যপূর্ব্ব ও আর্য্য তথা তান্ত্রিক ও বৈদিকধারা-বাহী যোগধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-সহজযান ও বজ্রযানের মিশ্রণ ঘটিয়া এবং তাহাতে প্রতিবেশী তিব্বতী-চীনীয় ও অষ্ট্রিক প্রভাব অংশতঃ যুক্ত হইয়া সমন্বয়ধর্ম্মী বাঙ্গালার জনপদেই নাথযোগপন্থের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। নাথদর্শন পুরাপুরি তান্ত্রিকও নহে, বৈদিকও নহে[১১৬] এবং সেই কারণেই বোধ করি তাবার শাস্ত্রকে বৈদিক আভিজাত্য দেওয়ার প্রয়াসরূপে বেদের দোহাইএর প্রয়োজন হইয়াছে রামাই পণ্ডিতের পঞ্চম

১১২ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১১৮

১১৩ ঐ , পৃ০ ১১৯

১১৪ *Levi, Le Nepal, Vol. I, p. 354*

১১৫ প্রবাসী, ১৩২৮, ফাল্গুন-চৈত্র, অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ-লিখিত "নাথ-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবন্ধটি তথ্যসম্ভারে মূল্যবান)

১১৬ *Briggs, pp. 233*

বেদের মতো। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই দর্শনের প্রচার ব্যপদেশেই গোর্খ-বিজয়ের মূল কাহিনীটির অবতারণা করা হইয়াছে[১৯৭] যাহার প্রথম কথা ও শেষ কথা হইতেছে বিন্দুধারণ (যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতো দেহে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ[১৯৮]) ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া (রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী[১৯৯]) মৃত্যু-রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। লৌকিক উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় উজ্জ্বল হইয়া গোর্খনাথের সার্থক কদলীবিজয় ও পবনবিজয় "মৃত্যুর অধিকারী"-কে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। মানবতার ঊর্দ্ধে অমরত্বকে স্থান দিয়া মহাজ্ঞানে অধিষ্ঠিত মীন ও গোর্খ দেবতায় পরিণত হইয়া আছেন।)

বাঙ্গালার নিজস্ব দার্শনিক সাহিত্যের এই বিশেষ কাহিনীটি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সারা ভারতের জানপদ ধর্ম্মের মর্ম্মকথাকেই অভিব্যক্ত করিয়াছে এবং সেই কারণেই কাহিনীটি বাঙ্গালার বাহিরে ছড়াইয়াছিল যোগী ভিক্ষুকদের মুখে মুখে গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গানের মতো। ইহার বিক্ষিপ্ত অংশের বিশুদ্ধ নমুনা গোরখ-বানী হইতে দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া গোরখ-বানীর ছত্রে ছত্রে গোর্খ-বিজয়ের ভাবের মিল তো আছেই ; রাগ-রাগিণী সমেত স্থানে স্থানে আক্ষরিক মিলও দুর্লক্ষ্য নহে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁহার "দাদূ"র উপক্রমণিকায়[২০০] বাঙ্গালার নাথযোগি-পন্থের প্রাচীন পদের সহিত দাদূ-বাণীর ও গোরখ-বাণীর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এবং বিহারের "জোগীড়া" গানে এই সকল পদ এখনও টিকিয়া আছে। (মীন-চৈতন্যের ছড়া ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র-কাহিনী যে বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু দূরে প্রসারিত হইয়াছিল প্রেমী অভিনন্দন গ্রন্থে (১৯৪৬), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে[২০১] ও প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা

১৯৭ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১০

১৯৮ মোক্ষসোপান, গোরক্ষ-সংহিতা (নিজ পুঁথি)

১৯৯ গোর্খ-বিজয় পৃ০ ৯২

২০০ দাদূ, উপক্রমণিকা, পৃ০ ৩৮-৩৯

২০১ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ০ ৭৫৮-৭৬০, ৭৬৮-৭৮১ (*Proceedings and Transactions of the Sixth All-India Oriental Conference*-এর ২৬৫-২৭৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গোপাল চন্দ্র হালদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

"নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে"[২০২] ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলের ভূমিকাতেও[২০৩] তাহা দেখানো হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দাদূ-তে উদ্ধৃত গৌড়ী রাগে গীত "মাধুকরী"[২০৪] ও প্রশ্নোত্তর ঘটিত সমস্ত যোগি-বচনগুলিই যে মূলে পরিব্রাজক যোগী ভিক্ষুকদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া বাহিরে গিয়া ভোল বদলাইয়াছে ও পল্লবিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যোগতত্ত্বগুলি মুখে মুখে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করিলেও এই সকল "প্রশ্নোত্তরী"[২০৫]র মূল কাঠামো যে বাঙ্গালা নাথযোগ-পন্থের তাহা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ হইতেও বিশেষভাবে সপ্রমাণ হয়। গোরখ-বানী[২০৬] হইতে প্রশ্নোত্তরীর কিছু নমুনা দেখানো যাইতেছে।)

(পাঠ ও পাঠান্তর মিলাইয়া উদ্ধৃত)

গোরখোবাচ—স্বাঁমী তুম্হে গুরু গুসাঁই অম্হে জু সিষ।
(সবদ এক পূছিবা) দয়া করি কহিবা মনহি ন করিবা রোস
আরংভি চেলা কৈসে রহৈ। সতগুর হোয় সো বুঝয়া কহৈ॥

গোরখ—স্বাঁমী আদেস কা কৌঁন উপদেস, সুঁনি কা কথঁ বাস।
সবদ কা কৌঁন গুরু, পুছঁত গোর্খনাথ॥
মছিংদ্র—অবধূ আদেস কা অনোপম উপদেস, সুঁনি কা নিরংতর বাস।
সবদ কা পরচা গুরু, কথংত মছিংদ্রনাথ॥

গোরখ—স্বাঁমী মনকা কৌন রূপ, পবন কা কৌঁন আকার।
দঁম কী কৌঁন দসা, সাধিবা কৌঁন দ্বার॥

২০২ পৃ০ ১-ঘ, ৭
২০৩ ভূমিকা, পৃ০ ১৲
২০৪ দাদূ, পৃ০ ৫৯৩ ইত্যাদি
২০৫ দাদূ, পৃ০ ৫৮৪ ইত্যাদি
২০৬ গোরখ-বানী, পৃ০ ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ১৯৫, কুড়ি ছত্রের "পড়িবা"= পরিতোয়া (গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ২০৬) =পূর্ণিমা

মছিংদ্র—অবধূ মন কা সুঁনি রূপ, পবন কা নিরালংব আকার।
দম কী অলেখ দসা, সাধিবা দসবৈঁ দ্বার॥

গোরখ—স্বাঁমী কৌঁন পেড়ি বিন ডাল, কৌঁন পখি বিন সুবা।
কৌঁন পালি বিন নীর, কৌঁন বিন কালহি মুবা॥
মছিংদ্র—অবধূ পবন পেড়ি বিন ডাল, মন পংখি বিন সুবা।
ধীরজ পালি বিন নীর, নিঁদ্রা বিন কালহি মুবা॥

গোরখ—স্বাঁমী কৌঁন মূল কৌঁণ বেলা। কৌণ গুরু কৌঁণ চেলা।
কৌঁণ খেত্র কৌঁণ মেলা। কৌঁণ তত্ব লে ফিরৌঁ অকেলা॥
মছিংদ্র—অবধূ মন মূল পবন বেলা সবদ গুরু সুরতি চেলা।
ত্রিকুটী খেত্র উলটি মেলা। নৃবাঁণ তত্ব লে ফিরৌ অকেলা॥

গোরখ—স্বাঁমী কৌঁণ অমাবস কৌঁণ পড়িবা॥
কহাঁ কা মহারস কহাঁ লে চঢ়িবা।
কৌঁণ অস্থাঁনে মন উনমন রহৈ। সতগুর হোই সুবুঝয়াঁ কহৈ॥
মছিংদ্র—অবধূ রবি অমাবস চন্দ স পড়িবা।
অরধ কা মহারস উরধ লে চঢ়িবা॥
গগন অস্থাঁনেঁ মন উনমন রহৈ। ঐসা বিচার মছিংদ্র কহৈ।

গোরখ—স্বাঁমী জী কথং উতপদিতে প্রাঁণ, কথং উদপদিতে মন।
কথং উদপদিতে বাচা, কথং বাচা বিলীয়তে॥
মছিংদ্র—অবধূ অবগতি উতপদিতে প্রাঁণ, প্রাঁণ উদপদিতে মন।
মন উদপদিতে বাচা, বাচা মন বিলীয়তে॥

গোরখ—স্বাঁমী কথং উতপনী খুধ্যা, কথং উতপনাঁ অহার।
কথং উতপনীঁ নিঁদ্রা, কথং উতপনাঁ কাল।

মছিংদ্র—অবধূ মনসা উতপনীঁ খুধ্যা, খুধ্যা উতপনাঁ অহার।

অহার উতপনীঁ নিঁদ্রা, নিঁদ্রা উতপনাঁ কাল॥

ইত্যাদি অংশগুলির সহিত গোর্খ-বিজয়ের পরিশিষ্ট (ঘ), ২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা মিলাইয়া পড়িলে আমাদের অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ দুইটিতে উপমা প্রয়োগের সাদৃশ্য বিস্ময়াবহ। গোর্খ-বিজয়ের ১২৮ পৃষ্ঠার,

অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নাহি বুঝে রে
ঘরে ঘরে বাঘিনী সে পোষে,
দিবাতে যে বাঘিনী জগত-মোহনী রে
রাতি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গে শোষে।

গোরখ-বানীর ১৪৩ পৃষ্ঠার

দিন দিন বাঘিনীঁ সীঁয়া লাগী, রাতি সরীরৈ সোষৈ,
বিষৈ লুবধী তত ন বূঝৈ, ঘরি লৈ বাঘনীঁ পোষৈ।

৯৫ পৃষ্ঠার এই পদটিতে মনের ইচ্ছাশক্তিকে সম্বোধন করিতে গিয়াও বাঙ্গালীর বহুপূজিত মনসাদেবীকে রূপকচ্ছলে স্মরণ করা হইয়াছে।

মনসা দেবী ব্যোঁপার বাঁধৌ, পবন পুরষি উতপনাঁ,
জাগ্যৌ জোগী অধ্যাত্ম লাগৌ, কায়া পাটণ মৈঁ জাঁনাঁ।

৬৭ পৃষ্ঠার একটি পদে মনসাতে মাতৃত্ব ও নিরাকার নিরঞ্জনে পিতৃত্বের আরোপ করা হইয়াছে যোগরূপকে। ইহা ছাড়া "প্রাণসংগলীতে"[২০৭] সঙ্কলিত বহু অংশ এবং "অথ আদি মংগল"[২০৮] বলিয়া পরিচিত যে সমস্ত প্রশ্নোত্তরী পদ কবীর মনসূরের "সত্য কবীরকী সাখী" অংঙ্গে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মূল বাঙ্গালা কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। "দাদূ"তে[২০৯] "দাদূ সবদ", "মাধুকরী" এবং "পরিশিষ্ট" অংশেও "গৌড়ী" পদ অনেক আছে। "গৌড়ী"

২০৭ প্রাণসংগলী, পৃ০ ২৪৪-২৫৪ ইত্যাদি

২০৮ কবীর, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ০ ৬৯-৭০

২০৯ পৃ০ ৫৪৪; ৫৯৩, ৬১২

শব্দটি দ্ব্যর্থকভাবে প্রযুক্ত হয় নাই, বলা যায় না। "কায়াবেলী" তো হুবহু নাথ হঠযোগপন্থের তত্ত্বে ভরা।

বাঙ্গালা দেশের মতো বাঙ্গালার বাহিরেও কায়যোগ ধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। সূফী সাধক মখদুম সৈয়দ আলি অল্ হাজ্‌বেরী[২১০] (একাদশ শতক), খ্বাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী[২১১] (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের সাধনার মধ্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের উদ্দেশ পাওয়া যায়। স্বয়ং কবীর ছিলেন "কাশীকা জুলাহা" বা কাশীর যোগী। তাঁহার বাণী নাথসিদ্ধান্তের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। নাথযোগের রূপক-কাহিনী পদুমাবতির জায়সী মুসলমান। রজ্জব, নূর মহম্মদ, ফজিল শাহ প্রভৃতি হিন্দী কবিরাও[২১২] প্রসঙ্গতঃ নাথযোগ-সাহিত্যিক। দাঁরা শিকোর সমসাময়িক যোগী শরমদ[২১৩] শাহ্‌ওয়ালী আল্লা,[২১৪] বারিশ্‌ শাহ[২১৫] প্রভৃতি কাদেরী ও সুরবার্দী ধারার সূফী কবিদের মধ্যেও শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের কথা হুবহু পাওয়া যায়। গোরখ-বানীতে সূফী রতন নাথ হাজীর পদ[২১৬] আছে। তাহা ছাড়া ভর্থরী সম্প্রদায় জাতিতেই মুসলমান। বে-শরা, আজাদ, রসূলশাহী প্রভৃতি পন্থে[২১৭] যোগীদের আসন, দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্র, কমল-বেধ ইত্যাদি সমস্ত সাধনাই প্রচলিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বীরাচার তথা পঞ্চ ম-কারের সাধনাও ইহাঁদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। রসায়ন-শাস্ত্রও (*Alchemy*)

২১০ *Kashf-al-Mahjub, ed. R. A. Nicholson, Vol. XVII, pp. 218-235* ইত্যাদি

২১১ *Malfuzat-i-Khwaja* দ্রষ্টব্য

২১২ কবীর, দ্বিবেদী, পৃ০ ১৩

২১৩ *Sarmad Shahid, F. M. Asiri, (V.B. Quarterly, Feb.-April, 1947)*

২১৪ *Qaulal Jamil, pp. 40, 41 etc.*

২১৫ *Hir, pp. 79-80* : তাড়ি লা কে নাথ বল ধ্যান করনা,
দশবেঁ দ্বার হৈ শ্বাস চঢ়াওনা ও। ইত্যাদি

২১৬ গোরখ-বানী, পৃ০ ৪১, ৭০

২১৭ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃ০ ২৫-২৬

সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের দরবেশ, বাউল ও জিকিরেরা এই ধারারই জের টানিয়া আসিতেছেন। তন-তেলাওত, সাহাদল্লা পীর পুস্তক, বাল্‌কা নামা, যোগ কলন্দর, মুর্‌শিদের বারমাস, সৃষ্টি-পত্তন, হাড়মালা, আত্মতত্ত্ব, যোগ কালান্তক ইত্যাদি পুঁথিগুলি[২১৮] ইহাঁদের সাহিত্যিক নিদর্শনরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে যোগীদের যতগুলি তীর্থস্থান আছে তাহার বেশীর ভাগই বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত। যেমন বর্দ্ধমান জেলার বল্লুকা নদীর তীরবর্ত্তী বড়োয়াঁ গ্রামের ধর্ম্মতলা; প্রাচীন ঐতিহ্যসম্বলিত হুগলী-মহানাদের[২১৯] জটেশ্বরনাথের মন্দির, "জীবন্ত সমাধি," জাততলার দেবতাদি, হুগলীর বশিষ্ঠ গঙ্গা, তারকেশ্বরের তারকনাথ; কলিকাতার উত্তরে গোরখ-বাসলি, উল্টাডিঙ্গির শিবালয়, কালীঘাট-চৌরঙ্গি, চুনাগলির কালীমন্দির; হাওড়ার পঞ্চানন-ঠাকুরের দেউল; বীরভূম-বীরনগরের যোগিগুম্ফা; মেদিনীপুরের পাটনা-গ্রামাস্থত সিদ্ধনাথ শিবঠাকুরের মন্দির; চব্বিশ পরগণার কপিলমুনির আশ্রম; ঢাকার ঢাকেশ্বরী-মন্দির, লক্ষ্মীবাড়ী, বুড়াশিবের বাড়ীর মন্দির, শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ, লাক্ষাতীরস্থ রূপগঞ্জের কথুনাথের দেবালয়; কাছাড়ের ভুবনতীর্থ; গোয়ালপাড়ার যোগিগোফা; দিনাজপুরের গোরখ-কুঞ্জ, যোগী-ঘোপা ও গোরখকুই; বগুড়ার যোগীর ভবন গ্রাম ও মঠ, "গোরক্ষনাথ"-নামক শিবমন্দির, জয়কালীর মন্দির, জীবৎকুণ্ড, মহাস্থানগড়; রাজসাহী-মৈনমের শিবলিঙ্গ ও কালীমন্দির; পাবনার "গোরক্ষা" ইত্যাদি। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী ও তাহাঁর মন্দিরের গঠনপদ্ধতিতে দেহমন্দির, দেহস্থিত ইড়া পিঙ্গলাদি পঞ্চ নাড়ী ও কুলকুণ্ডলিনী দেবীর

২১৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম-সঙ্কলিত, পুঁথি-সংখ্যা ২১, ১১৫, ২০৯, ৩০৭, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৬৪, ৪০১

২১৯ মহানাদ, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ০ ১৪২-১৫৬
(যোগীদের প্রাধান্য ও নাথ-সাহিত্যের মহানাদশ্রবণ হইতে স্থানের নাম "মহানাদ" হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি। চলিত "মানাদ" বা "মানাত" সম্ভবতঃ ইহারই অপভ্রংশ রূপ।)

অবস্থান কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মত প্রচলিত আছে[২২০]। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের এই যোগিতীর্থটি নাথ সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না হইয়াও কায়যোগের জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্তরূপে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যে এতদঞ্চলে দ্বিতীয়রহিত বলিয়া মনে করি।

গোর্খ-বিজয়ে অনুস্যূত রূপককাহিনীতে বাঙ্গালীর নানা ঐতিহ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। গোর্খ-বিজয়ের ভূমিকায় "বোগালসুন্দরের" কথা বাঙ্গালীর মৎস্যপ্রীতিই স্মরণ করাইয়া দেয়। মেয়েলি উপকথায় বলে "কাঁউর-কামিখ্যের" ডাকিনীরা ভোজবিদ্যাশিক্ষার্থী [স্মরণীয় চর্য্যাপদের- "রাতি ভইলে কামরু জায়" (চ০ ৩) ইত্যাদি] বিদেশী পুরুষ পাইলে অনুগত মেষে রূপান্তরিত করিয়া রাখে ; এবং মুক্তিকাম পুরুষ গোর্খনাথের দোহাই দিয়া ভোজবিদ্যার দ্বারা "অচেনা গাছ" (বকুলজাতীয়) চালাইয়া, অথবা ওখানকার পুকুরে ডুবিয়া রাতারাতি স্বগৃহে পলাইয়া আসে ও প্রভাত হইলেই চালানো গাছ ফেলিয়া অন্তর্হিত হয়। তাহাই এই অচেনা গাছ। ইহাতে কদলীর ভোলে পতিত মীননাথ ও গোর্খনাথ কর্তৃক তাহাঁর উদ্ধার-কাহিনীর ছায়া আছে। সাপের বিষ-নামানোর মন্ত্রের পুঁথিতে[২২১] যোগী জয়পাল, যোগিনী নয়নার (ময়না ?) দোহাই দেওয়া হইযাছে। অন্যত্র[২২২] হাড়িঝির দোহাইও আছে। কাঙুরের কামিখ্যে দেবীর পরেই ইহাঁর নাম করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই শিবালয়ের নিকট বকুল গাছ পবিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহা আগেই বলিয়াছি। গোর্খনাথের বকুলগাছ প্রীতির কথা গোর্খ-বিজয়ে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে নিরঞ্জন ধর্ম্ম ঠাকুরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগীদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ধর্ম্মপূজা-বিধানের প্রামাণ্য পুঁথিগুলি আমরা পশ্চিম বঙ্গের নাথযোগীদের বাড়ি হইতেই পাইয়াছি। অনেক স্থলে নাথযোগীরা ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করেন অথবা

২২০ হুগলী, দুর্গানাথ শর্ম্মা, পৃ০ ২২৫-২৭

২২১ বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ৭২৪

২২২ বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ২৭৮, ৭২০ ইত্যাদি

করাইয়া থাকেন। কোনো কোনো স্থানে নাথযোগীদের গৃহদেবতা ধর্ম্মরাজ। গোর্খ-বিজয়ে আছে,[২২৩]

> ধ্যানেতে সামর্থ হইয়া ধর্ম্ম নৈরাকার,
> আনন্দে বসিলা ধ্যানে সিদ্ধা করি সার।

পশ্চিম বঙ্গে নাথ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিশ্রণের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখি ধর্ম্মপূজা-বিধানে[২২৪] ধর্ম্ম নিরঞ্জন যোগীন্দ্র সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত ও নিত্য ধ্যাত। ধর্ম্ম পূজার "সাঙ্গব্যবস্থায়" আদিনাথ, মীননাথ (প্রথমে মীন স্বরীর), চৌরঙ্গিনাথ ও গোর্খনাথের উদ্দেশে ফুল দেওয়া হইতেছে। গোর্খ-বিজয়ের "জতীসতী" স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া "জাড়ুবাড়ু", "খিতিরখুড়ি" প্রভৃতির সহিত পুষ্প মান্য পাইতেছেন। সিদ্ধ-যোগিনীরাও যথাযথ সম্মান লাভ করিতেছেন। "কদলি"ও বাদ যায় নাই। ধর্ম্মরাজের পাত্রভোগে আহুত ক্ষেত্রপাল "গোরয়া" সম্ভবতঃ গোর্খনাথ। পাহুড় সাঙ্গই (সঙ্ঘপতি ?, যষ্টিধারী পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ?) ধর্ম্ম ঠাকুরের দ্বারপালদের একজন। দিক্‌ডাকে গোরক্ষপুর, নঙ্কা, আউনঙ্কা (গোরখ-বানীর "পলংকা"), কাঙুরদেশ এবং শ্রীবর্দ্দমান্ সমমর্য্যাদায় আহুত হইয়াছে। প্রথম চারিটি স্থানের মতো শ্রীবর্দ্দমান্ (বর্দ্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেশনের অনতিদূরে বর্ত্তমানের বড়োয়াঁ গ্রাম) এখনও যোগীদের তীর্থবিশেষ। ধর্ম্মপূজা-বিধানের যমদূত কাল বেকাল (গোরখ-বানীর[২২৫] কাল বিকাল) গোর্খ-বিজয়ের লঙ্গ মহালঙ্গ। ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায় ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে স্থাপন করার যৌগিক পদ্ধতি উপদিষ্ট। শ্বাস-প্রাণায়ামাদি তো আছেই। ইহা ছাড়া বোলানের ছাঁদে সুতাকাটার পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যেমন,

২২৩ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১২০, পাদটীকা

২২৪ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত), পৃ০ ৭১, ৮১, ১৩৩, ১৩৪, ৩৪, ১১, ১৫৪, ৯, ১৫৫, ২৪৭, ৪৩ ৪৭, ১৬৮, ২১১, ২০০, ২২৯, ২১৪, ১৯১, ১৯৪

২২৫ পৃ০ ১৮৩

তাঁত্যেতে ফুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাথে
কিসে শুদ্ধ হল্যে ভক্ত্যা মাড় করা্যা কান্ধে।

পার্ব্বতী কাটিল সূতা[২২৬] বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ,
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজা করি নিরঞ্জন।

যোগীর গান[২২৭] ও যোগ কলন্দরের[২২৮] অনুরূপ বোলান,

পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ চড়ায়,
মেঘে ভর কোর‍্যা কে বোরিসে জল।

পুষ্প ফুটিলে আমি গন্ধ চড়াই,
মেঘে ভর কোর‍্যা আমি বরসি জল।

নাথ সাহিত্যের "হুঙ্কার"[২২৯] ধর্ম্মপূজা-বিধানে অকস্মাৎ আসিয়া গিয়াছে,

হুঙ্কারের হতে   হল্য আচম্বিতে
ত্রিগুণ বাউ সঞ্চার।

বনের হরিণ বল্যা হুঙ্কার পড়িল।

ইহা ছাড়া পারিভাষিক মন-পবন, গঙ্গা-যমুনা, নিরঞ্জনপুর তো আছেই।

২২৬ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পুঁথি-সংখ্যা ২১১। "মা দুর্গা কাটেন সূতা মহাদেব বুনেন জাল" ইত্যাদি নানাবিধ তুকতাক ও মন্ত্রের পুঁথির প্রথম ছত্র

২২৭ গোর্খ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ০ ১৭০-৭১

২২৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, মুন্সী শ্রীআবদুল করিম-সঙ্কলিত, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ০ ১৯২ (মূল পুঁথি দ্রষ্টব্য)

২২৯ গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, পৃ০ ৪৯, ৬৫ ইত্যাদি

জ

মন পবনের বস গোসাঞি ডাক নাঞি ষয়,
গঙ্গা জমুনা তারা হালে[২৩০] রেখে বয়।

কে রে সাকত আয়া নিরঞ্জনপুর[২৩১]।

একটি পদে চর্য্যাপদের[২৩২] ভাবসাদৃশ্য ও নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টি-বর্ণনার[২৩৩] ধ্বনি পাওয়া যায়,

সহস্র বাখুড়ি পদ্ম হইল্যা শতদল,
আপনি রহিল্যা প্রভু কমল ভিতর।
কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে ঝারা,
হেন পুষ্প ফুটিয়াছে জেন দেখি তারা।

ইহাব সহিত তুলনীয় কাহ্নের

এক সো পদমা চোষট্‌ঠী পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

গোর্খ-বিজয়ের

শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝারা,
শূন্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ তাবা।

প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্র নাথসাহিত্যে সুপরিচিত ও অপরিহার্য্য অঙ্গবিশেষ। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে ন্যাসের অনুকরণে যোগসাহিত্যে প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে। পাঞ্জাবে, রাজস্থানে ও বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি। বিভিন্ন নাথগুরুদের নামের সহিত এগুলি যুক্ত আছে। যোগীর গান[২৩৪] ও যুগীকাচে[২৩৫]

২৩০ দ্রষ্টব্য গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ৭৯, ৮৬ ৮৭ : কবীর-গ্রন্থাবলী (নাগরী-প্রচারিণী গ্রন্থমালা ৩৩), পৃ০ ৯৩
২৩১ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১১৯; নিজ পুঁথি, পৃ০ ৮২ ক; সাকত—গোরখ-বানী, পৃ০ ২৪৩
২৩২ *Indian Linguistics, Vol. X*, চর্য্যাগীতিকোষ, পৃ০ ১১
২৩৩ গোর্খ-বিজয়, পরিশিষ্ট (ক) ১, পৃ০ ১২৬
২৩৪ গোর্খ-বিজয়, পৃ০ ১৫৬-৬০
২৩৫ ঐ , পৃ০ ১৮৫-৮৬

প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এদিকে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতিতে[২৩৬] প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্র[২৩৭] পাওয়া যাইতেছে। ইহা সম্ভবতঃ এই তান্ত্রিক ও যৌগিক ধারারই যথাযথ অনুকৃতি। শ্রীরাম বা রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা-বিধানে ধৃত থাকিলেও অংশটি ভণিতাহীন। হয়তো পরম্পরাগত এই অংশটি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্বত্ব হিসাবে কাহারও বিশেষ দাবী নাই। কায়যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ "কায়া সম্ভেদ" উদ্ধৃত করিলাম।

॥ প্রানসংঙ্খলি সাস্ত্র বলিবেক ॥

নমহোঁ অনাদিনাথ সুননাথ সংঙ্খেদ।
কহ কহ দেব কায়ার সভেদ ॥
অবগতি করহ দস অধিপতি।
কোন মতে প্রকারে কায়ার পিণ্ডের হয় স্থিতি ॥
কোন মতে নাদবিন্দু হয় পবন সঞ্চয়।
কোথা বৈসে রবি সসি কোথা মল রয় ॥
কোন মতে নাদবিন্দু কায়ার বিচার।
জোড় হাতে বলেন পার্ব্বতি প্রান তোমার ॥
কোন মতে হয় নাদ পবন সঞ্চার।
রজ বির্য্যে জর্ম্ম হয় সকল সংসার ॥

২৩৬ নিজ পুঁথি, (হুগলী জেলার আরামবাগ থানার নকুণ্ডা গ্রামের শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজনাথ নাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার সৌজন্যে সংগৃহীত।)

২৩৭ ঐ, পৃ০ ৬৬ক-৬৭ক (ধর্ম্মপূজা-বিধানে ও এতৎসম্পর্কিত অন্যান্য পুঁথিতে বিধৃত এই অংশটি মৎসম্পাদিত "ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে যথাস্থানে পাঠ ও পাঠান্তর সহ আলোচিত হইতেছে।)

প্রথম মাসেতে গর্ব্বে বর্ণ জব প্রমান।
দ্বিতীয় মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু বর্ণ আন॥
তৃতীয় মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু রক্ত বর্ণ গোলা।
চতুর্থ মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু স্থানে স্থানে স্থানা॥
পঞ্চম মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু অতি বড় সুখ।
ষষ্টম মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু অতি বড় দুখ॥
সপ্তম মাসে গর্ব্বে বিন্দু সপ্ত ঋতু বসন্তি।
অষ্টম মাসেতে গর্ব্বে বিন্দু গতাগতি॥
অষ্ট অঙ্গে জোড় লয় মাসে।
গর্ব্বে বিন্দু উপবায়ু পবন আকাসে॥
লয় মাসে নির্ম্মল মুরতি।
দস মাসে দস দিগ মুক্তি॥
বলেন পার্ব্বতি সুন দেব ইস্বর।
ইহার ভেদ কেমন মুদ্রা কহ কেমন আকার॥
মহাদেব বলেন সুন সক্তি দুর্গা।

ইহার কেমন কোন লক্ষন হয়। বায়ু পবন মজা হয়॥ সপ্তক্ষ বির্য্যে হয় সপ্ত পল। রক্ত জায় সক্তির আয়ু আত্য কেহো হয়: নব হংস সত্য ধাতু হয়॥ চারিদিগ চৌদ্দভুবন হয়। হাথের মজা হয়। আট কোঠার রস্ত বালি হয়: ইবিন্দে জার জর্ম্ম হয়। প্রয়া জুতা বুদ্ধি হয়। এ বিন্দে জার জর্ম্ম হয়। কপটতার কন্ধ হয়। শ্রালই খণ্ড: কালই পাখণ্ড: সপ্ত গুনে মন: নিজগুনে পবন। দৃষ্টী অগ্রেতে রহে মন। নাভি হইতে পবনের জর্ম্ম। তলি পাকলি পাকলি কলিতলী পায়ের উপরে নিল তলি। পায়ের উপরে খাড়ু গেঠে বসন্তি। পরিকে। পরিগা পথের উপর ইন্দ্রমনি বসন্তি। ইন্দ্রমনি উপরে হিতমনি বসন্তি। হিতমনির উপরে নাড়িক্যামনি বসন্তি। মুকে চলিষ বলি। তলপাটীকে সক্তিপাটি বলি। উপরপাটীকে সংঙ্খচক্র পাটী বলি। জিভ্বার মধ্যে সস্থানে বসন্তি। জতি হইতে অময়া রস বলি। তেয়াচ্ছন্তি নোকে জলসংঙ্খ বলি। কানকে দান দ্বিপ বলি। চুলকে কাঞ্চন বলি। নাক পা হল লব বলি। কাঁকালি

দাণ্ডাকে মৃদঙ্গদাণ্ডা বলি। মৃদঙ্গ দণ্ডার মধ্যে ত্রিদেবা বসন্তি। চক্ষুকে রত্ন বলি। তথি হইতে নিদ্রা দেখন্তি। রিমি ঝিমি কাল কোমল অময়া পুরুস বসিয়া অছন্তি। মস্তকে ভ্রমর খপা মনরূপে বসন্তি। ব্রহ্মা ব্রহ্ম-রূপে বসন্তি। বিষ্ণু কালরূপে বসন্তি। মহাদেব ধবলরূপে বসন্তি। কালরাত্রি মহারাত্রি ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর। ত্রগুন: রজগুনে ব্রহ্মা: সর্ত্তগুনে বিষ্ণু: তম গুনে মহাদেব: সুন সুন পণ্ডিত কায়ার সম্ভেদ।

প্রানসংঙ্খলি সাস্ত্র সর্ব্বত্র জয় জ্ঞান করি সার।
হেন তর্ক্তে বিধি নিখে কায়ার নিস্তার॥

শ্যাম পণ্ডিতের নিরঞ্জনমঙ্গলের দুইখানি পুঁথি বীরভূম জেলার নুড়াই গ্রামের যুগীবাড়ী হইতে পাওযা গিয়াছে[২৩৮]। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ-চন্দ্র গীতে[২৩৯] প্রথমেই আদ্যের গোসাঞী ধর্ম্ম ঠাকুরকে বন্দনা করা হইয়াছে এবং সাত সিদ্ধা ধর্ম্ম ঠাকুরের অবতাররূপে কল্পিত হইযাছেন। কাজেই নাথ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। জাতিতে তিলি, পদবী নাথ, কুলদেবতা ধর্ম্ম ঠাকুর এরূপ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পশ্চিম বঙ্গে অনেক আছেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বাতানল গ্রামে নাথবাড়ীর বুড়ো ধর্ম্মের রথযাত্রা সেই অঞ্চলের বিখ্যাত উৎসব। সুতরাং দেখা যাইতেছে ধর্ম্মের, সংস্কৃতির ও সাহিত্যের জীবন্ত ঐতিহ্যসম্বলিত ধর্ম্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দানে বাঙ্গালীর মর্ম্মনির্দ্দেশক সমাজজীবন অদ্যাবধি সঞ্জীবিত হইয়া আছে। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশের যুগী-কাচ, যোগীর গান, বোলান, বাউলসঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই যুক্ত ধারা নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আপনার পথ আপনি কাটিয়া অব্যাহত প্রবহমান।

এইরূপ প্রাচীন ও আধুনিক নানা কাহিনী ও ঘটনাবলম্বিত এবং প্রচলিত লোকগীতির আকারে নানা ঐতিহ্যলাঞ্ছিত বাঙ্গালীর এই লৌকিক ধর্ম্মগাথাটি এক কালে "মোহ-মোচন-বাণী" শুনাইয়া যে সারা জানপদ ভারতের অধ্যাত্ম মার্গের যোগক্ষেম বহন করিয়াছিল তাহা আমাদের পরম গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

২৩৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ০ ১৭০
২৩৯ শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, পৃ০ ১, ৪২

॥ স্বীকৃতি ॥

তিন বৎসর পূর্ব্বে সন ১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে মাত্র তেরোখানি পুঁথি লইয়া বিশ্বভবনে প্রাচীন বাঙ্গালা গবেষণা-বিভাগ পত্তন করা হইয়াছিল। অনুকূল পরিবেশে আজ আমাদের সংগ্রহে সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি জমিয়াছে। প্রথম এক হাজার পুঁথির মধ্যে মূল্যবান ও অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি সম্পর্কে ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সমগ্র পুঁথিসংগ্রহেরই বিশদ-তালিকা (*Descriptive Catalogue*) প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। খণ্ডে খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হইবে। প্রথম পাঁচ শত পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত প্রথম খণ্ড এখনই মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

গোর্খ-বিজয়ের আদর্শ পুঁথিখানি আমাদের সংক্ষিপ্ত-তালিকার (*Hand-list*) ক্রমিক-সংখ্যা অনুসারে গোড়ার দিকেই পড়ে; মীন-গোর্খের ছড়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; সর্ব্বভারতীয় রূপের জন্য পুঁথিখানির বৈশিষ্ট্যও সুবিদিত; এই-সকল কারণেই সর্ব্বপ্রথম এই পুঁথিটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইল।

পরিশিষ্টের বহর মূল গ্রন্থকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। স্থূলতঃ ইহা দৃষ্টিকটু ঠেকে। ইহার একমাত্র কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়—ভাবের সৌসাদৃশ্য। সংশ্লিষ্ট মন্তব্যগুলি হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

আমার পূর্ব্বগামী মনীষিগণের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না করিয়া প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। বিস্তৃত ভূমিকায় (পরিচয়) অনেক কথা বলা হইয়াছে কিন্তু অমূল ও অনপেক্ষিত কিছু বলি নাই। অনাবিষ্কৃত তথ্যের অপেক্ষায় অনেক সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গেল। ভরসার কথা, কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা।

প্রস্তুত গ্রন্থের সম্পাদনায় শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয়ের সহায়তা আগাগোড়া পাইয়াছি। একটি বিশেষ ভূমিকাও তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথিগুলি পরিশিষ্টাংশে মুদ্রণের অনুমতি দিয়া তিনি আমাদের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত যোগীর গান পুঁথির সংগ্রহ সম্পর্কে স্থান ও পাত্র নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যোগীর গান প্রকাশ করিতে দেওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় শব্দ-সূচী অংশের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থবিচার ও স্থানে স্থানে যথাযথ পাঠ নির্ণয়ের দ্বারা গ্রন্থখানির বিশুদ্ধি রক্ষায় সহায়তা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দ্দেশে ভারতীয় সাহিত্য হইতে পারিভাষিক শব্দগুলির প্রয়োগ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও নিশ্চিত জানি এই চেষ্টা সম্পূর্ণ হয় নাই। মদীয় ভূমিকা-অংশেও তাঁহার পরামর্শ পথনির্দ্দেশ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য ও কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাঁদের প্রত্যেককে সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করি।

শ্রীযুক্ত অজিত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গোর্খ-বিজয়ের মূল পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জনাব ফজলে মাহ্মূদ আসিরি আরবী ও ফারসী শব্দগুলির পর্য্যালোচনায় ও প্রয়োগ-প্রদর্শনে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিমল কুমার দত্ত মহাশয় অকাতর পরিশ্রমে প্রয়োজন মতো নানা বইয়ের যোগান দিয়া আমাকে অশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রভবনের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি ও লালন ফকিরের খাতাগুলি ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের বদান্যতায় চৌরঙ্গিনাথের পুঁথিখানি ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাঁহার পরিচালিত হিন্দীভবন হইতেও নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। ইহাঁদিগকে এবং গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে নাম সন্নিবিষ্ট হওয়ায় যে-সকল মহাশয়দের এখানে নামোল্লেখ করা হইল না তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে সানন্দে স্বীকার করিতেছি, বর্ত্তমান কালের শিল্পিগুরু নন্দলাল বসু মহাশয়ের তুলিকাস্পর্শে অতীত কালের এই ধর্ম্ম-গাথাটি কালজয়ী মর্য্যাদা লাভ করিল। তাহাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে গ্রন্থখানি যথাসম্ভব শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন-প্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের তৎপরতা বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। অন্যান্য প্রেস-কর্ম্মিগণের নিপুণতাও প্রশংসনীয়।

বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
মহালয়া, সন ১৩৫৬ সাল

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

॥ নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ॥

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া একাধিক যোগসাধনার ধারা একদা পূর্বভারতে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথ-পন্থ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের শেষে "নাথ" শব্দের অস্তিত্ব। উত্তর বঙ্গ হইতে রাজপুতানা-গুজরাট পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে স্থানে স্থানে এখনো যে নিরঞ্জন-পন্থী যোগী সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক সম্প্রদায় "কন্‌ফট্", "মচ্ছেন্দ্রী", "সারঙ্গীহার", "কানিপা" ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাঁহারা নাথ-পন্থেরই পথিক। বাঙ্গালাদেশে নাথ-পন্থী সাধুরা এখন শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্থেরা একটি পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত আছে।

নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বাহিরের যোগী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়। তবু একথা বলা চলে না যে নাথ-ধর্ম বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব জিনিস। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে যে বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই এক অংশের প্রকাশ নাথ-পন্থে। বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আগত এইরূপ যোগ-সাধনার ধারার ইঙ্গিত পাইতেছি গোর্খ-বিজয়ে,

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িপার কর্ম্মক্ষেত্র পট্টিকের আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত। দক্ষিণে কানুপার প্রচেষ্টার কোন কিংবদন্তী বা কাহিনী রক্ষিত হয় নাই। তবে তিব্বত জনশ্রুতিতে বলে যে একজন সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ ছিলেন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের কিংবা উড়িষ্যার লোক। গোর্খ-বিজয়ে কানফার সম্পর্কে যে ডাহুকা নগর ও তথাকার বহুড়ীর উল্লেখ আছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনি

মনসার পুরানো ছড়ায়—"ডাহুকার বৌড়ী তারা ঘটে পানি ভরে"। দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তে "ডাউকো" গ্রাম হয়ত এই কিংবদন্তীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়। গোর্খনাথের প্রভাব প্রধানত পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ। তাহার প্রমাণ পশ্চিম ভারতে গোরখপন্থীদের বাহুল্য। গোরখপুর শহর ও গোর্খা জাতি ইহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের বিলাসক্ষেত্র কদলীরাজ্যের কল্পনা বোধ করি হিমালয়-পাদভূমি-আশ্রিত কোন প্রাচীন ভোট-মোঙ্গল গল্পকাহিনী অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছিল।[১] এখনও এই দেবায়িত আদি যোগী-সিদ্ধের পূজা উত্তরে নেপাল রাজ্যেই প্রচলিত। নেপালের অন্যতর প্রধান পূজা-উৎসব হইতেছে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা।

নাথ-পন্থ শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। নাথ-যোগীদের মতে শিবও একজন সিদ্ধ যোগী। তিনিও মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা-কানুপার মতই ধর্ম-নিরঞ্জনের পুত্র। তবে তিনি যোগী সিদ্ধদের অগ্রজ গুরু, এবং মীননাথ ও হাড়িপা তাঁহার অনুজ অনুচর।

আগ্নে গুরু মহাদেব পিছে আর সব
সাধন্ত সকল সিধা তরিবারে ভব।

এবং

শিবের ডাহিনে বামে হাড়িফা মীনাই
পৃষ্ঠভাগে গৌরী আছে জগতের মাই।

নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ধর্ম-নিরঞ্জন জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে নাথপন্থী যোগ-সাধনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।

ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ-ঐতিহ্যের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি-বর্ণনা একই। এই

১ কদলী রাজ্য হইতেছে স্ত্রীরাজ্য, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কহ্লনের মতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরের স্ত্রীরাজ্য জয় করিয়া সেখানে দুই চুম্বক পাথরের মাঝখানে আলম্বনহীন নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কাহিনীর জড় গিয়া পৌঁছায় একদিকে ঋগ্‌বেদের নাসদীয়-সূক্তে অপরদিকে পলিনেশীয় জনশ্রুতিতে। ইহার মূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত কোন অনার্য্য জাতির ঐতিহ্য কল্পনা করিলে এই দুই ধারার ঐক্য হয়। ধর্ম-নিরঞ্জনের "আত্মকথা" সংক্ষেপে বলি।

জগৎসৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা ছিল অব্যক্ত, কিছু ছিল এবং ছিল না—এইভাব, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ তদানীম্"; এবং "অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার", "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"। সেই ধুন্ধুকার মধ্যে সৃষ্টির সাড়া জাগিল, অব্যক্তে উঠিল বিপরীতমুখী দুই ঢেউ—"আদি ধনাদিরূপে কৈল নিরীক্ষণ", "স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ"। শূন্যে উঠিল বুদ্‌বুদ্-ব্রহ্মাণ্ড। সেই অণ্ডে তাপ দিলেন নিরঞ্জন অনাদিনাথ—"ভাবের অনলে ধর্ম ঘর্মিত তখন", "তপসস্তন্ মহিনাজায়তৈকম্", এবং অণ্ডভেদ করিয়া বাহির হইলেন নিরঞ্জন-অনাদিনাথ আদিনাথ রূপে। নিরঞ্জনের তপের তাপের ঘর্ম হইতে জন্ম হইল আদিদেবী কেতকার (যাঁহার নামান্তর মনসা)। তপোনিরত আদিদেব কেতকাকে স্মরণ করিয়া কামপ্রেরণা অনুভব করিলেন—"মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"। তাঁহার বীর্য পান করিয়া কেতকা হইলেন অন্তর্বত্নী এবং প্রসব করিলেন তিন পুত্র। ব্রহ্মা নির্গত হইলেন মুখ হইতে, বিষ্ণু বাহির হইলেন ললাট ভেদ করিয়া, আর শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন যোনিপথে। জন্মিয়াই তিন ভাই পিতার সন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া তপস্যায় বসিয়া গেলেন বল্লুকা নদীর ঘাটে। কিছুকাল পরে আদিনাথ চাহিলেন পুত্রদের যোগ্যতার পরীক্ষা করিতে। গলিত শবের রূপ লইয়া তিনি নদীস্রোত বাহিয়া আসিলেন সেই ঘাটে যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন ভাই তপোমগ্ন। জলে শবের পূতিগন্ধ দূর হইতে পাইয়াই ব্রহ্মা আসন ছাড়িয়া পলাইলেন। বিষ্ণুর কাছে আসিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শিবের নিকটে আসিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন পিতার মৃতদেহ বলিয়া। আদিনাথ বুঝিলেন যে পুত্রদের মধ্যে শিবই পরমজ্ঞানী। ভাই দুইজনকে ডাকিয়া শিব বলিলেন পিতার শব সৎকার করিতে। শিবের জানুর উপর অনাদিনাথের শব দাহ করা হইল। ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি, বিষ্ণু হইলেন

কাষ্ঠ। দহ্যমান শবের নাভি হইতে উদ্ভূত হইলেন মীননাথ, ললাট (মতান্তরে জটা) হইতে বাহির হইলেন গোর্খনাথ, হাড় হইতে জন্মিলেন হাড়িপা, কান হইতে নির্গত হইলেন কানপা, এবং চরণ হইতে উঠিলেন চৌরঙ্গিনাথ। এইভাবে অনাদির শব হইতে পাঁচ আদি সিদ্ধার জন্ম হইল। তাহার পর বিদেহী নিরঞ্জনের ইঙ্গিতে শিব কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। জন্মান্তরিত কেতকার নাম হইল গৌরী (চণ্ডী)।

ধর্ম-নিরঞ্জনের এই আত্মকথায় যে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় পৌঁছাইতেছে তাহা পর পৃষ্ঠায় ছকে দেখানো গেল।

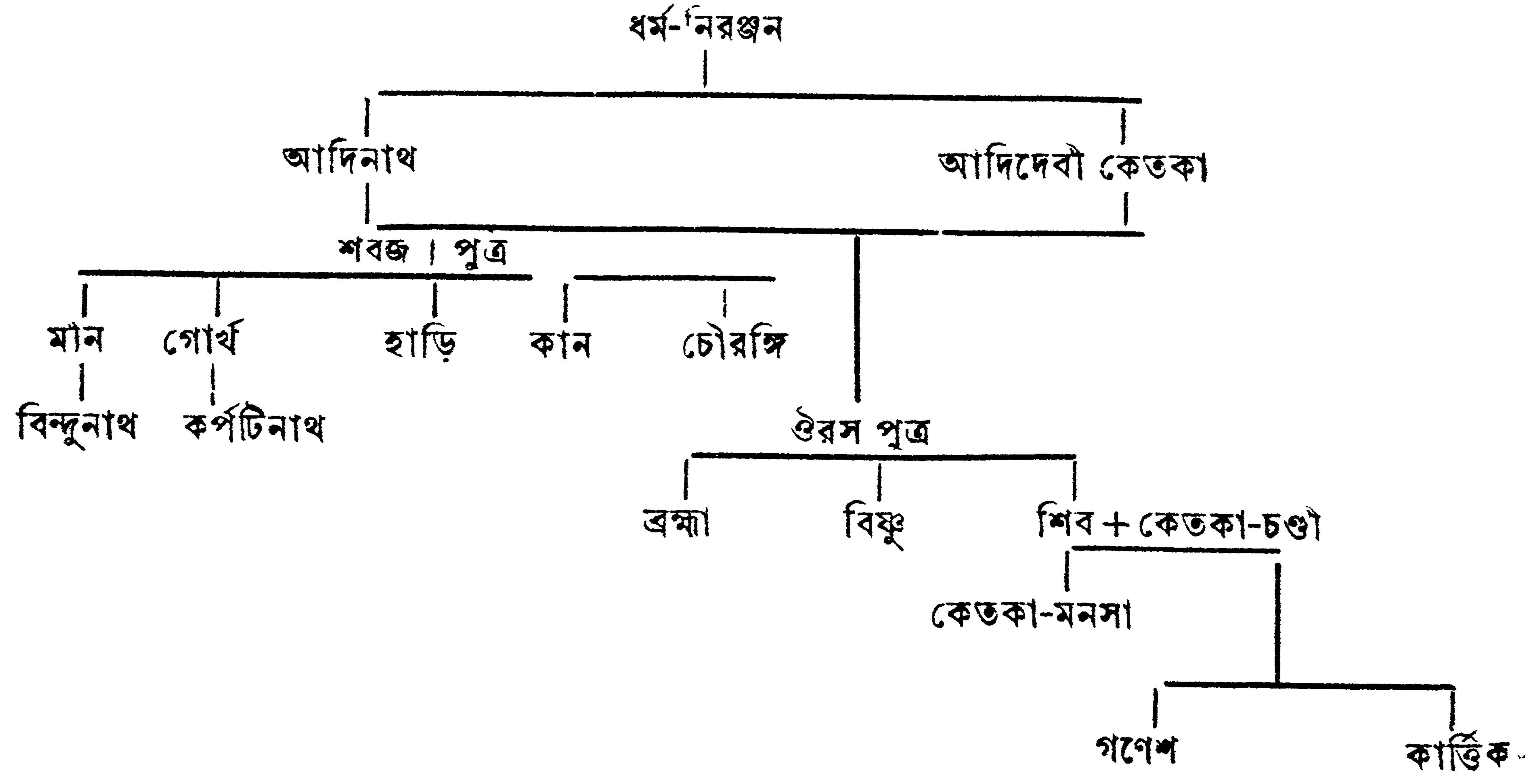
ধর্ম-নিরঞ্জন
আদিনাথ
আদিদেবী কেতকা
শবজ। পুত্র
মীন
গোর্খ
হাড়ি
কান
চৌরঙ্গি
বিন্দুনাথ
কর্পটিনাথ
ঔরস পুত্র
ব্রহ্মা
বিষ্ণু
শিব + কেতকা-চণ্ডী
কেতকা-মনসা
গণেশ
কার্ত্তিক

উপরে কথিত সৃষ্টিকাহিনীর পর হইতে ধর্মঠাকুরের কাহিনী এবং নাথ-পন্থের উপাখ্যান পৃথক্ পথ ধরিয়াছে। ধর্ম-কাহিনীর বিষয় হইয়াছে ধর্মপূজার পূজা-অনুষ্ঠান বর্ণনা ও ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের কাহিনী, নাথ-কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নাথ-সিদ্ধদের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্তের অনুসরণ করি।

গৌরীকে লইয়া শিব গৃহস্থালি পাতিলেন, মীননাথ ও হাড়িপা তাঁহার প্রধান পার্শ্বচর হইলেন। সিদ্ধ দুইজনের সেবক হইলেন যথাক্রমে গোর্খনাথ ও কানুপা। একদা গৌরীর বাসনা হইল শিবের কাছে "মহাজ্ঞান" লাভ করিতে। গৌরীকে লইয়া শিব গেলেন সমুদ্রের উপরে জলটুঙ্গীতে, যেখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি মহাজ্ঞান-কথা শুনিতে পাইবে না। মীননাথের কাছে ইহা অগোচর রহিল না। তিনি বোয়াল মাছ হইয়া জলটুঙ্গীর তলায় রহিলেন এবং মহাজ্ঞান-সঙ্কেত জানিয়া লইলেন। গৌরী স্ত্রীলোক তাঁহাকে মহাজ্ঞান দেওয়া বিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া নিরঞ্জন তাঁহার উপর নিদ্রাবেশ দিয়াছিলেন। মীননাথ গৌরীর হইয়া "হুঁ হুঁ" করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে শিব বুঝিতে পারেন নাই যে গৌরী নিদ্রিত। দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে এই কাহিনীর বিস্তার-বর্ণন আছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

কর জোড় করিয়া উলূক কবি নিবেদন
সৃষ্টিনাশ করিল শিব এ তিন ভুবন।
যতেক জ্ঞান-কথা শিব দুর্গাকে কহিব
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।
উলূকের সংহতি ধর্ম যুকতি করিয়া
মায়ানিদ্রা দুর্গার গায়ে দিল পেলাইয়া।
নিদ্রায় বিহ্বল দুর্গা হৈল অচেতন
জ্ঞান-হুঙ্কার জোগায় মীননন্দন।
যুবক শিখিলে যোগ পালটিয়া বৈসে
বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি না আসে।

দেবীকে বলেন শিব যোগ-ব্রত জানি
বাহিরের পবন ভিতরে ধর্য়ো আনি।
টানিতে টানিতে কায় সম্বর ফোটে
সহজে শত প্রাণ জিন (?) কত টোটে।
একগোটা আইল হাড়ি দশগোটা মুণ্ড
তত্ত্বকথা শুনিতে গৌরী পালটিয়া উঠ।
সকল কথা মিছা গৌরী জ্ঞান-কথা সাঁচা
শুনিঞা পরম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা।
না বুঝিল নটকি রবি আর শশী
আহার কারণে পিণ্ড গলে নাই বসি।
আছে অনাছের ধন নারী ভরয়
তবে কেন গুরু গোঁসাঞি মরণ কেন হয়।[২]
যার বৃদ্ধ-কালে না হইল জীবন উপায়
ভানুর জানে ভাব না স্থজিল (?) কায়।
অকুল যে হইল কি বলিব তায়
তথির কারণে হংস উড়্যা উড়্যা যায়।
উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যায় নিরঞ্জনপুর।
এড়িলে সে রহে গৌরী পেলিলে সে বহে
মন পবন তারা পরিচয় নহে।
সন্থে গেল গৌরী বিসন্থের পাশ
সন্থ বিসন্থ লইয়া একই ঘরে বাস।
শিবের উদরে গৌরী সুখে নিদ্রা যায়
মৎস্যের পেটে মীননাথ হুঙ্কার যোগায়।···
ষোল শও কোন নাথ পখালয়ে ধুবি
ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত যুগী।

২ এই ধরনের ছত্র স্পষ্টতই গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর হইতে নেওয়া হইয়াছে। গৌরী জাগিয়া নাই, সুতরাং ইহা গৌরীর প্রশ্ন হইতে পারে না।

শকতি কুড়ারি লয়্যা বাণী গেল ঝাড়ে
মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে।
ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জ্বাল
অহর্নিশি ফোটে জ্বাল বৈসে যত কাল।
অন্য ধুবি কাপড় কাচে চোনআর বানা
গোর্ক্ষ ধুবি কাপড় কাচে যেন কাচা সোনা।[৩]
চান্দই খোটা হৈল যার সুজাই হৈল পাট
ধুবিতে কাপড় কাচে দনা নদীর ঘাট।
খুটি বুড়িয়া গেল পাট রহিয়া ভাসে
দনা নদী পার হৈয়া ধুবি ভাল হাসে।
সরুআ সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।
নিত্য নিত্য আসে চোরা ধন হরিবারে
জ্ঞান থাকিতে তারে নারে লজ্ঘিবারে।
পাটি নাই শিলা নাই ঘাটে ঘাটে পিই
মুখানি পূর্ণিমার চন্দ্র যুগে যুগে জীই।
শনি মঙ্গলবার বড় পুণ্য স্নান
মিনি তৈলে জ্বলে বাতি দেখ বিদ্যমান।
ধর্মের চরণে পণ্ডিত রামে[৪] গায়
অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মরায়॥

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায়
পুতকি-দুগুধে সমুদ্র উথলিল
পর্বত ভাসিয়া যায়।

৩ এইখানে গোর্খনাথের প্রাধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে।

৪ কবি লক্ষ্মণ প্রায়ই রামাঞি পণ্ডিতের নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

আগের পাছের   নৌকা বুড়্যা গেল
মধ্য নৌকায় উড়িল ধূলা
সরিষা বুড়িতে   জল [বিন্দু] নাঞি
বুড়্যা গেল দেউলের চূড়া।
হস্তীর গায়ে   দু বীরে সংগ্রাম
মেদিনী করে তোলপাড়
গাএর উদরে   স্ত্রী-পুরুষ বেশ
বোঝএ আগমবিচার।
মধ্য-সমুদ্রে   নৌকা রাখিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি
মশার লাথিতে   দেউল ভাঙ্গিল
পিপীড়ার মনে হাসি।
আমের গাছে   জাম ফলিল
তায় জেনতে (?) ভরিল ডাল
অলপ বয়সে   নেবু গাছি রুপি
সে যেন ফলে কাঁঠাল।
দূর্বার ডালে   ঘুঘুর বাসা
তায় কেন কাকের ছা
পঞ্চ পক্ষ তারে   আহার যোগায়
সে ডাকে সরেস রা।
গাই বুড়াইল   বলদ বিয়াইল
চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন
আকাট বাঁঝার   পুত্র হইয়াছে
সে খাতো চায় পয়রার দুধ।
ব্যাঘ্রের দুগধে   আউটিতে চাহিল
বিলাই বসিল তার আশে
সকুনি-দুগধে   লাকড়ি শুষিল
বিলাই পালায় তরাসে।

মধ্য-সমুদ্রে   দুয়াড়ি আড়িনু
শালিকি পড়য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মৎস্য বলিয়া   দোয়াড়ি গুনিতে যাই
হরিণী পালায় লাফে লাফে।
বাঘে বলদে   হালখানি জুড়িলাঙ
মন-পবন তাহার কৃষান
পানির কুম্ভীরে   হুড়া ঝাড়িয়া যান
মূষায়ে বুনিঞা যান ধান।
মশার হাড়ে   কুড়াখানি দিল
কুমের লম্বের ঘর ছায়
বঙ্কিকার পুত্র   খড় তুলিয়া দেন
আন্ধলা গড়ি চিয়ায়।
তালের গাছে   শোলের পোনা
সয়চানে ধরি ধরি খায়
পর্বতশিখরে   পানি উজাইল
চৌরঙ্গি পলুই লয়্যা ধায়।
বিম্বের ভিতরে   লোহার কায়
নয় নয় পুত্তলা পানি
অকূল সমুদ্রে   নৌকায় নুকাইল
বোঝ পণ্ডিত আগমের বাণী॥

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা
মৎস্য নাঞি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।
চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি
এমন শকতি নাঞি চোরারে তাড়্যা ধরি।
সরুআ সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।

ঘটের জীবন নিরঞ্জন মহাশয়
ঘটে ধরি নিরঞ্জন আছেন সর্বথায়।
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা যুগী জাগে
জাগিলে যমের দূত ঝট নাঞি লাগে।
ঞিঙা ভুঞা নিকট নহে [কভু] দূর,
ঞিহারে সেবিলে পুতা রহে ভরিপূর।...

শিবের ব্যাখ্যান শেষ হইতেই গৌরীর তন্দ্রাবেশ ছুটিয়া গেল। তিনি শিবকে বলিলেন, মহাজ্ঞান বল শুনি। শিব মীননাথের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া তখনি শাপ দিলেন, "এককালে হউক বিস্মরণ"।

গৌরী-গঙ্গা দুই পত্নী লইয়া শিব ঘর করিতেছেন আর তাঁহার অনুজ ভক্ত সিদ্ধগণ গৃহবাসহীন হইয়া রহিয়াছেন ইহা গৌরীর ভাল লাগিল না। শিবকে একথা বলায় তিনি বলিলেন, উহারা সিদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভ মোহের অতীত। গৌরী বলিলেন, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি তাহাদের মন কটাক্ষে হরণ করিতে পারি। শিব বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখ। গৌরী মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। তাহাতে সব সিদ্ধই ভুলিলেন, গোর্খনাথ ছাড়া। যোগভ্রষ্ট প্রধান দুই সিদ্ধ দেবীর শাপে (বা বরে) বাসনাভোগ করিতে চলিলেন দুই দেশে। মীননাথ গেলেন কদলী-কামরূপে নারীরাজ্যের রাজা হইয়া। হাড়িপা গেলেন পাটিকা (প্রাচীন পট্টিকের) ভুবনে সিদ্ধডাকিনী রানী ময়নামতীর ঘোড়াশালায় হাড়ি-ঝাড়ুদারের কাজ করিতে। গৌরী ও শিব কৈলাসে রহিয়া গেলেন। গোর্খনাথ ও কানুপা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিব গোর্খনাথকে তপস্বিনী পত্নীলাভের বর দিয়াছিলেন। শিবের বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। এক তাপসী রাজকন্যা গোর্খকে পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গোর্খনাথ পত্নীকে পুত্রবর দিয়া পলায়ন করিলেন। গোর্খনাথের কৌপীন-ধোয়া জল পান করিয়া রাজকন্যা গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হইল কর্পটিনাথ। একদিন হঠাৎ গোর্খনাথ-কানুপার সাক্ষাৎ হইল এবং দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। অবশেষে পরস্পরের গুরু লইয়া টানাটানি পড়িলে গোর্খনাথ বলিলেন,

তোমার গুরু হাড়িপা বাউল জালন্ধরি
তলহরে করিল বঙ্গের অধিকারী।
একে সে বঙ্গের রাজা বড়ই দুর্বার
তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তার।
সেই সে পরম যোগী জগতে বাখানি
অচ্ছেদ অভেদ কায়া না দেখি যোগিনী।
দেখিতে না দেখি তারে সিদ্ধ কলেবর
পরমজ্ঞানে আছে সেই তলহর ভিতর।
গুরুর বল্কল কদলীতে সাঁসের রক্ষা নাই
সিদ্ধা কানুপা [তুমি] নহিবে চিরাই।[৫]

কানুপা উত্তর দিলেন,

তোর গুরু মীননাথ তার কথা শুন
দাড়ি গোঁপ পাকিল তার কিছু নাঞি গুণ।...

ঝগড়া মিটাইয়া দুই জনে নিজ নিজ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোর্খনাথ গেলেন কদলীতে, সে কাহিনী গোর্খ-বিজয়ের বিষয়। কানুপা চলিলেন পাটিকায়, সে ব্যাপার ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই শাখা-কাহিনীর এবং কাণ্ড-স্থানীয় শিব-গৌরী-সিদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যেটুকু সাধারণ বস্তু আছে তাহাতেই নাথ-সিদ্ধ সাহিত্যের পত্তন। ইহা হইতেছে শিব কর্তৃক শক্তিকে (মূল কাহিনী) মহাজ্ঞান উপদেশ, এবং শিষ্য কর্তৃক গুরুকে (গোর্খবিজয়) ও মাতা কর্তৃক পুত্রকে (ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী) জ্ঞান-উপদেশ দিয়া চৈতন্য উৎপাদন ও বৈরাগ্য প্রবর্তন। এই যে বিপরীত বৃত্তি—সিদ্ধ গুরুকে শিষ্য শিখাইতেছে এবং রাজা-রানী-পুত্রকে মাতা সন্ন্যাস লওয়াইতেছেন—ইহাই নাথ-সিদ্ধ-কাহিনীকে মহিমান্বিত করিয়াছে। বস্তুত সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন মহনীয় কাহিনী আর নাই। এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি। গল্পরসের গাঢ়তার জন্য ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আর্য ভাষায়

৫ দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ।

রূপান্তরিত হইয়াছে। গোরখপন্থী যোগী-গায়কেরা—যাঁহারা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে, পাঞ্জাবে ও রাজপুতনায় "সারঙ্গীহার" নাম পাইযাছেন—বাঙ্গালা-প্রান্তের এই কাহিনীটি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার বাহিরে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের ভগিনী চম্পার ও মাতুল ভর্তৃহরির ভূমিকা বাঙ্গালার বাহিরে পরিকল্পিত।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরের নমুনা দিতেছি দুর্লভ মল্লিকের গাথা হইতে। জালন্ধরির কাছে যোগী-দীক্ষা লইযা রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভিক্ষায় বাহির হইযাছেন। মাতা ময়নামতীর কাছে ভিক্ষা মাগিতে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

কে তোমার আদ্য-গুরু কার তুমি চেলা
এ নব-যৌবনে কেন বিভূতি মাখিলা।
গন্ধসৌরভ যোগী কোথা গেলে পায়
নিদ্রা হইলে প্রাণ পুরুষ কোন [দ্রব্য] খায।
বৃক্ষের কয় পত্র বরিষে কয ধারা
নদীতে কতেক বালি আকাশে কত তারা।
জল স্থল পবন বরুণ দিবা রাতি
চন্দ্র সূর্য দেবতা সবাই থাকে কথি।
কোথায় উৎপত্তি হৈলা পৃথিবী সংসার
কোথায় রহিল পুন কহ সমাচার।
মরণের কিবা হেতু জীবন কিরূপ
ইহার উত্তর যোগী কহিবে স্বরূপ॥
একুই উদরে জন্ম সমতুল নয়
জগৎ-সংসার কেনে একবর্ণ হয়।
কাটিলে জীবন হয় না কাটিলে মরে
কি আহার করে শিশু জননী-উদরে।
নদ নদী কন্দর কেন ভাটি উজানি
হাট ঘাট কেন কোথা সাগর ত্রিবেণী॥

গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিলেন,

আদ্য-গুরু জন্মদাতা সিদ্ধা-গুরু মা
জ্ঞান গুরু জালন্ধরি সিদ্ধা হাড়িপা।
এ নব-যৌবন মোর জুয়ারের পানি
জীবন সকল মিথ্যা ভস্ম কায়াখানি।
গন্ধসৌরভ যত নাসিকাতে পায়
নিদ্রা হৈলে প্রাণ পুরুষ শূন্যঘরে যায়।
বৃক্ষের এক পত্র বরিষে এক ধারা
এক বালি নদীতে আকাশে এক তারা।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ
আপনি চন্দ্র সূর্য জগৎ প্রকাশ।
দিবা নিশি অরুণ বরুণ কোথা আর
প্রলয় সংসার দেখ তনু আপনার।
মরণ সদাই সত্য জীবনে কি আশা
পরাণ-পুতলির হয় হাড়ে চর্মে বাসা।
একই উদরে জন্ম নানা বর্ণে হয়
মূল নাড়ি কমল পদ্ম সর্ব ঘটে রয়।
কাটিলে জীবন পায় না কাটিলে মরে
আপনি বুঝহ ভেদ আপন শরীরে।
জননী-জঠরে বন্দী স্থিতি দশ মাস
পবন আহার শিশু-শরীর প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপা নদ নদী ভাটি আর উজানি
তনমন হাট ঘাট সাগর ত্রিবেণী॥

যোগী-সিদ্ধদের ইতিহাস অনেক দিনের। চৌরাশী সিদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যা মাত্র। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ যোগী-সিদ্ধের ও পঁয়ত্রিশ জ্ঞান-ডাকিনীর (অর্থাৎ সিদ্ধ-যোগিনীর) কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। রাউত

নৃসিংহ রত্ন 'পঞ্চাশৎসিদ্ধাবদান' ও 'পঞ্চত্রিংশজ্জ্ঞানডাকিন্যবদান' রচনা করিয়াছিলেন এবং যোগীদের সাধনগীতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই নিবন্ধগুলির এখন শুধু তিব্বতী অনুবাদ বর্তমান আছে।

গোর্খনাথ ছাড়া আদি সিদ্ধ-যোগীদের নামগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের কারণ নাই। যোগী-সিদ্ধ কবি মীননাথের স্মৃতি চতুর্দশ শতাব্দী অবধি নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছিল।[৬] চর্যাগীতিকোষের টীকাকার মুনিদত্ত মীননাথের লেখা 'পরদর্শন' নিবন্ধ (?) হইতে এই চারি ছত্র ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছেন,

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম-কুরঙ্গ-সমাধি-কপাট।
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল-মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥[৭]

শেষ দুই ছত্রের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি শুনিতেছি লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে মীননাথ-শ্রুত হরগৌরীর তত্ত্বসংবাদে,

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধু ভোলা
মৎস্য নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।

মীননাথের সাধু নামান্তর মৎস্যেন্দ্র, তাহাতে আবার "নাথ" যোগ করিয়া হইল মৎস্যেন্দ্রনাথ। বাঙ্গালার বাহিরে এই নামই বেশি প্রচলিত। মোছন্দর (বা মোচন্দর) মৎস্যেন্দ্রের বিকৃত রূপ, কি মৎস্যেন্দ্র মোছন্দ-রের সংস্কৃত রূপ তাহা বলা শক্ত। মোছন্দর মূলত অনার্য ভাষার শব্দ বা নাম হইতে পারে, তাহা হইলে "মৎস্যেন্দ্র" ইহারই সংস্কৃতায়িত রূপ হইবে। পরিচিত "মছন্দলি" ও "মোচরা" পীর মোছন্দরেরই আধুনিক রূপান্তর।

৬ মীননাথের নামে একটি ছোট কামশাস্ত্রের বই, (নাম স্মরদীপিকা) পাওয়া গিয়াছে। মীননাথের কদলীরাজ্য-ভোগ-কাহিনী হইতেই বোধ হয় এই আদি-সিদ্ধকে স্মরতন্ত্রচতুর কল্পনা করা হইয়াছিল। নিবন্ধটি মীননাথের রচনা না হওয়াই সম্ভব।

৭ অর্থাৎ—গুরু কহিতেছেন পরমার্থের বর্ত্ম—যাহা কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধির কপাট। বিকশিত কমলের খবর শামুকের কাছে পাওয়া যায় না, কিন্তু কমল-মধু পান করিতে ভ্রমর ধাঁধায় পড়ে না।

নেপালে এবং অন্যত্র মীননাথ "মচ্ছন্দ" নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। তিব্বতী কিংবদন্তীতে বলে যে মীননাথ কৈবর্ত্ত ছিলেন। হিন্দী-রাজস্থানী ছড়াতেও পাই "গোরখ কেওটিয়া"। এদিকে হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরি। অতএব নাথ-সিদ্ধদের নাম হইতে জাতি-নির্ণয় যুক্তিসাধ্য নয়। মীননাথ নাম এবং মাছের পেটে থাকিয়া (বা মাছের রূপ ধরিয়া) তাঁহার মহাজ্ঞান-শ্রবণ সম্ভবত কোন প্রাচীনতর মৎস্য-উপাস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইঙ্গিত পৌরাণিক মৎস্যাবতার কাহিনীর সঙ্গেও অসম্পৃক্ত নয়। বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধরিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মীননাথের মহাজ্ঞান-লাভও একপ্রকার বেদ-উদ্ধার বলিতে হইবে।

হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরি। জালন্ধরিপাদের লেখা একাধিক তান্ত্রিক যোগসাধনা নিবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ মিলিয়াছে। যেমন, 'শুদ্ধিবজ্র প্রদীপিকা' (হেবজ্রতন্ত্রের টিপ্পনী), 'বজ্রযোগিনীসাধন', 'শ্রীচক্রসম্বরগর্ভ-তত্ত্ববিধি' এবং 'হুঙ্কারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম'। সবগুলি একই ব্যক্তির রচনা না হইতে পারে। জালন্ধরি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জালন্ধরি-পাদের শিষ্য কাহ্নুপাদ বা কানপার লেখা কয়েকটি চর্যাগীতি (হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের ভাষায় "করনী শবদ") পাওয়া গিয়াছে। কাহ্নুপাদের নামে যে অপভ্রংশ দোহাকোষ এবং তান্ত্রিক-যোগসাধনাঘটিত নিবন্ধগুলি মিলিয়াছে তাহা ইঁহারই লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই কেননা এই নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য বিদ্যমান ছিলেন। কাহ্নুপাদের ভনিতায় বারোটি চর্যাগীতি মিলিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগী-সিদ্ধ কানপার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে[৮] গুরু জালন্ধরির দোহাই রহিয়াছে,

> সাখি করিব জালন্ধরি-পাএ
> পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ ॥

নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে চৌরঙ্গিনাথ নামমাত্রে পর্যবসিত। এক যোগী (বা তান্ত্রিক) আচার্য চৌরঙ্গির লেখা 'বায়ুতত্ত্বভাবনোপদেশ' নিবন্ধ

৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধ গান ও দোহা চর্যাগীতি সংখ্যা ১৬।

মিলিতেছে তিব্বতী অনুবাদে। নাথ-সিদ্ধ চৌরঙ্গি বোধ হয় খঞ্জ ছিলেন। তাই ধর্মের চরণ হইতে তাঁহার জন্ম কল্পিত হইয়াছে। "চৌরঙ্গী পলুই লয়্যা ধায়" সেই সাক্ষ্যই দিতেছে।[৯] গোর্খবিজয়ের কর্পটিনাথ ও হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের উদ্দিষ্ট চর্পটিনাথ বোধ করি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। চর্পটি-পাদের লেখা 'লোকেশ্বরস্তোত্র' ও 'চতুর্ভূতভবাভি-বাসনক্রম' নিবন্ধ দুইটির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালায় নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে কাণেরিনাথের উল্লেখ নাই, বাঙ্গালার বাহিরে আছে। অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা কাণেরি-গীতিকার সন্ধান মিলিতেছে। তিব্বতী অনুবাদে আর্যদেবের নামেও 'কাণেরি-গীতিকা' আছে। চর্যাগীতিকোষে আর্যদেবের যে চর্যাগীতিটি রহিয়াছে তাহাতে নাথ-পন্থের দিশা দুর্লক্ষ্য নয়। কাণেরি-পাদ কি তবে আর্যদেবেরই নামান্তর।

গোর্খবিজয়ে সিদ্ধ-পরীক্ষা প্রসঙ্গে গাভুর[১০] সিদ্ধার উল্লেখ আছে, যাঁহাকে দেবী শাপিয়াছিলেন, "সৎমায়ে ভজিব তুদ্মি দেখিয়া জোয়ান"। ময়নামতী-গোবিন্দ্রচন্দ্র কাহিনীতে গাভুর (বা শিশু-পা) হাড়িপার শিষ্য-পুত্র। ইনিই কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গর্ভপাদ বা গর্বরি-পাদ যিনি (বা যাঁহারা) 'বজ্রযানমূলাপত্তিটীকা' ও 'হেবজ্রৈকস্মৃতি' লিখিয়াছিলেন।

নাথ-পন্থের মূল-গুরু গোর্খনাথের ঐতিহাসিকতার কোনই আভাস মিলিতেছে না। নামটি সম্ভবত কোন অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ। আধুনিক কালে নামটির লোকব্যুৎপন্ন অর্থ প্রবল হইয়া যোগী-গুরুকে গো-রক্ষক (বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী-গাভী-রক্ষক) দেবতায় পরিণত করিয়াছে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথ-পন্থের যে দিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক যোগ ও তন্ত্র-সাধনার সূত্র প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে। চারিজন আদি-সিদ্ধের কথা প্রথমে ধরা যাক। মীননাথ-গোর্খনাথ এক দলে পড়েন, হাড়িপা-কানপা অন্য দলে। এই দুই দল যে

৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য। এইখানে চৌরঙ্গিনাথকেও কৈবর্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখি।

১০ সংস্কৃত "গর্ভরূপ" হইতে, অর্থ বালক, শিশু।

মূলত দুই পৃথক্ সম্প্রদায় ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। এক সম্প্রদায়ে নামের শেষে পাই "নাথ", অপর সম্প্রদায়ে "পা" (পাদ)। মীননাথ-গোর্খনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসঙ্গবিবর্জিত জ্ঞানাশ্রিত যোগ-মার্গাবলম্বী। হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায়ও যোগ-মার্গী ছিল কিন্তু তাহা পুরাপুরি জ্ঞানাশ্রিত ছিল না, তাহাতে তান্ত্রিক-সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল। প্রথমকে বলিতে পারি অবধূত-যোগী সম্প্রদায়, দ্বিতীয়কে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়। অবধূত-যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য এবং বিরোধ প্রকটিত হইয়াছে বাঙ্গালা নাথ-পন্থ কাহিনীতে। মীন-চৈতন্য কাহিনীতে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ দেখাইয়া শেষে অবধূত-যোগীরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

অবধূত যোগ-মার্গেও জটিলতা ছিল। আসলে মীননাথের ও গোরক্ষ-নাথের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদ ছিল। গোর্খনাথ ছিলেন সেই যোগী-গোষ্ঠীর আদিগুরু যাঁহাদের সাধনার মূল কথা বিন্দুধারণ ও আত্মজ্ঞানলাভ। এই গোষ্ঠীর সাধন পথ ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্যের এবং জ্ঞান-যোগের। মীননাথের গোষ্ঠী মূলত ছিল শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত। মীননাথ শিবেরই প্রতিরূপ। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের যে কোঁচনী-প্রীতি দেখি তাহা মীননাথের কদলীমোহকেই স্মরণ করায়। গোর্খ-গোষ্ঠী যখন মিলিয়া গেল মীন-গোষ্ঠীর সঙ্গে তখন মীন হইলেন গোর্খের গুরু। কিন্তু মূলগত বিরোধের চিহ্নটুকু একেবারে লুপ্ত হইল না, গুরুকে শিষ্যের কাছে চৈতন্য-উপদেশ লইতে হইল। জয়ী হইলেন শিষ্যই, গুরুর মর্যাদা বজায় রহিল শুধু শিষ্যের স্বীকৃতিতে।

তাহার পর অবধূত-যোগী ও কাপালিক-যোগী সম্প্রদায় মিলিয়া গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই নাথ-পন্থ। ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন, এবং আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কালজয়। যোগী-গুরুরা অবধূত-মার্গী সাধু হইলেন, কাপালিক-যোগী সাধকেরা ভিক্ষুক ও গৃহস্থে পরিণত হইল।

নাথ-পন্থে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে "সহজ"-অবস্থা প্রাপ্তি।

সহজাবস্থায় ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের পৃথক্‌ভাব থাকে না, দেহ ও জগৎ একাকার হইয়া যায় এবং যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়া অজরত্ব অমরত্ব লাভ করেন। বীর্য উর্ধ্বগ, বায়ু নিরুদ্ধ এবং চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইলেই হয় সমতা-যোগ এবং তাহারই পরিণতি সহজাবস্থা।

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির ॥[১১]

ব্রহ্মচর্যের উপর জোর ছিল সব চেয়ে বেশি। নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে ইহার পরিচয় রহিয়াছে পদে পদে, নারীর ও নারী-দেবতার নিন্দায়। গোর্খবিজয়ের উপক্রমণিকায় গোর্খনাথের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনায় ইহার তীব্র অভিব্যক্তি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে দেবীদের কুৎসায় মুখর হইয়াছেন শান্তনু মুনি,

জানিল এখন তোর দুর্গা বড় সতী
যাহার সতীপনাএ পালায়্যা গেল খিতি।
মন দিয়া শুনহ দুর্গার বেভার
যাহার উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার।
চণ্ডী বড় সতী তোর চণ্ডী বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি।
মন দিয়া শুন গঙ্গা চণ্ডীর বেভার
তাহার উঠিল কলঙ্ক বাদিয়া ভাতার।
বাসুলী বড় সতী তোর বাসুলী বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইযাছে খিতি।
মন দিয়া শোন সেই বাসুলী-ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক অসুর ভাতার।

১১ হঠপ্রদীপিকা-ধৃত গোর্খ-বাক্য (অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৮)।

মনসা বড় সতী তোর মনসা বড় সতী
যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি।
মন দিয়া শোন তাহার ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক পিতার ভাতার।
সীতা বড় সতী তোর সীতা বড় সতী
তার সতীপনাএ পালায়্যা আছে খিতি।
মন দিয়া শোন সেই সীতার বেভার
তাহার উঠিল কলঙ্ক রাবণ ভাতার।
কপিলা বড় সতী তোর কপিলা বড় সতী
তার সতীপনাএ পালায়্যা গেল খিতি।
মন দিয়া শুন সেই কপিলার বেভার
এক কপিলার হৈল এক শও ভাতার॥

নাথ-যোগীদের সাধারণ বেশচিহ্ন হইতেছে কানে কুণ্ডল এবং গলায় নাদবিন্দু ধারণ। কুণ্ডল হইত শাঁখের অথবা গণ্ডারশৃঙ্গের। নাদ হইতেছে নিরঞ্জনের পদচিহ্ন অথবা অনুরূপ কোন লাঞ্ছন। বিন্দু হইতেছে কৃষ্ণবর্ণ ঊর্ণাসূত্র যাহাতে নাদ-গাঁথা থাকিত। জটাভার বহন অথবা মস্তক মুণ্ডন এবং অঙ্গে ভস্মলেপন ছিল গোষ্ঠীগত রীতি। কাপালিক-সম্প্রদায়ের যোগীরা নটবেশ ধারণ করিতেন। তাঁহাদের পায়ে থাকিত নূপুর, হাতে ডমরু, গলায় পুঁতির মালা। কাহ্নের একটি চর্যাগীতিতে এই যোগী-বেশের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। ইহার অনুবাদ দিতেছি।

কাপালিক যোগী কাহ্ন বাহির হইয়াছে বিচরণে,
সে দেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকারে।
অ-বর্ণাদি (স্বর) ও ক-বর্ণাদি (ব্যঞ্জন) তাহার চরণে ঘুন্টি-নূপুর,
রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুণ্ডল-আভরণ,
রাগ দ্বেষ মোহ ছাই করিয়া মাখা হইয়াছে,
পরম মোক্ষকে নেওয়া হইয়াছে মোতির মালা করিয়া।
শাশুড়ী ননদ শালীকে ঘরে মারিয়া রাখিয়া
মায়াকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কাহ্ন হইল কাপালিক॥

নাথ-পন্থীদের কাছে সব চেয়ে পবিত্র গাছ ছিল বকুল, যেমন এখন শৈবদের কাছে বেল।[১২] গোর্খবিজয়ে দেখি যে গোর্খনাথের সিদ্ধ-পীঠ হইতেছে বিজয়ানগরে বকুলতলা। দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণের মতে কদলীরাজ্যেও বোধ হয় বকুল-পীঠ ছিল। গুরু-উদ্ধার উদ্দেশ্যে গোর্খনাথ নর্তকীর রূপ ধারণ করিতেছেন,

দেহ-রূপগুণ গোর্ক্ষ দূরে তেয়াগিয়া
স্ত্রীর রূপ ধরে গোর্ক্ষ মায়া ত পাতিয়া।
কাল ধল ধূপে কেশ আমোদিত করি
বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিল কবরী।
তাহে বেঢ়ি সরু তরুকুসুমের মালা
মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িছে বিজলা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে কনক-অম্বিকা
পিঠে পাটথোপ দোলে নামে মধুরিকা।
বিচিত্র পাটের ভুনি মেঘগঙ্গাজল
নানা চিত্র ধোত তাহে দেখিতে উজ্জল।
কপালেত সাজাইল দিয়া পত্রাবলি
এমন সিন্দুরের ফোটা পরিলা সুন্দরী।
সাজন করিয়া হৈল গোর্ক্ষের গমন
কদলী বকুলে[১৩] গিয়া দিল দরশন।
কদলী বকুলে[১৩] গুরুর পদচিহ্ন পাইয়া
পার হৈল গোর্ক্ষনাথ চামড়া বিছাইয়া।

নাথ-যোগমতের সূত্র অর্বাচীন বৈদিক যুগে গিয়া পৌঁছায়। নাথ-পন্থের সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সঙ্কলিত নাসদীয় সূক্তের মিল দেখাইয়াছি। উপনিষদে নাথ-যোগমতের বিশিষ্ট রূপক হংসের

১২ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাচীন শিবপীঠে বেল গাছের বদলে বকুল গাছ দেখা যায়। ইহা প্রাচীন নাথ-পন্থেরই সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। "সিদ্ধ-বকুল" নামটিতে যোগী-সিদ্ধের সঙ্গে বকুল গাছের সম্পর্কের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে।

১৩ "বকুল" এখানে "বাকুল" হইতেও পারে। দক্ষিণ রাঢ়ে বাকুল শব্দটি চলিত আছে, অর্থ বাসভবন।

(বা পরমহংসের) উল্লেখ পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্ধৃত যে তিনটি শ্লোকে "হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ" উল্লিখিত হইয়াছেন[১৪] তাহাতে অর্বাচীন নাথ-পন্থের ও ধর্ম-পূজার কোন কোন ছড়ার সঙ্গে গভীর ঐক্য উপলব্ধি হয়। উদ্ধৃতিগুলি তুলনা করিলে বোঝা যাইবে।

উপনিষদ্-গাথা-শ্লোক

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা
অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানং
হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ॥

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং
বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্রকামং
হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ॥

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥

ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশের জুতি
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি।
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্বিল মরতে
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেখিতে।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি।

১৪ ৪. ৪. ১১-১৩

এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিণ্ডিয়া খায় কমলের ফুল।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাতি॥ ..

নাথ-পন্থের ছড়া

উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুর।

তান্ত্রিক মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ-যোগপন্থী, এবং চর্যাগীতিকোষের সকল গানই যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না সে কথা স্বীকার করিবার সময় হইয়াছে। কাহ্নের কথা কিছু আগে বলিয়াছি। কাহ্নের একটি গানের প্রথম দুই ছত্র ধর্ম ঠাকুরের ছড়ায় রক্ষিত হইয়াছে।

"ঢেণ্টণ-পা" ভনিতাযুক্ত চর্যাগীতিটির বহুল অংশ নাথ-পন্থের ধারা বাহিয়া আসিয়া কবীরের নামিত একটি গানে দেখা দিয়াছে। সম্ভবত ঢেণ্টণের কোন শিষ্য গানটি লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়,

টিলাতে মোর ঘর, পড়শী নাই,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপপতির উপদ্রব।
বেগে সংসার বহিয়া যায়
দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে।
বলদ প্রসব করিল, গাভী বাঁঝা,
পাত্র ভরিয়া দোহা হয় তিন সাঁঝ।
নিতি নিতি শৃগাল যুঝে সিংহের সনে
ঢেণ্টণ-পায়ের গীত কম লোকে বোঝে॥

কবীরের গানটি এই,

অব কেয়া করে গান গাওঁ-কোতোয়ালা
শ্ব-মাংস পসারি গীধ রাখোয়ালা।

মূষা কি নাও বিলাই কাঁড়ারি
শোয়ে মেড়ুক নাগ পহারি।[১৫]
বলদ বিয়াওয়ে গাবী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল-সিংহ সনে যুঝে
কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে॥

সিদ্ধাচার্য সরহের রচনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অপেক্ষা নাথ-যোগ-সাধনার ইঙ্গিতই বেশি পাওয়া যায়। এই চর্যাগীতিটি যেন মুগ্ধ গুরু মীননাথের প্রতি মুক্ত শিষ্য গোর্খনাথের উক্তি,

নাদ নয়, বিন্দু নয়, রবি-শশিমণ্ডল নয়,
চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত।
ঋজু রে ঋজু ছাড়িয়া বাঁক লইও না,
বোধি নিকটেই, লঙ্কায় যাইও না।
হাতে রহিয়াছে কাঁকণ, দর্পণ লইও না,
আপনা আপনি বোঝ নিজ মন।...
বামে ডাহিনে যে খাল-খোঁড়
সরহ ভনে, বাবা সোজা রাস্তা সামনে দেখা যাইতেছে॥

আর একটি চর্যাগীতির একটি ছত্রও যেন কদলীমোহমুগ্ধ মীননাথকে নির্দেশ করে,—"বঙ্গে জায়া লইলে, পারে ভাঙ্গিল তোমার বিজ্ঞান।" সরহের একটি অপভ্রংশ দোহাতেও পাই ইহার ইঙ্গিত,

সে নারী খায় নিজ পতিকে...
স্বামীর পাশে বসিয়া থাকে, কিন্তু সে চিত্তে ভ্রষ্টা,
যোগিনীর এই স্বরূপ আমি দেখিতেছি।

সরহের এই দোহায় তো শ্রীনাথ-গুরুর উল্লেখ রহিয়াছে,

১৫ অর্থাৎ, এখন কি গান করে গাঁয়ের কোতোয়াল। কুকুর দিয়াছে মাংসের পসার, শকুনি তাহার রক্ষক (অথবা শ্মমাংসের পসরার রক্ষক শকুনি)। মূষিক হইল নৌকা, বিড়াল তাহার কাণ্ডারী। ব্যাঙ আছে শুইয়া, তাহার প্রহরী সাপ।

বিগ্ন বি বজ্জিঅ জোউ রজ্জই
অচ্ছহ সিরি-গুরু-ণাহ কহিজ্জই।

আর একটি দোহায় সরহ বলিয়াছেন,

অণিমিষ-লোঅণ চিত্তনিরোধেঁ
পবণ নিরুহই সিরিগুরু-বোহেঁ।
পবণ বহই সো ণিচ্চলু জব্বেঁ
জোই কালু করই কিরে তব্বেঁ।

এমন ত্রিকালজয়ী সিদ্ধ যোগীর কাছে কর্ম নিরর্থক এবং নির্বাণ অর্থহীন। তাই সরহ বলিয়াছেন চর্যাগীতিতে,

আমরা জানি না, অচিন্ত যোগী
জন্ম মরণ ভব হয় কিরূপে।
যেমন জন্ম মরণও তেমনি,
জীবন্তে মৃতে বিশেষ নাই।
যাহার এখানে আছে জন্ম-মরণের শঙ্কা
সে করুক রস-রসায়নের কাঙ্ক্ষা।

সহজাবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীব কাছে জন্মমৃত্যু সমান। তাই কাহ্নু তাঁহার জীবনসায়াহ্নে আসন্নবিয়োগব্যথাতুর কোনো শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,

সহজাবস্থায় চিত্ত থাকে শূন্যে সম্পূর্ণ,
স্কন্ধবিয়োগে বিষণ্ণ হইও না।
বল, কিসে কাহ্নু নাই,
যখন যে অনুদিন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিলাস করিতেছে।
মূঢ়লোকে দৃষ্ট-নষ্ট দেখিলে হয় কাতর,
তরঙ্গভঙ্গ কি সাগর শোষে
মূঢ় থাকে যতদিন ততদিন লোকে দেখে না,
দুধের মাঝে মাখন থাকিলেও দেখিতে পায় না,
এই সংসারে কেহ আসে না যায়ও না।
এইভাব লইয়া বিলাস করিতেছে যোগী কাহ্নু।

নাস্তিক এবং বেদাচারবহির্ভূত বলিয়া নাথ-পন্থীরা ব্রাহ্মণ্যসমাজ-নিন্দিত ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কাছে নাথ-যোগীদের আচরণ ছিল জুগুপ্সিত। তবুও যোগী-গুরুর মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ্যসমাজেও অস্বীকৃত ছিল না। যোগীদের আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে সেকশুভোদয়ায় একটি গল্প আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাটহাতী একদা পথে একটি মাটি স্তূপ পাইয়া তাহা না ডিঙ্গাইয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এই কথা রাজার কানে গেলে তিনি স্তূপ খুঁড়িতে হুকুম দিলেন। স্তূপমধ্য হইতে বাহির হইল এক সমাধিস্থ যোগী। ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন রাজা কে। লোকে উত্তর দিল, এখন লক্ষ্মণসেন রাজা। যোগী বলিলেন, বিক্রমকেশরী গেলেন কোথায়। ইহাতে বোঝা গেল যে বহু যুগ পূর্বে বিক্রমকেশরীর রাজ্যকালে যোগী সমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন। রাজা সমাদর করিয়া যোগীকে সভায় আনাইলেন। যোগী নিজের পরিচয় দিলেন, নাম চন্দ্রনাথ। গৃহস্থাশ্রমে তিনি ছিলেন গোয়ালা, নাম ছিল সুধাকর। লক্ষ্মণসেন যোগীকে অনুরোধ করিলেন কিছু আহার করিতে। যোগী বলিলেন, অমৃতান্ন পাইলে খাইতে পারি। তখনি রাজার মহানস হইতে উত্তম খাদ্য-পানীয় আনা হইল। যোগী একটু মুখে দিয়াই থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা অপ্রস্তুত হইয়া শুধাইলেন, অমৃতান্ন তবে কি। যোগী উত্তর করিলেন, তোমার সভায় যদি কেহ সত্যকার পণ্ডিত থাকেন তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান অমৃতান্ন কি। রাজা খবর দিলেন গোবর্ধন আচার্যকে তিনি ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, খুব খারাব মোটা চাউলের ভাত আর কালো কচুর শাক সিদ্ধ[১৬] পরিবেশন করিতে। রাজা তাহাই করাইলেন। সেই অখাদ্য পরম পরিতৃপ্তভাবে খাইয়া যোগী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, আমরা যোগী, সুখাদ্য আমাদের পরিত্যাজ্য বিষের মত, কদর্য অন্ন আমাদের উদরে অমৃতের কার্জ করে।

১৬ ময়নামতীর গুরু যোগী-সিদ্ধও শিষ্যার রান্না কালো কচুশাক সিদ্ধ খাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের মিষ্টিক্ সাধক-কবিরা উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই তাঁহাদের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন প্রহেলিকার ছাঁদে। নাথ-পন্থী যোগী গুরু এই প্রহেলিকা-ছড়ার ছাঁদকে যোগ শিক্ষা-উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশ প্রহেলিকা-ছড়ার ও অধ্যাত্ম-রূপকের উদ্ভব হইয়াছিল বাঙ্গালায়। তাই হিন্দী-রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও বাঙ্গালার সুর শোনা যায়।[১৭] নাথ-পন্থী যোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিব্রাজক। ইঁহাদের মধ্যে জাতির পাঁতি তো ছিলই না, ভাষার গণ্ডীও নয়। পশ্চিমা যোগী-গুরুর পূরবিয়া শিষ্য এবং পূরবিয়া যোগী-গুরুর পশ্চিমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো-বাঙ্গালা নাথ-পন্থী নিবন্ধে হিন্দী প্রশ্নোত্তর-ছড়া মিলিতেছে।[১৮] কলন্দর ও দরবেশ ফকীরদের মধ্যেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের "বালকানামা" য়,[১৯] বাল্‌কার (অর্থাৎ শিষ্যের) সওয়াল

কাহাঁ বৈঠে রাম-রহীম কাহাঁ বৈঠে সাঁই
কাহাঁ বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
কাহাঁ গোলোক-বৈকুণ্ঠ কাহাঁ মক্কা-মদিনা
কাহাঁ চন্দ্র সূর্য কাহাঁ কাঁহা দীন দুনিয়া।
কাহাঁ বৈঠে চৌদ্দভুবন কাহাঁ আলম তারা
কাহাঁ মেঘ বিজুরী কাহাঁ কাঁহা বৈঠে ধারা।
নঞানচাঁদ ফকীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই
কোন আলম খবর বান্দা এক পলক্‌সে পাই।

মুর্‌শীদের জবাব

দিল্‌সে বৈঠে রাম-রহীম দিল্‌সে মালিক-সাঁই
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।

১৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের-ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৭৫৮।

১৮ গোর্খবিজয়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৯ আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ ১৩৮।

ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা ॥

জৈন সম্প্রদায়ে প্রচলিত অপভ্রংশ দোহাতেও যোগ-পন্থী সিদ্ধ-সাধকের প্রশ্নোত্তর মিলিয়াছে। যেমন,[২০]

প্রশ্ন কালাহঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ
চউ একট্ঠই বাসু
হউ তুহিঁ পুচ্ছউ জোইয়া
পহিলে কাসু বিণাসু।

উত্তর
সসি পোষই রবি পজ্জলই
পবন হলোলে লেই
সত্ত রজ্জু তমু পিল্লি করি
কম্মহঁ কালু গিলেই ॥

উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যোগী-কাচ[২১] বা যোগী যাত্রা আগ্রহের সহিত শুনিয়া আসিয়াছে সেদিন অবধি। ইহার মূল হইতেছে নাথ-পন্থী সাধক-সিদ্ধদের প্রহেলিকা-বিলাস। ষোড়শ শতাব্দীতেও যোগীদের অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা-ছড়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে অদ্বৈত আচার্যের কাছে নিম্নলিখিত প্রহেলিকা-ছড়াটি পাইয়া অন্তরঙ্গদের কাছে বলিয়াছিলেন,

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অদ্বৈত-আচার্য প্রেরিত ছড়াটি এই,

বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।

২০ ডাক্তার হীরালাল জৈন সম্পাদিত পাহুড দোহা ২১৯, ২২০।
২১ রাহিমউদ্দিন মুনশীর বড় যুগী-কাচ (১৩২১) দ্রষ্টব্য।

বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অদ্বৈত-আচার্যের যোগী-সুলভ প্রহেলিকাপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

"তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে"
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।

আধুনিক যোগী-কাচে ফকীরের দরবেশ-বাউল-বৈষ্ণবভাবের রঙ বেশি করিয়া লাগিয়াছে। আর প্রবেশ করিয়াছে সহজ সরল দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথা। যেমন,

বালকরামের প্রশ্ন

কোথায় বসে মণি-মগজ কোথায় বসে চান
লতি-রতন কোথায় বসে কোথায় বসে প্রাণ।
কোথায় বসে তাল-সুঠা কোথায় বসে কল
কোথায় বসে রতি-রতন কোথায় বসে বল।
কোথায় বসে সাত জন কোথায় বসে মোড়া
কোথায় বসে জোর বলে কোথায় বসে ঘোড়া ॥

গুরুর উত্তর

মাথায় বসে মণি-মগজ ললাটে বসে চান
কমলে বসে লতি-রতন ধড়েতে বসে প্রাণ।
তালুতে বসে তাল-সুঠা জিহ্বায় বসে কল
ধড়েতে বসে রতি-রতন বাহুতে বসে বল।
ছাতিতে বসে সাত জন রে নাভিতে বসে মোড়া
কোমরে বসে জোর বলে রে চরণে বসে ঘোড়া ॥

বালকরামের প্রশ্ন

কোন্ গুরু আমায় লালে আর পালে
কোন্ গুরু আমায় আছাড়িয়া মারে।
কোন্ গুরু আমায় তুলিয়া খাওয়ায় ভাত
কোন্ গুরু আমায় লয়ে বেড়ায় সাথ ॥

গুরুর উত্তর

মাও যে পরম গুরু লালে আর পালে
বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে।
বহিন যে পরম গুরু তুলে খাওয়ায় ভাত
ভাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ।
পিতা গুরু মাতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই
তাহা হৈতে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।
মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া
চারি প্রহর রাত্রি জাগে তোমায় কোলে নিয়া॥

ধর্ম-ঠাকুরের গাজনেও এইরূপ ছড়া কাটাকাটি হইত। যেমন,

ধামাতকরণীর প্রশ্ন

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্ দেব ভজ
কোন্ মূর্তি ধ্যান কর কোন্ দেব পূজ।
কোন্ মুখে পূজা কর কোন্ বেদ পড়
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়॥

পাটভক্তিয়ার উত্তর

বাড়ি মোর বল্লুকায় নৈরাকার ভজি
শূন্যমূর্তি ধ্যান করি সাকার-মূর্তি পূজি।
পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়ি॥

মহাভারত বনপর্বে যে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদ আছে তাহার মূলেও এই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা ও বুদ্ধিপরীক্ষা। আরও পিছাইয়া গেলে জনক বিদেহের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ঋষিদের "ব্রহ্মোদ্য"-জয়ে পৌঁছাইব।

"বৌদ্ধ" নামে অধুনা প্রসিদ্ধ চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে নাথ-পন্থীদের রচনাও আছে তাহা দেখাইয়াছি। ইহার কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে নাথ-পন্থী রচনা হইতেছে মীনচৈতন্য ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্র গাথা। প্রথম গাথাটি উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গোর্খবিজয় নামে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনী ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া

গিয়াছে। দ্বিজ লক্ষ্মণের ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীন-গোর্খ কাহিনী মুখ্য স্থান লইয়াছে। কদলী হইতে প্রত্যাগমনের পর মীননাথ কর্তৃক মহানাদে যোগী-রাজ্য স্থাপন প্রথম অনিলপুরাণেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনিলপুরাণে ও গোর্খ-বিজয়ে বর্ণিত কাহিনীর মূলস্থানীয় ছড়াগুলি পূর্বাপরপ্রচলিত এবং একই। পরিবর্তন যাহা কিছু হইয়াছে তাহা প্রধানত গায়কের মুখে ও লিপিকরের হাতে।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যায়িকা মীন-গোর্খ ছড়ার মত একান্তভাবে যোগী সাধক-গোষ্ঠীর খাস সম্পত্তি ছিল না। ইহার করুণরসের আবেদন জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই কাহিনী গানে, পাঁচালী কাব্যে, ও নাটগীতে রূপ পাইয়া আর্যভাষী ভারতের সর্বত্রগামী হইতে পারিয়াছিল।[২২] পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনীর সমাদর কমিয়া আসে বৈষ্ণবতার প্রসারের জন্য, বিশেষ করিয়া চৈতন্য-সন্ন্যাস কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়। উত্তরবঙ্গে সাধু ও গৃহস্থ যোগীর সংখ্যা বরাবরই খুব বেশি ছিল। তাই এই অঞ্চলে মীন-গোর্খ গীতি ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র গাথা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জনগণমন তোষণ করিয়া আসিয়াছে। প্রস্তুত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দুইটিতে গোর্খবিজয় কাহিনীর আধুনিকতর রূপান্তরের পরিচয় মিলিবে।

নাথ-পন্থের সিদ্ধপ্রধান দুইজন, মীননাথ ও গোর্খনাথ, বৈষ্ণব ভক্তমালায় গাঁথা পড়িয়াছেন।[২৩] তাঁহাদের কাহিনীও সেইমত রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরু-শিষ্য পর্যটনে বাহির হইয়া পৌঁছিয়াছেন এক বিষ্ণু-ভক্তিহীন রাজার দেশে। গোর্খনাথ সে দেশে কালবিলম্ব করিতে চাহেন না, কিন্তু মীননাথের ইচ্ছা রাজাকে ভক্তিপথে টানিয়া আনিবার জন্য কিছুকাল থাকা। গুরুর ইচ্ছাই জয়ী হইল। মীননাথ রাজার সঙ্গে প্রীতি করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিল। গুরুকে ভোগসুখে রত দেখিয়া শিষ্য দুঃখিতচিত্তে চলিয়া গেলেন। রাজার মৃত্যু হইলে মীননাথ সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার এক পুত্র

২২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১১৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ কৃষ্ণদাসের ভক্তমাল দ্রষ্টব্য।

জন্মিল। অবশেষে গোর্খনাথ গুরুর উদ্ধারে আসিলেন সে দেশে, কিন্তু রাজার দর্শন পাইলেন না।

দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায়।
দরজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া
চেত মচ্ছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া।
নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি
পরে সমুঝিলা যে গোরখনাথ-বাণী।
ডাকিয়া লইয়া গোর্খনাথ প্রণমিলা
সেবাতে আপন নিজ মন্দিরে রাখিলা।
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি
সদাই চিন্তয়ে এক ক্ষণ নহে সুখী।
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে।
পূর্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে।
যদ্যপি না হয় শিখাও ভালমতে
এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে।

তত্ত্বকথা শুনিয়া মীননাথের জ্ঞান হইল। তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,

আরে গোর্খ কি করিনু কি বিষ খাইনু
আপনার মুণ্ডেতে অনল জ্বালি দিনু।
ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কহ
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ।

মীননাথ তখনি রাজ্যপাট ছাড়িয়া চলিলেন, তবে মূল্যবান্ অলঙ্কার-গুলি পথসম্বল করিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া লইতে ভুলিলেন না। কিছু দূর গিয়া গোর্খনাথ গুরুর মোট মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং পথে এক নদী পাইয়া তাহাতে ফেলিয়া দিলেন। গুরু হায় হায় করিতে লাগিলেন। শিষ্য বলিলেন, তুচ্ছ বস্তুর জন্য কাতর হন কেন। এই বলিয়া তিনি রত্ন-

অলঙ্কারের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন। তখন মীননাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। গুরুশিষ্য মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্রীসুকুমার সেন

॥ সঙ্কেত ॥

পা = আদর্শ পুঁথির পাঠ

(ক. বি.) = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি

(ম) = মীনচেতন এর পাঠ

(গ) = গোরক্ষ-বিজয়-এর পাঠ

অ = গোরক্ষ-বিজয়-এর পাঠান্তর

(ক. প.) = গোরক্ষ-বিজয় এর পরিশিষ্ট (ক)

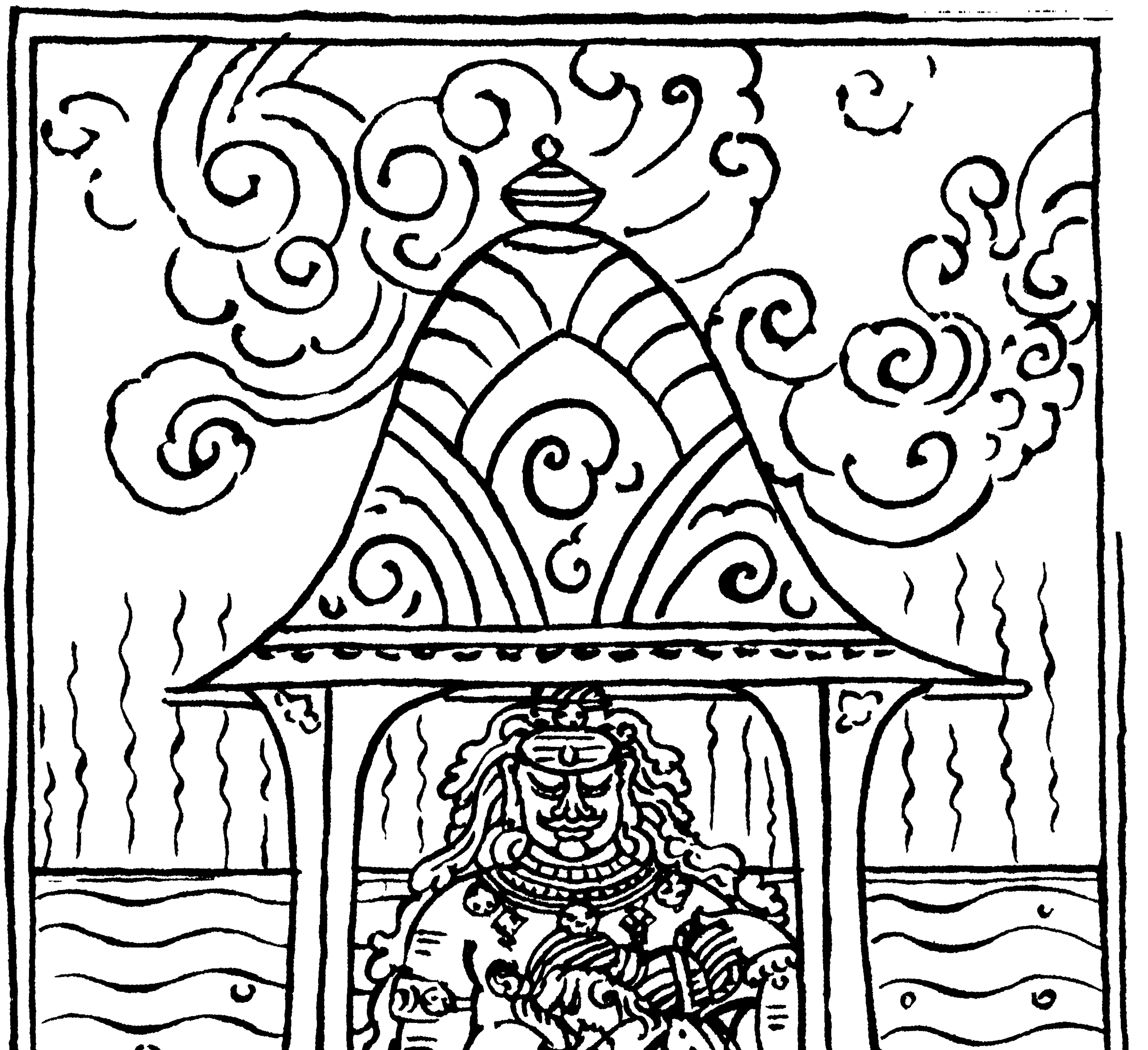

শিবের উদরে গৌরী সুখে নিদ্রা যায
হেটে থাকি মীননাথ হুঙ্কার যোগায়

*[প্রথমে প্রণাম করি দেবী] ভগবতী,
জিহ্বাগতে জয় দেয় করম প্রণতি।
[ক্ষিতিতলে তীর্থ যত বন্দো বারাণসী,]
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ব [ন্দো আর] রবিশশী।
ইন্দ্র ব [রুণ বন্দো দশ দিকপতি,]
[স্থাবর জ] ঙ্গম যত আর বসুমতী।
শঙ্কর পার্ব্বতী [বন্দো গণেশ কার্ত্তিক,]
[যত দেবগ] ণ বন্দম আগ্রহ অধিক।
আদি অনাদি প্রভু [নিজ অবতার,]
[নিজ অংশে করিলেক হুই] এ প্রচার।
হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হুই [ল মুখে,]
[আপনা আকার তবে রাখিলা সমুখে।]
আদি অনাদিরূপে কৈল নি [রীক্ষণ,]
[ভাবের অনলে ঘর্ম্ম ঘর্ম্মিত তখন।
সেই ঘর্ম্মে পরাত্তমা হুই গেল যথ,
সেই ঘ] র্ম্ম জনমিলা মেদিনী সমস্ত।
সেই ঘর্ম্মেতে দেবগণ যতেক জন্মিল,
আনল বরুণ বারি মৃত্তিকা সৃজিল।
সেই ঘর্ম্মে হইল স্থান স্থিতি উতপন,
সেই ঘর্ম্মে ত্রিভুবন হইল সৃজন।
আকাশ পাতাল মধ্যে সৃজন করিয়া,
আছে আছন্ত তবে অনাছে আহুড়িয়া।
সৃষ্টি স্থাপন করি এক স্থানে বৈসে,
যোগ বিচার হৈতে দুইকে প্রকাশে।

* বন্ধনীস্থিত অংশ সম্ভাবিত পাঠ ; আদর্শ পুঁথির প্রথম পত্রের অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত।

আন্থে বোলে অনাদ্য তোমাদের বোঝাই,
উতপতি প্রলয় সপিলাম তোমার ঠাই।
তোমাতে সপিয়া জ্ঞান আমি হইলাম ভিন,
তোমার আমার জ্ঞান এক পরিচিন।
বোলে কৈআ দেয় মোরে সংসারের[১] স্থিতি,
কেমন সঞ্চারে হইব কাহার যে স্থিতি[২]।
কোথা হতে আসি জীব কোথা চলি জাএ,
শুনিতে পুরাণ কথা কহিতে জুআএ।
সঙ্গেত আছএ জ্ঞান সঙ্গেত ব্যাপিত,
সকল আছএ তবে ঘট বিবৰ্জ্জিত।[৩]
ঘোল দধি মথনে হইয়া গেল ননী,[৪]
দুই কাষ্ঠ ঘসাঘসি উঠএ আগুনি।
গাছ হতে ফল যেন পড়ি গাছ হইল,
তেনমতে পূর্ব্বেত শরীর উপজিল।[৫]
আদ্যের বচন শুনি অনাদ্য সমস্ত,
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়িল অভীষ্ট।
পূর্ণমাসী হইল যেন তনু হইল পুষ্ট,
শুনিতে শুনিতে হইল শরীর গরিষ্ঠ।
শুনিয়া সঙ্কেত কথা ভাবিতে লাগিল,
একে একে সব তত্ত্ব বিচারি চাহিল।
চিন্তিতে চিন্তিতে হইল শরীর যে অস্ত,
পূর্ণমাসী ছাড়ি যেন অমাবস্যা হস্ত।

১ অ সয়ালের
২ (ক) কেমনে সংযোগ হয় কায়ার উৎপতি
৩ (ক)-এর অতিরিক্ত
৪ পা পুরুসে মৈন্থে জল মথিলে উঠে ননী
৫ অতঃপর ষোল ছত্র (ক)-এর শুদ্ধিকৃত পাঠ ও পাঠান্তর

অমাবস্যা হইল যেন ছাড়ি গেল কলা,
আকারে উকারে যেন মিসামিসি ভেলা[৬]।
অমাবস্যা ছাড়ি যেন প্রতিপদ হএ,
তেনমতে যোগে যোগী একত্র মিলএ।
প্রতিপদ ছাড়ি যেন দ্বিতীয়া হইল,
তেনমত শরীর যে পুনর্ব্বার হইল[৭]।
চন্দ্রের সঞ্চার যেন জন্মিয়া উঠিল,
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল।
বদনে জন্মিল শিব যোগিরূপ ধরি,
শিরেত উত্তম জটা শ্রবণেতে কড়ি।
নাভিতে জন্মিল মীন গুরু মুচুন্দর,
সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ ধরে কলেবর।
হাড় হতে হাড়িফা জন্মিয়া নিকলিল,
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহাতে আছিল।
কর্ণ হতে জন্মিল কানফা জুগাই,[৮]
অতি খরতর [যোগী] হইল সিধাই।
জটা ভেদি নিকলিল যতি গোর্খনাথ,
সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কাথা[৯] তাহার গলাত।
সকল শরীরে হইল জগতের মাই,
পূর্ণিমার[১০] চন্দ্র যেন অনুমানে পাই।
জন্মিয়া উঠিল কন্যা পরম সুন্দরী,
নূতন-যৌবন কন্যা নামে হৈল[১১] গৌরী।

৬ অ তেন মতে যোগে যুগী মিসামিসি হৈলা
৭ অ চন্দ্রের সঞ্চার যেন সবিতা জন্মিল
৮ (ক) সিধাই
৯ পা খাতা
১০ পা দ্বিতীয়ার
১১ পা জল, (ক) থুইল, (ভ) গণ

একে একে জন্মিয়া[১২] রহিল ঠাই ঠাই,
সাক্ষাতে আছয়ে[১৩] গৌরী জগতের আই।
লোমে লোমে আর যত জন্ম হইয়া গেল,
অনন্ত বিবিধ ভাতি জন্মিয়া উঠিল[১৪]।
পৃথিবীতে যত সব জন্মিতে আছএ,
এই মতে জগতেত সকল জন্মএ।
বার যুগের জুগি জন্মিয়া আসিল,[১৫]
নানারূপে পৃথিবীতে অনন্ত[১৬] জন্মিল।
তাহার সাক্ষাতে গোসাঞি কএ হেতু করি,
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী।
এতেক শুনিয়া সব মাথা হেট করি,[১৭]
যার মনে লএ যাইব গৃহকর্ম্ম ছাড়ি[১৮]।
যাহাতে জন্মিয়া আছি না হএ উচিত,
জানিয়া যে আজ্ঞা কর যে হএ উচিত[১৯]।
তাহা শুনি আজ্ঞা দিল নাথ[২০] নিরঞ্জন,
রহ তেঞি গৌরী গৃহে করিয়া যতন[২১]।

১২ (ক), (ভ) পাঠ
১৩ পা বসিয়া
১৪ অ
১৫ অ বার বার যোগ যোগী[১] সে যোগ সাধিল
১ (ভ) যুগী সবে
১৬ (ক) অনিত্য
১৭ (ভ) কৈল হেট
১৮ (ভ) বুঝিলেক এই কন্যা সকলের জেঠ
১৯ (ভ) মনের বাঞ্ছিত
২০ অ তনু, প্রভু (ভ) ধর্ম্ম
২১ (ভ) হরগৌরী দুইজন করিল মিলন

আজ্ঞা কৈল হর প্রতি পাইলা এই গোরি,[২২]
তাহারে গ্রহণ কর মোর আজ্ঞা ধরি।
হরগৌরী যাহ চলি[২৩] পৃথিবীর মাঝ,
এতাতে রহিআ তোমার নাহি কোন কাজ।
অনাদির[২৪] আজ্ঞাএ সব খি [তি] তে আসিল,
খিতিতে আসিআ সিদ্ধা সকল রহিল।
আদ্য-পুরাণ-কথা কিছু এহি মতে হএ,
বুঝিয়া পণ্ডিত চায় হএ কি না হএ।
হএ যদি রাখ কথা নএ যদি নাই,
এবে কহি শোন কথা গোর্খের বিজই[২৫]॥

তবে যদি পৃথিবীতে আইল হরগৌরী,
মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরী।
পদ্মাসনে কতকাল সাধিলেক যোগ,
বায়ু ভক্ষি রহিলেক তেজি অন্য ভোগ।
মীনের চাকরী করে যতি গোরখাই,
হাড়িফারে সেবে নিত্য কানফা যোগাই।
শিবের ডাইনে বামে হাড়িফা মীনাই,
পৃষ্ঠভাগে[১] গৌরী আছে জগতের মাই।

২২ (ভ) নারী
২৩ পা যত গুণ
২৪ (ভ) ধর্ম্মের
২৫ অতঃপর (ক)-এর অতিরিক্ত, কহেন কবীন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি,
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী।
(ক. বি.) বোলে ছিল ভীমদাসে মনে অনুমানি,
শুনিয়া কহিল সিদ্ধা·········বাণী।

১ (ক) যোগে

দাসীবতে তাহার গঙ্গা ধেয়ানের বিধান,[২]
অন্যমন নএ তান ভ্রম নএ মন ।
এইমতে নিজ কার্য্য সাধে মহেশ্বর,
অন্যমন নএ তান[৩] ভাবে নিরন্তর ।
তবে যদি কামে আসি জন্মিল তাহারে,
ধ্যানভঙ্গ হইল তার রহিতে না পারে ।
ফিরিআ দেখিল হর গৌরীর বদন,
শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে তান উপজিল মন ।
তবে যদি হর গৌরী একত্রে বসিলা,
শিবের সাক্ষাতে দেবী কহিতে লাগিলা ।
মুণ্ডে[৪] আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলিছালা[৫] ।
মহাদেবে বলে গৌরী কহিয়াছ ভার,
তোমার অস্থির মালা গলাতে আমার[৬] ।
সপ্তবার মর তুমি হও সপ্তবার,
একবার মর তুমি একখানি হাড ।[৭]
তুমি কেনে থাক[৮] গোসাই আমি কেনে মরি,
সেই তত্ত্ব কহ গোসাই যুগে যুগে তরি ।
গৌরীর বচন শুনি কএ মহেশ্বর,
তুমি আমি চল যাই সমুদ্র ভিতর ।

২ (ক) গুণের নিধান, (ক.বি.) ধেআছে বিদান, (ভ) শুনহ কারণ
৩ (ক) নাহি তবে, (ভ) হর
৪ (ক) কণ্ঠে
৫ অ, (ক) জলদ উঝলা, (ক. বি.) উজ্জ্বলা
৬ (ক) তোমার সন্তাপ হয় নিসাসী আমার
৭ (ক)-এর পাঠ ; প্রথম ছত্রের 'যদি' স্থানে 'তুমি' (ক. বি.)র
৮ (ক) তর

এ বলিয়া দুইজন চলিল সত্বর,
সেই সাগরেতে আছে[৯] টঙ্গি মনোহর।
মৎস্যরূপ ধরি তবে মীন মোচন্দর,
টঙ্গির নামতে রয় বোগাল সুন্দর[১০]।
মহাদেব বলে দেবী শুন দিয়া মনে,
টঙ্গিত[১১] পরম তত্ত্ব কহি তোমা স্থানে।
মহাদেবে কহিলেক সঙ্কেত বিবরণ,
নিদ্রাএ পীড়িত দেবী হইল অচেতন[১২]।
হেটে থাকি মীননাথ[১৩] হুঙ্কার পুরএ,
মহাদেবে জানে ভবানী মনে লএ।
চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিল বচন,
কিছু না শুনিল আমি নিদ্রার কারণ।
দেবীর বচনে শিবে চিন্তিলেক মনে,
কহিতে বচন মোহি হুঙ্কারিল কোনে।
বিমর্সিয়া চাএ শিব করিয়া ধেয়ান,[১৪]
টঙ্গির নীচেতে দেখে মীন পরিমাণ[১৫]।
চিন্তিয়া জানিল শিব স্বরূপ বচন,
সাপ দিল এক কালে হৌক বিস্মরণ।[১৬]

৯ পা যথাএ আছে নদী মধ্যে
১০ পা তবে রহিল সত্বর
১১ (ক) সঙ্কেত, (ক. বি.) সিন্ধার
১২ অ আলসিত মন
১৩ (ক) টঙ্গির লামাতে দেখে
১৪ অ, পা সেই বৃক্ষতলে
১৫ পা শরীর বিশালে
১৬ (ভ) ধ্যানেত জানিল হর হুঙ্কারিলেক মীন, হরে বোলে হইবেক নারীর অধীন।

তথা হতে হরগৌরী উলটি আইল,
পুনরপি সিধা সব একত্র হইল।
একথা শুন [হ] সবে শুনহ তুরিত,
সভানের গুরু শিব হইল পৃথিবীত।[১৭]
আছে গুরু মহাদেব পিছে আর সব,
সাধন্ত সকল সিদ্ধা[১৮] তরিবারে ভব।
মহাদেব চলি গেল পর্ব্বত কৈলাস,
তথা গিয়া হরগৌরী কৈল গৃহবাস[১৯] ॥

তবে যদি পৃথিবীতে আল হরগৌরী,
মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরী।[১]
হাড়িফা পূর্ব্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই,[২]
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।
পৃথিবীতে ভ্রমে সবে যোগমন্ত্র পাই,[৩]
কৈলাসেতে হরগৌরী আছে সেই ঠাই।[৪]
একদিন হরগৌরী একত্রে বসিলা,

১৭ (ক) এর অতিরিক্ত পাঠ

১৮ (ক) পাঠ

১৯ অ, পা খাদির আজ্ঞাএ আইল হইঅ উল্লাস ; অতঃপর পুঁথিতে ছয় ছত্রের পুনরাবৃত্তি

১ পুঁথিতে ইহার পর ১৪ ছত্র পুনরাবৃত্ত হইয়াছে

২ (ক. বি.) পূর্ব্বে গেল হানিফা দক্ষিণে মিনাই, (ভ) পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে কানাই।

৩ (ক) পথ ধেয়াই, (ক. বি.) যোগপথ চাই, (ভ) ধ্যাই

৪ অতঃপর ১৪ ছত্র (ক. বি.) পুঁথি ও (ক)-এর পাঠ মিলাইয়া গৃহীত ; এই অংশ আদর্শ পুঁথিতে নেই

স্থষ্টি স্থাপনা কথা[৫] কহিতে লাগিলা।
ভবানীএ বলে দেব কর অবধান,
তোমা শিষ্যগণে স্ত্রী না করে কি কারণ[৬]।
সর্ব্ব-দেব মুখ্য[৭] তুহ্মি স্থষ্টির কারণ,
গঙ্গা গৌরী দুই নারী সাক্ষাতে সমান[৮]।
মহাদেবে বলে তান [মনে] হেন নাই,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিল এড়াই।
ভবানীএ বলে দেব না বল বচন,
কাম ক্রোধ ত্যক্তে হেন আছে কোন জন।
আজ্ঞা যদি কর তুমি স্বরূপ বচন,
কটাক্ষে হরিতে[৯] পারি সিধা সবের মন।
দেবীর বচনে শিব ধ্যান আরম্ভিল,
একে একে যত সিধা ডাকিয়া আনিল।
একে একে আসন দিলা জনে জন,[১০]
বসিল মণ্ডলী করি যত সিদ্ধাগণ[১১]।
আপনে বিরলে বসি[১২] শিবের ঘরিণী,
সব সিদ্ধা ভোলাইল[১৩] কামবাণ[১৪] হানি।

৫ (ক), অ
৬ অ
৭ (ক.বি.) ধর্ম্ম
৮ অ করিছ গ্রহণ
৯ (ক. বি.) ভোলাতে
১০ পা পাইল সর্ব্বজন
১১ (ক) শিব বিদ্যমান
১২ অ বিবর্ত্তে অন্ন, (ভ) পৈরএ
১৩ পা ছলিলেক
১৪ (ক. বি.)কামশর

ভুবনমোহিনী দেবী শঙ্কর-বৌহারী,
কটাক্ষে চাহিলে প্রাণ লই যায় এড়ি[১৫]।
শিবের ঘরিণী দেবী বড়হি চতুর,
সুবর্ণ কটরা ভরি জল কৈল পুর।
অন্নপাত্র সমুখে রাখিলা সেই জল,
জলের ছায়াএ দেখে শরীর কোমল[১৬]।
দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে,
বিষম কপট মায়া কার প্রাণে ধরে।
দেখিয়া দেবীর রূপ[১৭] যত সিধাজন,
হানিল মদন-বাণে স্থির না হএ মন।
কহিলেক মীননাথ মনে মায়া ধরি,
জগতেত পাই যদি এমন সুন্দরী।
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই,
রঙ্গ-কৌতুক-রসে রজনী গোয়াই।
দেবীএ বলিল তুমি পাইলা এহি বর,
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর।
ষোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি,
কদলীর রাজা হইবা শীঘ্র যায়[১৮] চলি।
তবে চিন্তিলেক মনে সিধা হাড়িফাই,
কদাচিত্য এমত সুন্দরী যদি পাই।
হাড়ি-কর্ম্ম করি যদি থাকি তার পাশ,
পৃথিবী পুরিয়া মনের পুরাইতাম আশ।

১৫ পা নিতে পারে হবি
১৬ (ক. বি.) নির্ম্মল, পা সকল
১৭ পা মায়া
১৮ (ক) ঝাটে জাও

হাড়িফার তরে দেবী দিল এই বর,
হাড়ি হৈয়া চল তুমি মৈনামতীর ঘর।
হাতে ঝাড়ু[১৯] লহ তুমি কান্দেতে কোদাল,
চলহ মেহারকুলে এই বর ভাল।
কানফাএ আকলিল তাহার অন্তর,
এইরূপ যুবতী যদি থাকে মোর ঘর।
তার সঙ্গে কেলি করি যদি মরি যাই,
তাহার সংহতি আমি তবেহ খেলাই।
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমর্ষিয়া,
তুরিত গমনে[২০] যায় ডাহুক চলিয়া[২১]।
যেই বর চায় তুমি সেই বর পাইয়া,
আনন্দ করহ তুমি বৌআরি লইয়া।
তবে ভাবিলেক মনে গাভুর সিধাই,
এমত কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই।
তার লাগি যায় যদি হাত পায় কাটা,
তথাপিহ হইব আমি সালবানের[২২] বেটা।
আজ্ঞা দিল ভবানী বুঝিল তার আশ,
বর পাইয়া চলি যায় সৎমায়ের পাশ।
সৎমাএ ভজিব তুহ্মি দেখিয়া জোয়ান,
তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান।
তবে ভাবিলেক মনে গোর্খে করি সার,
এমত জননী যদি থাকএ আমার।

১৯ অ, (ভ) পিছা
২০ (ক) তুরমানে
২১ (ক) ডাহুকা হইয়া
২২ (ক. বি.) হালেমান, ছা (?)

তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই,
এমত জননী যদি কভু আমি পাই।
মলমূত্র সহিয়া যদি পালে কাক-কোলে,
তান স্তনের দুগ্ধ খাইয়া থাকি কুতূহলে।
গোর্খের ভাবনা দেখি দেবী মহেশ্বরী[২৩],
অবশ্য ছলিব তোরে আর[২৪] মায়া ধরি।
তবে সিধাগণ গেল আপনার স্থান,
দেবীত পুছিল তবে দেব ভগবান।
কেমত দেখিলা দেবী মোতে[২৫] কহ সার,
সিধা সব জানিলা কেমন ব্যবহার[২৬]।
শিবের আদেশ পাইয়া সকল কহিল,
যে যে সিধা যে যে মত মনে আচরিল।
দেবীর চরিত্র[২৭] শুনি হাসে মহেশ্বর,
গোর্খ হেন ধূর্ত[২৮] নাই জগত ভিতর।
তানে যদি না পারিলা তুমি ভুলাইতে,
রাখিল মহিমা মোর গোর্খ অবধূতে।
দেবী বলে তাহারে ছলিব কোন[২৯] রূপে
পশ্চাতে গোসাঞি তুমি বুঝিবা স্বরূপে।
তবে সিধা চলি গেল যার যেই ঘর,
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতীর ঘর।

২৩ পা বিশ্বেশ্বরী, (ভ) সুরেশ্বরী
২৪ (ক. বি.) আরবার ছলি আহ্মি মনে
২৫ (ভ) মোকে
২৬ (ক. বি.) প্রকার
২৭ পা গোর্খের বচন, (ভ) চরিত্র,
২৮ (ক. বি.) বীর
২৯ (ভ) আর

মেহারকুলেতে গিয়া দেখে এক পুরী,
রহিল তথাতে গিয়া হাড়িরূপ ধরি।
কানফা চলিয়া গেল ডাহুকা[৩০] নগর,[৩১]
তথা গিয়া রহিলেক বউরীর ঘর।
গাভুর সিধা চলি গেল আপনার দেশ,[৩২]
মীননাথ চলি গেল কদলীর দেশ[৩৩]।
পতি সব নাশ হএ স্ত্রী সব রাজা,[৩৪]
স্ত্রী সব অধিকারী স্ত্রী সব প্রজা[৩৫]।
মনস্থখে মীননাথ তথাতে গমন,
শৃঙ্গার করিব যত কদলীর গণ।
কদলী দেখিয়া নাথ ধন্ধ হইল রূপে,
শুখনার হংস যেন মিলিল সরূপে[৩৬]॥

৩০ পা রাহুকা
৩১ (ভ) অবরির ঘরে
৩২ (ভ) গোক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গনিকেতন
৩৩ পা কদলী উদ্দেশ
৩৪ পা কদলীর দেশে দেখে যুগী[১] সব প্রজা,১ (ভ) নারী
৩৫ (ক) স্ত্রীরাজা হএ সেজে স্ত্রী হএ রাজা
৩৬ (ক) ও (ক. বি.)-র মিলিত পাঠ, নারী সবের রূপ দেখি মীননাথে ভোলে, সরোবরে গিয়া হংস নামিলেক জলে।

॥ নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ॥

মীননাথ আইল যবে কদলী দেখিল তবে
তানে চাএ রাখিতে ভুলাই,[১]
জ্ঞানে ধ্যানে দেখি স্থির দড় শরীর বর[২]
আমি সবে যদি তারে পাই[৩]।
মঙ্গল কমলা দুই সকল কদলী লই
নানারূপে শৃঙ্গার করিল,[৪]
মীননাথ ভুলাইতে সব আইল একচিতে
চারিভিতে বেড়িয়া রহিল।
কদলীএ কৈল বেশ শিরেতে লম্বিত কেশ
কবরী বান্দিল ঠমকে,[৫]
পরিধান পুষ্পমালা কবরী শোভিছে ভালা
যেন দেখি বিজুলি চমকে[৬]।
গুরুতর পয়োধর[৭] তাথে দোলে রত্ন হার
হস্তপদ জ্বলয়ে উজ্জ্বলে,[৮]

১ পা ভুলাইআ
২ পা রূপে রঙ্গে অতিবড় সুন্দর যে শরীর
৩ (ক. বি.) তাহানে যে আম্মি যদি পাই
৪ পা নানা বেশে করিআ সাজন,
৫ পা নানাঠানে, (ভ) গ্রীবার উপর গুঞ্জরে ভোমরা
৬ (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত
৭ পা উরু পরে এক ভার
৮ (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত ;
অতঃপর (ভ)-এর অতিরিক্ত,
করিয়া নানান সাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
কটাক্ষে হানে পঞ্চশর,
চলিল নানান গতি দশন মুকুতা পাতি
শ্যামল সুন্দর কলেবর।

কটিদেশে কিঙ্কিণী   চরণে নূপুর-ধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে ।
কটাক্ষ নয়নে চাহে   হর ব্রহ্মা মোহ যাএ
হেনরূপে করিল ভূষণ,
মীনের সমুখে আসি   মঙ্গলা কমলা বসি[৯]
কহে সবে রচনা[১০] বচন ।
নয়ানে নয়ানে চাহে   মাথা নাড়ি কথা কহে
ঠমকে দেখাইল দুই স্তন,
উরু পরে দিয়া তালি   কথা কহে হাত নাড়ি[১১]
ছলে মীননাথ দরশন[১২] ।
কোন দেশে তোমার ঘর   মাগি খায় নিরন্তর
কি লইয়া কর গৃহবাস,
এমন বয়স-কালে   না থাক কামিনীর কোলে
অঙ্গেতে দিয়াছ ছালি পাশ[১৩] ।
ভাঙ্গা খাতা ফাড়া ঝুলি   কেনে বেড়ায় কান্ধে তুলি
এই সকল কিসের অন্তর[১৪] ,
হাতে কেনে লইছ নডি   কর্ণে কেনে দিছ কড়ি
নিরন্তর বঞ্চ একেশ্বর ।
মোর দেশে নাই রাজা   করিতে তোমার পূজা
স্ত্রীপাট আমি সব হই[১৫] ,

৯ পা যে রূপসী, (ভ) হাসি
১০ (ক. বি.), (ভ) মধুর
১১ অ অঙ্গ ভঙ্গিমা করি
১২ (ক. বি.) র পাঠ
১৩ প ভস্ম
৪ (ক. বি.) কারণ
১৫ অতঃপর ৪ ছত্র (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত

ষোল শ কদলী লই তার রাজা আমি তুই
মঙ্গলা কমলা আমি হই।
এহি দেশে হও রাজা পালিবা সকল প্রজা
আহ্মি সব কর পরিণয়,
এড়য় ভিক্ষুক বেশ ভুঞ্জ এই রাজ্য-দেশ
নবদণ্ড ধরৌক মাথাএ।
আমি ধরি তুই পাএ চামরে করৌক বায়
দাসী হইব কদলীর গণ,[১৬]
রাজ-আভরণ পরি এ সকল তুমি ছাড়ি
সিংহাসনে কর আরোহণ।
কদলীর রূপ দেখি মীননাথ হইল সুখী
শুনি সব মধুর বচন,[১৭]
পুলকিত মীননাথ রূপ দেখি অঙ্গপাত
সব দেখে নূতন যৌবন।
ভোলেত পড়িল মীন বৰ্জ্জিল গুরুর চিন
কদলাতে গেল মন মজি,
মঙ্গলা বুঝিয়া মন[১৮] দিল কটাক্ষের সান[১৯]
ধরিল করিয়া হাস্যবাজি,[২০]
ধরাধরি তোলাতুলি ষোলশতে হুলাহুলি
সিংহাসনে মীন বসাইল,
কদলীতে মীনরাজা নারী সব হইল প্রজা
মাথে ছত্র তুলিয়া ধরিল।

১৬ পা কদলী সকল
১৭ পা কদলীর কথা
১৮ পা জ্ঞান
১৯ পা দিলেন চক্ষুর ঠান
২০ (ক)-এর পাঠ

কেলি-কুতুহল রসে রাত্রিদিন মীন ঘোষে[21]
অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নিদ্রা যায়,[22]
ত্যজিল গুরুর বোল কামরসে হইল ভোল
নারীগণে মগ্ন হইয়া রয়[23]।
মীনের হইল[24] মনে না জানএ আর কোনে[25]
মঙ্গলা কমলা লইয়া যাএ,
আজ্ঞা কৈল মীনাই পরদেশী যোগী পাই
ত্বরিতে যে মারিবা নিশ্চএ।
চৌকি ঘাটি দড় কৈল স্থানে স্থানে থানা[26] দিল
যেন[27] মতে রাজ ব্যবহার,
নিচিন্তে রহিল মীন এই মতে রাত্রিদিন[28]
রহিলেন্ত পুরীর মাঝার।
এই মতে কেলি-রসে কতদিন মীন বৈসে
মহাদেবী হইল গর্ভজাত,[29]
কাল দিনে প্রসবিল[30] সুন্দর শরীর[31] হৈল
নাম থুইল বিন্দুকের নাথ।

২১ অ বৈসে

২২ পা আনন্দ হইল নারীগণ, (ভ) শীতলিত চামরেব বায়

২৩ অ কামবশে[1] মগ্ন হইয়া মতি, ১ (ভ) রতিরসে; অতঃপর আদর্শ পুঁথির অতিরিক্ত, সকল যুবতীগণ কেলি রসে অনুক্ষণ কাম বিনে আর নাই গতি।

২৪ (ক. বি.) এ হেন

২৫ পা না জানি আসিয়া কোনে

২৬ পা থানে থানে চকি

২৭ পা এই

২৮ (ক. বি.) নাহি জানে রাত্রদিন

২৯ পা গর্ভবতী

৩০ পা কালদিন প্রবেশিল

৩১ (ক), (ভ) কুমার

॥ পয়ার ছন্দ[১] ॥

মীননাথ পড়িলেক কদলীর ভুলে,
গোর্খনাথ বসি আছে বকুলের তলে।
হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ,
গোর্খেরে দিবারে মুই না পারিলাম লাজ।
মনেতে ভাবিয়া দেবী করিল গমন,
বিবসন হইয়া দুর্গা করিল শয়ন।
পন্থেত শুতিলা দেবী বিবস্ত্র হইয়া,
উর্দ্ধমুখী দুই জানু প্রকাশ করিয়া।[২]
সেই দিগে নাথ যদি যাইতে[৩] লাগিল,
হরের ঘরিণী দেবী শুইছে দেখিল।
পথেতে শুইছে দেবী বিবসন হইয়া,
মুক্ত যোনি বক্ষ হীন প্রকাশিত করিয়া।
এমত দেখিয়া নাথ মনে আকলিল,
অতি বড় লঘু বেটি কি কর্ম্ম করিল।
অস্থে বেস্থে উঠি তবে গোর্খ গেল ধাইয়া[৪]
ঢাকিল যোনির দ্বার বৃক্ষপত্র[৫] দিয়া।
ততক্ষণে গোর্খনাথ হইল অন্তর্ধ্যান,
লজ্জা পাইয়া দেবী তবে গেল নিজ স্থান।
যতিনাথ স্থলে দেবী বড়[৬] লজ্জা পাইল,

১ (ক. বি.) পদছন্দ, (ভ) খর্পছন্দ
২ (ক)-এর অতিরিক্ত
৩ (ক) চাহিতে
৪ (ক)-এর পাঠ
৫ (ভ) বিল্বপত্র
৬ পা যদি

গোর্খেরে ছলিতে দেবী মাক্ষী[৭] রূপ হইল।
আসনে বসিয়া দেবী পেটেতে সামাইল,
মনে মনে চিন্তে গোর্খ[৮] বড় দুঃখ পাইল।
ধ্যানেতে জানিল গোর্খ দেবীর এই কর্ম্ম,
তাহার উদরে হেন জানিলেক মর্ম্ম।
তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী দুয়ারে,
প্রকাশ না পাইয়া দেবী ছটপট করে।
বড় দুঃখ পাএ দেবী ডাকিয়া বলিল,
তুমি যতিসতী হেন নিশ্চএ[৯] জানিল।
দ্বার ছাড়ি দে আমারে[১০] চলি যাই ঘর,
বড় দুঃখ পাই আমি তোমার উদর।
দেবীর মিনতি[১১] শুনি যতিনাথ হাসে,
কোন পথে ছাড়ি দিব[১২] মনেতে বিমসে[১৩]।
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মনে[১৪] কৈল সার,
মার্গপথে ছাড়ি দিব বাহির হইবার।
মার্গপথে যতিনাথে তারে এড়ি দিল,
মার্গের ঠেলাএ দেবী রজেতে পড়িল[১৫]।
মার্গের[১৬] ঠেলাএ ব্যথা কাকালে পাইল,

৭ (ক), অ, (ভ) মাছি
৮ অ নাথ
৯ পা এখনে
১০ (ক. বি.) পন্থ এড়ি দেয় মোরে
১১ (ক. বি.) কাকুতি, (ভ) বচন
১২ (ক) এড়ি দিব
১৩ (ক. বি.) বিমরিসে
১৪ (ক. বি.) যুক্তি
১৫ (ভ) বাউর ঠেলায়ে দেবী বাহিরে পড়িল
(ক. বি.) গিয়া রাস্তাতে[১] পড়িল, ১ রাঢ়াত (?)
১৬ (ক. বি.) ধমক, অ চোটের, (ভ) দোমের

কাকালে পাইয়া ব্যথা তথাতে রহিল।
তথাতে রহিয়া দেবী কি কর্ম্ম করিল,
রাক্ষসীর রূপে কন্যা গ্রহণ করিল[১৭]।
সেই দেশে থাকিয়া দেবী সকল মোহিল,[১৮]
দিনপ্রতি ভক্ষ্য এক মনুষ্য পাইল।
এথাতে না পাই শিব দেবী দরশন,
গোর্খেরে ধরিয়া শিব করে কদর্থন।
কোথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা,
শিবের বচনে গোর্খ হাসিতে লাগিলা।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় [তুমি] কি বলিব তোরে,
কোথাতে হারাইয়া নারী ধর আসি মোরে।
তবে যতিনাথ রাঢ়া দেশে চলি গেলা,
সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী বহুল গর্জ্জিলা।[১৯]
কোন কার্য্য কর তুমি[২০] রাক্ষস আচার,
দেবতা[২১] হইয়া কর মনুষ্য আহার।
তবে সতী যতিনাথে নিভৃতে কহিল,[২২]
বৎসরেত একবার পূজিতে বলিল[২৩]।

১৭ (ক)-এর পাঠ

১৮ (ক)-এর পাঠ

১৯ (ক. বি.)-র পাঠ,
আদর্শ পুঁথি,
তবে যতিনাথ গোর্খ তথাতে চলিল,[১]
দেবীরে দেখিয়া তবে বড়ত গর্জ্জিল।
১(ত) তখনে যে গোর্খনাথে রাড়াত চলিল

২০ (ক. বি.) কী কর্ম্ম করএ দেবী

২১ পা রাক্ষস

২২ (ক. বি.)-র পাঠ

২৩ (ক)-এর পাঠ

সেই সে গোর্খে তবে নিবন্ধ করিল,
কালি বলি এক মূর্ত্তি রাঢ়াত রাখিল।[২৪]
গৌরী[২৫] লইয়া গেল নাথ শিবের সমাঝ,
হেথা দৈবে বিপরীত হইছে এক কাজ।
গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা[২৬] বিরহিণী নাম,
স্বামী হেতু শিব পূজে মাগে মনস্কাম।
অমর পাইতে স্বামী মনে অভিলাষ,
ঊর্দ্ধাসনে[২৭] আছে[২৮] কন্যা শঙ্করের পাশ।
কন্যার তপস্যা দেখি চিন্তিলেক হর,
দেবীর সহিতে গোর্খ দ্বন্দ্ব[২৯] হইছে বড়।
কোনমতে বিরোধ না হএ সমাধান,
গোর্খের পাশেতে এই কন্যা দিল দান।
সেবক বৎসল হর কৃপাএ বলিল,
গোর্খনাথ স্বামী বর তোমাতে যে দিল।
অমর নাহিক কেহ সংসার ভিতর,
যতি সতী গোর্খনাথ তোরে দিল বর।[৩০]
শুনিয়া যে গোর্খনাথ ভাবিল সঙ্কট,
ভাল বর দিল হর করিয়া কপট।[৩১]
গোর্খে বলে গুরুবাক্য পালিবারে চাই,
শিবের বচনে কন্যা বরিল জামাই।

২৪ (ভ)-এর পাঠ
২৫ অ দেবী
২৬ (ক) গর্ব্বগুর রাজসুতা, অ গার্ভসের রাজসুতা,
পা গর্ভস্ত
২৭ (ক) ঊর্দ্ধপদে
২৮ পা মাগে
২৯ পা ধন্ধ
৩০ (ভ) স্বামী হইতে তোমারে তাহারে দিল বর
৩১ পা, (ভ) প্রকট

স্বামী পাইয়া বিরহিণী চলি গেল ঘর,
নাথেরে লইয়া গেল পুরার ভিতর।[৩২]
তবে যদি[৩৩] নাথে [মনে] জ্ঞানে হইল ভর,
ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর।
দুগ্ধ[৩৪] খাইতে চাএ শিশু কান্দে উঁহা উঁহা,
তা দেখিয়া রাজকন্যা হইল আচাভুয়া।
ভাল স্বামী বর পাইলাম দুগ্ধ খাইতে চাএ,
শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর মায়ে।
হাসিব সকল লোকে করিলাম অকাজ,[৩৫]
বর না পাইল আমি পাইল মহালাজ[৩৬]।
মনেতে পাইয়া দুঃখ অনেক[৩৭] কান্দিল,
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা বিমসিয়া[৩৮] চাইল।
গোর্খ হেন স্বামী পাইলাম মায়ার চরিত,
মায়া করি ভাড়িয়া যাইতে লয়ে[৩৯] চিত।
এ বলিয়া রাজকন্যা স্তব[৪০] আরম্ভিল,
কপট করিয়া কিছু[৪১] কহিতে লাগিল।

৩২ (ভ)-এর পাঠ
৩৩ (ক), অ যতি
৩৪ অ, (ভ) স্তন
৩৫ (ক) কি করিলুম কাজ
৩৬ (ভ) এর পাঠ,
পা বর পাইয়া মোহি সম্পূর্ণ পাইলাম লাজ
(ক) বর না পাইলুম মুই পাইলুম বর লাজ
৩৭ অ, (ভ) বহুল
৩৮ (ক. বি.) বিমরসি
৩৯ (ক. বি.) মায়ারূপে ভাণ্ডিতে থাকে তার আছে
৪০ (ক) সেবা, (ভ) স্তুতি
৪১ (ক. বি.) ছাড়ি নারী, (ভ) করজোড় করি নারী

মহাদেবের বরে স্বামী পাইলাম তোমারে,
কপট করিয়া কেনে ভাড়িতে চায় মোরে ।
কপট করিয়া যদি ছাড়য় আমারে,[৪২]
নারী বধ দিব আমি তোমার উপরে ।
কুমারীর বাক্য[৪৩] শুনি হাসিতে লাগিল,
কন্যা সম্বোধিয়া তবে অনেক কহিল ।
তোমারে ভাণ্ডিল হরে কপট করিয়া,
কহিব সকল কথা না করিব মায়া ।[৪৪]
স্ত্রীপুরুষ নহি আহ্মি[৪৫] নাই বীর্য্য বল,
শুখনা কাষ্ঠের মত শরীর সকল ।
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল,
শরীরেতে রস নাই কাষ্ঠ সমতুল ।
তবে আমি সিধার সঙ্গতি[৪৬] কিছু ধরি ।
আমার বচন এক শুন গ সুন্দরী ।
অমর পাইবা পুত্র জানিঅ নিশ্চএ,
মোহর কাছটি জান সর্ব্ব[৪৭] সিদ্ধি হএ ।
এই কর্পটি ধুইআ[৪৮] জল কর পান,
সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিদ্যমান ।
গোর্খের বচন কন্যা শিরেতে বন্দিআ,
কর্পটি পাখালি[৪৯] জল খাইলেন্ত গিয়া ।

৪২ (ভ) কপট ছাড়িয়া যদি না তোষ আমারে
৪৩ (ক. বি.) নারীর বচন
৪৪ (ভ)-এর পাঠ
৪৫ (ক)-এর পাঠ
৪৬ অ শকতি
৪৭ (ক)-এর পাঠ, (ভ) আমার কর্পটি জলে সর্ব্ব
৪৮ (ক. বি.) পাখাল
৪৯ পা ধুইআ

গোর্খের কর্পটি ধুইআ যদি খাইল পানি,
সেইজলে[৫০] গর্ভ হইল কন্যা বিরহিণী।
দশ দণ্ড গতে ছাআল প্রসবিল,
সর্ব্বাঙ্গে সিধার বেশ সাক্ষাতে দেখিল।
দেখিয়া যে গোর্খনাথ মন্ত্র আউড়িল,[৫১]
শ্রী কর্পটিনাথ[৫২] করি তাহার নাম থুইল।
কন্যা ঘরে এড়ি[৫৩] তবে গোর্খ চলি গেল,
বিজয়া নগর ছাড়ি বকুলেত আইল।
বকুলের তলে নাথ আসন করিল,
হেনকালে কানফা যাএ যতিএ দেখিল[৫৪]।
ঝড় সম যাএ যোগী পবনের[৫৫] গতি,
তরুতলে বসি আছে গোর্খ মহাযতি।
ছায়াতে[৫৬] শরীর খান দেখে ততক্ষণ,
মাথা তুলি চাহিলেন্ত গোর্খ মহাজন।
এ মত আছএ সিধা বসুধা ভিতর,
মোরে না মানিয়া যায়[৫৭] কিসের অন্তর।
মনেতে ভাবিয়া গোর্খ বড় ক্রুদ্ধ হইল,[৫৮]
বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাই[৫৯] পাঠাইল।

৫০ (ক) থনে
৫১ (ক. বি.) আহুতিল, (ভ) ধ্যান আরম্ভিল
৫২ পা শ্রীখুআজ, (ক.বি.) শ্রীরিখোআজ
৫৩ (ক) সম্বোধিয়া, (ভ) সম্ভাবিয়া
৫৪ (ক.বি.) আলক আসনে, (ভ) শৈঙ্গেত গমনে, (ক) আলগ বিমানে
৫৫ পা জলধের
৫৬ (ভ) ছায়ার
৫৭ (ক.বি.) আস্কারে না করে মার্গ
৫৮ (ক.বি.) ক্রোধ গোর্খ কীটাইল
৫৯ (ক. বি.) পানাখে, (ক) পানাক

পানাএ তাহারে গিয়া ধরিলেক[৬০] বলে,
নামাইল আসন তার [৬১] ধরিয়া আঞ্চলে।
কানাইরে[৬২] দেখি গোর্খ বলিলেক রোষে,
মোর পরে আসনে যাও কেমন[৬৩] সাহসে।
গোর্খের বচনে কানাই[৬৪] ভয়যুক্ত হইয়া,[৬৫]
আমার বচন নাথ শুন মন দিয়া।
ত্রিভুবনে জানে তুমি যতি গোরখাই,
একেশ্বর থাক তুমি গুরু কুন ঠাই।
বড়াই না ছাড় গোর্খ জীয় কোন ফলে,
তোর গুরু পড়ি আছে কামিনীর[৬৬] ভোলে।
মোর গুরু চাইতে বেড়াই[৬৭] ত্রিভুবন,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর তথাতে[৬৮] গমন।
দেখিলাম মীননাথর বল শক্তি নাই,
বগুলাটি ঝুরে যেন আহার ধেয়াই।[৬৯]
অজ্ঞান হইছে মীন জ্ঞান নাই তার,
শরীরেত বল নাই অস্থিচর্ম্ম সার।
দশন গলিত তান পাকিছে মাথার কেশ,[৭০]
কামিনীর কোলেতে আছে মরণ প্রবেশ[৭১]।

৬০ পা ধরিলেন্ত
৬১ পা হতে
৬২ পা কানফারে
৬৩ পা মোর উপরে আসন করহ
৬৪ পা কানফা
৬৫ (ক.বি.) ডরে ডরাইয়া
৬৬ (ক), (ত) কদলির
৬৭ (ক. বি.) বেড়াম
৬৮ পা এথাতে
৬৯ (ক.বি.) বউলা ঘুরএ যেন আহার হারাই
৭০ (ক), (ক. বি.) তার আয়ু মাত্র শেষ
৭১ (ক) কোলে মীন তেজে নিজ ভেস

তাহার পশ্চাতে গেলাম যমের আলয়ে,[৭২]
তথাতে দেখিয়া আইলাম মীনের নির্ণয়ে ।[৭৩]
তিন দিন বাকী আছে আয়ু হইল শেষ,
নিবারে[৭৪] যমের দূতে হইছে আদেশ ।
যদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর,
ঝাটে গিয়া তোর গুরু[র] প্রাণ[৭৫] রক্ষা কর ।
তত্ত্বকথা কহি আমি শোন গোরখাই,
হেন বুদ্ধি চিন্ত রক্ষা পাউক মীনাই ।
কানাইর[৭৬] বচনে গোর্খ বলিলেক রোষে,
আপনে না জান তুমি মোরে বল কিসে ।
তোর গুরু বন্দী হইল মেহারকুল দেশে,
নিশ্চয়এ জানিএ আমি[৭৭] তাহার উদ্দেশে ।
মেহারকুলেতে আছে ডাকিনী ডেঙ্গানী,[৭৮]
মৈনামতী নাম তার রাজার ঘরিণী ।
ঈশ্বর যে হতে সেই তবে জ্ঞান পাইল,
পৃথিবীতে জ্ঞানী হেন নাম যে ধরিল ।[৭৯]
বিধবা যে সেই নারী পুত্র রাজেশ্বর,
দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর ।

৭২ (ক) ভুবন

৭৩ (ক) তাহার লিখন

৭৪ পা নিতে

৭৫ পা পিণ্ড

৭৬ পা কানফার

৭৭ (ক. বি.) জান মর্ম্ম

৭৮ (ক. বি.) এক জাতি ডাকিনী, (ক), অ জ্ঞানী এক জানি যে যোগিনী, (ভ) বড়হি ডাকিনী

৭৯ (ক) ঈশ্বরের হতে সেই পাইল মহাজ্ঞান, জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান ।

তান পুত্রে বার্ত্তা পাইয়া বান্ধিয়া রাখিল,
মৃত্তিকার ঘর করি তাহাকে রাখিল।
হস্তী সব বন্দী [৮০] থাকে তাহার উপর,
নিরন্তর বঞ্চে সিধা তাহার অন্তর।[৮১]
দুইজনে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ,
দুইজনে হৈল তবে উনমত্ত[৮২] বেশ।
যার যেই গুরু রএ চলিল সেই দেশ,[৮৩]
কানফা [৮৪] চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ।[৮৫]
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাএ যতি গোরখাই,
যমপুরে গিয়া আগে গুরুর লেখা চাঞি।
সিদ্ধের ঝুলি সিদ্ধ খাতা [৮৬] তুলি দিল গাএ,
হাতে লাঠি লৈল নাথ পানাই দিল পাএ।
এহিমতে গেল গোর্খ যমের আলএ,[৮৭]
সভাকরি যমরাজা বসিয়া আছএ।[৮৮]

৮০ পা বান্ধি
৮১ (ক) মাটির ভিতর
৮২ (ভ) তেনমত
৮৩ অ একখান গুআ দুইখান করি খাএ, যার যেই গুরুর উদ্দেশে চলি যাএ।
(ভ) কোলাকুলি করি তারা একত্রে বসিল, যার যেই গুরুর যে উদ্দেশে চলিল।
৮৪ (ক.বি.) কালুফা
৮৫ অতঃপর (ক)-এর পাঠ,
গোর্খ নাথ চলি গেলা গুরুর[১] উদ্দেশ ১অ কদলি
(ভ)-এর পাঠ,
কানফা চলিয়া গেল মেহারকুলেত,
ততক্ষণে গোর্খনাথ চলে কদলিত।
৮৬ অ কাথা
৮৭ পা ভুবন
৮৮ পা বসিছে দেআন

গোর্খেরে দেখিয়া যমে সম্ভাষা করএ,
আইস আইস বলি তবে বলে মহাশএ।
সম্ভাষা করিল তানে সানন্দিত মনে,
হাতে ধরি বৈসাইল আপনা[৮৯] আসনে।
যমরাজে বলে শোন গোর্খ মহাযতি,
কি কারণে এথাতে গমন মহামতি[৯০]।
গোর্খনাথে বলে শুন যম[৯১] অধিকারী,
যোগীকে আনিতে চায় তোমার যে পুরী।[৯২]
অনাদি নিধন জ্ঞান মীন মহাশয়,
গুরুশাপে কদলীতে পাইল পরাজয়।
ভুলিয়া রহিছে মীন কদলীর পুরী,
তাহারে তলপ কেনে ধর্ম্ম অধিকারী।
যোগী যদি আনিতে চাহ আপনা ভুবন,
চল যাই তোক্ষি আক্ষি ব্রহ্মার সদন।
বিষয় কারণে তুমি না চিন আপনা,
ভালমতে ভাবি চায়[৯৩] আক্ষি কুন জনা।
আমার যতেক বল জানিবা যখন,
যমপুরী সমে[৯৪] তোরে করিমু গ্রহণ[৯৫]।
কে দিল বিষয় তোরে কহ মোর ঠাই,
কহহ করি গোর্খে উঠিএ কাঁটাই[৯৬]।

৮৯ পা হাতেতে ধরিয়া নাথ বৈসাল
৯০ (ক. বি.) আগমন কহ গোর্খ মহাযতি
৯১ (ক) ধর্ম্ম, (ক. বি.) মৃত্যুর
৯২ (ক), (ক. বি.) আজ্ঞার বচন শুন অবধান করি; অতঃপর ছয় ছত্র (ক) ও (ক. বি.)-র পাঠ; আদর্শ পুঁথিতে নেই
৯৩ (ক. বি.) বিমর্সিয়া চাহ তোক্ষি
৯৪ (ক. বি.) পৃথিবী সহিতে
৯৫ (ক. বি.) ভক্ষণ
৯৬ পা কহ কহ যমরাজা কহ শুনি চাই

সাক্ষী হঅ চন্দ্র সূর্য্য সর্ব্ব দেবগণ,[৯৭]
ক্রোধ করি কামবাণ সান্ধে ততক্ষণ।
হুঙ্কার করিয়া গোর্খ কামে কৈল মন,
টলমল কাপে যত যমের ভুবন।
গোর্খের দেখিয়া ক্রোধ যম কাপে ডরে,
যতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে[৯৮]।
একে একে যত বহি[৯৯] চাএ বিচারিয়া,
আপনা গুরুর লিখা নেয়ন্ত উধারিয়া[০]।
শুনিয়া যথেক[১] কথা হরষিত মন,
পুছিআ গুরুর নাম ফালাইল তখন[২]।
লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ,
আর না করিঅ যম[৩] এহেন[৪] সাহস।
লিখন মুছিয়া নাথ আইল চলিয়া,
পুনি বকুলের তলে আসি হইল থিআ[৫]।
যতি নাথে বলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,[৬]
ভাগ্যফলে রক্ষা পাইল ঈশ্বর মীনাই।
ভাইগ্যে যে কানফাএ মোরে দিল খুটা,[৭]

৯৭ পা সাক্ষী হইয় [সাক্ষা] হইয় যত দেবগণ
৯৮ পা দিল গোর্খেরে
৯৯ পা পাঞ্জি, (ক) কাগজ
০ পা চাএ মন দিয়া
১ পা যমের
২ অ মুছিল কাগজ চাহি[১] গুরুর লিখন, ১ (ক. বি), অ লেখা
৩ পা তুমি
৪ পা এমন
৫ পা বকুলের তলে আসি রহিল বসিয়া, (ক)হইলেক থিয়া
৬ (ক. বি.) লঙ্গ অলঙ্গ মহাভাই
৭ (ক. বি.) ভাগ্যে সে কালুফা যোগী মোরে দিল খোটা

লিখন মুছিয়া যমের বুদ্ধি কৈলুম ঘাটা[৮]।
গুরু নামে কাটা[৯] দিয়া আইলাম যমপুরী,
এড়াইলুম সিধার খুটা রাখিলাম সম্বরি[১০]।
মায়াতে করিল বন্ধ[১১] যোলশ কদলী,
যতেক আছিল রস[১২] সব নিল হরি।
সাত পাচ ভাবি গোর্খ মনের ভিতর,
কেমনে চেয়ামু মুই[১৩] গুরু মোচন্দর।
নিজরূপ ধরি যদি কদলীতে যাই,
ভোলেতে পাড়ছে গুরু দৈবে দেখা পাই।
গোর্খনাথে বলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,
[১৪]ব্রহ্মরূপে আনিবাম গুরুরে ছাড়াই[১৫]।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই তান আজ্ঞাকারী,
যারে যেই আজ্ঞা করে পালে শীঘ্র করি।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে আজ্ঞা পাইল,
আজ্ঞা অনুক্রমে দুই মনে সার কৈল।
নাথে বলে ঝাটে চল বিশ্বকর্ম্মার ঠাই,
আমার সম্বাদ তানে কহিহ বুঝাই।
তান ঠাই আহ্মার কহিবা কার্য্যকথা,
সোনার তাড়ে গঠিয়া যে দেএ যোগ্য পৈতা।

৮ পা লিখন মুছি বান্ধিলাম যমেরাজ ঘাটা

৯ অ নাম কাটি

১০ পা সমরি

১১ (ভ) কায়া শুষি খাইলেক, অ কায়া সুঠা কৈল গুরুর

১২ (ক) বল

১৩ পা চেলাইব, অ চেতাইমু

১৪ (ক) দ্বিজ

১৫ অ চেতাই, (ক), (ক. বি.) ব্রাহ্মণের রূপে আহ্মি গুরুকে চেয়াই; অতঃপর ছয় ছত্র আদর্শ পুঁথিতে নেই

সুবর্ণে গড়িয়া[১৬] মোরে দেউক এক লাঠি[১৭]।
সুবর্ণের পীঠী[১৮] দেউক কাছটি সঙ্গতি।
নাথের আজ্ঞাএ লঙ্গ করিল গমন,
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে কএ সব বিবরণ।
কদলীর ভোলে মীননাথ পড়ি আছে,
তাহারে চেয়াইতে[১৯] নাথ গোর্খ যে চলিছে।
যোগীরূপে যাতে নারে কদলীর দেশ,
ব্রহ্মরূপে নাথে তবে করিতে প্রবেশ।
ব্রাহ্মণের সজ্জন[২০] দিতে আদেশ করিছে,
পথ নিরীক্ষিয়া যেন গোর্খ রৈয়াছে।
বিশ্বকর্ম্মাএ শুনিল নাথের সম্বাদ,
সুবর্ণের সজ্জন দিল অধিক[২১] মৈজ্জাদ।
বাটা ভরি সৈজ্জ লৈয়া আইল মহালঙ্গ,
দেখিয়া সুবর্ণ সৈজ্জ হইল বড় রঙ্গ[২২]।
গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা,
মাথেতে আলগা ছাতি লঙ্গে লইল লোটা।

১৬ (ক) ত্রিকড়ি

১৭ (ক. বি.) -র লাঠি দিতে সুবর্ণের হাতী

১৮ অ পিড়ি

১৯ অ উদ্দেশে

২০ পা বেশ, (ক) সাজ

২১ (ক), (ক. বি.) করিয়া

২২ (ক. বি.) উপজিল রঙ্গ; অতঃপর চারি ছত্র (ভ) এর শুদ্ধিকৃত পাঠ; আদর্শ পুঁথিতে নেই। এই অংশের (ক), (ক. বি) পাঠ,

গলাত নগুণ সোতা কপালে দিল ফোঁটা,
মাথায় আলগ ছাতি কণ্ঠে যোগ-পাটা।
হাতে তুলি লইল নাথ সুবর্ণের ডাঙ্গ,
আগে পাছে দুই দূত লঙ্গ মহালঙ্গ।

আগে পাছে দুই শিষ্য লঙ্গ মহালঙ্গ,
হাতে তুলি লইল নাথের সুবর্ণের ভাণ্ড।
ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ গোর্খনাথ যাএ,
একদৃষ্টে কদলীতে সবার রঙ্গ[২৩] চাএ।
নমস্কার করিলে কএ হইঅ দীর্ঘ আই,
এ বার বৎসর হউক সবার পরমাই।
যতিনাথে বলে লঙ্গ উলটিয়া যাই,
ব্রাহ্মণের রূপে গুরুর দেখা নাহি পাই[২৪]।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া লোকে করে নমস্কার,
আশীর্ব্বাদ না করিলে বলিবেক ছার।
সিধার বচন ব্যর্থ নাহি কদাচন,
আশীর্ব্বাদ করিলে নাই সভার মরণ।
এ বলিয়া যতিনাথ আইল উলটিয়া,
(পুনরপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি[২৫] দিয়া[২৬]।)
নাথ বলে শুন লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,
যোগীরূপে আনিমু গুরুকে চেয়াই[২৭]।
এ বলিয়া যতিনাথ আসন তুলিল,
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই সংহতি লইল।
আসন তুলিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর,
সাচান উড়এ যেন গগন উপর।

২৩ (ক. বি.) সুতা সবে
২৪ পা| না আনিয় গুরুরে চেলাই, (ক. বি.) আহ্মি আনিমু চেয়াই
২৫ (ভ) কুণ্ডল
২৬ (ক.), (ক. বি.) পুনি বকুলের তলে হইলেক থিহা
২৭ (ক) গুরুরে আনিব আহ্মি যোগিরূপে যাই
পা| এইরূপে না আনিয় গুরুরে চেতাই

চলিতে চলিতে নাথ কদলীতে[২৮] যাএ,
গগনে থাকিয়া নাথ কুতূহলে[২৯] চাএ।
অঘোর[৩০] নগর চাএ যায় ধীরে ধীরে,
চন্দ্র সূর্য্য যেন মতে পৃথিবীতে ফিরে[৩১]।
বায়ুরূপে[৩২] যাএ নাথ জলদের[৩৩] ছলে,
রাজ্যেতে[৩৪] পতাকা উড়ে প্রতি ঘরে চালে[৩৫]।
আড়ে আড়ে চাএ নাথ শূন্যে ভর করি,[৩৬]
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলীর পুরী[৩৭]।
একে একে গোর্খনাথে সর্ব্ব পুরী[৩৮] চাএ,
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব্ব[৩৯] স্থানে[৪০] পাএ।
গোর্খে বলে এহি রাজ্য অতি বড় ভোলা,[৪১]
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।
কদলীর প্রজাএ[৪২] পৈরে[৪৩] পাটের পাছড়া
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কোমড়া[৪৪]।

২৮ (ক) গগনেত, (ক. বি.) কথদূর, (ভ) চাহিতে চাহিতে
২৯ (ভ) যত দেবগণে
৩০ (ক. বি.), অ আগর
৩১ (ক. বি.), (ক) বেহারে
৩২ (ক) পথে, অ সম
৩৩ (ক. বি.) পবনের, (ভ) বিদ্যুতের
৩৪ (ক) রত্ন মনি
৩৫ (ক. বি.) রাজ্য বেড়ি পতকা দেখে প্রতি চালে চালে
৩৬ পা করি ভর
৩৭ পা -লি প্রচুর
৩৮ (ক), (ভ) রাজ্য
৩৯ পা স্থানে
৪০ (ক) রাজ্যে
৪১ (ক) ভালা
৪২ পা সেই দেশের লোকে
৪৩ অ পিন্ধে
৪৪ অ সুবর্ণের ঝারা

কার পুষ্কর্ণীর জল[৪৫] কেহ নাই খায়ে,
মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়ে।
একেক রাউআলের ঘরে সাত পাচ[৪৬] মাই,
ষোল শত কদলী মাঝে একেশ্বর মীনাই।
স্থান স্থানে দেখে সব অঘোর[৪৭] নগর,
সকল নগর দেখে উছ উছ[৪৮] ঘর।
সুবর্ণের ঘর দ্বার রত্ন বিভূষিত[৪৯],
দেশের নিবাসী যত সুবর্ণে ভূষিত[৫০]।
রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে বড়[৫১] রঙ্গ,
প্রতি ঘরে শয্যা দেখি নেতের পালঙ্গ[৫২]।
ধন্য ধন্য রাজ্য তবে তাহারে বাখানি[৫৩],
সোনার কলসে সব লোকে খাএ পানি।
রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে আচাভূয়া,[৫৪]
গুরুর সরোবরে তবে মিলিল আসিয়া[৫৫]।
উত্তম পুষ্কর্ণী দেখে সুনির্ম্মল জল,
হংস চক্রবাক তাতে পঙ্কজ উৎপল[৫৬]।

৪৫ (ক) পোখরির পানি
৪৬ (ক) দুইচারি
৪৭ পা আগের, (ক) অমরা, অ পাষাণের ঘর, (ক. বি.) অগর
৪৮ (ক) উচ্চ উচ্চ, (ভ) বড় বড়
৪৯ (ক. বি.) রতনে রচিত, অ জড়িত, (ক) পতাকা রচিত
৫০ (ক) সকল দেশের লোক রতনে ভূষিত
৫১ (ক. বি.) ভাল
৫২ (ক. বি.) পাটঙ্গ, (ভ) মীননাথ রহিয়াছে যুবতীর সংহ
৫৩ (ক. বি.) গুরু টেনা বাসাখানি, (ভ) ধন্য রাজ্য গুরুদেব করিল বাসাখানি
৫৪ (ক. বি.) সর্ব্ব রাজ্য দেখে নাথ দর, (ভ) এক সমসর
৫৫ (ক. বি.) গুরু দিছে সরোবর মিলিলেক গিয়া
৫৬ পা চরে ফুটে পদ্মফুল; অতঃপর চারি ছত্র (ক) ও (ক. বি.)-র পাঠ; আদর্শ পুঁথিতে নেই

চারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর,
আম কাঠোয়াল আর গুয়া নারিকল।
তাল খাজুর আর নানাবর্ণ ফুল,
তাহার দক্ষিণ[৫৭] পাড়ে উত্তম বকুল।
বকুলের তলে দেখে[৫৮] নির্ম্মল আছে স্থল,
আসন নামাইয়া বৈসে বকুলের তল[৫৯]।
আসনে বসিয়া নাথ ভাবে মনে মন,
কেমতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ।
কার ঠাই পুছিবাম কে কহিব সার,
কেমতে জানিব আমি দেশের ব্যবহার[৬০]।
সাত পাচ ভাবিয়া পণ্ডিত গোরখাই,
কাকেত কলসী এক[৬১] কদলীর মাই।
তরুতলে বসিআছে গোর্খ মহামুনি,
সাক্ষাতে[৬২] মিলিল আসি নগর-যোগিনী।
জল ভরিতে আইল সরোবর তীরে,
গাভুর যোগীরে দেখি ঢালে আর ভরে।
দেখিয়া নাথের রূপ পড়ি[৬৩] গেল ভুলে,
হানিল মদনবাণে ভেদিল শরীরে[৬৪]।

৫৭ পা, (ভ) উত্তর
৫৮ (ক. বি.) ছায়ায় দেখি
৫৯ (ভ) নাথে হরি হরি বোলে
৬০ (ক. বি.) রাজ্যের সমাচার
৬১ পা লৈআ আইল
৬২ (ভ) আচম্বিত
৬৩ (ক. বি.) নারী
৬৪ অ ভেদিলেক শরে, (ভ) মদনরূপ শরীরের দলে ; অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ : আরও,
মনমত্ত হইয়া নারী আন নাহি লএ,
চলিল সুন্দর কন্যা তেজি লাজ ভয়।

চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আইল,
আপনার গুণ-কথা কহিতে লাগিল।
নয়নের ঠার দিয়া[৬৫] কথা কহে ছলে,
বক্ষেত নাহিক বস্ত্র[৬৬] রত্নহার তুলে।
কোথা হতে আইলা যোগী কোথাএ তোমার[৬৭] ঘর,
কি হেতু আসিয়াছ[৬৮] কদলীর নগর।
যে ধরিয়া দেশে রাজা[৬৯] ঈশ্বর মীনাই,
সে ধরিয়া পরদেশী যোগীর দেখা[৭০] নাই।
যে ধরি দেশেতে[৭১] রাজা মীন অধিকারী,
সেই ধরি না দেখিএ যোগী[৭২] দেশান্তরী।
পরদেশী[৭৩] যোগী পাইলে মীনে[৭৪] নি জাএ ধরি,
দক্ষিণ মশানে[৭৫] নিয়া তারে ফালাএ মারি।
লাখে লাখে যোগী সব ফেলাইল মারি,
মরা যোগীর গন্ধে পথে চলিতে না পারি।
যতেক মরয়ে যোগী আসিয়া কদলী,
ঘৃণাএ না খাএ মাংস শকুনি শৃগালী।
কত যোগী কদলীতে দিয়া আছে শালে,
সে সব খাইয়া মত্ত দেশের শৃগালে।[৭৬]

৬৫ অ করাঙ্গুলি নাচাইয়া, (ক) হাতের জে সান দিয়া, (ভ) কটিদেশে হাত দিয়া
৬৬ (ক) পয়োধরে বস্ত্র নাহি, (ক. বি,) পওদেশে
৬৭ (ক. বি.) কথা থুন আসিছ যুগী কোন দেশে
৬৮ (ক. বি.) আসিছ তুহ্মি
৬৯ (ক) জখনে হইছে রাজা
৭০ (ক) তদবধি এহি দেশে বিদেশী যোগী
৭১ (ক) জখনে হইল
৭২ পা সে ধরি না আইসএ যোগী
৭৩ (ক. বি.), (ভ) প্রদেশী
৭৪ (ভ) চরে
৭৫ (ক), (ক. বি.), (ভ) পাটনে
৭৬ (ক. বি.)-র পাঠ ; আদর্শ পুঁথিতে নেই

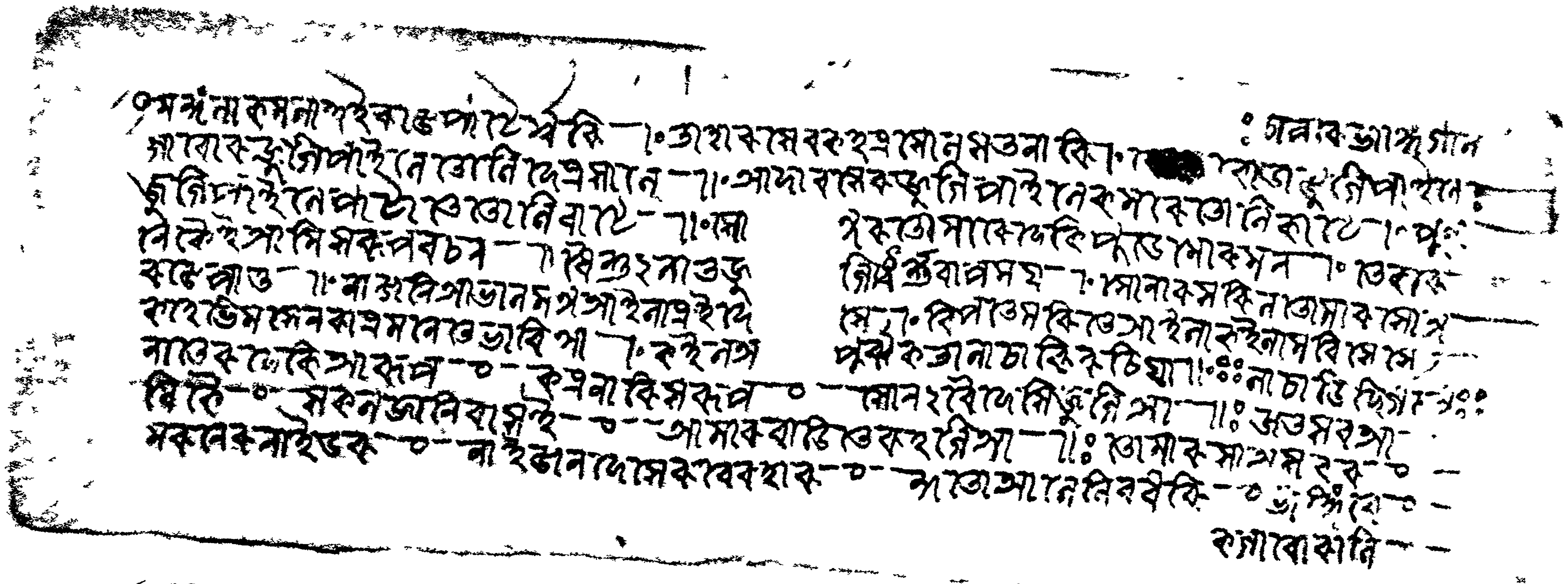

আদর্শ পুঁথিতে ভীমসেন রায়ের ভণিত

মঙ্গলা কমলা তুই রাজ-পাটেশ্বরী,
তাহার সেবক হএ ষোল শত নারী।
বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল।
আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি[৭৭] কাটে,
পোলা বস্যা[৭৮] পাইলে পাটাতে তুলি বাটে।
সুন্দর তোমারে দেখি পুড়ে[৭৯] মোর মন,
তে কারণে কই আমি স্বরূপ[৮০] বচন।
ধন্য ধন্য অএ যোগী ধন্য বাপ মায়,
ননীর শরীর তোহ্মার সুবর্ণ-বর্ণ[৮১] গাও[৮২]।
না জানঅ এহি দেশে কেমত ব্যবহার,
বিদেশে আসিছ তুহ্মি না জান আচার।
[৮৩]না জানিয়া ভালমন্দ আইলা এই দেশে,
বিপথে মরিতে আইলা কহিলাম বিশেষে।
{ [৮৪]কহে ভীমসেন রাএ মনেতে ভাবিয়া,
কহিল অপূর্ব্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া॥

৭৭ (ক) মৈধ্য দেশে
৭৮ পা পুল যোগী
৭৯ (ক) দহে
৮০ (ক) সে সব
৮১ (ক) লুহিত বরণ
৮২ পা সোনার শরীর তোমার সুন্দর যে পাও; অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ
৮৩ এই দুই ছত্রের বিভিন্ন পাঠ,
অ এথা আইলা এই দেশের ন বুজিয়া মুল,
বিপত্থেত নিব তোরে আনিয়াছে ভুল।
(ক. বি.) বিপত্থে তোহ্মারে এথাএ,
(ভ) তত্ত্ব না জানিয়া যোগী এথাতে আইলা,
এদেশে আসিয়া তুমি বিপাকে পড়িলা।
৮৪ এই ভনিতাংশ আদর্শ পুঁথির বিশিষ্ট পাঠ

॥ নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ॥

নাথের দেখিয়া রূপ কহে নারী স্বরূপ
শোন শোন বৈদেশী যোগিয়া,
যত সব আমি কৈ সকল জানিয়া সই[১]
আমার বাড়িতে[২] কহ গিয়া।
তোমার সাহস বড় মরণের নাই ডর[৩]
নাই জান দেশের ব্যবহার,
কোতোয়ালে নিব ধরি ভাঙ্গিবেক গাভুরালি
তুলিয়া দিবেক নিয়া শাল।
যে ধরি মীন অধিকারী না আসে যুগী[৪] দেশান্তরি
এই সব কহিলাম বাণী,[৫]
আর দেশে যায় যোগী দেশে দেশে খাইবা[৬] মাগি
এই দেশের প্রমাদ যে গণি[৭]।
আমি তোমা কহি দড় আমার বচন ধর
চল যোগী আমার যে বাড়ী,
এথাতে থাকিয়া যবে কোন জনে দেখে তবে
ঝুলি কাথা[৮] সব নিব কাড়ি।
আঞ্চলে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডবেতে বাস দিমু
খাবরী ভরিয়া দিমু ভাত,

১ (ক) অথ কিছু কহি আহ্মি মনে ভাবি চাহ তুহ্মি, (ক.বি.) জানই সহি
২ (ক. বি.) বাসাতে
৩ (ক) মনেত করিছ দড়, (ভ) মনেত নাহিক ডর
৪ পা না আইসএ, (ভ) নাহি সএ
৫ পা এই দেশের প্রমাদ শুনিয়া
৬ অ ঘরে ঘরে খাএ
৭ (ভ) প্রাণ লৈয়া জাঅ পলাইয়া, প্া এই দেশেতে না থাকিয় তুমি
৮ পা খাতা

নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী[৯] যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাড়িত[১০]।
আমি কহি সত্য তত্ত্ব লাগ পাইলে মীনের দূত
প্রাণী লৈব জানিয়া বৈদেশী,[১১]
চল তুহ্মি মোর বাড়ি পালিমু যতন করি[১২]
যেন তুমি হইবা গৃহবাসী।
একলে কহিএ তোকে কোন জনে কেবা দেখে[১৩]
উঠ যোগী চল যাই ঝাটে,
আগে আগে[১৪] চল তুহ্মি পাছে পাছে আসি[১৫] আহ্মি
কথা কৈবাম বাটে বাটে[১৬]।
জোয়ানে জোয়ানে কথা হেষ্ট[১৭] কেনে কর মাথা
হাসি কেনে না চায়সি মুখ,
শুনিয়াছি ইতিহাসে বসকালে নাহি দোষে[১৮]
তবে কেনে ভাব মনে দুঃখ।
যোগীর বাড়িত যোগী যাইবা অন্নজল স্থিতি পাইবা
কার কিছু না হইব ভয়ে,[১৯]

৯ পা ব্রাহ্মণের, (ভ) ব্রহ্মাণি আচার মুহি
১০ (ক) বাসাত
১১ পা প্রাণ লৈয়া না যাইবা দেশে
১২ পা চল যাই আমার বাড়ি পুষিবাম যত্ন করি
১৩ (ক. বি.) এখানে কহিতে তোকে কনে কথা থাকি দেখে
১৪ (ক. বি.) হাটি
১৫ (ক. বি.) হাটি
১৬ পা কথা কৈব বাটে আর বাটে
১৭ (ক) হেট
১৮ পা জআনের নাইক লাজ, (ভ) বএসে নাহিক দোষ
১৯ (ক) কিবা আর হইবেক ব্যয়

তুমি আহ্মি জ্ঞানী[২০] জন একই কুলে[২১] উতপন
তাত কিছু দোষ নাই হএ।
গাভুর যোগিয়া তুমি · জোয়ান যোগিনী আমি
যে-কথা কহিমু ব্যবহারে,
সেবিবাম রাত্রিদিন না জানিবা ভিন্নভিন্ন
যেই আশা থাকয়ে তোহ্মারে[২২]।
(আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা[২৩] ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি,[২৪])
দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি[২৫] বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা[২৬] আর ঝুলি।
যখনে[২৭] সমাজে যাইবা মৈস্থ ঘটি[২৮] মান্য পাইবা
কথা কৈবা দুই হাত নাড়ি,
নয়ানে নয়ানে চাএ ঠার দিয়া[২৯] কথা কএ[৩০]
চল যোগী আমার যে বাড়ি॥

২০ (ক. বি.) জ্ঞাতি
২১ অ, (ক. বি.) একগোত্রে
২২ পা শুইয়া থাকিব একাসনে, (ভ) অদীনেতে পালিমু তোমারে
২৩ পা কাটিমু চিকন সুতি তুমিয় বুনিয়
২৪ (ক. বি) হাটে নিবে [বেচিলে] হএ কড়ি
২৫ (ক) সম্পদ
২৬ পা খাতা
২৭ (ভ) তবেত
২৮ (ভ) মধুভাণ্ড আগে
২৯ (ক) হাত লাড়ি
৩০ (ক) কহ

॥ পদবন্ধ[১] ॥

হাসিয়া উত্তর দিল যতি গোরখাই,
ভাল কথা কহিয়াছ কদলীর মাই।
মাগিয়া খাইয়ে[২] আমি বেড়াই নানা[৩] দেশ,
তোমার[৪] দেশেতে আসি[৫] করিলাম[৬] প্রবেশ।
শুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভএ,
মাগিয়া খাইতে আইলাম[৭] জীবন সংশএ।
কোন দেশে নাহি শুনি এমন প্রমাদ,
কদলীতে রাজা হইয়া[৮] প্রাণী করে বধ।
ভাল কথা রাউলানীএ বলিলা[৯] বচন,
মীনেরে দেখিতে মোর শ্রদ্ধা লএ মন।
স্বরূপ বচন কহ রাউয়ালের ঝিয়াই,
কিরূপে দেখিব আমি ঈশ্বর মীনাই।
কিরূপে[১০] যাইতে পারি তাহার যে[১১] পুরী,
কেমতে আসিতে পারি আপনা সমরি[১২]।

১ (ভ) খর্পছন্দ পয়ার, (ক) পয়ার ছন্দ
২ পা খাইতে
৩ পা দেশে
৪ (ক. বি.) এমত
৫ (ক. বি.) আস্মি
৬ (ক. বি.) না করি, (ক) এহি দেশে না পারিব করিতে, (ভ) এমত দেশেত কেহ না করে
৭ অ আইলে
৮ (ক) কেনে, (ভ) রাজ্যেত নিয়া যুগী
৯ (ক) রাউলের ঝি গ কহিছ
১০ পা কনে রূপে
১১ (ভ) মীননাথের
১২ (ভ) সম্বরি

কোন বুদ্ধি পাইব আমি তাহান ভুঅন,[১৩]
কহ গ রাউয়ালের ঝি এসব[১৪] বচন।
নাথের বচন শুনি রাউলের ঝিআই,
শুন কহি যেনরূপে দেখিবা মীনাই[১৫]।
পুরুষের গতি নাই পুরীর মাঝার,
নাটুয়া যাইতে পারে মধ্যের যে দ্বার[১৬]।
কোনরূপে যাইতে পারে মীনের সভাত,
যাইতে নাটুয়া বেশে[১৭] পারএ তথাত।
শোন শোন পরদেশী চল মোর ঘরে,[১৮]
মীনেরে দেখিবা তুহ্মি নাটুয়ার ছলে[১৯]।
নাটুয়ার সঙ্গে[২০] আমি করিব[২১] যুকতি,
মীনেরে দেখিয় তো[২২] নাটয়া সংহতি।
নাথে বলে শোন কহি যোগীর কুমারী,[২৩]
তোমার বাড়িতে আমি যাইতে না পারি।

১৩ (ভ), (ক. বি.) কেমনে পাইমু আমি মীনের দরশন
১৪ (ভ) ঘুগিনী কন্যা স্বরূপ
১৫ পা শোন শোন কহি আমি পরদেশী জুগাই
(ভ) আমি কহি শুন দেখা পাইবা মীনাই
১৬ (ভ) নর্ত্তকী সকল যাইতে আদেশ রাজার
(ক) নাট নাটুয়া তারা পারে জাইবার
১৭ (ক) নাট নাটুয়া জাইতে, (ভ) ছল করি যাইতে
১৮ (ক) আহ্মার বাড়িত তুহ্মি চলহ সত্তরে
(ক. বি.) চল আহ্মি নিব ঘরে
১৯ পা নাটুয়ার বেশে মীন দেখাইব তোমারে ; অতঃপর (ভ)-এর পাঠ,
নাটোয়ার সঙ্গি তোর করি দিব মিতা,
মিনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ছোখা।
২০ (ক) হইতে
২১ (ক) করি দিমু
২২ (ক), অ তুমি
২৩ (ক) ঝিয়ারি

তোমার ঘরেতে মোরে মনুষ্যে[২৪] দেখিলে,
মোরে তুলি খুটা দিব যতেক রাউয়ালে।
চল চল মাও তুমি চলি যায় ঘর,
হইবা নাথের বরে সতীত্ব সুন্দর।
আর এক বর দিলাম দেখ গিয়া ঘরে,
রত্ন সব ভরি আছে তোহ্মার ভাণ্ডারে।
সুবর্ণের যত ঘর ভরি আছে চাউলে,
হাসিয়া বোলান দিব তোমার রাউয়ালে[২৫]।
ধর ধর যোগিনী অলঙ্কার ধর,[২৬]
ইহারে পরিয়া তুমি চলি যায়[২৭] ঘর।
ঝুলিত ঢালিয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার,
অলঙ্কার পাইয়া দেবী হরিষ[২৮] অপার।
চল চল যোগিনী চলিয়া যায় এবে,
নাথের ব[চ]ন শুনি চলিলেন্ত তবে।
যাইতে নাথেরে এড়ি[২৯] নাই চলে মন,
ধীরে ধীরে যায় তবে[৩০] মন্থর[৩১] গমন।
মন-দুঃখে জল ভরি ধীরে ধীরে যায়,
যাইতে নাইক শ্রদ্ধা ফিরি ফিরি চায়।

২৪ (ক) তবে আহ্মারে
২৫ অ, (ভ) তোর যুগী রাউলে
২৬ (ক) জে অষ্ট অলঙ্কার
২৭ (ক. বি.) তাহারে ভূষণ করি তুহ্মি চল
২৮ (ক), (ভ) নারী আনন্দ
২৯ (ক) নাথেরে এড়িয়া জাইতে
৩০ অ জাএ নারী
৩১ (ক) মউর, অ মধুর, পা মন্তের, (ভ) অমুজ

এড়িয়া যাইতে তান পায় নাই চলে,
কতদূর গিয়া কুম্ভ ভাঙ্গিলেক ছলে।
কুম্ভ ভাঙ্গি কান্দে নারী ফুফাইয়া ফুফাইয়া,
আরবার ফিরি আইল স্তন দেখাইয়া[৩২]।
ভাঙ্গিল কলসী মোর যাইমু কেমতে,
কোথাতে পাইমু কড়ি কলসী কিনিতে।
ভাঙ্গিল কলসী মোর তোমার কারণ,
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে মন।
তাহা শুনি নাথ হইল অধিক বিরস,[৩৩]
ঝুলিত[৩৪] নিকালি দিল সোনার কলস।
চল চল যোগিনী আপনা ঘরে চল,
আপনে ভাঙ্গিয়া কুম্ভ[৩৫] মোরে কর ছল।
মোকে লজ্জা নাই তোর পুনি আইলা কেনে,
তুমি যেই চায় সেই নাই মোর সনে।
চল চল বলি[৩৬] নাথে বলে ঘন ঘন,
ধিক লজ্জা নাই তোমার যাইতে না লএ মন।
ফিরি ফিরি কথদূর আইসে আর যাএ,
ফোপাইয়া ফোপাইয়া কান্দে ফিরি ফিরি চাহে।
তা দেখিয়া যতিনাথে উক্করে ফাফর,
ত্রিভুবন সাক্ষী করি বলে যোগিবর।
সাক্ষী হইয় দেব ধর্ম্ম মোর দোষ নাই,
ফিরি ফিরি আইসে কেনে যোগীর ঝিয়াই।

৩২ (ক) নাথ উদ্দেশিয়া, অ জুগীর ঝিয়াই
৩৩ (ভ) তাহাকে শুনিয়া নাথ হইল মহারোষ
৩৪ (ক. বি.) ঝুলি থুন
৩৫ (ক. বি.) ঘড়া
৩৬ (ক) করি, (ক. বি.) ঘৃত্তি

সাক্ষী হইয় চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হইয় তুমি,
দ্বাদশ দণ্ডের বাড়ি মারি লঙ্গ ভাঙ্গিবাম আন্ধি[৩৭]।
নিষ্ঠুর বচন শুনি যোগিনী চলিল,
ততক্ষণে গোর্খনাথে আসন তুলিল।
যোগী না দেখিয়া যোগিনী গেল ঘর,
গোর্খনাথে চলি গেল মীনের অন্তর।
মীনের দ্বারেতে গিয়া হইল উপস্থিত,
রত্নময় পুরীখান দেখিল বিদিত।
[৩৮] ধূত ধূত করি দিল শিঙ্গাতে যে ফোঁও,[৩৯]
চমকিয়া উঠিল মীনের সর্ব্ব গায়।
পুরীর ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি,
আসে পাশে চাএ মীন নিজ মনে গুণি।
সিংহনাদ শুনি মীনে করে ছলা ভোলা,[৪০]
কাড়িআ নিবারে আহুইল[৪১] মঙ্গলা কমলা।
কৈ গেলি কৈ গেলি মোর মঙ্গলা দুয়ারী,
আসিছে কেমন যোগী তারে আন ধরি।
মোর দেশে আসি বেটা এত গাভুরাল,[৪২]
দক্ষিণ[৪৩] পাটনে নিয়া তারে দেয় শাল[৪৪]।

৩৭ পা ডাঙ্গের বারি দিয়া আমি ভাঙ্গিমু কাকালি, (ভ) বৈরাগী মারিয়া পাও ভাঙ্গিবাম আমি

৩৮ (ক) ধীরে ধীরে করিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ,
চমকি চমকি উঠে রাজা মীননাথ।

৩৯ পা শিঙ্গনাদ জএ, (ভ) শিঙ্গাতে দিল সান

৪০ পা কএ ইকি হইল জ্বালা

৪১ (ক. বি.) কাড়িভাড়ি আনিবারে, (ভ) ভাণ্ডিআ নিবারে পারে

৪২ পা -রালি

৪৩ (ক) উত্তর

৪৪ পা বলি

মীনের আজ্ঞাএ দূত শীঘ্র লড়ে যাএ,
হাতে অস্ত্র করি নারী[৪৫] ষোল শত ধাএ।
একে একে নাথে চাএ[৪৬] উআরি মেহারি,[৪৭]
অন্তর্দ্ধান হইয়া[৪৮] নাথে[৪৯] বোহরি বোহরি[৫০]।
একে একে চাএ যত নাথের চারি পাশে,
মুখেতে বসন দিয়া গোর্খনাথে হাসে।
নারী[৫১] ভোলে পড়িয়াছে ঈশ্বর মীনাই,
কেমতে আনিব মুহি[৫২] গুরুকে চেআই[৫৩]।
ভোলেতে পড়িল নাথ[৫৪] আপনা পাসরি,
ভাল ত[৫৫] না পাইল মোরে ষোল শত নারী[৫৬]।
যদি সে পাইতে মোরে ষোল শত নারী,
মেখলি কাথা[৫৭] মোর সব নিত কাড়ি।
বুদ্ধির সাগর নাথ জ্ঞানেত[৫৮] পণ্ডিত,
সাত পাচ ভাবি নাথ স্থির কৈল চিত[৫৯]।

৪৫ পা কদলী
৪৬ (ক) চাহে জথ
৪৭ (ভ) রাজার উয়ারি
৪৮ (ক) অন্তরীক্ষে থাকি
৪৯ (ক) গোর্খে
৫০ (ভ), (ক) বোলে হরি হরি
৫১ (ভ), (ক) মহা
৫২ (ক) আনিব তারে
৫৩ (ক) বড় লাগে ভয়
৫৪ (ক), (ভ) গুরু
৫৫ (ক) ভালে সে, (ভ) ভাগ্যে
৫৬ (ক. বি.) রাড়ী
৫৭ পা ঝুলি খাতা
৫৮ পা বুদ্ধিএ, (ভ) বিচারে
৫৯ পা বুদ্ধি কৈল স্থিত

কোন বুদ্ধি[৬০] না পারিব[৬১] তাহানে দেখিতে,
যাইমু নাটুয়া বেশে গুরুকে চেতাইতে[৬২]।
এ বলিয়া যতিনাথ গেল উলটিয়া,
বকুলের তলে আসি পুনি রৈল থিয়া[৬৩]।
নাথে বলে শুন লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,
আর এক কথা আমি বলি তোমার[৬৪] ঠাই।
বিশ্বকর্ম্মার ঠাই গিয়া কৈয় মোর কাজ,
ঝাটি করি দিতে কৈয় নৃত্যকীর[৬৫] সাজ।
সুবর্ণ কাছটি দিতে সোনার মন্দিরা,[৬৬]
মৃদঙ্গ কর্ত্তাল দিতে সুবর্ণ চতোরা[৬৭]।
গোর্খের বচন লঙ্গে না করে অন্যথা,
ত্বরিতে চলিয়া গেল[৬৮] বিশ্বকর্ম্মা যথা।
বিশ্বকর্ম্মাএ শুনিলেক নাথের সম্বাদ,
সুবর্ণের সজ্জন দিল অধিক মজ্জাদ[৬৯]।
অলঙ্কার লইয়া লঙ্গ মহালঙ্গ আইল,
গোর্খের সাক্ষাৎ আনি অলঙ্কার দিল।
অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ,
একে একে পরিলেক যথ আভরণ।

৬০ (ক) পাকে
৬১ অ না পারিমু
৬২ (ক), অ বুঝাইতে, অ চেয়াইতে, (ভ) গুরুর বিধিতে
৬৩ পা গিয়া
৬৪ (ক) ঝাট করি চলি যাও বিশ্বকর্ম্মার, (ক.বি.) শীঘ্রগতি, (ভ) আনিয় নাটোয়া রূপে গুরুরে চেতাই
৬৫ পা চতুরঙ্গ
৬৬ (ক) সুবর্ণের থাল, অ সুবর্ণ-কুণ্ডল, (ভ) তাল
৬৭ (ক) সুবর্ণের মন্দিয়া দেউক আর করতাল, (ভ) ছিকল
৬৮ (ক. বি.) ঝাটে করি চলি গেলা
৬৯ (ভ) ততক্ষণে গড়ি দিল না করিল ব্যাজ। অতঃপর ছয় ছত্র (ক)-এর পাঠ

গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার,
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল,
করণেতে[৭০] দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি,[৭১]
গায়েত কাঞ্চলি দিল কোমরে কাছটি[৭২]।
এমত করিল সাজ ভুবন মোহন,
আছৌক আনের কাজ টলে মুনির মন।
সুবর্ণের সাজ করি পরিধান ধোপ,[৭৩]
আছৌক মনুষ্যের মন দেবে করে লোপ[৭৪]।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই সংহতি[৭৫] করিয়া,
মীনের সভাতে গোর্খ যায়ন্ত চলিয়া।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই কান্ধে মৃদঙ্গ ধরি,[৭৬]
আপনে নাটুয়া গোর্খ যায়ন্ত যে চলি।
আগে পাছে দুই দূত মধ্যে গোর্খনাথ,
এইমতে চলি গেল মীনের সভাত।
শুভক্ষণে কদলীতে আসি দিল পাও,[৭৭]
নাটুয়া নগরে গিয়া করিলেন্ত ভাও[৭৮]।

৭০ অ শ্রবণে তুলিয়া
৭১ পা উঝাটি সোনার
৭২ পা অতি শোভাকর, (ভ) কমরে খিচনি
৭৩ পা ছাপ, (ক), অ লোভ, (ভ) টোব
৭৪ পা নূর
৭৫ পা কান্ধেতে
৭৬ (ভ) নন্দে মৃদঙ্গ লৈল করতাল মহানন্দ,
(ক. প.) লঙ্গ মৃদঙ্গ লইল কর্ত্তাল মহালঙ্গ,
আপনে নাটোয়া গোর্খ এই দুই সঙ্গ।
৭৭ পা পাও
৭৮ পা ভাও, (ভ) তুলিলেক গাও

নারীগণে দেখি [সবে][৭৯] নাটুয়া সুন্দরী,
কদলী সকলে করে নাটুয়া কাড়াকাড়ি[৮০] ।
এইরূপ নাটুয়া যদি মীনেরে ভেটাই,
শতদিন নাটের কড়ি আজুকা সে[৮১] পাই ।
এ বলিয়া একত্রে যতেক নট মিলি,
সুন্দর নাটুয়া আগে সব গেল চলি ।
দ্বারে আসি মিলিয়া[৮২] মাদলে দিল হাত,
দুই কর্ণ পাতি শোনে রাজা মীননাথ ।
দ্বারেতে দ্বারিএ[৮৩] দেখি[৮৪] পড়ি গেল ভুলে,
এইরূপ নাটুয়া না দেখেছি কোন কালে ।
এমত সুন্দর যদি মীনাইএ দেখিল,
মঙ্গলা কমলা ত্যজি নাটুয়া পাইল[৮৫] ।
মহাদেবী স্থানে আগে কহিতে জুয়াএ,
যেনমতে মীননাথে দরশন না[৮৬] পাএ ।
দ্বারিএ কহিল তবে মঙ্গলা মহামাই,[৮৭]
তোমার স্থানেতে এক কথা কহিতে চাই ।
কোথাতে[৮৮] আসিছে এক নাটুয়া সুন্দরী,
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর তার[৮৯] যিনি[৯০] বিদ্যাধরী ।

৭৯ পা নাটুয়া সকলে, (ভ) যত সব নাটকের
৮০ পা নট সবে দেখিয়া, (ভ) নাটোয়া সবে মিলি ঝাট আনিল ধরি
৮১ (ক) একত্রে জে, পা, (ভ) এবৈক দিনে
৮২ পা মীনের সভাতে গিয়া
৮৩ পা, (ভ) নাটয়া
৮৪ (ক) নাটুয়ারে দেখি দ্বারী
৮৫ (ক. বি.) তেজে তাহারে পাইলে
৮৬ পা ভূষণ না
৮৭ পা জে মাই, (ভ) মঙ্গলার ঠাই
৮৮ (ক. বি.) কথা থুন
৮৯ (ক) সর্ব্ব অঙ্গ সোনার যেন
৯০ (ক. বি.) সুন্দরী যেন স্বর্গ

তোমরার নাট[৯১] দেখিছি বারে বারে,
এরূপ নাটুয়া[৯২] না দেখিছি কুন কালে।
তুমি সব দেখি তান[৯৩] দাসী সমতুল,
তাহার যে রূপগুণ লক্ষ টাকার[৯৪] মূল।
দ্বারীর বচন শুনি দেবী আইল ধাই,
দেখিলেক সুন্দর নটী দ্বারেতে সামাই।
নাটুয়ার কাছে গিয়া মহিষী রাজার,[৯৫]
মনেতে ভাবিয়া দুঃখ করিল প্রচার।
কোথাতে আসিছ তুমি কোন দেশে ঘর,
কাহার নাটুয়া তুমি কহত সত্বর[৯৬]।
গোর্খনাথে বলে আমি ইন্দ্রের নাটুয়া,
নাম মোর সুবচনী[৯৭] জানাইল তুয়া।
পৃথিবী ভ্রমিতে আমি আইলাম এথাত,
নৃত্যগীত গাহি[৯৮] আহ্মি নৃপতি[৯৯] সভাত।
•অনেক প্রসাদ পাইলাম বহু রত্ন ধন,
কি কহিমু প্রীতির কথা শোন মহাজন।

৯১ (ভ) আর যত নাটোয়া
৯২ (ভ) এমত সুন্দরী নারী
৯৩ (ভ) নহে তার
৯৪ (ক) রূপে তোহ্মরা বটেক নহে
৯৫ পা নাটআ দ্বারে যাই, (ভ) নাটুয়ার রূপ দেখি মহাদেবীর ডর
৯৬ পা, (ভ) কি নাম তোমার, (ভ) কহ তত্ত্ব সার
৯৭ (ভ) সুলোচনা, (ক. প.) সুলোচনী
৯৮ (ক. বি.) স্মরি, (ভ) করি
৯৯ পা এক নাট কৈলাম আমি শিবের
(ভ) নৃত্যগীত করিল আমি শিবের সভাত,
অনেক প্রসাদ পাইল বহু মূল্য তাত।

আর নাট কৈলা আহ্মি ব্রহ্মার গোচর,
তান ঠাই অক্ষয় পাইল আহ্মি[১] বর।
এথাতে[২] শুনিলাম আমি মীন মহাদাতা,
নাটুয়ার কথা শুনি মঙ্গলা দুঃখিতা।[৩]
এই নাটুয়া নাচে যদি মীনের[৪] বিদিত,
তাহারে দেখিলে মীনের ফিরিবেক চিত[৫]।
তাহারে দেখিয়া ভুলে পড়িবেক মীন,
একে হয়ে ষোলশত আমার সতীন।
হের আইস নাটুয়া তোমারে আহ্মি বলি,[৬]
এই স্থান ছাড়ি অন্য স্থানে[৭] যাও চলি[৮]।
প্রসাদ দিবাম তো[৯] বসন ভূষণ,
শীঘ্র করি ভৈন তুহ্মি[১০] করহ গমন।
যতিনাথে বলে তুমি মুখ্য[১১] পাটেশ্বরী,
বিনে নাটগীতে দান লইতে না পারি।

১ (ভ) পুণ্য
২ (ভ) তথাতে
৩ (ভ), (ক) তে কারণে আসিয়াছি শুন মোর কথা,
অ নাচিবারে আসিআছি এথা। এই দুই ছত্রের (ক. বি.) পুঁথির পরিবর্ত্তিত পাঠ,
এথাত শুনি আইলুম বড় দাতা মীন,
তে কারণে আসিয়াছি গাইন গুণিন।
৪ (ক. বি.) এ নটী না হএ যদি মীনের
৫ আদর্শ পুঁথির পাঠ
৬ পা বলি আহ্মি
৭ (ভ) বাটাভরি ধন দিব তুমি
৮ পা তুহ্মি
৯ (ক) আহ্মি
১০ পা অন্ত স্থানে, (ভ) ভাঙ্গি তুমি
১১ পা প্রধান

শুনিয়া আইল এথা[১২] বড় দাতা মীন,
বিনে নাটগীতে বিদায় না হএ গুণিন[১৩]।
ধনপতি[১৪] নাটুয়া আহ্মি ধনের নাই অন্ত,
কি করিব ধন আহ্মি হই[১৫] কীর্ত্তিবন্ত।
বিনি দরশনে আহ্মি ঈশ্বর ম নাই,
কীর্ত্তিযশ কৈব[১৬] আমি ঘরে ঘরে যাই[১৭]।
ক্রোধ হইল মহাদেবী বলিল রুষিয়া[১৮],
ঢেকা মারি সভা হতে[১৯] দূরে দেয় নিয়া[২০]।
মঙ্গলার আজ্ঞা পাইয়া দ্বারী ততক্ষণ[২১],
নিকল নিকল বলি কয়ে ঘন ঘন।
কোন জনে হাতে ধরি বুকে ঠেলা[২২] মারি,
ঢেকা মারি ফেলায় নিয়া বাএর উআরি।
যতিনাথে বলে দ্বারী তুমি মোর ভাই,
আজুকার নাটে গীতে যত ধন পাই।
তাহার অর্দ্ধেক ধন তোরে দিব আহ্মি,
মীন দরশন করি এড়ি দেয় তোমি।

১২ পা এই সব কথা
১৩ পা কোনদিন
১৪ (ক) ধনবন্ত, (ভ) ইন্দ্রের, অ ধনপতি
১৫ পা তুহ্মি
১৬ (ক) গাই, অ কার
১৭ (ক) নিজ দেশে
১৮ (ক) উত্তর, (ক. বি.) কীটাই
১৯ (ক) নাটুয়ারে, (ভ) করিব তোরে
২০ (ক. বি.) বাড়ির বাহির করহ্ ঝাটাই, (ভ) পুরীর অন্তর
২১ (ক) শুনি হেন কুপিত বচন
২২ (ক. বি.) এক ঝাটে

দ্বারি বলে আমি তোর ধন নাই চাই,[২৩]
মঙ্গলার বাক্যে তোরে দিবাম খেদাই[২৪]।
ক্রুদ্ধ হইয়া যতিনাথ বলিল বচন,
এমন অসখ্য নাই দেখি কদাচন।
গাইন গুণিন নানা দেশেতে বেড়াই,
এমত অধর্ম্ম দেশে আমি ত না যাই।
মীনের সভাতে আইলাম নাট করিবারে,
আছুক[২৫] করিবাম[২৬] নাট মারি খেদাএ মোরে[২৭]।
ক্রুদ্ধ হইয়া যতিনাথ মাদলে দিল সান[২৮],
শোন শোন মীননাথ কর অবধান[২৯]॥

২৩ (ক. বি.) নাহি চাহি তোহ্মার যে ধন

২৪ (ক. বি.) প্রসাদে মোবা ব্যবসা করি ধন, (ভ) প্রসাদে নাহি দরিদ্র জীবন। আরও,

ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি যায় চলি,
সইপ্তাএ না গেলে[১] খাইবা দড় বাড়ি[২]।

১ (ক. প.) পিরীতে না জাইবা যদি

২ (ক. বি.) মারিমু দণ্ডের বাড়ি

২৫ (ক) থাউক

২৬ (ক) করিব

২৭ (ক. বি.) খেদায়ে বারে বারে

২৮ পা হাত

২৯ পা কহি আ [মি] শোন মীননাথ, (ভ) হইয়া সাবধান

॥ নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ[১] ॥

প্রথমে মাদলে ঘাত[২] চেত গুরু মীননাথ
অএ বাপু কর অবধান,[৩]
পড়িয়া কদলীর ভোলে রহিলা কামিনার কোলে
হারাইলা আপনার জ্ঞান[৪] ।
শোন গুরু বসি[৫] তথা মাদলে কহিব কথা
অএ বাপু চিন নি আমারে,
(তুমি গুরু মোছন্দর মরণের নাহি ডর
আমি শিষ্যে বোঝাই তোমারে[৬] ।
শিষ্যপুত্র হই আমি মোছন্দর হহ তুমি[৭]
পারিবা নি শিষ্য চিনিবারে,[৮])
তিন দিনের আয়ু আছে আর সব হরি নিছে[৯]
কোন বুদ্ধি রহিয়াছ ঘরে ।
কড়ার ভিখারি তুমি তোমারে বলিএ[১০] আহ্মি
নবদণ্ড ছত্র ধর মাথে,

১ (ক) জাগরণ ছন্দ রাগ
২ (ক) হাত
৩ পা আমি গোর্খ তোমার সেবক
৪ (ভ) জ্ঞান আর ধ্যান, (ক) সকল যে গেআন
৫ (ক) রহি
৬ (ভ) পারনি যে চেলা চিনিবার
৭ (ভ) গুরু মীননাথ তুমি
৮ (ভ) আমি ফিরে তোমারে বোঝাই
৯ (ক) তবে যাইবা যমকাছে
১০ (ক) বুঝাই, পা তোমা কি বলিব

রাজ্যসুখে অবধান[11] আপনা নাহিক জ্ঞান
হেনই সে কেনে হৈলা নাথে[12]।
হেন হইলা তুমি ভোল না বোঝ গুরুর[13] বোল
নারীমূলে[14] সব হারাইলা,[15]
কদলীতে হইয়া[16] ভোল না শোন লোকের বোল
পুরী মধ্যে নিচিন্তে[17] রহিলা।
তোমার নাইক বার[18] রাজ্য হইল অনাচার
নিবেদিমু আর কার ঠাঁই,[19]
তুহ্মি হও মহারাজা তোহ্মার যে স্ত্রীতে রাজা[20]
নাম যশ তোমার কিছু নাই।
তোমার প্রতিষ্ঠা[21] শুনি আসিলাম আপনি[22]
দরশন তোমা করিবারে,

১১ (ক. বি.) আব ধন, (ভ) হবিলাস
১২ পা কোন হেতু কুবুদ্ধি তোমার
(ক) তে কারণে ভুলিলা এথাতে
(ভ) ডুবিয়া রহিলা মিননাথে
১৩ অ, (ভ) দেশের, (ক) দশের, (ক. প.) দেবের
১৪ (ক) বিপথে সকল, (ভ) নারীরসে
১৫ অ নিচিন্তে জে পুরীত রহিলা
১৬ (ক) -র পড়ি
১৭ (ক. বি.) নিচিন্তাএ পুরীতে
১৮ (ক) ডর, (ভ) বিচার
১৯ পা কাহাতে কহিমু দুঃখের কথা, (ভ) বিস্মরিয়া ঘরেতে রহিলা। অতঃপর,
তিনগুণ মহাদেবা তুমি কৈলা তান সেবা
সব যুগী পৃথিবীতে লই,
২০ অ তোহ্মারে করিতে পূজা, (ভ) ত্রিভুবনে বড় তেজা
২১ (ভ) মহিমা, (ক) যে নাম
২২ (ক. বি.) রাজধানী, (ভ) আইসএ যে গাইন শুনি

আমি হই রাজনাট রাজসভাএ করি নাট
প্রসাদ পাইলে[২৩] যাই ঘরে।
কীর্ত্তি করি সর্ব্ব দেশ হইয়া নাটুয়ার[২৪] বেশ
তোমার সভাতে হেন নাই,
নাটুয়া আসিয়া[২৫] দ্বারে অপমান পাইয়া ফিরে
এই কোন[২৬] তোমার বড়াই।
বড় দাতা তুমি[২৭] মীন এথাএ আইসে গাইন[২৮] গুণিন
কলঙ্ক রাখিয়া[২৯] যায় ঘরে,
শোন[৩০] রাজা মীননাথ আইলাম তোমার সভাত
না পারিলাম[৩১] নাট করিবারে।
এমত মাদলে কয়ে নানা রঙ্গে[৩২] নাচয়ে[৩৩]
সর্ব্ব পুরী হইল আনন্দিত,
পুরী মৈধ্যে[৩৪] যত জন সব হইল একমন[৩৫]
সব আইলে নাটুয়া বিদিত।

২৩ (ক) পাইয়া
২৪ (ভ) দেখহ আমার
২৫ (ভ) ইন্দ্রের নাটোয়া
২৬ (ভ) হইব কেনে
২৭ (ক) শুনি
২৮ পা গাই
২৯ (ক), (ভ) করিয়া
৩০ (ক), (ক. বি.) হাহা, (ভ) যাহা
৩১ পা পারিল
৩২ (ক) ছন্দে, অ ছলে, (ভ) ছন্দে বন্দে
৩৩ (ভ) নাথে বাহে
৩৪ পা বেড়ি
৩৫ পা অচেতন

মাদলের রায় শুনি মীননাথ আইল[৩৬] পুনি
মনে মনে করি বিমর্শণ,
আজুকা না বুঝি ভয় মাদলে যে কথা কয়[৩৭]
[৩৮] নাটুয়া আসিছে কোন জন।
বুঝিতে না পারি বোল[৩৯] মাদলেত কিবা রোল
কথা কহে মনুষ্যের বচন,[৪০]
কিবা কহে[৪১] পুনি পুনি মাদলেতে কিবা শুনি
কিরূপ নাটুয়া এই জন[৪২] ॥

॥ পয়ার ছন্দ[১] ॥

শুনিয়া মাদলের রায়[২] ঈশ্বর মীনাই,
আন আন নাটুয়া আন দেখি চাই[৩]।
কৈ গেল কৈ গেল মোর মঙ্গলা দুয়ারি,
কেমন নাটুয়া আইছে আন তারে ধরি।
রাজার মনের কথা মঙ্গলাএ[৪] জানিয়া,
মীনের[৫] সাক্ষাতে দিল নাটুয়া আনিয়া।

৩৬ (ভ) মীন পুলকিত
৩৭ অ -ত কিবা রাঅ
৩৮ 'নাটুয়া' হইতে 'রোল' অবধি আদর্শ পুঁথিতে নেই।
৩৯ (ভ) চিনিতে না পারি তারে
৪০ পা মত, (ভ) শুনিবার বলে সর্ব্বজন
৪১ (ভ) নিবেদন
৪২ (ভ) নাটোয়ায় চায় দরশন। আরও,
কমলা মঙ্গলাএ কহে শোন রাজা মহাশহে
নাটোয়া আন এই তিন জন
১ (ভ) খর্প ছন্দ, অ রাগ আশাবরী, বাগ সুহি
২ (ভ) ধ্বনি
৩ অ, (ক. বি.) বলিল ঝাটাই
৪ (ভ) দ্বারিএ
৫ (ক) রাজার

আইলেক গোর্খনাথ মীন আছে যথা,
রাজ-ব্যবহারে গোর্খ নামাইল মাথা।
[৬]গুরুকে দেখিয়া গোর্খে মাগে মনস্কাম,
আগু বাড়ি করিলেক এ পঞ্চ প্রণাম।
প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত,
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীননাথ।
ঢিম ঢিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ[৭]।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,[৮]
সর্ব্বপুরী[৯] মোহিত করিল গোর্খনাথ।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে বাহে[১০] তাল,
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল[১১]।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে[১২] করি ভর,
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব্ব নর[১৩]
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।[১৪]

৬ পা গুরু দেখি গোর্খনাথে কৈল নমস্কার,
ভূমিত পড়িয়া দণ্ডবত বারে বার।
(ভ) গুরুয়ে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার,
আগু বাড়ি গুরু মিনে করএ হুস্কার।
৭ (ক. বি.) অমৃত নিসরিল[১] যেন কর্ণে কৈল পান। ১ (ভ) সঞ্চরিল
৮ পা হাত, (ভ) বামহাতে যতিনাথে মাদলে দিল ঘাত
৯ পা সকল
১০ পা, (ভ) পুরে
১১ (ভ) ভাল উঠে শব্দতাল
১২ পা তালে
১৩ (ক) মাটিতে না লাগে পদ আলগ[১] উপর। ১ (ক.বি.) পাও গগন,
(ভ) মৃত্তিকাএ নাছোয় পাও দেখিতে সুন্দর
১৪ (ক.বি.) গোর্খনাথে নাট করে মন্দিরার রোলে,
জলের উপরে যেন খঞ্জন পক্ষী বোলে।

হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে ডুবাইলা ভরা[১৫] গুরু মোছন্দরে।
অবধান কর বাপু নোআই মোর [১৬] মাথা,
মুখেত উত্তর নাই[১৭] মাদলে কএ[১৮] কথা।
[১৯]মুখখানি আল গুরু জিহ্বাখানি ফাল,
অমর পাটনে জোর গুরুকের হাল।
উঞ্চ নীঞ্চ ভূমিখানি হংসী তাত হএ,
যদি হৈবা গৃহবাসী সে ভূমি চষএ।
গোর্খনাথ নাট করে[২০] নূপুরে রুনুঝুনু,
দেখি শুনি[২১] মীননাথ পুলকিত তনু।
মীনের সভাতে নাই পুরুষের গতি,
কদলীর মধ্যে মীন যেন নিশাপতি।
মীননাথ বলে আছে মোর যত[২২] সখী,
এমত নাটুয়া আমি কভু নাই দেখি।
দেখিয়া নাটুয়ার রূপ যত সভাগণে,[২৩]
মধুর বচনে মীনে পুছিল[২৪] আপনে[২৫]।

১৫ পা, অ কায়া
১৬ (ক.বি.) নোয়াম যে
১৭ অ ন বোলে কিছু
১৮ (ক.বি.) কহুক
১৯ এই চারিছত্র কেবল (ক.বি.) পুঁথির পাঠ
২০ (ভ) নাচন্তি
২১ পা দেখি
২২ পা তবে শোন মহা
২৩ (ক), (ভ) জগত মোহিনী
২৪ (ক) কহে, (ভ) পুছে
২৫ (ক), (ভ) পুনি পুনি

তুমি হেন সুন্দরী নাহি ভুবন ভিতর[২৬],
নাট বৃত্তি[২৭] করি কেনে খায় নিরন্তর[২৮]।
প্রথম যৌবন[২৯] তোমার বড়ই বাখান[৩০],
হেন বসে স্বামী নাহি কর কি কারণ[৩১]।
নাচিয়া গাইয়া খায় কতেক[৩২] পৌরষ,
নাটুয়া হইয়া থাক[৩৩] তুমি সভার[৩৪] বশ।
রাজ-পাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত,
নটী বেশ এড় তুমি এসব কুৎসিত।
আমার পুরীতে থাক হইয়া পাটেশ্বরী,
মঙ্গলা কমলা দুই[৩৫] তোমার সেবা করি[৩৬]।
এইরূপ যৌবন তুহ্মি না কর নিষ্ফল,
আহ্মাতে ভজিয়া রূপ করহ সফল।
আমি হেন রাজা নাই এ তিন ভুবন,
আমারে ভজিয়া কর সফল যৌবন।
আমি হেন রাজা নাহি গুণের সাগর,
ষোল শ কদলী মাঝে আমি সে নাগর।

২৬ পা, (ভ) ত্রিভুবন
২৭ পা কর্ম্ম
২৮ পা পরের ধন
২৯ (ক), (ভ) বয়স
৩০ (ভ) নতুন যৌবন, (ক) যৌবন পুরণ, অ নবীন যৌবন
৩১ পা হেনই সময়ে নাই স্বামী পরধান
(ক) কিসের কারণ
৩২ (ক) খাইতে কিসের, (ভ) খাঅ কেমত
৩৩ পা নটী হইয়া দেশে দেশে
৩৪ (ক) নাটুয়া হইয়া কেনে যৌবন কর
৩৫ (ভ) সম, (ক) হতে
৩৬ (ক), (ভ) তোহ্মারে আদরি

ষোল শত যুবতী[৩৭] পালি আপনার গুণে,
তোমারে পালিব আমি যেই লয়ে মনে।
হাসিয়া বলিল তারে[৩৮] যতি গোরখাই,
তুমি হেন রাজাজন[৩৯] জগতেতে[৪০] নাই।
তোমার সমান পুরুষ নাই কোন দেশ,
পাকিছে মাথার কেশ[৪১] আয়ু হইছে শেষ।
কদলীর রাজা তুমি মীন অধিপতি,
উঠিয়া বসিতে নাই তোমার[৪২] শকতি।
বুড়া হইয়া ঘুচা হইছ[৪৩] মুখে নাই লাজ,
আর হেন কথা কহ কামিনী সমাজ[৪৪]।
হাতে তালে কথা কহে[৪৫] যতি গোরখাই,
মাদলের ঠারে[৪৬] কহে গুরুরে বোঝাই।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বলে,
সব বুধি[৪৭] হারাইলা কামিনীর কোলে।[৪৮]

৩৭ (ক) কদলী
৩৮ (ক. বি.) উত্তর দিল
৩৯ পা পুরুষ
৪০ পা ত্রিজগতে
৪১ (ক) গলি গেল মহারস
৪২ (ক. বি.) উঠিতে না পাব তুহ্মি আপনা
৪৩ (ক) এমত বয়স তোহ্মার
৪৪ পা কদলীর মাঝ
৪৫ পা গীত গাএ
৪৬ (ক), (ভ) সানে, অ শব্দে
৪৭ পা সর্ব্বধন
৪৮ অতঃপর দুই ছএ (ক)-এর অতিরিক্ত, বুঝ বুঝ অএ গুরু পূর্ব্ব সব বার্ত্তা,
মুখেত উত্তর থাউক মাদলে কহে কথা।

গুরু হইয়া নাহি বোঝ আপনার বোল,
কায়া শুখাইল তোহ্মার কামিনীর কোল[৪৯]।
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার কেবা নিল হরি,
শূন্য ঘর লইয়া তুমি আছহ প্রসরি[৫০]।
অভয়ার ঘরখানি নিরভয় ভাণ্ডারী
তাহাতে না দিল গুরু চৈতন্য[৫১] প্রহরী।
নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর,
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর[৫২]।
মাদলের কথা শুনি ভুলা মীন রাএ,
নটীর মাদলের কথা কহন না যাএ[৫৩]।
নাট কর নটী তুমি কথা কহ ছলে,[৫৪]
তোমার মাদলে কেনে[৫৫] গুরু গুরু[৫৬] বোলে।
এক শিষ্য আছে মোব যতি গোরখাই,
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিধাই।
দুই শিষ্য আছে মোর জানি আমি ভালে,
তুমি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে।
বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছলি,[৫৭]
বারে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি[৫৮]।

৪৯ পা সর্ব্বধন হারাইলা পাকিল মাথার চুল, (ক. বি.) কায়া শুঠা কৈলা গুরু খাইলা খাল[১] খোল। ১ (ভ) শুখাইলা
৫০ (ক. বি.) ভাণ্ডারী গুরু নিরভয়া নিল হরি
৫১ (ক. বি.) সুধা ঘরের গৃহী তুহ্মি আছয়ে
৫২ (ভ) মাটিতে না লাগে পাও দেখিতে সুন্দর[১] ১ (ক) আলগা উপর
৫৩ অ মাদলে মোরে গুরু কেন কএ
৫৪ (ক), (ভ), (ক. বি.) নাটুয়া তালবাহ ছলে
৫৫ পা মোরে
৫৬ পা কেনে
৫৭ (ক), অ, (ভ) গুরু হেন বলি
৫৮ (ভ) যাইতে চাহ ছলি, (ক. বি.) তালবাহ

বুড়া নঅ আমি তরুণা কিসে[৫৯] লাগে,
শতেক তরুণা আনি দেয়[৬০] মোর আগে।
দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে,
মীনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে[৬১]।
কাঞ্চলি ফাড়িমু[৬২] তোর খসামু কবরী,
আমার ঘরেতে[৬৩] আসি যাইতে চায় ফিরি।
গোর্খনাথে বলে তবে বুকে মারি ঘায়,[৬৪]
না বল না বল গুরু মীন বাপমায়[৬৫]।
তোমার শিষ্য গোর্খনাথে বিবাহ[৬৬] কৈল মোরে।
বিবাহ করিয়া গেল[৬৭] বিজয়া নগরে।
বিবাহ করিয়া গেল না রইল ঘরে,
তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তরে।
শুনিলাম তান গুরু তুমি মোছন্দর,
তেকারণে চাতে আইলাম পুরীর ভিতর[৬৮]।
তোমার শিষ্যপুত্র-বধূ আহ্মিত নিশ্চিত,
না বোল না বোল বাপু এসব কুৎসিত[৬৯]।
শুনিয়া গোর্খ কথা মীন মোছন্দর,
লজ্জিত হইল রাজা না দিল উত্তর[৭০]।

৫৯ পা কিহ
৬০ (ভ) আমি নহে
৬১ (ভ) দুই কুচ মর্দ্দিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে
৬২ (ক) ছিড়িয়া
৬৩ (ক) আহ্মার সভাত, (ভ) মীনের পুরীতে
৬৪ (ক), (ভ) ঘাত
৬৫ (ভ), (ক), (ক. বি.) বাপু গুরু মীননাথ
৬৬ পা মোর স্বামী গোর্খ নাথ বিহা
৬৭ (ক. বি.) বিহা করি গেল নাথ
৬৮ পা আইলাম আহ্মি চাইতে সত্বর, (ক) তোহ্মার নগর
৬৯ পা এমত উচিত
৭০ (ক. বি.) আএ আএ বোলে হইল লজ্জিত অন্তর

জিহ্বা কামড়াইয়া মীন[৭১] মাথা কৈল হেট,
না জানিয়া কৈলাম পাপ বচন প্রকট[৭২]।
কহ কহ মায় মোরে গোর্খ কোন ঠাই,
কোথাতে আছয়ে গোর্খ দর্শন না পাই।
যতিনাথে বলে বাপু চিনিয়া না চিন,[৭৩]
আমি যদি ডাকি[৭৪] গোর্খ আসিব এখন।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মীনের দিগে চাই,
হাতের সানে চক্ষুর ঠারে গুরুকে চেতাই।
মাদলে কহন্ত কথা শুনে মীননাথ,
নানা ছলে বাএ নাথ[৭৫] মাদলে দিয়া হাত[৭৬]।
চিনি যদি না চি[নি]লা না চিনিলা নাই,
হেনই সে হইলা ভুলা ঈশ্বর মীনাই।
চিনিলাম অএ গুরু নিজ মনে বাসি,
জগতে ত হইলা ঠগ কদলীতে আসি[৭৭]।
তা শুনিয়া যুক্তি করে কদলীর মাই,
মায়া করি আসিয়াছে যতি গোরখাই।
কদলী সকলে বলে একত্রে হইয়া,
নাটুয়া বিদায় দেয় ধনরত্ন[৭৮] দিয়া।

৭১ (ক. বি.) জিহ্বাতে কামড় মারি
৭২ (ক. বি.) বিষম সঙ্কট
৭৩ (ক. বি.) চিন কী না চিন
৭৪ (ক. বি.) সে ডাকিলে, (ভ) মুই যদি ডাকম
৭৫ (ক) কথা কহে
৭৬ (ক. বি.) ঘাত
৭৭ (ক. বি.), (ক) যোগের হইল ঠগ কদলীত আসি
৭৮ (ক) কর দান প্রসাদ

কমলাএ বোলে ভৈন নাটুয়া সুন্দরী,
নাটভঙ্গ করি যায় আপনার পুরী।
যতিনাথে বোলে শুন মুখ্য পাটেশ্বরী,
অর্দ্ধতালে নাটভঙ্গ করিতে না পারি।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে দিয়া হাত,
শিষ্যপুত্র চিন বাপু গুরু[৭৯] মীননাথ।
মীনে বোলে যদি হহ যতি গোরখাই,
শূন্যেতে করহ[৮০] নাট রঙ্গ দেখি চাই।
মীনের মুখেতে হেন শুনিয়া বচন,
আলগ আসনে নাট করে ততক্ষণ।
তা দেখিয়া মীননাথ বুঝিয়া না বোঝে,[৮১]
তুমি যদি গোর্খ হও নাচ জল মাঝে।
জল পরে থাল রাখি নাট কর তুমি,
তবে সে গোর্খ হেন জানিবাম আমি।
মীনের বচন শুনি গোর্খ ততক্ষণ,[৮২]
জলের উপরে নাচে যেহেন খঞ্জন।
মীনে বোলে সাচা পুত্র যতি গোরখাই,
পড়িলাম কদলীর ভুলে কিরূপে এড়াই।
না কর না কর পুত্র[৮৩] না কর যতন,
পশ্চাতে সাধিবাম কায়া যত লএ মন।[৮৪]

৭৯ (ভ) রাজা
৮০ (ক), অ আলগ আসনে কর
৮১ (ক.'বি.) বুঝে কী না বুঝে
৮২ (ক) মহাজন
৮৩ (ক) বাপু
৮৪ অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,
যতিনাথে বোলে গুরু তত্ত্বে দেঅ মন,
মন দেঅ ব্রহ্মা জ্ঞান[১] করিঅ জতন। ১ (ভ) তোমায় দাড়ুকা কাটি

মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান,
শরীর শুখাইল গুরু হারাইলা পরাণ[৮৫]।
কড়ার ভিখারী গুরু মাথাএ ছত্তর,[৮৬]
ষোল শ কদলী লৈয়া কেলি নিরন্তর[৮৭]।
মাগিয়া খাইবা যোগী ঘরে ঘরে গিয়া,
আপনে ডুবাইলা গুরু আপনার কায়া।
ডুবিল তোমার কায়া[৮৮] কাছি গেল ছিড়ি,
তোমার সকল ভরা[৮৯] কদলী নিল হরি[৯০]।
গুরুর[৯১] বচন তোমার কিছু নাই ভাএ,
চাউল সম্বল[৯২] তোহ্মার তুলিয়াছ[৯৩] নাএ।
মরণের কথা তুমি না কৈলা ইয়ালি,[৯৪]
ষোল শত কদলী লৈয়া কৈলা গাভুরালি।

৮৫ অ কাষ্ঠের সমান ; ইহার পর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,
জোগিয়ার ঘরে তুহ্মি মাগিয়া খাইবা গিয়া,
আপনে ডুবিলা গুরু সোচা কৈলা কায়া।
৮৬ (ক. বি.) ছত্র ধর
৮৭ পা কুতুহলে
৮৮ (ক)নৌকা, অ ভরা
৮৯ অ ধন
৯০ (ক) করিলেক চুরি , অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,
আহ্মার বচন তুহ্মি কিছু নহি লও,
পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও।
(ভ) বালুচড়ে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি
৯১ (ভ) ·হরেব
৯২ (ভ), (ক) যতেক সম্পদ
৯৩ পা চাউল চিড়া সম্বল তুলিয়া দিলা
৯৪ (ক. বি.) ছিঅলি

আপনার ধন দিয়া ঘর কৈলা খালি,
আছিল যতেক ধন সব দিলা ডালি।
প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে,
আইল বান্ধি ফল নাই জল শুখাই[৯৫] গেলে।
শিকড় কাটিলে বাএ উফারএ[৯৬] গাছ,
বিনি জলে কোথাতে প্রাণে জীয়ে মাছ।
লড়িবারে[৯৭] বল নাই আপনা[৯৮] শকতি,
দ্বারমুক্ত করি গুরু করহ বসতি।
মুক্তদ্বার পাইয়া যেন চোর সতন্তর,[৯৯]
হরি নিল সর্ব্বধন খালি হইল ঘর[০]।
অজ্ঞান হইলা গুরু কৈলা কুকাম,
অনন্ত সিধাএ শুনি ঘোষিব কুনাম।
{জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল কদলীত,[১]
{আগে মিঠা লাগে গুরু[২] পাছে হএ তিত[৩]।

৯৫ পা বৃষ্টি
৯৬ পা বাতাসে ফালাএ
৯৭ পা উঠিবারে
৯৮ পা নাইক
৯৯ (ভ) চোর পশিল ভাণ্ডারে, (ক. বি.) চোরে পাইল সতানতর
০ (ভ) কিছু নাহি ঘরে ; অতঃপর (ক. বি.) পুঁথির চারি ছত্র,
শরীর সম্ভোগে নৌকা তাতে সাধুগণ,
সদাএ করিতে আইল সংসার পাটন।
সুভোগে সুলাভে কেহ জাএ বেড়াইআ,
সমূলে হারাএ কেহ বিঘাটে পাইআ।
১ (ভ) হারাইয়া পাইলা নারীর উনমত্তা, (ক), (ক. বি.) কদলির মাতা
২ (ভ) নারী
৩ (ক) পাছে তিতা শুন তার কথা

কামেতে পীড়িত[৪] হইয়া সব হইল দোষ,
জীবন তরীতে এবে হইল কসাকস[৫]।
আখি হতে লোট গলে[৬] কর্ণ হতে পুঁজ,
মেরুদাড়া ভাঙ্গি গুরু নিকলিছে গোঁজ[৭]।
হিয়া লড়খর মাথা বগুলার[৮] পাখি,
গলিত হইলা গুরু ঘোলবর্ণ[৯] আখি।
মাতইল[১০] খসিল গুরু ঘুণে খাইল পালা,
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু কত হইব ভালা।
মীনে কহে ভাল কহ লএ মোর মন,
যত সব কহ বাপু[১১] স্বরূপ বচন।
করিলাম গৃহবাস আর রাজেশ্বর,
মাথাএ ধরএ মোর ধবল ছত্তর[১২]।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু মৈলে জন্ম হএ,
মাগিয়া খাইতে বল আর নাই গাএ[১৩]।

৪ অ কামে বিমোহিত

৫ পা কর্কশ

৬ (ক), অ পড়ে

৭ (ক), (ক. বি.) গুঞ্জ

৮ পা বগুনা, অ বকুলা

৯ (ক. প.) হারুআল বর্ণ হইল ঘোর দুইটি, অন্ধকারে মাণিক্য হারাইলা ঘোর হৈল

১০ (ভ) মাড়লি, পা মারৈল

১১ পা তুমি

১২ (ক) নবদণ্ড ছত্র ধরি শিরের উপর। অতঃপর
দুই ছত্র অ, (ক), (ক. বি.) ও (ভ) এর অতিরিক্ত পাঠ,
সোলশয় কদলী মোরে সেবিতে আছে নিত
তাহা থুন অধিক কিবা আছে পৃথিবীত।

১৩ পা রএ

মোর গুরু মহাদেব পরম[১৪] মোহন[১৫],
গঙ্গা গৌরী দুই নারী করিছে গ্রহণ[১৬]।
আর দুই নারী তান হইয়া দিগম্বরী[১৭],
হেনরূপে থাকে সব কুতূহল করি[১৮]।
ভুলে[১৯] আছে গৃহবাস আহ্মি কী বা হই,[২০]
শিবে আমি[২১] একৈ গতি শুন গোরখাই।
এতেক কহিল যদি ঈশ্বর মীনাই,
গোর্খনাথে শুনি তারে কহন্ত বোঝাই॥

॥ নাচারী দীর্ঘছন্দ ॥
॥ পটমঞ্জরী[১] রাগ ॥

ওহে গুরু[২] মীননাথ শরীর করিলা[৩] পাত
কর্ম্মদোষে পাসরিলা যোগ,
তেজিলা গুরুর বোল কামরসে হইয়া ভোল
মরণ ইছিলা তুহ্মি ভোগ[৪]।

১৪ (ক) জগত
১৫ পা, (ক) ঈশ্বর
১৬ পা, অ তান সহচর, তান পরিকর
১৭ (ক) দিগম্বর
১৮ অ অনুক্ষণ কেলি গুরু করে নিরন্তর
১৯ (ভ) তান
২০ পা মোর কেনে নাই
২১ (ক) ভবে মোর
১ অ রাগ গুঞ্জরী
২ পা ভাল কএ
৩ পা করিলাম শরীর
৪ পা মরণ করিলাম আমি সার

গুরু ভাবি চায়[৫] মন মনে করি সঙরণ[৬]
তোমা[৭] গুরু মহাদেব হয়ে,
এক ভোগী নহে হর সর্ব্বভোগী নিরন্তর[৮]
ভাঙ্গ ধুতুরা যেন[৯] খায়ে।
নারী লয়া করে কেলি তত্ত্বেতে না রহে ভুলি
বিস্মরণ নাহিক তাহার,
এক মূর্ত্তি না হয়ে শিব সর্ব্বমূর্ত্তি হয়ে[১০] জীব
সর্ব্বভোগে না করে[১১] আহার।
গুরু চারি চন্দ্র হয়ে শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ,
আদি চন্দ্র নিজ চন্দ্র উনমত্ত[১২] গরল চন্দ্র
এই চারি শরীর[১৩] ব্যাপন[১৪]।
আদি চন্দ্র করি স্থিত নিজচন্দ্র সহিত[১৫]
উনমত্ত[১৬] করিয়া সন্ধান,

৫ (ক. বি.) ভাবি চায় নিজ
৬ (ভ) জ্ঞান পাইলা হরস্থানে
৭ (ক) সেহসে, পা, অ সেজে
৮ (ভ) অনাদি যে মহেশ্বর
৯ (ক) সব, (ভ) নিতি
১০ পা জগত জনের
১১ পা সর্ব্বভোগ করেন, (ভ) নানারূপে করএ
১২ পা উনমত্ত
১৩ (ক) সংসার
১৪ অ সংসারে জাপন
১৫ (ভ), (ক) সমাহিতি, অ সামাই ত্থাথ
১৬ পা উনমত্ত

তিন চন্দ্র সম্বরিয়া[১৭] আপনাকে[১৮] ভার দিয়া
গরল চন্দ্র সব[১৯] করে পান।
চারি[২০] চন্দ্র সম্বরিয়া[২১] ভবসিন্ধু তর গিয়া[২২]
তবে সে সকল রক্ষা পায়ে,
হেন কর্ম্ম না করিলা সব তুমি বিস্মরিলা
কহ গুরু কেমত উপায়ে[২৩]।
স্থান হতে নড়িবার শকতি নাইক তোহ্মার[২৪]
জীবনের না করিয় আশ,
আমি কই তত্ত্ববাণী[২৫] চায় তুমি মনে গুণি
যদি থাকে জীবন হবিলাস[২৬]।
উলটিয়া যোগ ধর আপনাক[২৭] স্থির কর
নিজ[২৮] মন্ত্র করহ স্মরণ,

১৭ অ সম্বোধিয়া
১৮ (ক. বি.) খেমাইরে, অ ক্ষেমাই তরে দিব্য থুইয়া, (ভ) ক্ষেপা হরে মন, (ক. প.) ক্ষেমাইরে অঙ্কুশ
১৯ (ভ) যদি
২০ (ক), অ তিন, (ভ) নিজ
২১ পা সমুরিয়া, অ সম্বোধিয়া
২২ (ক) গড়ল চন্দ্র ভক্ষিয়া
২৩ পা গুরু তত্ত্ব পাইবা কুনমতে
২৪ পা তোর
২৫ (ক) হিত
২৬ পা মরণের ডর
২৭ (ক) কায়া তোহ্মার
২৮ পা গুরু

উলটি ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা[২৯]
খালে জল[৩০] ভরিতে কারণ[৩১]।

॥ পয়ার ছন্দ[১] ॥

গোর্খের বচন শুনি ঈশ্বর মীনাই,
পুনরপি গোর্খস্থানে কইল বোঝাই।
যে কিছু কহিলা[২] পুত্র যতি গোরখাই,
উলটি সাধিতে যোগ গায়ে বল নাই।
কেমতে সাধিব যোগ বিপন্থে মরিমু,
ইকুল উকুল আহ্মি এক না পাইমু।

২৯ (ভ), (ক. প.) থানা
৩০ (ক. বি) খাল খোল
৩১ (ভ) খাল জোড় হইতে পসর। অতঃপর ভণিতাংশে (ক)-এর চারি ছত্র তৃতীয় পুঁথির অতিরিক্ত,

আএ গুরু কহে সেখ ফাজুল্লাএ শুন গুরু মীন রাএ
এবে আপন চিন্ত সার,
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খবাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর। আএ গুরু।

(ভ)-এর এই অংশে অতিরিক্ত পাঠ,

গোর্ক্ষের বচন শুনি মীননাথে কহে পুনি
শুন বাপু অএ গোর্ক্ষরায়,
হৈল মুহি বিথল গাএত নাহিক বল
কহ বাপু না দেখি উপাএ।
বিধি হইল বিরাগ কেমতে সাধিব জোগ
একুলে সেকুলে কেহ নাহি,
চল বাপু গোর্ক্ষাই কহত শিবের ঠাহি
সংবাদ জে কহিছু বুজাই।

১ (ক. বি.) ত্রমক ছন্দ
২ (ক) ভালো কহ অএ

চল চল অয়ে পুত্র শিবের যে ঠাই,
আমার সম্বাদ কিছু কৈহ তান ঠাঞি[৩]
তোমারে দেখিয়া মোর পাটা হইল বুক,
মৃত্যুকালে না দেখিলাম গাভুর সিধার মুখ।
কাথা[৪] ঝুলি নেয় পুত্র আর লাউয়া লাঠি,
আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি।
মাউগা যুগী হেন খুটা[৫] না বলিয় পুতা,
অনন্ত সিধারে কৈয়[৬] আপনার কথা[৭]।
হাসিয়া বলিল তবে যতি গোরখাই,
ভাল ভরসা[৮] দিলা মোরে ঈশ্বর মীনাই।
পরেকে দিয়া ধন আপনে হইলা ঠগী,
জীবন বদলে গুরু কারে দিবা লাগি।[৯]
পরস্থানে[১০] কহিতে[১১] নাহি অবসর[১২],
পাখাল[১৩] করিতে গুরু নাহি সতন্তর[১৪]।

৩ অ তানে কহিব বুঝাই
৪ পা ছালা
৫ (ক. প.) যোগীএ মোরে খোটা দিব
৬ (ক) মেলে, অ মধ্যে, দিবা
৭ (ক. প.) সিদ্ধাব মৈদ্ধে তুমি পাইবা বেথা
৮ (ক) বর
৯ এইস্থলে (ভ)-এর দুই ছত্র, জোয়ার বহিয়া গঙ্গা পড়িয়া গেল ভাটা,
শিয়ালে কাঠাল খায় বোবের[১] মুখে আঠা
১ বোরের (?)
১০ (ক. বি.), (ভ) পরিশ্রম
১১ অ প্রস্রাব করিতে গুরু
১২ (ভ) পাও স্নান
১৩ (ক. বি.), (ভ) পাখালে
১৪ (ভ) করিয়া দেয় নাই অবসান

ষোল শত যুবতীএ তোমা রাখে বেড়ি,
মরা গরু যেন শকুনে না যায় এড়ি[১৫]।
বড় কর্ম্ম কৈলা গুরু[১৬] আসিয়া কদলী,
মরণ ইচ্ছিলা[১৭] গুরু জীবন বদলি।
কদলী ছাড়িব করি[১৮] ঈশ্বর মীনাই,
ষোল শত কান্দে নারী বিনাইয়া বিনাই[১৯]।
কদলীতে হইব গুরু তোমার মরণ,
তোমারে এড়িয়া গেল চৈতন্য[২০] চেতন[২১]।
কামিনীর[২২] কোল এড়ি তুমি না যাইবা,[২৩]
আপনার দোষে তুমি সব[২৪] হারাইবা।
নাইক তোমার গুরু করাতে[২৫] চেতন,
কদলীর ভুলে পড়ি হারাইবা জীবন[২৬]।
শুখাইল বালুচর[২৭] গাঙ্গে নাই পানি,
নৌকাখানি ডুবাইলা শুখনাতে আনি।

১৫ পা, (ভ) ছাড়ি
১৬ পা করিয়াছ
১৭ (ভ) বাঞ্ছিলা
১৮ (ক) -তে জদি মর
১৯ (ক) কদলি তবে কান্দিব বিনাই
২০ পা গেলে করিব
২১ (ভ) কেমনে এড়িয়া যাইব হইলা অচিন
২২ অ কদলীর
২৩ (ক) কোলে তুম্মি শরীর এড়িবা
২৪ (ক. বি.) প্রাণী
২৫ (ক. বি.) করিতে
২৬ (ক) হইলা অজ্ঞান, (ক. বি.) হারাইলা জ্ঞান
২৭ অ সরোবর, সমুদ্র জল

দাড়ি মাঝি এড়ি গেল[২৮] নৌকা রৈল[২৯] পড়ি,
আপনে ডুবাইলা ভরা[৩০] কি দোষ কাণ্ডারী।
বিঘাটে চাপাইয়া[৩১] নৌকা রৈলা কোন সুখে,
জল ছুটি গেলে[৩২] নৌকা দাড়ি মাঝি দেখে[৩৩]।
অৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধে এড়ি গেলা এ চান্দ সুরুজ,
ঠাঠার হইলা গুরু বাঘিনীর জুঝ[৩৪]।
তিন তিহড়িল[৩৫] তোমার নাইক জননী[৩৬],
প্রদীপ নিবিলে যেমন আন্ধার[৩৭] রজনী।[৩৮]
গুরুর বচন তুমি বিস্মরিলা[৩৯] সব,
তে কারণে পায় তুমি এত পরাভব।

২৮ (ভ) পলাইল
২৯ পা চরণদার পলাইয়া যাইবা নৌকা রৈব
৩০ পা নৌকা
৩১ (ক) ছাপাই
৩২ পা শুখনাতে কৈল
৩৩ অতঃপর দুইছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
    দুগ্ধ আউটিতে দেখ বড়হি কতুক,
    জমুনাতে জল নাহি তাতে হইল শুক।
    (ক. প.) সুখাইল গঙ্গার জল জমুনাএ দিল লুক।
৩৪ পা ছটের হইলা গুরু কামিনী সমান।
    (ক) ঠাটা বালুর মধ্যে সিংহে করে জুজ।
    (ভ) আবুজারে ধন দিলা করিলানা বুজ।
    (ক. প.) ফাফর হইআ গেল বাঘিনীর জোজ
৩৫ (ক) তিহরিতে
৩৬ পা জননী
৩৭ (ক. বি.) গুরু অর্দ্ধেক
৩৮ অতঃপর দুই ছত্র (ভ)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
    ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার,
    ঢাকাতির হাতে ভরা সপীলা তোমার।
৩৯ (ক. বি.) পাসরিলা

বৈরীর হাতেতে তুমি সপিলা ভাণ্ডার,
শঠের[৪০] হাতে তুমি সপিলা কাণ্ডার।
মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ,
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ।
বাটইর কুঠারে[৪১] গুরু সপিয়াছ[৪২] তরু,
ব্যাঘ্রের মুখে[৪৩] তেন[৪৪] সপিয়াছ গরু।
ডাকায়িতের হাতে যেন[৪৫] সপিয়াছ ধন,
সর্পের মুখেতে ভেক কৈলা সমর্পণ।
শূকরের মুখে তুমি দিয়াআছ গজা,[৪৬]
মানকচু প্রহরী[৪৭] থুইয়া আছ সেজা[৪৮]।
ধান্য প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দুর[৪৯]
পাকনা কদলী দিলা শৃগাল প্রচুর[৫০]।

৪০ (ক. বি.) খাটের
৪১ পা বাটো কঠেরাবে, (ক) সুথারের হস্তে, (ক. বি.) বাবৈইর কুরাইলে
৪২ (ক. বি.) সমপীলা
৪৩ (ক) সমুখে
৪৪ (ক) জেন
৪৫ (ক) গুরু, অ তুমি
৪৬ (ক) গেজা
৪৭ পা পসরি
৪৮ অতঃপর (ভ)-এর অতিরিক্ত, সর্পের মুখেত গুরু ভেক সমপিলা,
শিশু হাতে সমপিয়া আছ পাকা কলা।
৪৯ (ক) ধান্যের গোলাতে মুষিক পহরি থুইলা
(ভ) ধান্যের ভাণ্ডারে যেন উন্দুর পসরি
৫০ (ক) কাকের মুখে সমপিলা রত্তন সম কলা
(ক. প.) পাকনা কলাতে গুরু বাদুর সমর্পিলা
(ভ) শ্রীকালের হাতে হেন হংস দিলা ধবি
(ক. বি.) শৃকালেতে সমপিলা অথ পাকনা কলা। ইহার পর
(ভ)-এর দুই ছত্র অতিরিক্ত,
হিমানেত সমপিলা বিমল কমল,
জলের প্রহর যেন দিয়াছ[১] আনল। ১ (ক. প.) সুখনা কাষ্টেতে জেন অনল

সায়চান শকুনেত কৌতরে সপিয়াছ[৫১]
আনন্দেতে সপিয়াছ শুখনা যে গাছ।
যে কিছু আনিলা ধন বাণিজ্য[৫২] করিতে[৫৩]
হারাইলা সকল ধন গেল নানা ভিতে[৫৪]।
খালি হইল ভরা গুরু যাইতে[৫৫] পৈল সাড়া,
চোর ধাউড় সঙ্গে[৫৬] গুরু করিয়াছ পাড়া[৫৭]।
পাটে রাজা নাই গুরু করিতে জিজ্ঞাসা,
চোরের সহিতে গুরু করিআছ[৫৮] বাসা।
তাহারে গোসাই তুমি না চিনিলা চোর,
কামে বিমতি হইয়া হাবাইলা জোর[৫৯]।
কাড়ারি[৬০] না হইলে দড় পাতআল খসে,
নিত্য ডাকাতি হৈলে নগর না[৬১] বৈসে।
ইট[৬২] খসিলে গুরু ভাঙ্গি পড়ে চূড়া,
ঢলিল[৬৩] তোমাব কায়া[৬৪] কাচা হইলা[৬৫] বুড়া।

৫১ পা সাচানেত মরা গরু আর দিশা মাছ
৫২ (ক) বণিজ
৫৩ পা হারাইলা ধন না বলিলা যাইতে
৫৪ পা হাত হতে
৫৫ (ক) দেশে
৫৬ অ ধাউকর সনে, (ভ) ঠগ মগ লইয়া
৫৭ পা চুরে আর সাউদে বিকি করা কড়া
৫৮ (ক) চোর ধাউর দেখি এড়ি গেলা
(ক. বি.) তোহ্মা ছাডিলেন বাসা
৫৯ (ক. বি.) সব হৈল গেল
৬০ (ক. বি.) কাণ্ডারী
৬১ (ক. বি.) নিতি ডাকা পরি গেল নগর নহি
৬২ (ক. বি.) দেউল
৬৩ (ভ) টলিল
৬৪ পা বএস, (ক) টলিয়া গুরুর রস
৬৫ (ভ) টলিল সকল দেহা হৈয়া গেল

শীকারির[৬৬] হাতে গুরু তুলি দিলা[৬৭] ধনু
কদলীর হাতে তোমার কামে ভেদে[৬৮] তনু।
নানা অলঙ্কার[৬৯] পরি[৭০] কামিনী[৭১] আইল সাজি,
হরিল সকল ধন পাতি মায়া[৭২] বাজী।
শীতল[৭৩] বচনে গুরু হাত দিলা[৭৪] অঙ্গে,
তৃতীয়ার শেষে[৭৫] যেন ভাটা দিল গাঙ্গে।
গুরুর বচন তোমার নাই লাগে চারু,
কামে বিমোহিত হইলা কি করিবা গুরু।
পাসরিলা গুরুর বাক্যে কামে হইলা ভুলা,
ষোল শত কামিনী[৭৬] লৈয়া তুঙ্কি কর খেলা[৭৭]।
বুঝিলাম[৭৮] আএ[৭৯] গুরু তোমার[৮০] ব্যবহার,
দিন যাএ গুরু বাপ[৮১] না চিন্তিলা সার।

৬৬ (ক), (ক. বি.) খেমাইর
৬৭ (ক), (ক. বি.) না দিলা জে
৬৮ (ক. বি.) হাতেত দিলা ভেদিবারে
৬৯ (ক) অভরণ, অ, (ভ) বেশ
৭০ (ক. ব.) পীন্ধি
৭১ (ক. বি.), (ভ) বাঘিনী
৭২ (ভ) হাস্য
৭৩ (ভ), (ক. বি.) মধুর
৭৪ (ভ), (ক. বি.) ভেদিলেক
৭৫ (ক), পা তিথি অবশেষে
৭৬ (ক. বি.) যুবতী, (ক) কদলি
৭৭ পা হইচে বড় জ্বালা
৭৮ (ভ) হারাইলা
৭৯ পা বুঝিলাম
৮০ (ভ) যত
৮১ পা গেল বৃথা কাজে, (ভ) দিনে দিনে ক্ষীণ দেহা

আপনে বুঝিয়া বাপু না শুনিলা[৮২] কথা,
উলটি চাহিতে নার ফিরাইয়া মাথা।
এক দাতা (গুরু) তুহ্মি আছে অনেক যাচক,[৮৩]
তোমার ভাণ্ডারে ধন আছএ কতেক।
রাজভোগে পাসরিলা গুরুর বচন,
গুরুধন হারাইলা নাহিক স্মরণ।
মেখলি এড়িয়া তুমি পাইলা সুন্দরী,[৮৪]
আদারি[৮৫] এড়িয়া পাইলা উআরি মেহারি[৮৬]।
চাপড়া[৮৭] এড়িয়া পাইলা এ খাট বিছান,
চক্র এড়িয়া পাইলা এ তিন[৮৮] কামান।
সোনার পাইলা খড়্গ ভাঙ্গা লাঠি এড়ি,
রত্নের কুণ্ডল পাইলা তেজি শঙ্খ[৮৯] কড়ি।
ফাড়া পাতা[৯০] এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা,
রত্নমালা পাইয়া গুরু রুদ্রাক্ষ ত্যজিলা[৯১]।
হস্তী ঘোড়া সহিতে পাইলা রাজপাট,
গুরুর বচন তুমি করিলা উছাট।

৮২ (ক. বি.) বুঝিলাম অত্র গুরু না শুনিবা

৮৩ পা কেবা বোঝাবেক

৮৪ (ভ), (ক. বি.) পাইলা এ লেপ নেহারি

৮৫ (ভ) ধারি, (ক) আধারি

৮৬ অতঃপর (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,

হৌত্তকি এড়িয়া পাইলা কর্পূর তাম্বুল,
ধোকরি এড়িআ পাইলা কামিনীর কোল।

৮৭ পা চর্ম্ম. (ভ) গুধুড়ি

৮৮ (ক) তির

৮৯ (ভ) সপ্ত

৯০ (ক. বি.) ভাঙ্গা পাথুরী

৯১ (ক) রুদ্রাক্ষ এড়িয়া পাইলা সুবর্ণের মালা

কদলীত আসিয়া পাইলা [৯২]উপভোগ,
কামিনীর কোল পাইয়া পাসরিলা যোগ।
আপনে হইলা ভুলা না চিনিলা পিছে,
গুরুর বচন তুমি সব কৈলা মিছে।
গুরুর বচন তুমি[৯৩] না[হি] কৈলা[৯৪] সার,
বারমাসের বার তিথি না কৈলে বিচার।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রৈলা কামিনীর পাশ,
আপনার বীজ জ্ঞান সব কৈলা নাশ।
গুরুর বচন পুনি[৯৫] না চিন্তিলা বাপ,
হারাইলা সব জ্ঞান যেন[৯৬] বাদিয়ার সাপ।
আমি তোমা কহি গুরু তুমি[৯৭] কর মন,
আছ্য কথা অএ বাপু কর‍য়ে স্মরণ।
সিধা সবে শুনি[৯৮] বাপু মোরে দিব গালি,
তুমি গুরু মৈলে মোর মুখে[৯৯] চূণকালি।
সিধা সব কি বলিয়া প্রবোধ দিব আমি,
পড়িলাম সঙ্কটে গুরু উদ্ধার হও[০] তুমি।
তোমার চরণে গুরু আমার নাই ঠাই,
শিষ্যপুত্র চাহ[১] বাপু ঈশ্বর মীনাই।

৯২ পা রাজ
৯৩ পা শুনি
৯৪ পা চিন্তিলা
৯৫ পা শুনি, (ভ) খানি
৯৬ (ভ) জ্ঞান হারাইয়া হইলা, (ক) হারাইয়া আপনা জ্ঞান পাইবা বড় তাপ
৯৭ (ভ) স্থির
৯৮ (ক) মিলি
৯৯ পা মুখে দিব
০ পা কর, (ক) উদ্ধারিবা, (ভ) রক্ষা কর
১ (ভ) রাখ

চরণে পড়ম বাপু কর অবধান,
শিষ্যপুত্র রাখ বাপু করিয়া[২] সম্মান[৩] ।
আমার বচন গুরু তোমার নাই মন,
অশ্বত্থের গাছে যেমন কহিএ সর্পণ[৪] ।
কপট ভাঙ্গিয়া গুরু না করিলা দিশ,
জ্ঞান হিত সব শুনি লাগিবেক বিষ[৫] ।
কায়া সাধ তুমি বাপু আমি পুত্রে বলি,
বিজয়া নগরে গুরু চল যাই চলি ।
[৬]কহে ভীমসেন রাএ মনেতে চিন্তিয়া,
মীননাথ গুরুর যে চরিত্র বুঝিয়া ॥

কামে বিমোহিত হইয়া শরীর অন্তর,
ভালমন্দ নাহি চায় কিছু[১] নাই ডর ।
স্ত্রীর বিষম মায়া কটাক্ষের শর,
দৃষ্টিমাত্র ভেদে বাণ শরীর ভিতর[২] ।

২ (ক. বি.) দিয়াত
৩ (ভ) মান্যদান
৪ (ক) জেন কহিএ স্বপন, (ভ) কাছে যেন করয়ে সর্পন
৫ পা ভাঙ্গিব কপট গুরু সব হইব মিস[১] ১ (ক. বি.) সিস
৬ এই দুই ছত্রের বিভিন্ন পাঠ :
(ক. বি.) কহে সেক ফওজুল্লাএ মনেত্য চিন্তিআ,
মীননাথ সেজে গুরু চরিত্র বুঝিআ ।
(ক) কহেন কবিন্দ্র দাসে শুন নরগণ,
সিধার সঙ্গিত বাণি স্থন বিবরণ ।
কবিন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া,
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ।
(ভ) কহে সেন শ্যাম দাসে প্রভুকে ভাবিয়া,
কহেন যে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া ।
১ অ মৃত্যু
২ পা দৃষ্টিপাত কর গুরু শরীর অন্তর

আপনে[৩] বিভোলা করে সেই গুণবতী,[৪]
সহজে রাখিতে প্রাণ কাহার শকতি ॥

॥ রাগ গুজরী[১] ॥

গোর্খের বচন শুনি ঈশ্বর মীনাই,
শোন শোন যতিনাথ তোমাতে যে কই[২] ।
চলিতে না পারি আহ্মি গায়ে নাই বল,
কেমতে সাধিব মুই সে[৩] যোগ সকল ।
মাগিতে না পারিমু[৪] আর ঘরে যাই,
কদলীর রাজা আমি[৫] ঈশ্বর মীনাই ।
বৃদ্ধকাল হইল মোর চলিতে নাই দিন,
মাগিবারে গেলে লোকে বাসিবেক[৬] ঘিণ ।
পাকিল মাথার কেশ ঢলিলেক বস,
এমত সময় কালে কিসের সাহস ।
ভাল কহ গুরু তুমি কই তোমার ঠাই,[৭]
বুঝাইলে না বুঝ গুরু[৮] ঈশ্বর মীনাই ।

৩ অ আলাপে
৪ পা। অল্পভোগ করে যেবা হইয়া গণপতি
১ (ভ) মুই রাগ, (ক. বি.) পদবন্ধ
২ (ক) তোহ্মারে বুঝাই, অ কহন্ত বুঝাই
৩ পা, (ভ) আমি ই
৪ (ক. বি.) মাগিয়া খাইতে নারি
৫ (ভ) মুহি
৬ (ভ) মাগিয়া খাইতে মোর মনে লাগে
৭ (ক) ক্রোধ হইল যতিনাথ বলিল কিটাই
৮ (ক) কথা

ভাল সে কইলা[৯] বাপু মনে ভাবি[১০] কাজ,
অনন্ত সিধার মেলে[১১] তুমি থুইলা[১২] লাজ[১৩]।
পড়িব তোমার কায়া না ফিরিব আর,
তবে সে ভাঙ্গিব[১৪] তোমার মনের জঞ্জাল।
আন্ধারে[১৫] দর্পণ দেখাইলে নাই[১৬] ফল,
তোমাতে[১৭] কহিএ আন্ধি বচন[১৮] সকল[১৯]।
কালের[২০] সাক্ষাতে যেন গীত গাহে গাইনে।
হেনমতে কথা তুমি না শুনিলা কানে।
মূর্খেরে অক্ষর[২১] দেখাইলে নাই ফল,
তেনমতে কহি আন্ধি তোমাতে নিষ্ফল[২২]।

৯ অ কহ গুরু

১০ অ ভাল কহ

১১ পা মধ্যে

১২ (ক) তোন্ধি পাইবা

১৩ অতঃপর

(ক) ও (ভ)-এর অতিরিক্ত পাঠ,

বুঝিলাম আয়ে বাপু নিজ মনে বাসি,
যোগের হইল ঠগ কদলিতে আসি।
জখনে আসিয়া জমে জখনে টানিব,
সেখানেত গাভুরালি আপনে জানিব।

১৪ অ খণ্ডিব

১৫ পা অন্ধলেরে

১৬ (ক) কোন

১৭ (ক) তেন মত

১৮ অ তোমারে

১৯ অ কেমনে সাধিব যোগ শরীর বিকল

২০ অ কালার, বধিরের

২১ পা শাস্ত্র

২২ (ক) সকল

বোঝাইলে না বোঝ তুমি পশুর[২৩] লক্ষণ,
অমৃত ছাড়িয়া কর গরল ভক্ষণ।
মীননাথে বোলে পুত্র কহিয়ে তোমারে,
না গঞ্জ না গঞ্জ গোর্খ না গঞ্জ আমারে।
বিধির ঘটন[২৪] কেবা খণ্ডাইতে পারে,
যারে যেই করে বিধি নড়িতে না পারে[২৫]।
টুটিল হস্তীর বল অঙ্কুশে না মানে,
চর্ম্ম দড়ি দিয়া[২৬] [যেন] বাঘিনীএ টানে।
ভালমন্দ সুখভোগ তারে কেবা দেখে,[২৭]
সোতেত এড়িলুম নৌকা[২৮] যথাতথা ঠেকে।
গুরুর[২৯] বচন মোর কিছু নাই মনে,
সকল টুটিয়া মোর গেল দিনে দিনে।
মন-দুঃখ ভাবি কহে[৩০] যতি গোর্খনাথ,
মীনের শুনিয়া হেন বচন নির্ঘাত।
নিঃশ্বাস এড়িয়া গোর্খ অতি দুঃখে কহে,[৩১]
সব পাসরিলা বাপু জ্ঞান কৈলা ক্ষয়ে[৩২]।

২৩ (ক), আধের, অন্ধের
২৪ পা লিখন, (ক) গঠন
২৫ (ক) নারে এড়াইবারে
২৬ (ভ) প্রেমের ছিকল দিয়া, (ক) অঙ্কুশ দিয়া, পা প্রেমের দড়িএ বান্ধি ঝুরে যেমন টানে
২৭ অ তাকে কিবা লেগে
২৮ পা, (ক) গাও, অ কায়া
২৯ (ভ) হরের
৩০ পা হাসি হাসি কহে তবে
৩১ পা হাসি হাসি বোলে
৩২ পা গুরু কামিনীর কোলে

গুরু গুরু কহি আহ্মি নাহি তোহ্মার মন,[৩৩]
আহ্মার বচন গুরু না কর[৩৪] যতন।
এখানে কহম বাপু যোগ-দরশন,
মিলিবেক শ্রীমন্দিরে কহিল বচন[৩৫]।
কহিল আপনা[৩৬] কথা আপনে কর হেলা,
এড়ি গেল যতি-কায়া টলি[৩৭] গেল কলা[৩৮]।
বুঝিয়া গুরুর মন যতি গোরখাই,
আসন করিয়া বৈসে গুরুর দিকে চাই।
বসিলেন গোর্খনাথ মীনের সমুখে,
যোগ পরিচয় কর চাহ[৩৯] চক্ষে চক্ষে।
বোঝ বোঝ অএ গুরু কায়ার বোঝ ভেদ,[৪০]
আপনে কহিছ কথা[৪১] নাই হয়ে ছেদ[৪২]।
হাত নাড়ি কথা কয়ে চক্ষের দিয়া ঠার,
কর্ণপাতি শোনে মীন সমুদ্র[৪৩] অপার[৪৪]।

৩৩ পা তোহ্মারে কহিএ গুরু ধর্ম্মমত নাহি মন
৩৪ (ক. বি.) তুমি করহ
৩৫ অ, (ক. বি.) গুরুর চরণ
৩৬ (ক. বি.) গুরুএ
৩৭ পা টুটি
৩৮ (ক. বি.) শালা
৩৯ পা চাহি
৪০ (ক. বি.)ভেট
৪১ পা শিখাছ মন্ত্র
৪২ (ক. বি.) না হইছে মেট
৪৩ (ক. বি.) সে জল, অ সিদ্ধান্ত
৪৪ (ক) সিন্ধু হইবা পার

খেনেকে বালক হএ খেনে বৃদ্ধ যতিনাথ,
খেনেকে যুবক হএ মীনের সাক্ষাৎ।
হাতের মারিয়া তালি[৪৫] গুরুকে বোঝাএ,
বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছাএ[৪৬] ॥

॥ গিদধড় বিচার[১] ॥

পুকুরেতে জল[২] নাই পাড় কেনে বোড়ে,[৩]
বাসার মধ্যে ছায় থুই আড়ি-মুউড়া করে[৪]।
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে,[৫]
আন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে।
ঝিম যাউক বরিষা তলে যাউক মীন,
ঝাপিয়া তরিতে[৬] পাড়ি[৭] সমুদ্র গহিন।
মুখখানি হালে গুরু[৮] জিহ্বাখানি ফাল,
অমর[৯] পাটনে জোত গড়নের হাল[১০]।

৪৫ পা তোড়ি
৪৬ (ক. বি.) মনপক্ষী মীননাথ নাসাতে বাঝাএ
১ মূল পুঁথিতে এই শীর্ষক আছে
২ (ক) পথরাতে পানি, (ক. বি.) পুস্করণির পানি
৩ অ, (ক) ডুবে
৪ (ক. বি.), (ভ) বাসাতে ডিম্ব নাই ছাও কেনে উড়ে
৫ (ক. বি.) চাল
৬ পা পড়িতে
৭ পা পাড়ি, (ক) পারে
৮ (ভ) আনল জান
৯ (ভ) অমূল্য
১০ (ভ) যার গরজ নেহাল, (ক. প.) সম্বর পাটনেতে নগরে জোরে

উছ নীছ ভুমিখানি তাত কৃষি[১১] হএ,
যদি হইব গৃহবাসী ভুমি যে[১২] চষএ।
[১৩] জ্ঞাননাথে কএ তবে শোন মনুরাএ,
মনেতে ভাবিয়া চাহ কেবা কার হএ ॥

॥ পয়ার ঃ ফিরাগীত ॥

মন চিননারে তোর সঙ্গে খেলা খেলে ঐ কুন জন ॥ ধ্রু ॥

॥ ঘোষা ॥

প্রথম প্রহর রাত্রি গুরু আলসিত বড়,[১]
যাহার[২] কারণে[৩] নিদ্রা হইয়া যায় দড়[৪] ।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজানেতে বাইয়া,[৫]
সানন্দে শুনল[৬] ধ্বনি চৈতন্য পাইয়া[৭] ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কালনিদ্রা[৮] ঘোর,
উজানে রসের মাপি বোজ নিরন্তর[৯] ।

১১ (ভ) তাতে হংসি
১২ (ক), অ, (ভ) সে ভুমি
১৩ এই দুই ছত্র ও পরবর্ত্তী ধুয়া অংশ কেবল আদর্শ পুঁথির পাঠ, (ভ) শ্রীরাগ শীর্ষক ; আহারে গুরুর নাম করহ স্মরণ ॥ (ধ্রু)
১ (ক), অ আলস্য বিস্তর
২ পা তাহার, অ আহার, (ক) আতুর
৩ পা তোড়ল, অ তোমাব, (ক) তাহাতে
৪ পা সদাএ বসি কর, (ক. বি) বড়ি আসা কর
৫ (ভ) উজানি বান্ধিয়া
৬ (ভ) শুনহ
৭ (ক. বি.) আনন্দে রহিয়া
৮ (ক. বি.) অতি
৯ (ভ) উজানে সেরের তৈল[১] লইয়া যায় চোর, ১ (ক. বি.) মণি
(ক) ওজনের তৈল মাপি

উজান ভাঙ্গিআ কর আমারেতে[১০] মন,
তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি নিদ্রা ঘোর[১১],
তখনে বুঝিতে পারে জ্ঞানের প্রসর[১২]।
যেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চএ,
সদগুরু ভজিলে [গুরু] আত্তমা[১৩] পরিচএ।
চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিশি অবশেষ,
কর্ম্ম[১৪] চিন্ত গুরু জাগ হইয়া বিশেষ[১৫]।
জ্ঞাননাথে কহে চারি প্রহর বিচার,
ভেদিয়া দশমী দ্বার খাল জোড় ঘর[১৬]।
তত্ত্ব জানিয়া যোগ না করিয় হেলা,
প্যাকছে মাথার চুল হইয়া যাইবা কালা।
কায়া ভালা কামি গুরু সাজাইলে সাজে,
যোগ সাধিতে গুরু কার্য্যে নাই লাজে[১৭]।
শুক্রবারে বহে বারি[১৮] সুষমনা[১৯] জান,
গঙ্গা যমুনা দুই ধরয়ে উজান।

১০ (ক) আমনেতে, (ভ) অমনা গমনা, পা আমানেতে
১১ (ক. বি.) ভাএ
১২ (ক) কিছু নিদ্রা না গেলে বিরোধ ঠেকে গাএ[১]
১ (ক. বি.) বিজগ লএ কাএ,
(ভ) বিরোগ হএ কাএ
১৩ পা আপনার
১৪ (ক) ব্রহ্মজ্ঞান
১৫ (ক) থাকি নিজদেশ
১৬ (ভ) যোগে কর ভর, (ক) জোর ভর, (ক. বি.) চৈতন্য চারি প্রহর
১৭ (ক) শ্রীমন্দিরের হাটের শব্দ[১] বাজাইলে বাজে
১ (ক. বি.) পঞ্চরাত্র বাদ্য
১৮ (ক) বায়ু
১৯ (ক) শুদ্ধচিত্ত, পা শিশোপাল, অ শিষু প্রাণ

ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর চূড়া,
মধ্যকমল মধ্যে[২০] বন্দী হয়ে[২১] চোরা।
শনিবারে বয়ে বায়ু[২২] শূন্যে মহাস্থিতি,
পূর্ব্বেত উদএ[২৩] ভানু পশ্চিমে জলে বাতি[২৪]।
নিবিতে না দিয় বাতি জ্বাল ঘনঘন,
অছকা[২৫] ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন।
রবিবারে বয়ে বায়ু লইয়া আত্মমূল,
অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল[২৬]।
অগ্নিএ পানিএ যদি [না] রাখ গাভুরালি,[২৭]
নিবি যাইব অগ্নি সব রইআ যাইব ছালি।
সোমবারে বয়ে বায়ু সহজ সঙ্গীত,
শ্রীগোলা নগরে[২৮] বাদ্য বাজে সুললিত[২৯]।
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাজে নানা[৩০] ধ্বনি,
ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাচয়ে নাচনী[৩১]।

২০ (ক. বি.) যেন
২১ (ক) -খানি আনিয়া জে বন্দী কর,
(ভ) যুল (শূন ?) কমল চাপি বন্দি কর
২২ অ বাবি
২৩ পা উদিত
২৪ (ভ) জ্বাএ অতি
২৫ পা আজুকা
২৬ (ভ) মন স্থির করি ধর ত্রিপীণির কুল
২৭ (ক. বি.) একত্রে মিশি
২৮ পা হাটের, (ক. প) শ্রীমন্দিরের পক্ষ
২৯ পা বিপরীত
৩০ (ভ) মহা
৩১ অ ইন্দ্রজিত নাট করে শুনে মহামুনি

মঙ্গলবারে বয়ে বায়ু[৩২] জুড়িয়া মঙ্গলা,[৩৩]
খেমাইরে অঙ্কুশ দেয় মনারে[৩৪] পাগলা।
গগনেত মত্ত হস্তী ছুটে[৩৫] নিরন্তর,
ছান্দিয়া বান্ধিয়া রাখ মন্দির ভিতর[৩৬]।
বুধবারে বয়ে বায়ু[৩৭] বোঝ আপেআপ,
ফিরিয়া খেলাঅ গুরু দুইমুখা সাপ।
চাপিলে গজ্জিয়া উঠে বিষম[৩৮] নাগিনী,[৩৯]
গুরুমুখে চিনি লহ[৪০] সরুয়া-শঙ্খিনী।
বৃসোতবারে বয়ে বায়ু[৪১] বিরলে দিয়া চিত,
গগনমণ্ডলে[৪২] শুয়া ডাকে বিপরীত।
[৪৩]শুয়াগুটি[৪৪] নহে গুরু জীবন প্রাণধন,
সাতবার ভ্রমিয়াছে এই তিন ভুবন[৪৫]।
বুঝ বুঝ অয়ে গুরু বাউর[৪৬] বিজয়া,
আপ্তমা[৪৭] পরিচয় করি রাখ নিজ কায়া॥

৩২ (ভ) বারি
৩৩ পা শুনিয়া ধরণী
৩৪ (ক) মনাইসে, পা মর্ম্মরা (?)
৩৫ (ক) উঠে
৩৬ (ক.বি.) অন্তর
৩৭ পা বারি
৩৮ (ভ) বিরহে, (ক) বিরহ
৩৯ পা ডাকিনী, (ভ) সাপিনী
৪০ (ক) সাপিনী না হয়ে গুরু
৪১ পা বারি
৪২ (ক) এ শূন্য মন্দিরে
৪৩ (ক.প.) সুআগুটি নহে গুরু জীউ প্রাণেশ্বর,
ছান্দিআ বান্ধিআ রাখ মন্দির ভিতর।
বুঝিআ সকল তত্ত্ব কর এক স্বর,
সপ্তবার ভুলিআছ পীর মোচন্দর।
৪৪ (ক.বি.) সুকি
৪৫ (ক. বি.) এ পীর মিঠন
৪৬ পা ঘরের, অ বাবির (?)
৪৭ পা আত্মা

॥ গুজ্জরী ॥

সরোবর শুখাইল গুরু মৈছে[1] নিল চিলে,
নিচিন্তে হারাইল ধন[2] কামিনীর কোলে।
অরোগ-ভাণ্ডার গুরু কদলী হইল[3] রোগ,
যদিবা সাধিবা কায়া[4] উলটি ধর যোগ।
উলটিয়া ভেট গুরু সুমেরুর কলা,[5]
পাকিছে মাথার চুল[6] হইবেক কালা।
দশমী দুয়ারে ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল,[7]
উজ্জাউক মহারস ভরৌক খাল-খোল[8]।
কানফাএ কহিল মোরে বিজয়ানগরে,
তেকারণে আইলাম আমি তোহ্মার গোচরে[9]।
অধে উর্দ্ধে তালি দেয় গুরু মোছন্দর,
আপ্তমা[10] নিচল কর শরীর ভিতর।
বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া[11] বায়ু কর বন্দী,
মূল-কমল মধ্যে বায়ুর বোঝ[12] সন্ধি।

১ পা মৎস্য
২ (ক.বি.) কাআ দিলা
৩ অ সে
৪ অ জীইবা গুরু
৫ পা সহিতে না পারিবা গুরু শমনের জ্বালা
৬ (ক) কেশ
৭ পা দশমী দুয়ারে ভেদ ঢোকা তুল সর, অ ঠোক ঠোক তোল
৮ পা গাঙ্গের জল
৯ পা তোমা বুঝাইবারে
১০ পা আত্মা
১১ পা বায়ুর ঘরেত গুরু
১২ অ মূলে স্থির কর গুরু কহিলাম

বায়ুর ঘরেতে গুরু বায়ু কর সাচা,[১৩]
আছৌক তরুণা বোড়া হইয়া যাইবা কাচা।
খালজোড়া ভর গুরু কায়া কর তত্ত্ব,[১৪]
গরল ভক্ষণ করি চিন্ত নিজ পথ।
শরীর সংযোগে বায়ু কমল[১৫] শোধন,
ষট চন্দ্র[১৬] ভেদ গুরু খেলয়[১৭] গগন[১৮]।
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা,[১৯]
বেঙ্কানালে সাধ[২০] গুরু না করিহ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা,[২১]
মেরুমূলে রইআ চন্দ্র নাচিব গোপালা।
বোঝ বোঝ গুরুজ্ঞান তত্ত্ব বোঝ সন্ধি,
রবি শশী চলি যাএ[২২] তারে কর বন্দী।
মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,[২৩]
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।

১৩ (ক), (ক. বি.) নিসা
১৪ পা বাউ কর শকত
১৫ (ক. বি.) মন বারির
১৬ (ক) চক্র
১৭ (ক.বি.) খেলুক
১৮ (ক) উজান
১৯ পা পাকিচে মাথার চুল হইআ যাইব কালা
২০ পা, (ক. প.) ইঙ্গনালে শোধ
২১ (ক.বি.) বুঝ বাউ কর সন্ধি,
(ক) বুঝিবা বাউ সন্ধি,
অ শোধ বুঝ মহাসন্ধি, (ক. প.) উজানিতে রসের জ্ঞান কেনে হইলা ভোলা
২২ (ক.বি.) আছে, (ক. প.) মূল কমলে আনি
২৩ পা মন হএ গোসাঞি পরাণের ঠাঁই, (ক. বি.) পবনের সাঞি

মন পবন সহিতে এক করি জোড়,[২৪]
ক্রমে ক্রমে টানি আন মনের ভাণ্ডার[২৫]।
উলটি ফুটউক ফুল[২৬] পুনি কর ধ্যান,
বোঝ বোঝ অএ বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান।
[২৭]চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক[২৮] ধূয়া,
আনল জালহ গুরু স্থির রাখ কায়া।
ত্রিবেণী করহ স্থির[২৯] কর্ণে দেয় তালি,
উপরেতে চন্দ্র রাখি কর ঠাকুরালি।
ডাইনেতে রাখিয় অগ্নি আগে তারে জালি,[৩০]
কোনকালে না টুটিব[৩১] তোমার গাভুরালি[৩২]।
স্থাপন[৩৩] করহ মন আমানেতে[৩৪] বসি,
আদিত্যবারেত পালিয় তিথি[৩৫] একাদশী।

২৪ পা মন পবনের কাছে থাকে এক চোর,
(ক) মন আর পবন সহিতে কর জোর
২৫ (ক.বি.) আনি জত মনের ঘর ভরি,
(ক) আনিয়া মনের ভাণ্ড ভোর
২৬ অ পলটি আর
২৭ পা প্রাণে মরিআ জাইবা উড়িয়া জাইব সোআ,
এইসব শুনি বাপু স্থির কর কাআ।
২৮ অ উলটউক
২৯ (ভ) -তে থানা দেয়
৩০ (ক.বি.) কামের মুণ্ডেত দেখ পড়ি জাউ ছালি,
(ভ) আপনারে স্থির কর বাউ ভর করি
৩১ (ক.বি.) টলিব
৩২ (ক.বি.) গাভুরআলি
৩৩ পা স্থির
৩৪ (ক.বি.) আমাতে, অ আমলেত, (ক. প.) আসনেত
৩৫ পা মাস, (ক) ভুমি, (ক. প.) আন্তবার পালিবা জে ভিম

দশমীর[৩৬] মধ্যে গুরু না টলাইব[৩৭] চিত,
দেহ[৩৮] মধ্যে বারাণসী আর নাই তিথ[৩৯]।
অধে উর্দ্ধে গুরুদেব তুলি ধর কাম,[৪০]
শরীর সুন্দর হইব চিকণ হইব চাম।
নাপিতের শিঙ্গাএ যেন চুমুকে[৪১] আনে টানি,
ইন্দ্রনালে শোধ[৪২] গুরু আচাভুয়া[৪৩] পানি,
আচাভুয়া মধ্যে গুরু সএগুয়া সার,
মহারস গুরুদেব উর্দ্ধেশ্বরী যার।
সারিয়া ঝাড়িয়া গুরু না করিহ ভয়ে,
ভাণ্ডার বান্ধহ গুরু করিয়া অক্ষএ[৪৪]।
কৃপণের ধন যেমন খাইতে না জুয়াএ[৪৫]
শূন্য ঘর পাইলে গুরু যমে লইয়া যাএ[৪৬]।
আসনেতে[৪৭] মন কর চিন একাদশী,
পবন নিচল কর চিন রবি শশী[৪৮]।

৩৬ অ দশ দিশ, (ক. প.) দশ দিগের
৩৭ (ক.বি.) কম্পিবে, (ক. প.) না করিয়
৩৮ (ক.বি.) ঘর, অ, (ক. প.) ঘট .
৩৯ (ভ), (ক.বি.) নাহি রাজে নিত্য, অ নিতি কর স্নান, (ক. প.) জীবন অনিত
৪০ (ক. প.) ধরহ মোকাম
৪১ (ভ), (ক.বি) রক্ত, (ক. প.) চুম্বকে
৪২ পা তোল, (ভ) তুলে
৪৩ পা জোয়ারের, (ক. প.) আঠা কুয়ার (?)
৪৪ (ক.বি.) শরীর হইব পাক পাপ হৈব খএ, (ভ) শরীর সুন্দর হৈব জৌবন অক্ষএ
৪৫ (ক) জেন রাখহ আপক্ষি, অ উপেক্ষি
৪৬ (ক. বি.) সম্ভোগ করিয়া খেল আপনাক দেখি ;
অতঃপর (ক. বি.) পুঁথির অতিরিক্ত,

আপনা সহিতে গুরু কর পরিচএ,
শরীর স্থাপনা করে পাপ হইব ক্ষাএ।

৪৭ (ক.বি.) আমাতে
৪৮ পা শূন্যের মাঝে ধ্যান কর বসি,
(ক. প.) পরম নির্জ্জন মধ্যে গঙ্গা বারাণসী,

তাহার নিকটে বৈসে রবি আর শশী।

অচেতন[৪৯] রৈলা গুরু কিছু নহে ভাল,
কায়া সাধিয়া গুরু জিন[৫০] জম কাল ।[৫১]
যতেক[৫২] কমল[৫৩] গুরু বেড়িয়াছে গলে,[৫৪]
হাতে ধরি বুঝাইবা হিসাবের কালে[৫৫] ।
এড় এড় গুরু বাপু[৫৬] অমৃতের কুণ্ড,
খেমারে অঙ্কুশ দেয় হস্তিয়ার মুণ্ড[৫৭] ।
অঙ্কুশ মারিয়া হস্তী সদায় দেয় তুড়ি,[৫৮]
যদি [সে] সাধিবা যোগ রহ স্থান জুড়ি[৫৯] ।
লোভ মোহ হএ গুরু আর কাম ক্রোধ,
এই চারিজন গুরু শরীরের বিরুধ[৬০] ।
এই চারিজন গুরু দড় মনে[৬১] ধরি,
সকলে মিলিয়া কর খেমার চাকরী ।

৪৯ (ভ), (ক.বি.) এথাতে, (ক) বিপম্থে

৫০ পা চিন

৫১ অতঃপর ছয় ছত্র (ক. বি.) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,
এই মূল তত্ত্বে গুরু থাকহ ধ্যাআই,
অভশ্য মুক্তিপদ দিবেক গোসাই ।
মুক্তির কমল গুরু বেড়িআ গোপতে,
তাহার ডুবাই মন গুরু মীননাথে ।
সহসর দল মৈদ্ধে এক নিবঞ্জন,
একমনে ভাবিলে সে পাইব দর্শন ।

৫২ (ক), (ক. প.) জুতির

৫৩ অ জুবতীর মন

৫৪ (ক) -জ্ঞে পাতে, (ক. প.) করিআ জ্ঞে পাত

৫৫ (ক) তাহাতে ডুবাঅ মন গুরু মীননাথে

৫৬ (ক. বি.) এক গুরুদেব তুন্মি

৫৭ (ক. বি.) শুণ্ড, (ক. প.) কামের অঙ্কুশ দিআ হস্তী কর দণ্ড

৫৮ পা এড়ি, (ভ) আপনারে স্থির কর বাউ ভর করি

৫৯ (ক.বি.) সাল মুড়ি, (ক. প.) হস্তী রাখ ধরি,
(ভ) তিলেক না টুটিব তোমার আবুবালি

৬০ (ক.বি.) বোধ

৬১ (ক.বি.), (ক) করি

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব বৈরী হএ,[৬২]
এই চারি ধাউত বয়ে[৬৩] শরীর আলয়ে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সকল বৈরী,
তাহারে রাখিয় গুরু সতন্তর করি।[৬৪]
যত সব কৈলা গুরু আপনে কৈলা ভঙ্গ,
তাহাতে না কৈলা গুরু মনেত আতঙ্গ[৬৫]।
সহজে এ ভবনদী হইবারে পার,
হেন নৌকা না রাখিলা ঘাটে আপনার[৬৬]।
কহন্ত যে গোর্খনাথে শোন মোছন্দর,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ খেমার নফর[৬৭]।
পাটে রাজা দড় কর খেমার সঙ্গে মিলি,
কামের গলাতে দেহ লোহার শিকলি[৬৮]।
মন-পবন স্থির কর[৬৯] খেমাইরে কর রাজা,
চারি চন্দ্র ভেদি গুরু সকল[৭০] কর তাজা।
বলিতে বলিতে নাথ হাতে মারে[৭১] তুড়ি,
বিমর্শিয়া রাজপাট সব দিল ছাড়ি[৭২]।

৬২ (ক. বি.) পরিহর
৬৩ (ক. বি.) জন আছে
৬৪ (ক. বি.) পুঁথিতে নাই
৬৫ পা এ সকল না রাখিলাম মনের মাতঙ্গ
৬৬ (ক. বি.) ঘাটের মাঝার
৬৭ (ক. বি.) অষ্টজন না রাখিঅ করিঅ অন্তর
৬৮ (ক) জিঞ্জলি
৬৯ পা সকলে মিলিআ বাপু, (ক) সকল ছাড়িয়া গুরু
৭০ (ক. বি.) গরল ভক্ষণ করি সব, (ক) ভক্ষিআ গরল চন্দ্র কায়া
৭১ পা. দিল
৭২ অ বিচলিত মীননাথ রাজ্যপাট এড়ি

উচাটন[৭৩] কৈল গোর্খ লাগি মীন কানে,
জ্ঞানের প্রভাবে মীন ভ্রঙ্গ[৭৪] হইল মনে[৭৫] ।
সুখভোগে মীননাথের আর নাই মন,
চল চল যতিনাথে বলে ঘন ঘন[৭৬] ।
[৭৭]কহে ভীমসেন রায়ে বিচারি মন পাজি,
স্ত্রীর বিষম মায়া যেন বাদিয়ার বাজী ॥

করিলাম অনেক ভোগ তার অন্ত নাই,
জাতিকুল হারাইয়া চলিলাম তথাই ॥[১]

৭৩ পা উদ্ঘাটন, (ক. বি.) উচ্ছাট, অ উছাট, (ক) উলটিয়া, (ভ) উচাট
৭৪ (ক. প.) নিদ্রা
৭৫ (ক. বি.) গেল ভাজি, (ক) ভাগি
৭৬ পা স্মরণ হইল যত গুরুর বচন
৭৭ ভণিতাংশে বিভিন্ন পাঠ এইরূপ,
(ক), অ গোর্খের বিজয় কথা কবীন্দ্র রচিল,
সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ।
অ কহে সেক ফজুল্লায়[১] বিচারিয়া পাজী[২],
স্ত্রীর বিষম মায়া বাদিআর[৩] বাজী[৪] ।
আলাপে বিলাপে[৫] হয়ে কামে হএ মত্ত,[৬]
কালকুল[৭] হিতাহিত তেজএ[৮] সমস্ত ।
১ অ ভাবি চাহ গুরুদেব
২ অ, (ক. বি) বিচারি মন পাঞ্জি
৩ অ জানে হাসি
৪ (ক. বি.) আছে ছারি জাই
৫ অ, (ভ) বিভোলা
৬ (ভ) মস্ত
৭ (ভ) কালকোট
৮ (ভ) নাহিক
১ (ক. বি.) অনেক পরিভোগ করে শরীর অন্তর,
ভালমন্দ নাহি চাহে মৃত্যুয়ে নাহি ডর ।

॥ সুহি রাগ ॥

হেনকালে সাজি আইল কদলী যুবতী,
নানা বেশ করি আইল মনে ভাবি অতি[১] ।
কাঙ্কে করি মহাদেবী বিন্দুকনাথেরে,
সাজিয়া আইল দেবী মীনের গোচরে।
ষোল শত মিলি আইল করিয়া সমাজ,
বসিলেক চারি দিকে মীন রাখি মাঝ।
ষোল শত যুবতী মীন দেখিএ কাতর,
হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মোছন্দর।
বলাবলি করি সবে আইলা একমনে,
কি কারণে আসিয়াছ আমা দরশনে।
আমারে চাহিয়া সব চলি যায় ঘর,
যোগীপুত্র গোর্খনাথে জ্ঞান দিল মোর।
জ্ঞান পাইলাম্ আমি স্থির না হএ মন,
রহিতে না পারি ঘরে চলিলাম এখন।
যতেক আছিল ধন সব নিলা হরি,
কেনে মায়া পাত আর কিবা পাইবা কড়ি।
বৃদ্ধকাল হইল মোর মরণ উপস্থিত,
আর কি[২] পাইতে আইলা আমার বিদিত।
ভাল[৩] সে রাখিল মোরে গোর্খ অবধূতে,
বান্ধিয়া লইয়া যাইত যমের যে দূতে।

১ (ক. বি.) নানামতে করে[১] সবে মীনেরে আহুতি। ১ (ক) রহে ;
অ মদন মূরতি

২ পা আরলি

৩ (ভ) প্রাণ

খড়[৪] রক্ষা করিবারে গোর্খে কৈল সন্ধি,[৫]
রাখিতে না পারিবা আর মায়া দড়ি বান্ধি।[৬]
যোল শত সখী লইয়া থাক নিজ পুরী,
মোর দিগে কদাচিত্য না চায় সুন্দরী।
সমুদ্র শুখাইয়া তোরা করিলি শুখনা,
আর কি আছএ মোর ঘরে দিতে হানা।
বুঝিলাম তোমার[৭] মায়া চলি যায় ঘর,
তোহ্মারে দেখিয়া প্রাণ স্থির না হয়ে মোর[৮]।
মালঞ্চেতে[৯] ফুল নাই কি দিমু পসর,[১০]
শুখাইল গঙ্গা যেন জোয়ার নাই আর[১১]।
যদি সে দেখাইল গোর্খে মোর যত[১২] তত্ত্ব,
আর না [১৩] রুচিবে[১৪] জান তোমার মাআ জথ[১৫]।

৪ অ কায়া, (ক. বি.) জমদূত
৫ অ দিল বুদ্ধি
৬ অতঃপর তিন ছত্র (ক) এর অতিরিক্ত পাঠ,
পুত্র গোর্খনাথে মোরে পথ দেখাইল,
আর কার রচিব মায়া তোহ্মাতে কহিল।
মঙ্গলা কমলা দুই রাজ পাটেশ্বরী,
(ক. বি.) শিষ্যপুত্র গোর্খনাথে দেখাইল তত্ত্ব,
আর নি রচিব মাআ তোহ্মরার জথ।
৭ (ভ) তোমাগ
৮ (ক. বি.), (ভ) তোমরারে দেখি মনে সাত পাচ করে
৯ (ক. বি.) মণ্ডবেত
১০ (ক) প্রসাদ, অ পসার
১১ (ক. বি.) শুখনা হইল গঙ্গা জোআর নহি ফিরে
১২ (ক. বি.), (ভ) গোর্খে মোরে দেখাইল
১৩ পা শুখনা
১৪ (ক), (ভ) গাছেত, পা কাষ্ঠেতে
১৫ (ক) জেন মেলএ পত্তর, (ক. বি.) মোর নাহি রুএ, পা আর না নিকলে সত্ত্ব

কাম ক্রোধ লোভ মোহ বন্দী কৈল নাথে,
এখনে চলিয়া যাইমু তোমার সঙ্গ[16] হতে[17]।
মঙ্গলাএ[18] বলে প্রভু কদলীর ঈশর,[19]
তোমার কথাএ মন হইল ফাফর।
কোন দুঃখে যাইবা তুমি গোর্খের বচনে,[20]
পাগল করিল গোর্খে দিয়া শূন্যজ্ঞানে[21]।
হেন সুখ সম্পদ সংসারেতে নাই,
কোন দুঃখে পুনি তুমি যাইবা যোগী হই।
লক্ষে লক্ষে হস্তী সব ঘোড়ার লেখা নাই,
এই সকল এড়ি তুমি যাইবা কোন ঠাই।
কারে রাজ্য দিয়া তুমি যাইবা দেশান্তরী,
সমর্পিরা কার ঠাই উঝারী মেহারী।
সুবর্ণের ঘর দ্বার রতনের পালা,
রঙ্গ রঙ্গী[22] টঙ্গী সব এই সব ভালা।
নেতের পতকা সব তাহার উপরে,
সুবর্ণের খাট সব তাহার মাঝারে।
তাহার উপরে প্রভু তুহ্মি ডাল গাও,
ষোল শহ যুবতী সবে ধরে হাত পাও।

১৬ (ক. বি.) পুরী
১৭ (ভ) গোর্খনাথের সাথে
১৮ (ক. বি.) কমলাএ
১৯ (ক) শুনহ উত্তর
২০ (ক. বি.) ভোবনে
২১ (ক. প.) তোমা জুগীর গেআনে, (ভ) শূন্য লাগে মনে
২২ (ক) বিরঙ্গ, (ভ) মাণিক্য ভূষিত

হীরামণি-জড়িত সব ঘর শোভা করে,
শ্বেত নেত বসনের পতকা উড়ে তারে।
রত্নময় বিচিত্র খাটেতে এড় গায়,
শ্বেত চামরে তোমারে[২৩] করে বায়[২৪]।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন থাকে তারাগণ,
তেমত তোমারে বেড়ি থাকি নারীগণ।
শিরের উপরে ধরে সুবর্ণের[২৫] ছাতা,
কোটি কোটি লোকে তোমারে নোয়াএ মাথা।
কারে দিয়া যাইবা তুমি এ খাট পালঙ্কী,
কারে দিয়া যাইবা তুমি এই রঙ্গিলা টঙ্গি।
আমি সব কারে দিয়া যাইবা যোগী হই,
এই রাজ্য দেশ[২৬] তুমি সপিবা কার ঠাই।
কারে দিয়া যাইবা তুমি রাজ্য অধিকার,[২৭]
কাহাতে সপিয়া যাইবা বিন্দুক কুমার।
কি কারণে চায় তুমি যাইতে যোগী হইয়া,
কি দোষে যাইতে বল আমারে ছাড়িয়া[২৮]।

২৩ (ক. বি.) অঙ্গেতে

২৪ (ক. বি.) পুষ্পের বিছান পরে সুখে নিদ্রা জাও, (ভ) লেপ নেহালি যত তুমি দেয় গায়

২৫ (ভ) নবদণ্ড

২৬ (ক. বি.) পাট

২৭ (ক) কদলি অধিকারী ; অতঃপর দুইছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
কাহারে দিলা তুহ্মি উয়ারি মেহারি।
কাহারে দিয়া জাও প্রভু সুবর্ণ[১] ভাণ্ডার,
১ (ভ) মণিমুক্তা আদি যত রতন

২৮ (ক. বি.) এড়িআ

[২৯] মঙ্গলা কমলা দুই রাজ পাটেশ্বরী,
মোর রূপে ত্রিভুবন জিনিবারে পারি।
মুখপদ্ম শোভা করে পূর্ণিমার চান্দ,[৩০]
নিমিষে যাইতে পারি অপছরীকে নিন্দ[৩১]।
মোর রূপে জিনিবারে পারি সুরপুরী,[৩২]
লীলাএ জিনিতে পারি গঙ্গা আর গৌরী।
আমি সব পাইলে দেবতা মোহ যায়ে,
এমত সুন্দরীজন[৩৩] আনে নাহি পাএ[৩৪]।
নাটুয়াএ নাট করে গাইনে গায়ে গীত,
তেলেঙ্গাএ বাজি করে তোমার বিদিত।
এই সুখ সম্পদ তুমি দিআ জাঅ কারে,[৩৫]
যোগীয়ার সঙ্গে যাও যোগ সাধিবারে।

২৯ এই দুই ছত্রের স্থলে অ ও (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,

আমি দুই জন তোমা মুখ্য পাটেশ্বরী,
না হএ আমরা সম গঙ্গা আর গৌরী।
মীননাথে বোলে আন[১] না বুলিঅ আর,
পাইবা গোর্খের শাপ হইবা ছারখার।
মঙ্গলাএ[২] বোলে আর প্রাণ ভয় নাই,
প্রাণী জাউক তুহ্মি রহ মোর ঠাই[৩]।

১ (ভ) প্রিয়া
২ (ভ) কমলাএ
৩ (ভ) মোর শুনহ গোসাই

৩০ (ক) শশী
৩১ (ক) মোর রূপে জিনিতে পারি স্বর্গের উর্ব্বশী
৩২ (ক. বি.) জিনিতে পারি ব্রহ্মার অপছরি
৩৩ পা হেন সুখ সম্পদ, (ভ) রূপযৌবন
৩৪ পা তোমারে নাই ভায়ে
৩৫ পা চায় এড়িবার

আমি সব পাইলে গোর্খের মন টলে,
হেন সুখ পাইলে গোর্খ থাকে মহীতলে[৩৬]।
স্ত্রী হতে কোন জন আছে সতন্তর,[৩৭]
ইতিহাসে অবশ্য কহিছে মুনিবর।
নারী লইয়া যত সবে গৃহবাস করে,
রাধাকানু বঞ্চিলেক পৃথিবী ভিতরে।
দেবের দেবতা হেন মহাদেব জানি,
সেই সে সুরতি ভুঞ্জে লইয়া ভবানী[৩৮]।
হাড়িফা জ্বলন্ত বড় সিধার ভিতরে,
সেহ স্ত্রীমুখ চাইয়া[৩৯] হাড়ি-কর্ম্ম করে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আছে যত সব ইতি,
নারী লইয়া গৃহবাস করন্ত বসতি।
ধর্ম্ম ভাবি কেহ জান নাহি হও পার,
পুরাণে বিচারি চায় মনে করি সার।
সিদ্ধা বিদ্যাধর যত আছে চরাচর,
সেই সকল জান প্রভু কামেতে কুর্পর[৪০]।
কি কারণে অএ প্রভু উপেক্ষিলা ভোগ,
বুড়া বয়সে[৪১] গোসাঞি কি সাধিবা যোগ।
যতেক শুনহ প্রভু কিছু নহে সার,
স্ত্রীপুত্রের মুখ প্রভু চায় একবার।

৩৬ (ভ) তারে কেবা ফেলে
৩৭ ইহার পর (ক)-এর দুই ছত্র অতিরিক্ত পাঠ,
জথ দেখ নারী লৈআ সবে করে ঘর,
স্ত্রী পুত্র এড়ি তুহ্মি জাও দেশান্তর।
৩৮ (ক) রমণী
৩৯ (ক) সিমুক চাহিয়া সেহ
৪০ (ভ) দুর্ব্বল, (ক) কামের কাতর, অ নফর
৪১ (ক) বাধক কালেত

রামের ঘরিণী[৪২] ছিল অনঙ্গের[৪৩] রতি,[৪৪]
কৃষ্ণের রুক্মিণী আর সত্যভামা সতী[৪৫]।
চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের যে নারী,[৪৬]
ত্রিভুবনের কর্ত্তা শিব তান[৪৭] গঙ্গা গৌরী।
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারী[৪৮] শাস্ত্র যত লেখি,
পৃথিবীতে কেবা আছে এসব উপেক্ষি।
বুড়াকালে গিয়া প্রভু কি সাধিবা কায়া,[৪৯]
সুখভোগ গৃহবাস সব কর লইয়া[৫০]।
রাজপাট এড়ি তুমি হইবা দেশান্তরী,
নিতি মনে আশা হইব পরে দিব কড়ি।
কোটি কোটি জনের যে[৫১] হয় মহাজন,
লক্ষ লক্ষ জনে খায়ে তোমার মিছন।
খাইতে পরের অন্ন নিতি হইব আশ,[৫২]
মিলিলে খাইবা ভাত না হইলে উবাস[৫৩]।

৪২ (ক), (ভ) জানকী
৪৩ (ভ) মদনের
৪৪ পা সীতা পরম যুবতী
৪৫ (ক. বি.)ছিল অভয়া যুবতী, (ক) জাম্বুবতী, (ভ) ছেড়ি নিজ পতি
৪৬ (ক. বি.) রমণী, (ভ) পুরন্দর নারী
৪৭ (ভ) রাবণের মন্দোদরী শিবের
৪৮ অ রামা
৪৯ পা যোগ
৫০ পা দুঃখভোগ করিতে তোমার মনে শোক, (ভ) দুক্ষভোগ হৈতে যত গোক্ষে করে মায়া
৫১ (ক) লোকমধ্যে তুদ্ধি, (ভ) জানা হৈতে
৫২ (ভ) পরের খাইবা ভাত নিতি পরবাস
৫৩ (ক. বি.) নহে উপবাস

প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভুখ,
ক্ষুধায়ে না পাইলে অন্ন পাইবা বড় দুঃখ[৫৪]।
নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
পঞ্চাশ অমৃত যোগাই তোহ্মার ভোজন।[৫৫]
সুধা-অন্ন তাহাতে আমুনি[৫৬] কচুর শাগ,
স্বপ্নে হ রাজভোগ না পাইবা লাগ।
সঙ্গে চলে পাইক প্রহরী লাখে লাখে,
বাহিরে ভিতরে তোহ্মারে বেড়ি থাকে।
যত কিছু লোক সব তোমার কুর্পর,
তোমার উপরে[৫৭] ধরে ধবল ছত্তর।
যোগী হইলে পিন্ধিবা গাছের বাকল,
সুবর্ণ[৫৮] মন্দিরে থাক কামিনীর কোল।
যোগী হইলে বিছান পাইবা কোন স্থান,
শয়নের লাগি প্রভু পাইবা অপমান।[৫৯]
যোগী হইলে থাকিবা বন [আর] জঙ্গলে,[৬০]
বেড়িয়া থাকিব তোমা কুকুর[৬১] শৃগালে।

৫৪ (ক) শোক
৫৫ (ভ) সগণ্ডা ভাজন [আর] পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
পঞ্চামৃতে প্রতিনিতি তোমার ভোজন।
৫৬ (ভ) পাইবা জে আর
৫৭ (ক. বি.) মাথাএ
৫৮ পা সুন্দর
৫৯ (ক) লেপ নেহালি পরে সুখে নিদ্রা যাও,
যোল শয় কদলিএ ধরে তোহ্মার হাত পাও।
৬০ (ক) তুহ্মি বনের মাঝারে, (ক. বি.) বনে আর ঝারে ঝারে,
(ভ) খড়্গা চর্ম্ম ধরিয়া তোমার চকি থাকে,
জুগী হইলে চকি দিব শ্রীকালে তোমাকে।
৬১ (ক) শকুন, (ক. বি.) বনের

উত্তম পরিধান বস্ত্র শরীর দুখাএ,
খাঁতার উলসে[৬২] তোমার খাইব সর্ব্ব গাএ[৬৩]।
হেনই যে দুঃখ তোমা দিব বিধাতাএ,[৬৪]
ষোল শ কদলীর প্রভু কি হইব উপাএ[৬৫]।
বিচিত্র বসন দিয়া[৬৬] খাটে বসাইব,[৬৭]
তোমারে লইয়া সবে আনন্দ করিব[৬৮]।
এ বলিয়া মঙ্গলাএ চক্ষের ঠার দিল,[৬৯]
ষোল শত কদলীএ বেড়িয়া ধরিল[৭০]।
ভুলেতে পড়িল মীন মঙ্গলার[৭১] আলাপে,
ষোল শত কদলী মিলি হাত পায় চাপে[৭২]।
মীনের কোলেতে তবে বিন্দুনাথ দিয়া,
মঙ্গলা কমলা বৈসে দুইদিগে চাপিয়া[৭৩]।

৬২ (ক. বি.) কাথার উরসে
৬৩ (ক. বি.) কেমতে লেখনা (?) কাথা তুলি দিবা গাএ,
অ ডাঙ্গরি[১]সুতার বস্ত্র গাখানি লুকাএ, ১ অ টাঙ্গরী, (ক. প.) টাকুরী
অ কাথা আর লঙ্গার তুলিআ দিবা গাএ,
অ লেঙ্গরা কাথাটি তুমি,
(ভ) ভাঙ্গা দোলা খাথা
৬৪ অ কাথার উরুসে খাইব তোমার জে গাএ,
(ক) বাড়ব আনলে তোহ্মার শুখাইব গাও
৬৫ (ক) হেন মীন রাজা তুহ্মি দুক্ষ দিয়া জাও
৬৬ (ক) পরি
৬৭ অ, (ভ) নিত্তি বৈস খাটে
৬৮ (ক) তোহ্মারে করএ সেবা কদলির ঠাটে[১]; ১ (ভ) চাটে
৬৯ (ক) দিল ঠার
৭০ (ক) তবে করিল বিদায়
৭১ (ভ) প্রেমের, (ক) কন্যার
৭২ (ভ) জলেত পড়িলে যেন খণ্ডি যায় তাপে
৭৩ (ভ) রাজার বামে গিয়া

ললিত মঙ্গল কথা[৭৪] ঝাড়িয়া[৭৫] বান্ধে কেশ,
দুই পায়ে নূপুর দিয়া ধরে মোহন বেশ।
সকল যুবতীগণ আছে চারি পাশে,
নানামতে সেবা সেবে করি পরিহাসে।
কেহ চামর ঢোলাএ কার হাতে ঝারি,[৭৬]
গন্ধ পুষ্প কস্তুরী চন্দন আনে ভরি[৭৭]।
নানা বেশে কন্যা সবে আছে সারি সারি,
তাম্বুল যোগায় কেহ সুবর্ণ-বাটা ভরি।
দেখিয়া কদলী মীন আন[৭৮] নাই ভাএ,
পিছে থাকি গোর্খনাথে[৭৯] বলে হাএ হাএ।
এতেক বুঝাইয়া[৮০] গুরু ফিরাইলাম মন,[৮১]
মায়াতে মোহিত হইয়া হারাইলা জীবন[৮২]।
এতেক কহিয়া গুরু নারিলুম[৮৩] বুঝাইতে,
এত দুঃখে না পারিলাম কদলী থুন[৮৪] নিতে।

৭৪ (ভ) অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া
৭৫ (ভ) ছাড়িয়া
৭৬ (ক.বি.) বিলাসে রহে ঠারি
৭৭ (ক.বি.) সুগন্ধি চন্দন গন্ধ ভৃঙ্গা[রে] তে ভরি,
(ক) চন্দন যার ভিঙ্গারের জন ভরি
৭৮ পা আর
৭৯ (ভ) ডাইনে থাকিয়া গোর্ক্ষে;
১ (ক) দক্ষিণে
৮০ (ভ) যতনে
৮১ (ক) করিলাম চেতন
৮২ (ক.বি.) মায়া করি কদলিএ ফিরাইল মন
৮৩ পা না পাইলাম
৮৪ পা কদলিতে

ভোলা মোছন্দর[৮৫] গুরু পড়িলেক ভুলে,
কামিনী এড়িয়া যাইতে মন নাই চলে।
তিথি অবশেষে যেন স্রোত নাহি[৮৬] গাঙ্গে,
মতিমায়া আএ গুরু যোগকথা ভাঙ্গে ॥[৮৭]

॥ ধানসী রাগ[১] ॥

মীনের চরিত্র দেখি যতি গোরখাই,
মনেতে ভাবিয়া দুঃখ বলিল কিটাই।
তুমি হেন ভুলা যোগী[২] ত্রিভুবনে[৩] নাই,
অতি ক্রোধে বলে গোর্খ গুরুর দিকে চাঞিঃ[৪]।
স্ত্রী পুত্র লইয়া থাকিতে চায় সুখে,[৫]
ডুবাইলা সক[ল] [কা]য়া কি কইব তোকে[৬]।
আমার[৭] বচন তোর কিছু নাহি[৮] লাগে,
আমি তো কহি যত তোরে ধরে বাঘে[৯]।

৮৫ পা মহেশ্বর
৮৬ (ক) বাঘিনী দেখিয়া গুরু জোয়ার আইসে
৮৭ পা বাঘিনী দেখিয়া গুরু লাগিল মউর[১]
স্থির নাই বুদ্ধি গুরুর যোগ হইল দূর।
১ (ক.বি.) জোয়ার হৈল গাঙ্গে
১ (ক.বি.) ধর্প ছন্দ
২ (ক) পশুবুদ্ধি
৩ (ক.বি.) গুরু আর কেহ
৪ (ক.বি.) দুঃখে যতিনাথে কহিলা বুঝাই
৫ (ক) কুতূহলে
৬ অ নিজ কায়া বাঘিনীর কোলে
৭ অ তাহার, (ক) এহার
৮ অ তোমার ভাল হেন, (ক) বেদ হেন
৯ (ভ) রাগে

বাঘিনী তোমার গুরু তুমি হইল শিষ,
যোগকথা শুনিয়া তোমার লাগে বিষ।
গুরুর বচন তোমার লাগএ[১০] জঞ্জাল,
বাঘিনী যতেক কয়ে সব লাগে ভাল।
চর্ম্ম দড়ি হইলা গুরু নাই চায় ভাবি,
নীহারের[১১] জল যেমন[১২] হরি নিল রবি।
দিন চারি আছ গুরু মরিবা যে সাচা,[১৩]
মোহর বচন গুরু সব জান মিছা।
[১৪]দিন চারি আছে আয়ু নিশ্চএ জানিল,
তোমার চরিত্র আমি দেখিআ চিনিল।
জল যদি থাকে নৌকা বাইয়া যাইতে পারি,
বালুচরে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি।
দুঃখ করিয়া নৌকা যেন কূলে ভিড়ি,
সুজন কাণ্ডারী হৈলে ভবসিন্ধু তরি।
কিবা স্ত্রী পুত্র বাপু কিবা মিত্রজন,
এ সব সম্পদ জান নিশির স্বপন।
মৈলে কেহ[১৫] না যাইব[১৬] তোমার যে সনে,
দিন চারি কান্দিবেক কদলীর গণে।

১০ (ক) হইল
১১ (ক) শিশিরের
১২ (ক.বি.), (ক) যেন
১৩ (ক. প.), পা হাচা
১৪ এই আট ছত্র (ভ)-এর পরিবর্ত্তিত পাঠ
১৫ (ক.বি.) গুরু কেহ
১৬ (ক.বি) লইব

জীবন থাকিলে তুমি পঞ্চাশ ঘরের[১৭] গিরি,
মৈলে জীবন গুরু[১৮] না আসিব ফিরি।
পবন আমলে কর তারে রাখ বান্ধি,[১৯]
গরল ভক্ষণ করি পবন করি সন্ধি[২০]।
পবন ঘোড়া মন সওআর করিয়া,[২১]
ঘোড়া রাখি রাহুত না যাইব এড়িয়া[২২]।
চৈতন্যের দড়ি দিয়া ঘোড়া কর বন্দী,
এহি সে জানিও গুরু জীবনের সন্ধি[২৩]।
মীনে বলে শুন পুত্র পণ্ডিত গোরখ,
যত সব কহ পুত্র সকল প্রত্যক্ষ।
মঙ্গলার মায়াএ আমার[২৪] জড়িল শরীর,
তাহারে দেখিলে মোর প্রাণ[২৫] নহে স্থির।
কদলী সকল যদি না দেখি নয়ানে,
খেনেক না পারি আস্কি রহিতে জীবনে[২৬]।

১৭ (ক) গুরু তুমি ঘর
১৮ (ক) আর
১৯ (ক) বায়ু কর বন্দী
২০ (ক.বি.) জানিআ না জান গুরু হেন তত্বসন্ধি
২১ (ক.বি.) মন ঘোড়া পবন নিশ্চঅ জানিআ, (ভ) মন ঘোড়া পবন জিন
২২ পা বান্ধি রাখ বশে না যাইব ছাড়িয়া,(ভ) ঘোড়া বন্ধ করি রাখ বাউ ভর দিয়া
২৩ (ক.বি.) জানিয়া না জান গুরু হেতু অভিসন্ধি
২৪ (ক. বি.), (ভ) তবে কী মাআএ মোর
২৫ (ক), (ক. বি.) কামিনীর মাআএ মোর চিত্ত, (ভ) মুখ দেখি
২৬ পা থাকিতে নারি বিনা দরশনে

আমনেত মন দিতে[২৭] বাঘিনী আসে ধাই,[২৮]
দুই মতে[২৯] ভাবি মোর নাহিক সমাধাই[৩০]।
গোর্খনাথে বলে প্রভু আমা কেনে ভাড়ি,
ডাকাইতেত[৩১] সমর্পিলা যত ধন কড়ি।
আফালে মারিব[৩২] নৌকা সাগরের জলে,
সুজন কাণ্ডারী হইলে কি করে আফালে[৩৩]।
আপনে না জান[৩৪] গুরু তুমি[৩৫] কোন জন,
জানিয়া না জান গুরু[৩৬] হইয়াছ বিমন[৩৭]।
এ বলিয়া যতিনাথ ভাবে মনে মন,
কেমতে ভাঙ্গিমু গুরুর মনের যে ভ্রম[৩৮]।
মায়াতে যে[৩৯] বন্দী হইল ভোলা মোছন্দর,
মায়া এড়ি নারে গুরু হইতে স্বতন্তর[৪০]।

২৭ (ক.প.) আগমেতে নাই মন

২৮ পা আমানেত নাই মন বাঘিনীত সাজি, (ভ) আসনেত মন নাহি বাঘিনী রাখে সান্দি

২৯ (ক) মন

৩০ পা সমাজি, (ভ) নহে মন বন্ধি

৩১ পা ডাকিনীত

৩২ (ক. বি.) ওফালে মারেতে, (ক) জোয়ারে মারিল, অ তুফানে পাইলে, (ভ) পানি ফুটি থাকিতে

৩৩ (ক. বি.) কি করিব থলে, অ আকুলে, (ক) অথেলে, (ভ) উথালে

৩৪ (ক) জানহ

৩৫ (ক) আম্মি

৩৬ (ক. বি.) তুম্মি

৩৭ (ক. বি.) বন্দী হৈছে মন, (ক) বুদ্ধি হইল হীন

৩৮ পা কতন, (ভ) কিরূপে সারিমু মুহি গুরু অতি ধন

৩৯ (ক) মায়াজালে

৪০ পা রৈতে নারি খেনেক অন্তর

স্থির হইতে নয়ে গুরু ভাবে তুই মত্ত,
মনে মনে স্থির[৪১] কৈল গোর্খ মহাসত্ত[৪২]।
কদলীর মায়া যদি না হইব[৪৩] চুর,
কেমনে ছাড়াইব মায়া ভ্রম হইব দূর[৪৪]।
এত ভাবি[৪৫] যতিনাথ আগে বাড়াএ হাত,
মীন-কোল হতে আনিল বিন্দুনাথ।
মীনে বলে শুন পুত্র যতি গোরখাই,
পাখালিয়া বিন্দুনাথ আন তোমার ভাই[৪৬]।
কাথা[৪৭] ঝুলি মোর কাছে সব যাও থুইয়া,[৪৮]
সরোবর হতে তারে আন ধোয়াইয়া[৪৯]।
মনে মনে ভাবে তবে যতি গোরখাই,
আজু কান্দাইব গুরু ষোল শত মাই[৫০]।
বিন্দুনাথেরে মারি লাগাইব শোক,[৫১]
তবে সে জানিব গুরু সাচা হেন মোক।

৪১ (ক. বি.) সত্য, (ক) সার
৪২ (ক), (ভ) অবধূত
৪৩ (ক) নহি করি
৪৪ (ক) না ছাড়িব মায়া মোহ[১] না হইব দূর
১ অ ভ্রম
৪৫ পা বলি
৪৬ (ক. বি.) ঠাই, (ক) গুণমণি
৪৭ পা ছালা
৪৮ পা আয়ত এড়িয়া, (ক) এড়ি জাও
৪৯ (ক. বি.) ভাই পাখালিয়া
৫০ (ক) আজুগা দেখিমু মুই গুরুর বড়াই
৫১ (ক) দেখাইমু লোক, (ভ) ধোয়াইয়া তাহানে মুই জানাইব বড়াই

মারিমু তাহার পুত্র দিমু জীয়াইয়া,
ভাঙ্গা ঘরখানি[৫২] পুনি দিমু তোলাইয়া[৫৩]।
আছে নাই মায়া[৫৪] গুরু পরীক্ষিয়া চাইমু,
আপনার গুরুর[৫৫] জ্ঞান ব্যক্ত করি দিমু।
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মনে কৈল স্থির,
বিন্দুনাথ লইয়া গেল পুরীর বাহির।
এইমতে লইয়া গেল[৫৬] সরোবর তীরে,
নখের আছর দিআ বুকখানি চিরে[৫৭]।
পেট ফাড়ি[৫৮] বিন্দুনাথের[৫৯] ঝুলি খসাইল,
ধোপার কাপড় যেন আছাড়ি[৬০] ধুইল।
টাঙ্গাইয়া[৬১] রৌদ্রেতে দিল সইল মৈশ্চ[৬২] যেন,
দেখিয়া যে বিন্দুনাথ কান্দে সর্ব্বজন[৬৩]।
মহারোল পড়িলেক করে[৬৪] হুলাহুলি,
ভুমিত পড়িয়া কান্দে যতেক কদলী।

৫২ পা আমি
৫৩ (ক) জোড়াইয়া, (ক. বি.) -খানি পুনি দিবাম গঠিআ
৫৪ পা দয়া
৫৫ (ক) গুণ
৫৬ (ক. বি.) বিন্দুক নাথেরে নৈল
৫৭ পা দুইভাগ করিব যে নখের বিদারে
৫৮ (ক) মারিয়া জে
৫৯ অ ফাড়িয়া বিন্দুকনাথ
৬০ পা পাছাড়া
৬১ (ক. বি.) টানিআ, (ভ) বিছাইয়া, অ টাকিআ
৬২ (ক) শুখনা, অ কোরাল মাছ
৬৩ (ক) কদলির গণ
৬৪ (ক. বি.) বিন্দুক বেড়িয়া সবে কান্দে, (ভ) সমুদ্র হিন্দুল জেন কান্দে,
(ক. প.) হিল্লোল জেন হইল

কান্দিয়া কান্দিয়া সব মীনের ঠাঞি কএ,
কান্দিয়া আকুল সব গড়াগড়ি বাএ[৬৫]।
আচম্বিত পুরী বেড়ি হইল বজ্রাঘাত,
পুত্রের মরণ শুনি কান্দে[৬৬] মীননাথ।
কোথায়ে গেল বিন্দুনাথ না দেখি নয়ানে,
কিরূপে মারিল তারে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে।
রৌদ্রমধ্যে বিন্দুনাথ দেখিল নয়ানে,[৬৭]
মুখে মুখ দিয়া মীন করয়ে ক্রন্দনে[৬৮]।
মহাদেবীগণ কান্দে যত পরিবার,
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে করি হাহাকার।
কান্দে রাজা মীননাথ শ্রুতে[৬৯] বএ ধার,
কোথা হতে[৭০] আসি গোর্খ করিল সংহার[৭১]।
আপনার ভাই হতে গুরুপুত্র ভাই,
হেন কর্ম্ম কৈল কেনে ধর্ম্মক[৭২] না চাহি।
না চাহিল গুরু[৭৩] মুখ বধিলেক[৭৪] ভাই,
আমার যোগীর[৭৫] কুলে জ্ঞাতিবধ নাই।

৬৫ (ক), (ভ) বাহে
৬৬ (ভ) পুত্রবধূ দেখি কান্দে রাজা
৬৭ (ক. বি.) বিন্দুক নাথেরে নিআ দিলেক সাক্ষাত
(ক) সাক্ষাতে আনিআ যদি দেখাইলা তনয়
৬৮ (ক. বি.) কান্দে রাজা মীননাথ[১];
১ (ক) মীনরায়
৬৯ (ক) নয়ানে
৭০ (ক. বি.) থুন
৭১ (ক. বি.) কৈল আর ভার, (ক) নাথ কৈলা অথান্তর,
(ভ) কেনে হেন গোক্ষ'নাথ কৈলা অবেভার, (ক. প.) কৈলা ছারখার
৭২ পা অধর্ম্ম
৭৩ (ক. বি.) মোর
৭৪ পা না চাইল
৭৫ (ক) জাতি

কালরূপে আইল গোর্খ মোর মনে লএ,
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক শরীরে না সএ।
কান্দিতে কান্দিতে মীন[৭৬] হইল অচেতন,
পুত্র পুত্র বলি রাজা ফাটিল[৭৭] নয়ন।
ষোল শত কদলী বেড়িয়া মীননাথ,
উচ্চস্বরে কান্দে সব মীনের সাক্ষাত।
পুত্রশোকে মীন যদি হইল অচেতন,
উদ্দেশিয়া গোর্খে তবে বলিল[৭৮] বচন।
[৭৯]পাখালিতে বিন্দুনাথ আজ্ঞা দিলা মোরে,
ভালমত পাখালিলাম কান্দহ কিসেরে।
শঙ্করের শিষ্য তুমি সর্ব্বলোকে জানে,
মহামন্ত্র আহুড়িআ জিয়াও তাহানে।
কে মারে তোমার পুত্র কেনে কান্দ[৮০] তুমি,
মারিছি আপনার ভাই[৮১] জীয়াইয়া দিব আহ্মি।
তা শুনিয়া মীননাথ মেলিল নয়ান,[৮২]
আন আন মোর পুত্র বলিল বচন।
[৮৩]শিশু আনি দেয় মোরে বোলে মীন রায়,
মরা শিশু আনি গোর্খে দিলেন্ত তথাএ।

৭৬ (ক. বি.) তবে, (ক) নাথ
৭৭ (ভ) মুদিল
৭৮ (ক. বি.) কহন্ত
৭৯ এই চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ
৮০ পা, (ভ) মর, (ভ) পুত্র শোকে ভোর হইয়া
৮১ (ভ) তুমি জদি না পায়
৮২ (ভ) ......চিন্তিলেক মনে,
আমারে পরীক্ষে গোর্ক্ষে বুজিলাম ধরানে।
৮৩ এই চারি-ছত্র (ভ)-এর পাঠ

হাত্তে জল লৈয়া জেন মীননাথ পড়ে,
ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্মরে।
আত্মকথা আউড়িয়া[৮৪] গোর্খে দিল[৮৫] তুড়ি,
উঠিয়া বসিল মরা জীবন সঞ্চরি।
পুত্র পাইয়া মীননাথ কোলে তুলি লৈল,
যতিসতী করিয়া গোর্খেরে বাখানিল।
কদলী সকলে বলে কোথাকার[৮৬] রাক্ষস,[৮৭]
মায়া ধরি যোগী হইয়া আইল এই দেশ[৮৮]।
এমত সাহস তোর কৈলি চুরিদারি,[৮৯]
ভুলাইয়া নিতে চায়[৯০] মোর প্রভু ভাড়ি।
ষোল শ কদলী আসি মীননাথ ধরি,
মীনের চৌদিগে থাকে কদলীএ বেড়ি।[৯১]
কথাএ মন্ত্রে আহুতিআ মোর প্রভু নিব,[৯২]
আমি সব অনাথ করি[৯৩] প্রভু লই যাইব[৯৪]।
তা শুনিয়া যতিনাথ অগ্নিহেন জলে,
চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করি যতিনাথে বলে।

৮৪ (ক) আহুতি, (ভ) মন্ত্র পড়িয়া
৮৫ (ক. বি.) এ বলিয়া জতিনাথে হাতে মারে
৮৬ (ক) এহি সে
৮৭ (ক. বি.) হেন দেখিআ অত্যাভুত
৮৮ (ক. বি.) মনেত ভাবিল সবে মাআর চরিত্র,
(ক. বি.) মাআরূপ ধরি হইছে যুগীআর ভেস,
(ভ) মায়াবন্ত মহাশত্রু অস্থিশেক যশ
৮৯ অ কেমন সাহস কৈল আসি এই পুরী, (ভ) পুরী কৈল দারি
৯০ (ক. বি.) পারে
৯১ (ভ)-এর পাঠ
৯২ (ক), (ক. বি.) শূন্ত[১] মন্ত্র আহুতিয়া পাগল করিব। ১ (ভ) নানা
৯৩ (ক. বি.) অলখিতে আস্থা হোতে
৯৪ পা ভারি নিব

মুখে খায় মুখে বস্ত মুখে যায় সঙ্গ,
উড়য় গগনপথে হইআ পতঙ্গ[১৫] ।
বৃক্ষফল ফুল চুষি রস কর পান,[১৬]
এইরূপ করিআ করিলাম সমাধান[১৭] ।
এ বলিআ যতিনাথে হাতে মারে তুড়ি,
বাদুর হইআ [সব] কদলী গেল উড়ি ।
কদলী সকল গেল মীননাথ এড়ি,
উড়িল কদলী সব শূন্য হইল পুরী ।
মীনের কানে কহিলেক গুরুর বচন,
ভ্রম দূর হইআ মীন[১৮] হইল চেতন ।
স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিআ,
আসনে বসিল মীন বুদ্ধি স্থির হইআ[১৯] ।
*আসনে বসিআ মীন স্থির কৈলা মন,
গোর্খনাথ কহে সব গুরুর বচন ।
পবন আমল করি তারে কর সন্ধি,
রবি শশী আইসে চলি তারে কর বন্দী ।
পবন আমল তুমি জদি সে করিলা,
ব্যক্ত অব্যক্তের পন্থ সব উদ্ধারিলা ।

১৫ (ভ) হইয়া বাদুর রঙ্গ, পা মাতঙ্গ
১৬ (ভ) করহ আহার
১৭ (ক. বি.) এহি বর দিল আম্মি করি সধিধান[১] । ১ অ হইয়া কৃপাবান ;
(ভ) এহি শাপ দিল আমি শুন দুরাচার
১৮ (ক. বি.) ভ্রম ভাঙ্গি মীনরাএ
১৯ (ক) জ্ঞান আকলিয়া
* এই ছয় ছত্র (ক. প.)-এর পাঠ

তবে গোর্খনাথে গুরুজ্ঞানে[১] কৈল মন,
বিন্দুনাথেরে কৈল মন্ত্র আউতন[২] ।
গোর্খনাথ সঙ্গে মীন করিল গমন,
বিজআভুবনে মীন চলিল তখন ।
আসন তুলিয়া সব[৩] চলিলা সত্বর,
এহিমতে চলি[৪] গেলা বিজয়া নগর ।[৫]
মাআ ছাড়ি[৬] মীননাথ বসিলেক ধ্যানে,[৭]
গুরুর বচন সব সোঙরিআ মনে[৮] ।
ব্রহ্মজ্ঞানে যোগপূর্ণ শরীর সকল[৯]
ক্রমে ক্রমে আপনা[১০] সকল উদ্ধারিল ।
যোগ সাধি মীননাথে[১১] স্থির কৈল কায়া,[১২]
মহাজ্ঞান পাইয়া মীন দূর কৈল মায়া[১৩] ।
[১৪]ভোলা হইয়া আছে দেখ গুরু মীনরায়,
জিজ্ঞাসা করয়ে গোর্খে ধরি দুই পাএ ।

১ (ক) আসনে
২ পা রাজ্য সমর্পণ
৩ (ভ), (ক), (ক. প.) এহি মতে তিন জনে
৪ (ক. প.) নিমেষে চলিয়া
৫ অ-এর পাঠ
৬ (ক) কায়া সাধে
৭ (ক) বসিয়া আসনে
৮ অ অধে উর্দ্ধে গুরু জ্ঞান ভ্রম নহি
৯ (ক. বি.) জ্ঞানের পন্থ পুনি জদি আইলা
১০ অ বেঙরে বেঙরে পন্থ
১১ (ভ) গোর্ক্ষের বচনে মীন, (ক. প.) কাআ সাধি মীননাথ
১২ পা মন দৃঢ় করি ধ্যানে বসিল তখন,
ক্রমে ক্রমে আসি তবে মিলিবেক হেন[১] ।
১ (ক), (ক. প.) মিলিল বাহন
১৩ পা যোগেতে বসিল মীন পূর্ব্বমত হইয়া
১৪ এই চৌদ্দ ছত্র (ভ)-এর শুদ্ধিকৃত পাঠ

না ঝরিল না টুটিল রবি আর শশী,
এ কারণে গুরু গোসাঞি তোমারে জিজ্ঞাসি।
সূর্য্যতাপে গুরু তোমার না শুখিল কায়,
তবে কেন মনুরায় উড়িয়া জে জাএ।
মন পবন যেন হৈল তুলা মেলা,
এতেকে সে রাজহংস উড়িয়া সে গেলা।
আগ্ন আসনের বস্তু না করিলা ভয়,
এহিসে কারণে গুরু তোমার মৃত্যু হয়।
ইহা শুনি মীননাথে কহেন তৎপর,
গোর্খেরে বুঝায় মীনে দিয়া পৈতউত্তর।
নাহি জাএ পরমহংস নাহি জাএ দূর,
ফিরি ফিরি আইসে হংস নিরঞ্জনপুর।
কায়া[১৫] সাধে মীননাথ করিয়া ধেয়ান,
অধে উর্দ্ধে তালি দিয়া[১৬] সাধয়ে ধর্ম্মজ্ঞান।
[১৭] জতেক হরের বাক্য সকল স্মরিলা,[১৮]
ভাবিতে চিন্তিতে পন্থ সব উদ্দেশিলা।
পুরাণ যোগীএ জদি জোগে কৈল[১৯] মন,
ক্রমে ক্রমে যত জুগী কৈল উপাসন।[২০]

১৫ (ভ) জ্ঞান
১৬ (ক. প.) এড়িয়া
১৭ অতঃপর চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ
১৮ (ক. প.) পুরাণ জ্ঞানের কথা যদি সে সাধিল
১৯ (ক. প.) পুনর্ব্বার সবে যদি মীন দিল
২০ অতঃপর (ক. প.)-এর শেষ অতিরিক্ত,
ডাকিল মরণ নিজ কি [দোষ] তাহার,
ঢেউ জল জল ঢেউ নহে স্থিতি বার।
অন্তরূপ ধরিয়া হৃদয়ে কর পান,
মাস্তমান হইয়া আনন্দে কর স্নান।

শুন শুন গুণিজন[২১] গোর্খের বিজএ,
বিমর্ষিআ চায় সব আপনা পরএ।[২২]
শুনিআ এসব কথা বাড়ে বুদ্ধিজ্ঞান,
গোর্খের বচন জথ বেদের প্রমাণ ॥[২৩]

••••••••

অন্য মন হইলে সমর্থ নহে ভ্রম,
আনন্দ হইয়া চিত্তে বুঝাইও মরম।
মহোদধি মধ্যে জেন বসে হুতাশন,
তেন মতে সকলের আছে নিরঞ্জন।
ধ্যানেতে সামর্থ হইয়া ধর্ম্ম নৈরাকার,
আনন্দে বসিলা ধ্যানে সিদ্ধা করি সার।

২১ (ক. বি.) গুরুগণ

২২ এইখানে আদর্শ পুঁথির পাঠ শেষ।

২৩ (ক. বি.) পুঁথির পাঠ ও সমাপ্তি; অতঃপর (ভ) ও (ক)-এর শেষ পাঠ,
(ভ) সেন সাম দাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়,
আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয়।
মনেত ভাবিয়া গুরু অশেষ বিসশ,[১]
জেই দিগে মন করে সেহি দিগে রস[২] ॥

১ (ক) বিমর্ষিয়া চাহ আগে আর পাছে

২ (ক) বৈসে

(ক) গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম,
সমাপ্ত হইল জ্ঞান মীনের চেতন।

॥ পরিশিষ্ট ॥

(ক) ১

[মুন্‌সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত
গোরক্ষ-বিজয়-এ ধৃত বন্দনা-অংশত্রয়।]

[(ম)—মূল পাঠ : (৪)—৪র্থ পুঁথি : (৫)—৫ম পুঁথি]

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার,[১]
নিয়মে[২] সৃজিলা প্রভু সকল সংসার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন,
নানারূপে কেলি কৈলা না জাএ লক্ষণ[৩]।
তবেত প্রণাম করি নিজ অবতার,
নিজ অংশ করিলেক[৪] হইতে প্রচার।
তবেত প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন,
যাহার কারণে হইল এ তিন ভুবন।
না আছিল অগ্নি আর না আছিল[৫] পানি,
না আছিল গুরু শিষ্য ভাটি আর উজানি।
না আছিল চন্দ্র সূর্য্য না আছিল দিশ,[৬]
কালকূট সর্পেতে যে না আছিল[৭] বিষ।
হুঙ্কারে হৈল সব স্থান[৮] নৈরাকার,
না আছিল জল স্থল সকলি আন্ধার।
প্রথমে আছিলা[৯] প্রভু না চিনি[১০] আপনা,
যে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা।

১ (ম) করতার, (৫) নিরঞ্জন
২ (৪) নিমেষে, (৫) লীলায়
৩ (৪) খণ্ডন, (৫)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
না আছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল পাতাল,
জলমধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীন দয়াল।
৪ (৪) প্রচারিলা
৫ (৫) আছিল ত
৬ (৫) শিষ
৭ (৫) সর্পের মুখে না আছিল কালকূট
৮ (৪) হুঁহুঙ্কার জন্ম প্রভু ধর্ম্ম
৯ (৪) জখনে আসিলেন
১০ (৪) লখি

চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা[১১] আকার,
আকার দেখিয়া তান জন্মিল[১২] বিকার।
পৃথিবী স্থাপিতে[১৩] প্রভু যদি কৈলা মন,
শক্তি বিনে কিরূপেতে করিবে সৃজন[১৪]।
নিদ্রাভাঙ্গি[১৫] ধর্ম্মদেব[১৬] হইল চেতন[১৭]
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ।
কোথা হৈতে আসিয়াছ কি নাম তোমার,
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল সার।
এবা[১৮] কোন জন হএ থাকে মোর পাশ,
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ।
লড়ালড়ি করি ধর্ম্ম[১৯] জায়ে ধরিবারে,[২০]
চতুর্দ্দিগে ভ্রমিয়া[২১] ধরিতে না পারে।
মনে অতি কোপ করি ভ্রমণ করিলা,[২২]
তুরমানে গিয়া[২৩] প্রভু তাহাকে[২৪] ধরিলা।
অতি কোপে তার পরে[২৫] চাপিয়া বসিলা,
সপ্তপাক দিয়া তারে আসনে বসাইলা।

১১ (৪) প্রভুর অক্ষর
১২ (৪) সে আকার দিয়া তবে জন্মাইলা
১৩ (৪) সৃজিতে
১৪ (৪) ততক্ষণে জন্মাইলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন
১৫ (৪) -ভাবে ১৬ (৫) মহাপ্রভু
১৭ (৪) ছিলেন অচেতন
১৮ (ম) এরা
১৯ (৫) প্রভু ২০ (৪) বিমর্শি চাহিলা
২১ (৪) ভুমিআ, (ম) বাড়াই
২২ (ম) চাপিয়া ধরিলা
২৩ (৪) সাত পাক দিয়া ২৪ (ম) আগে আপনা
২৫ (৪) কাছে

জানু পদ দিয়া প্রভু করিল আসন,
নখে বিদারিতে প্রভু ভাবিলেক মন।
সাত পাক দিয়া আগে আপনা[২৬] ধরিলা,
নখে ক্ষত করি তার[২৭] অঙ্গ বিদারিলা।
প্রথমে নখের চোটে আছুতিল[২৮] ধুআ,
আকাশে স্থাপনা কৈল শরতের খোআ।
রক্তবর্ণ হইলেক চন্দ্রিমা আকার,[২৯]
আপনা[৩০] স্থাপনা কৈলা ক্ষিতি-অবতার।
আত্মকথা কহি আমি শুন হে বিচার,
বৈকার স্থাপনা এই শুন কহি সার।
বৈকার স্থাপনা এই ক্ষিতি অবতার,
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু মনে কৈল সার।
অচৈতন্য হইআ আছিল কথক্ষণ,[৩১]
পুনি চৈতন্য পাইয়া করে নিরীক্ষণ।
নখে বিদারিয়া যোনি তখনে করিলা,
উদরে আছিল[৩২] বীর্য্য খেনে নিকলিলা[৩৩]।
সেই বীর্য্যে চন্দ্র সূর্য্য জন্মিলা দুইজন,[৩৪]
জন্মিয়া যে চন্দ্র সূর্য্য[৩৫] উঠিল গগন।

২৬ (৪) তানে চাপিয়া
২৭ (৪) নখের আচরে সেই
২৮ (ম) প্রেমরস করিয়া আছতে হৈল
২৯ (ম) রক্তে এক চন্দ্র হৈল তারা হৈল আর
৩০ (ম) বৈক্ষে
৩১ (৫) সহিতে না পারি বেগ হইল অচেতন
৩২ (৫) না রহে
৩৩ (৫) মুখেতে আসিল
৩৪ (৫) সূর্য্যদেব তখনে হইল ; অতঃপর, সেই বীর্য্যে চন্দ্র জন্ম হইল তখন
৩৫ (৫) দেব

চৈতন্য পাইয়া পুনি[৩৬] দর্শিতে[৩৭] লাগিলা,
আপনা দর্শন তবে[৩৮] আপনে পাইলা।
ভাবের[৩৯] ভাবিনী[৪০] যদি ভাবিতে লাগিল,
ভাবিতে ভাবিতে প্রভু[৪১] বিমর্শি পাইল[৪২]।
শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক[৪৩] ঝারা,
শূন্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ[৪৪] তারা।
যোগ বিচারণ হেতু করিলা কারণ,
আদি অনাদি সৃষ্টি করিলা সৃজন।
আদি বোলে অনাদি…ইত্যাদি

---

৩৬ (৪) তবে
৩৭ (৫) কহিতে, (ম) হাসিতে
৩৮ (৫), (ম) পুনি
৩৯ (৪) ভাবক; (৫) ভাবুক
৪০ (ম) ভামিনী
৪১ (৪) হইআ ভাবক রূপ
৪২ (৪) চাহিলা
৪৩ (৪) নৌখে বিদারিআ জোনি দিলা নৌখ
৪৪ (৪) শত শত

(ক) ২

[ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত-মীন-চেতন ও মুন্সী আবদুল করিম-সম্পাদিত গোরক্ষ-বিজয়-এর অতিরিক্ত পাঠ।]

[(ভ) = মীন-চেতন : (ক) = গোরক্ষ-বিজয়]

॥ রাগ ভাটিয়াল[১] ॥

[২]মৃদঙ্গ-শবদে গোর্ক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব বোলে,
গুরু ভোলাইতে গোর্ক্ষে ভালা গীত রোলে।
গুরু গোসাঞি শীষ বরণ দুই আখি,
অরুণ বরণ নেত্র কি কারণে দেখি ॥

অমাবৈস্যা পালিয়   পূর্ণমাসী[৩] পালিয়
ডাইন পাশে না শোয়াইয় নারী,
নাকের শোয়াসে[৪]   শরীর শুখাইব রে[৫]
দিনে দিনে[৬] যাইব গাভুরালী[৭] ।
অভাগিয়া[৮] নরলোকে   কিছুই নাহি বুঝে রে
ঘরে ঘরে বাঘিনী সে পোষে,[৯]
দিবাতে যে[১০] বাঘিনী   জগত-মোহনী[১১] রে
রাত্রি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গে[১২] শোষে[১৩]।
হরি নিল দুগ্ধফুটি[১৪]   বাঘিনী আউটে রে
বিড়ালে বসিয়া প্রতিআশে,[১৫]

১ (ভ) রাগ আহিরী
২ এই চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ, (ক)-এ নেই
৩ (ক)-এর পাঠ, (ভ)-এর অতিরিক্ত, সংক্রান্তি
৪ (ক) নারীর নিশ্বাসে
৫ (ভ) সর্ব্বাঙ্গ শুষিব হ
৬ (ভ) সর্ব্বদিন না
৭ (ভ) ভালরূপে
৮ (ভ) আবুজ্ঝা
৯ (ভ) পালেন্ত বাঘিনী
১০ (ক) দিবা হৈলে
১১ (ক) মোহিনী
১২ (ক) সর্ব্বাঙ্গ
১৩ (ভ) চুসে
১৪ (ক) পুটি
১৫ (ভ) হাসে

আউটিতে আউটিতে দুদ লাকড়িএ শুষিল রে
তেলাইন উড়িল[১৬] আকাশে।
মুড়ার উপরে গুরু[১৭] ছত্রগাছি বৈসে[১৮] রে
তাথে উজাএ দাড়খীণা পুঠি,[১৯]
আহারের[২০] লোভে বগুলা বিমতি[২১] রে
টানাটানি বেজিয়া [আর] কেটী[২২]।
কাণা ভাই গীত গাএ খোড়া ভাই শুনেরে
ঠুটা ভাইয়ে মাদল বাজায়,
সমুদ্র মাঝারে গুরু কৈ মৎস্য উজাএ রে
রঙ্গিণীয়ে রঙ্গ লৈয়া ধায় ॥

॥ রাগ ভুপালী ॥

খেমা করি রাখ কায়া পরম যতনে,
হারাইলে এহি কায়া না পাইবা আপনে।
রবিশশী অমাবস্যা এ তিথি পূর্ণিমা,
প্রতিপদ অষ্টমী[১] না যাইয় নারী-সীমা।
যত্নে পক্ষে পালিয় আর[২] দশমীরে,
বাঘিনী শোয়াসে[৩] আউ জায় ধীরে ধীরে।

১৬ (ক) ভূমিতে ঢালিল রে এই সব দুগ্ধ সার খাবরী রহিল
১৭ (ক) মুরার কিনারে
১৮ (ক) ছড়াপানি বহে
১৯ (ক) দাড়িপুটী
২০ (ভ) আধারের
২১ (ক) বাজিছে ভেগিনী
২২ (ক) পিষ্টেত বান্ধিল আঠা ঝুলি
১ (ক) নবমী
২ (ক) জতনে মাসান্ত (পাল ?)
৩ (ভ) রূপে

বৎসরেত বার বার মাসে[৪] একদিন,
তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখে[৫] চিন।
সন্ধ্যা পালিয় জান বামেতে[৬] পবন,
মন বন্দী করি গুরু রাখহ জীবন।
কদাচিত্য নিজ চন্দ্র না করিহ ব্যয়,
বার বৎসরের আউ সে দিনেত জাএ।
শুন শুন মোছন্দর গুরু যেহ ইষ্ঠা,[৭]
কহিয়া দেয় সআল স্থিতির যে নিষ্ঠা[৮]।
কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে জাএ,
কেমন সংযোগে বোল উৎপত্তি হৈল কায়[৯]।
জলকুম্ভে বাসুকি[১০] রহিছে কোন লক্ষ্যে,
কায়া রহিয়া আছে কহ কোন পক্ষে[১১]।
কোন লক্ষ্যে[১২] করে মন অমনা[১৩] গমন,
নিদ্রাতে চেতাএ মন আসি কোন জন।
কোথাএ বৈসয়ে মন কোথাএ পবন,
কোথাএ বৈসয়ে এহি পঞ্চ প্রকৃতির স্থান[১৪]।
বাহিরে[১৫] ভিতরে শব্দ কোনে করে নিতি,
কোন পিণ্ড তাহার যে কোন স্থানে স্থিতি।

৪ (ক) মাস তাতে
৫ (ভ) মুখ
৬ (ভ) জেন মন
৭ (ক) বিনোদের দিষ্টি
৮ (ক) সংসার জে স্থিতি
৯ (ক) আত্মা পরিচয় হয়
১০ (ক) জল আর কুম্ভে সুখী
১১ (ক) আকাশে থাকয়ে বায়ু সেবা কিবা ভক্ষে
১২ (ক) ক্ষেপে
১৩ (ক) আমলে
১৪ (ক) তত্ত্বের আসন
১৫ (ভ) বাক্ষের

কোন প্রকারে করে বাদ্যের শবদ,
তাহার নির্ণএ কথা কহ বিদগধ।
হাসিয়া যে গোর্খনাথে[১৬] করিল প্রণাম,
ভাবসিদ্ধি বলি মীনে বলে রাম রাম[১৭]।
হাসিয়া বোলে মীননাথে আপনার মনে,[১৮]
তত্ত্বসিদ্ধি[১৯] দেখা পাএ বোলে কোন জনে[২০]।
ক্রোধ হইয়া মীনরাজা বলিলা বচন,[২১]
শিষ্য হইয়া শিখায়সি এমত কথন[২২]।
হাসিয়া বলিলা গোর্খ তুমি কোন[২৩] অংশ,
পরিচয় কহ মোরে জ্ঞান নহে[২৪] ধ্বংস।
প্রথমে কহিবা গুরু কায়া পরিচয়,
কোথা হৈতে আইসে কায়া কাহার উদএ।
দ্বিতীয়া কহিবা গুরু ই তত্ব[২৫] কারণ,
অজপা কাহারে বলি জপে কোন জন।
তৃতীয়াএ পঞ্চশব্দী বাজে ঘড়িয়ালি,[২৬]
কহিয়া দেয়ত মোরে হৃদয়ে আকুলি[২৭]।

১৬ (ক) এথেক বলিয়া গোর্খ
১৭ (ভ) সিদ্ধা তবে বোলএ জিরাম
১৮ (ক) নাম মহানাম
১৯ (ক) লিঙ্গ
২০ (ক)···নাই হেন বলে কেন
২১ (ভ) যোগে হইল আশ
২২ (ভ) তথাতে নাহি ইষ্টদেব না কৈল প্রকাশ
২৩ (ক) মহা
২৪ (ক) অপরিচ(য়) হৈয়া রৈলা যোগ করি
২৫ (ক) তন্থু
২৬ (ক) ঘরীআলী (?)
২৭ (ক) করিয়া আকলী

চতুর্থে সৃষ্টির যে[২৮] কহত কারণ,[২৯]
কহিবা সকল তত্ত্ব মীন মহাজন।
পঞ্চমে কহিবা কথা ঘন পড়ে তালি,[৩০]
কহিয়া দেয় এহি তত্ত্ব তোমারে জে বলি।
ষষ্ঠমে কহিয়া দেয় প্রাণের[৩১] বিচার,
কেমন মন্দিরে থাকে কিরূপ তাহার।
সপ্তমে কহিবা কথা[৩২] সংসারের সার,
গুরু তুমি[৩৩] কোন জন শিষ্য হও কার।
অষ্টমেত আর কথা কহিবা অসখ্য,[৩৪]
জল আর[৩৫] আকাশ রহিছে কোন লক্ষ্য[৩৬]।
নবমেত সকল ঘরে রহে অন্তরীক্ষে,[৩৭]
সবার আহার আছে বাউ কিবা ভক্ষে[৩৮]।
দশমে নিদ্রার[৩৯] বুঝি কেহ নাহি রহে,
দীপ নিবিলে জুতি কোথাএ গিয়া রহে।
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়া রহে,[৪০]
এহার পরম তত্ত্ব কহ মহাশএ[৪১]।

২৮ (ক) শ্রীহাংটের
২৯ (ক) কহিবা কথন
৩০ (ক) পাব তালী (?)
৩১ (ক) প্রভুর
৩২ (ভ) তত্ত্ব
৩৩ (•) তোমার
৩৪ (ব) বলি দেও মোরে
৩৫ (•) জল
৩৬ (ক) জোরে
৩৭ (ক) নবমে পবন আছয়ে কোন লক্ষে
৩৮ (ভ) করি ভক্ষ্য
৩৯ (ক) নিদান
৪০ (ক) চলি জায়
৪১ (ক) মীনরায়

একাদশে কহি দেহ বচন[৪২] ব্যবস্থা,
শব্দ উঠিলে ধ্বনি রহে গিয়া[৪৩] কোথা।
দ্বাদশেত কহ মোরে অপরূপ কথা,
এক রূপ দেখিমাত্র ভিন্ন ভিন্ন কোথা[৪৪]।
ত্রয়োদশে কহিয়া দেয় পরম কারণ,
নিদ্রা কাহারে বলি চেয়ায়[৪৫] কোন জন।
চতুর্দ্দশে কহি দেয় বাপ-মাও স্থান,
তখনে আছিলা তনু[৪৬] কাহার ভুবন।
কোথাতে জন্মিলা তুমি কোথা হৈলা স্থির,
কোনে বা করিল[৪৭] তোমার এ সব[৪৮] শরীর।
পঞ্চদশে কহি দেহ জনম-কারণ,
কৈআ দেয় আদ্যকথা উৎপত্তি লক্ষণ।
ষোড়শে[৪৯] জিজ্ঞাসি কথা কহ মহাশয়,[৫০]
সহস্রার[৫১] বলি কারে সে বা[৫২] কোন হয়[৫৩]।
সপ্তদশে কহি কথা কর অবধান,
কহি দেহ কারণ মিলন মহাজন।
অষ্টাদশে শুন গুরু আমার বচন,
পরিচয় দেয় মোরে তুমি কোন জন।

৪২ (ক) শব্দের
৪৩ (ক) চলি জায়
৪৪ (ক)…তনু বিনাশিতে আর নাই ব্যথা
৪৫ (ভ) জাগে
৪৬ (ক) তুমি
৪৭ (ক) করিব
৪৮ (ক) সপ্ত
৪৯ (ভ) সাংসে
৫০ (ভ) মহাজন
৫১ (ভ) খোদসিলা
৫২ (ভ) সেবে
৫৩ (ভ) জন

উনবিংশে আর তত্ত্ব কহ মহাজন,
কেমন মন্দিরে থাকে কারে বলে মন।
বিংশে[৫৪] কহ মনুরায় কোথাএ স্থান স্থিতি,
কোথাএ থাকিয়া আহার করে নিতি নিতি।
একবিংশে কহ গুরু মনের উপাএ,
সুগন্ধি চন্দন-গন্ধ কোথা থাকি পাএ।
দ্বাবিংশে কহিবা তত্ত্ব শুন মীনরায়,
নিদ্রাকালে মনুরায় কোনখানে জাএ[৫৫]।
ত্রয়বিংশে আছিল জননী গর্ভে জাত,[৫৬]
কোন দেব ছিল বোল তোমার সাক্ষাত[৫৭]।
চতুর্ব্বিংশে কহ[৫৮] কথা শুনিতে খাথার,[৫৯]
ঘরের ঘরণী মাহ পুত্র জে ভাতার[৬০]।
পঞ্চবিংশে আর তত্ত্ব কহ মহাজন,
অমাবস্যার চন্দ্র থাকএ মিলন।
ষড়বিংশে রাহুভেদ কহিবা নিশ্চয়,[৬১]
জিজ্ঞাসা করিয়ে কথা হয় কি না হয়[৬২]।
সপ্তবিংশে আর কথা কহিয়া দেয় মোরে,
কোথাএ জন্ম মনুরায় কোথাতে সঞ্চরে।

৫৪ (ক) বিংশতিতে
৫৫ (ক) জনে খায়
৫৬ (ক) উদরে
৫৭ (ক) শরীরে
৫৮ (ক) কহি
৫৯ (ভ) সুসার (?)
৬০ (ভ) শোভা করে
৬১ (ভ) আর কথা কহত স্বরূপ
৬২ (ভ)...করম মুহি শুন মহাশয়

অষ্টবিংশে আর কথা কহত স্বরূপ,[৬৩]
কেবা করএ ধর্ম্ম কেবা করে পাপ।
নববিংশে আর তত্ত্ব কহ মহামতি,
কোথাতে বৈসএ শিব[৬৪] কোথাতে শকতি[৬৫]।
ত্রিংশে তত্ত্ব জিজ্ঞাসিএ শুনএ কারণ,[৬৬]
কাহারে বোলিএ মন কাহারে পবন।
একত্রিংশে আকার যে[৬৭] জিজ্ঞাসি তোমায়,
কেবা খাইবার চাহে কেবা বা জোগাএ।
কাল ফুরাইল যদি অনাদিনিধন,[৬৮]
কায়া[৬৯] হতে হইলেক ছায়ার কারণ[৭০]।
ছায়া হতে কায়া আইল কায়া হতে মন,
কায়া ছাড়ি[৭১] শিবশক্তি হৈলা ততক্ষণ।
দ্বিতীএ অজপা নাম শুনএ সুসার,[৭২]
সদাএ জপয়ে জীব গতি[৭৩] নাহি আর[৭৪]।
তৃতীয়েতে শুন পঞ্চ শরীর[৭৫] কারণ,
তিন কুটি[৭৬] টঙ্গি যেন হইল নির্ম্মাণ।

৬৩ (ক) এক কথা কহ তত্ত্বরূপ
৬৪ (ক) জন্ময়ে কায়া
৬৫ (ক) বসতি
৬৬ (ক) বচন
৬৭ (ক) কহ কথা
৬৮ (ভ) কলপানা করে জদি আনায়ার ধন (?)
৬৯ (ভ) কাহা
৭০ (ক) তাহার লক্ষণ
৭১ (ক) ছায়া
৭২ (ক) মান চারি বেদ সার
৭৩ (ক) ক্ষেমা
৭৪ (ক) তার
৭৫ (ভ) জীবের
৭৬ (ক) ত্রিঅঙ্গুল

সেহি টঙ্গি মধ্যে বৈসে হর আর গৌরী,[৭৭]
পঞ্চশব্দী বাদ্যধ্বনি বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
সিদ্ধা সবে সদাএ ভাবে স্থির করি মন,
খেমাইরে প্রহরী দিয়া তেজিবা কারণ[৭৮]।
রবির ঘরেতে শশী রাখিবা যতনে,
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে শুনিবা শ্রবণে।
চতুর্থে কহিয়ে শুন শ্রীহাট[৭৯] কারণ,
স্বর্গপুরী বেড়ি থাকে শুন দিয়া মন।
পঞ্চমে কহিব কথা নিতি পড়ে তালি,
তখনে চলিয়া জায় নিজ ঘরে চুলি[৮০]।
ষষ্ঠে কহিয়ে শুন প্রভুর বিচার,
রূপ রেক কহি তার আকার উকার[৮১]।
সংসার ভরিয়া আছে রহে নিজ ঘটে,
দেখিতে না পায় তারে রহিছে নিকটে।
সপ্তমে কহিব শুন গুরুর বিচার,
অসার সংসার মৈধ্যে গুরুমাত্র সার।
তিন গুণ পরম[৮২] কারণ মহাশয়,
তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চয়।
জ্ঞানবন্তে জানিয় গুরুর সেবা মাথে,[৮৩]
ধন্ধ ভাঙ্গি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষাতে।

৭৭ (ভ) গৌর হর গৌরী
৭৮ (ক) বুঝিয়া আপন
৭৯ (ভ) শৃঙ্গারের
৮০ (ক) তেজি ঘর বাড়ী
৮১ (ক) আকারে উকারে রহিআছে সেহে সার
৮২ (ক) প্রমাণ
৮৩ (ক) জ্ঞানাঞ্জন জ্ঞালে গুরু সোবর্ণের মতে

চমক উপরে[৮৪] যেন পাথর[৮৫] ঘষএ,
দীপ্তিমান আনল যেন হেন নিকলএ।
তেনমতে তনু মধ্যে আছে নিরঞ্জন,
গুরু-পদেত ভক্তি কর দরশন।
অষ্টমে কহিব জল স্থলের বিচার,
স্থির বাউ ভর করি রহিছে সংসার।
নবমেত কহি শুন বাউর কারণ,
সুগন্ধি ভরিয়া বাউ রহিছে[৮৬] জীবন।
দশমেত কহিব দীপ নিবাহিয়া জাএ,[৮৭]
পরাণ শরীর স্থিতি মনেত মিশাএ[৮৮]।
শরীর বিনাশ ভাই ধন অবিচার,[৮৯]
আনলে[৯০] অনল জলে[৯১] জলেত সঞ্চার[৯২]।
খাখেত মিশিব খাক[৯৩] রৈব মাত্র সার,
ভস্ম-ছালি হৈয়া যাইব দেহা আপনার।
মন সে বিনোদ রথ পবন সারথী,[৯৪]
তাহার উপরে হংস চরে নিতি নিতি[৯৫]।

৮৪ (ভ) পারে
৮৫ (ভ) পলাদ
৮৬ (ভ) করিছে
৮৭ (ক) জেন তিহরি জলয়
৮৮ (ক) শুন গুরু মোচন্দর তুমি মহাশয়
৮৯ (ক) পবনে শরীর নাই শরীর অন্তরে
৯০ (ভ) আননে
৯১ (ক) জল
৯২ (ক) সঙ্করে
৯৩ (ক) খাখেতে জে থাক জান
৯৪ (ভ) মন সেবিলে দড় রথ পারেন সারিতে (?)
৯৫ (ক) চড়ে শীঘ্রগতি

পবনে চালাএ রথ হইয়া নিঠুর,[৯৬]
উড়িয়া পরমহংস জাএ ব্রহ্মপুর।
একাদশে কহি শুন শব্দের বিচার,[৯৭]
গগন পুরিয়া শব্দ উঠে অনিবার[৯৮]।
দ্বাদশে কহিয়ে গুরু ঘটে নিরঞ্জন,[৯৯]
মতি বুদ্ধি ভিন্ন হএ সেহিসে কারণ।
এয়োদশে কহি গুরু চৈতন্য-কারণ,
কিঞ্চিত কহিব গুরু[০] শুন দিয়া মন।
আহার করিয়া ব্রহ্মা[১] বায়ু ভর করে,[২]
উর্দ্ধ বাউ ভর করি চলয়ে[৩] অন্তরে।
কূর্ম্ম চলয়ে[৪] যেন লক্ষি সহসাত,
নাড়ী[৫] সব কাপে[৬] যেন অশ্বথের পাত।
আখিতে মিলন হইয়া রহিল ত্বরিত,
শক্তিহীন হৈয়া শেষে পড়িল[৭] ভূমিত।
শিবশক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে,
মনার[৮] প্রহরী মন[৯] রহিল আপনে।

৯৬ (ক) মহ্বাশুর
৯৭ (ভ) কারণ
৯৮ (ভ) শব্দ পুরিয়া ধ্বনি উঠএ গগন
৯৯ (ভ) নারায়ণ
০ (ভ) ভাহি
১ (ক) ব্রহ্ম
২ (ক) করি
৩ (ভ) বলয়ে
৪ (ভ) চর্ম্মের চলন
৫ (ক) নারী
৬ (ক) চলে
৭ (ক) পড়িব
৮ (ক) আপনে
৯ (ক) জেন

নাগ নাম[১০] বাউ যেন জানহ[১১] প্রধান,
চৈতন্য করাএ সেহি জপি মহাজ্ঞান।[১২]
চতুর্দ্দশে কহি তনু পরম কারণ,
মাতাএ পিতাএ যখনে দিল মিলন।
জল লৌহ শরীর ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
বিন্দুসাররূপ হইয়া কমল সমসর।
জনক-জননী যদি হইল মিলন,
ব্রহ্মনালে ভেদ কৈল গর্ভের গমন।
পঞ্চদশে কহি শুন পরম কারণ,
যেনমতে হএ শিশু জনম-লক্ষণ।
অগ্নি রাহু পৃথিবী হইলে এক সাথ,
জলেতে জন্মিল কায়া বলে গোর্ক্ষনাথ।
জলেতে জন্মিল কায়া মূলে হৈল স্থির,
আউট রাতি চন্দ্রে মোর হইল শরীর।
শুন কহি অএ মাতাপিতার বিচার,
যার গুণে দেখি [আমি] সয়াল সংসার।
জন্মদাতা পিতা হইল স্তনদাতা মাএ,
বিশেষ ধরএ গুণ বুঝন না জাএ।
সপ্তদশে কহিবাম গুণ বিলক্ষণ,
দিগম্বর হএ শিবে বলে সর্ব্বজন।
অষ্টাদশে কহি শুন হৃদএ আকুলি,
পরম আত্মা চিনএ জে পঞ্চে মিলি।

১০ (ক) আদি

১১ (ক) পঞ্চ বায়ু জোরে

১২ (ক) দোহানের মধ্যে বায়ু নিবারিল জান; অতঃপর (ভ)-এর যথামতি পরিমার্জ্জিত পাঠ।

উনবিংশে কহিবাম মনের বিচার,
গুরু মোর জ্ঞান হএ শিষ্য আমি তার।
বিনন্দ মন্দির ঘরে রহে মনুরায়,
মন স্থির হইলে সে কর্ম্মসিদ্ধি পাএ।
বিংশতিএ কহি তত্ব না ভাবিয় আন,
ঘরেতে ঘরিণী মন রহে সেহি স্থান।
বিকাশ উপরে মন আছে অনুপাম,
বসিয়া জে মনুরায় করএ বিশ্রাম।
নয়ান যথাতে দৃষ্টি তথা মনুরায়,
শব্দ যথাতে শুনে তথা চলি জাএ।
যথাতথা চলি জাএ আপনার সুখে,
ফিরি আইসে মনুরায় আখির নিমেখে।
একবিংশে কহি শুন সংসার-কারণ,
সুগন্ধি চন্দন ফুটে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সুগন্ধি চন্দন-গন্ধ ত্রিভুবনে পাএ,
সৌরভে মোহিত মন ভ্রমিয়া বেড়াএ।
দ্বাবিংশে কহিএ শুন নিদ্রার উপায়,
নিদ্রাকালে মনুরায় কাজল কোঠাএ জাএ।
ত্রিবিংশে কহি শুন গর্ভের ধারণ,
গর্ভ মধ্যে ছিল দেহা হইল দর্শন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জে এ তিন ভুবন,
তিন ঠাই তিন দেব রহিল তখন।
সমাধি হইল ভঙ্গ গর্ভ হইল পাত,
অন্তর্ধ্যান হইল সেহি হইল সাক্ষাত।
রজ পূজ জল মীন এহি তার চিন,
আখির পলকে প্রভু কৈল রাত্রি দিন।
চতুর্ব্বিংশে কহি শুন পরম কারণ,
মাও ঘরিণী পুত্র ভাবের লক্ষণ।

সহস্রদলেত শক্তি সুন্দর কমল,
তাথে মধু পান করে বিনন্দ ভ্রমর।
ভ্রমর-স্বরূপে দোহ্ন দেখি অনাদিনী,
মধুপানে পুত্র বুলি জগতজননী।
ষষ্ঠবিংশে রাহুভেদ পরম কারণ,
শরীরান্তে বৈসে রাহু শুন মহাজন।
সপ্তবিংশে কহি শুন বচন সুসার,
আকাশে জন্মিল প্রাণ আদি মন আর।
জলে উপজিল সে জে চন্দ্রেত মিশএ,
ব্যাপিত হইয়া মন রৈয়াছে সর্ব্বদাএ।
অষ্টবিংশে কহি [শুন] সংসারের সার,
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহ শরীর-মাঝার।
মনুষ্যে করএ পাপ লীন নহে পাপ,
মন উনমত্ত হএ কহিল স্বরূপ।
নববিংশে কহি শুন তত্ত্ব মন দিয়া,
ব্রহ্মাণ্ডে বৈসএ শিব পাতালে শক্তিয়া।
ত্রিবিংশে কহি তত্ত্ব সংসারের সার,

... ...

দেবের দুর্ল্লভ জ্ঞান মূর্ত্তির কারণ।
শিবশক্তি ভেদ জ্ঞান মিলিল পবন,
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ আপনে আপন।
নববিংশে কহি চারি চন্দ্রের কারণ,
আদি-চন্দ্র জলবিন্দু গুরুমুখে জ্ঞান।
নিজ-চন্দ্রে জানিয়া জে রহিছে পরাণ,
বিকাশ উৎপন্ন জেন মুদিত সন্ধান।
উন্মত্ত-চন্দ্রে জ্ঞান জড়িয়াছে সর্ব্বস্থান,
গরল-চন্দ্রের কথা শুনহ বাখান।

ভক্কিগ্ন গরল-চন্দ্র আপে গোর্ক্ষরায়,
আপনে বুঝিয়া চলিবা জেমনে জে পাএ।
মূল-চন্দ্র জেই জানে তুরিতে গমন,
নিজ-চন্দ্র আগে চলে পাছে চলে মন।
পলাইবার ঠাহি [নাহি] জীবনের কিবা আশ,
কানে কহে কানাইর বাঁশী করিয়াছে বাস।
কি জানি কি হইল মোরে কানাইর মুরলি,
হেন বুঝি জাতিকুল লৈয়া গেল হরি।
বিংশেত জে কহি কথা নিদ্রার কারণ,
বায়ু আহার জল জীবের ভক্ষণ।
একবিংশে কহি কথা দেহার কারণ,
দেহ উদ্দেশ শুন কথা প্রাণে পিণ্ড জান।
চতুর্ব্বিংশে কহি কথা পরম কারণ,
পঞ্চে আগমন হৈলে দেহার মরণ।
পঞ্চ প্রাণ যখনে শরীর ছাড়ি জাএ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম আর চারি ভাবন না জাএ।
মন-পরিচয় জান মায়ামোহ টুটে,
আত্মা পরিচয় হৈলে লাগে বড় ঝুটে।
পরম আত্মা পরিচয় না হএ সেহি কায়া আন্ধা,
পরম আত্মা পরিচয় বিষম জে ধান্দা।
পঞ্চবিংশে কহি শুন শরীরের সার,
গণিয়া না পায়ন্তি গুরু এহার বিচার।
নাসিকাতে বল বায়ু বৈসে জ্ঞান ধর্ম্মে,
বুঝিয়া না বুঝ গুরু অখণ্ড যে কর্ম্মে।
সপ্তবিংশে কহি শুন মনের বিচার,
অসার সংসার মধ্যে এহিমাত্র সার।
পূর্ব্বদিন হইল তার আশমান জমিন,
হাড়মাংস খাইল তার নিঠুর পবন।

ছাড় ছাড় আরে ভাই পূর্ব্বকুল-আশ,
পশ্চিমকুলে রহিয়াছে নিচিন্তে সোয়াস।
উর্দ্ধ আনন আর করি মুষ্ট ভর,
জদিবা জিবা জম দড় করিয়া ধর।
কানযামূলেত জ্ঞান নিরঞ্জনে বৈসে,
ভিন্ন আদেশ কর জেন স্বামী-পাশে।
নববিংশে কহি চারি চন্দ্রের কারণ,
আদিচন্দ্র গুরুমুখে জলবিম্ব জ্ঞান।
নিজ-চন্দ্র আগে চলে তার পাছে মন,
উন্মত্ত-চন্দ্রের কথা শুনহ লক্ষণ।
উনমাদ চন্দ্র আছে শরীর ভিতর,
গরল-চন্দ্র সঙ্গে চলে হইয়া একাতর।
অধ চন্দ্র শেষে চলে ধর্ম্ম উর্দ্ধে ভর,
চন্দ্র বাহির হইলে পড়ি রহে ধড়।
কালান্ত-লক্ষণ কহি শুনহ বিশেষ,
নিদ্রাকালে মৃত্যুরূপ জানিহ বিশেষ।
নাভিতে জ্বালিয়া দীয়া শূন্যের পুথলি,
কোমরে ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলী।
একমন হইয়া ছায়া করে নিরীক্ষণ,
মুণ্ড না দেখিলে হএ অবশ্য মরণ।
কর্ণেত অঙ্গুলি দিলে শব্দ নাহি শুনএ,
সপ্ত দিবসেত মৃত্যু জানিয় নিশ্চএ।
শব্দ-ঘরে চিত্ত দিয়া চিনে জেই জন,
শব্দ স্থির হইলে তার মরণ তখন।
হাত নিরক্ষি জে না দেখে জেই জন,
একাদশ দিবস পরে তাহার মরণ।
নানা যন্ত্র জেই জনে নিরীক্ষণ করে,
না দেখিলে ভানু-ছায়া সেহিক্ষণে মরে।

বাম অঙ্গু দিয়া জদি অঙ্গুলি না পাএ,
তৃতীয় দিবসে মৃত্যু খণ্ডন না জাএ।
এক কালে দুই পদ হয় ভগ্নবত,
নাসিকা চাপিলে বিন্দু না হএ বেকত।
গীসে তনু অকস্মাত হএ শূন্যকার,
শূন্য না থাকিলে অকস্মাত হএ শূন্যকার।
আগে ক্রোধ না থাকিলে পাছে ক্রোধ মন,
নিত্য ভ্রম হএ সেহি পায় সর্ব্বক্ষণ।
গৃধিনী শকুনি আসি স্বপ্নে মাস খাএ,
ওট সারস গাধা সর্পে দেখা পাএ।
কাছে কেহ না থাকে মনুষ্যসঙ্গ পাএ,
না দেখএ ব্রহ্মজুতি দশন সুখাএ।
আপনার ছায়া চাহিয়া গগন পানে চাহে,
আপনার সনে যদি পুরুষ দেখএ।
সর্ব্বসিদ্ধি তাহার জে জানিয় নিশ্চএ,
এহি সব সারকথা তত্ত্বেত বুঝাএ।
তারকমণ্ডলে যার না হএ বেকত,
চন্দ্ররেখা না দেখে না দেখে মহাপথ।
দুই আঙ্গুলি চাপিলে এ তিন অঙ্গুলি,
ভূমি মধ্যে না দেখে আদি-চান্দের আহলি।
নাসিকা না দেখে যদি নতুবা করএ,
শিঙার করিতে ঘণ্টার নাদ শুনএ।
দিবাতে গগনে যদি হয় উল্কাপাত,
কেহ গাএ ঘুমি যদি পড়ে অকস্মাত।
দিবাতে শীত করে রাত্রিতে উমাএ,
মাসেক বিলম্বে তার মরণ নিশ্চএ।
এককালে নাভিদেশ সদাএ কাপএ,
চলিলে কর্ণের লতি মৃত্যুযোগ হএ।

দুই পদ এ [ক] কালে স্বরিতে লুকাএ,
সে দিবসে মৃত্যু জানিবা নিশ্চএ।
একমাস থাকিতে দুই চান্দ নাহি দেখি,
থাকিতে এগার মাস ঘোর হেন আখি।
দ [শ] মাসে যমরাএ মাপিএ কমল,
নব মাসে লয় করে কমল শতদল।
অষ্ট মাসে অনাদিএ নিজ গৃহ ছাড়ে,
সপ্ত মাসেত পায় পথেত পিছলে।
পঞ্চমাস থাকিতে পাণ্ডব না হএ দেখা,
চারিমাস থাকিতে গগনে বহ্নিরেখা।
দশ দিনে শরীরের হএ টানাটানি,
নব দিনে নবদ্বার হএ জানাজানি।
ছএ দিনে ছএ ঋতু হএ একাশ্বর,
পঞ্চদিনে পড়এ জে করে কড়মড়।
চারি দিন থাকিতে নাসাএ না পায় মুরে,
তিন দিন থাকিতে যে হংসাহংসী চরে।
দুই দিন থাকিতে চারিচন্দ্র কাজাগে বৈসে,
একদিন থাকিতে শমন নিকটে আসি পৈশে।[১৩]

আগ্রন মাসেত গুরু হেমন্তের রিত,
ব্রহ্মনালে উজানে সুধিব সুনিশ্চিত।
আদিতে আগ্নিএ পুনি ধরয়ে অনল,
ব্রহ্মনাল ভেদিলে সে মজ্জে রিপুদল।
পৌষ মাসেত প্রভু পাষাণে কমল,
বিনি কাষ্ঠে তিহরী জ্বালহ আনল।

১৩ অতঃপর (ক)-এর বারমাসী অংশ

আকাশের অরুন্ধুতি অভয়ারে জানি,
আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানি।
মাঘ মাসেত গুরু হিম খরশান,
ক্ষেমাইর চাকরী করি রাখহ পরাণ।
অনন্ত মহিমা গুরু কি বলিতে পারি,
ধৈর্য্য হইয়া কর গুরু ক্ষেমাইর চাকরী।
ফাল্গুন মাসেত গুরু আনন্দে পাতি ফান,
চারি পরে বন্দী করি রাখিবা জে চান।
চাঁদের ঘর বন্দী কর অন্য নাহি জানি,
পঞ্চশব্দী কথা শুন সুললিত ধ্বনি।
চৈত্রমাস হেমন্তের বসন্তের খেলা,
অভয়ার হাট মধ্যে মিলয়ে শ্রীগোলা।
ধুন্দুমীর শব্দ আর ইন্দ্রবাদ্য বাজে,
ভ্রমর ভ্রমরী আছে কমলের মাঝে।
বৈশাখ মাসেত গুরু বসিয়া আসনে,
নিশ্চয়ে শুনহ ধ্বনি বসিয়া গহনে।
চন্দন ছাড়িয়া জেন দুর্গন্ধেতে জাএ,
হেতু বুঝি নহি করে জীবন উফাএ।
জ্যেষ্ঠ মাসেত গুরু ভানু খরশান,
সুরসা সাপিনী তোলে কৈলাস সমান।
অধে উর্দ্ধে তুলি ধর কাম মহাবলী,
বার স্মরণ করি না করিয় কেলি।
আষাঢ় মাসেত নদী শকতি উজাএ,
পাতালের পানী তুলি হস্তীকে নাচাএ।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাড়ীর জে মাঝে,
দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে।
শ্রাবণ মাসেত নদী মৈদ্ধেতে উজাএ,
আউট হাতের নৌকা বাহি ছালী বেড়াএ।

উন্দুর পাইলে শুয়া বিলাই ধরি খাএ,
গগনমণ্ডলে বাসা করিল স্থ্য়াএ।
ভাদ্র মাসেত গুরু আহার খেয়াই,
নিশ্চল হইয়া বাপু রহ এক ঠাই।
চান্দ-সুরুজ দুই করিয়া সমএ,
অভয়-পুরীতে নাই বায়ুর জে ভএ।
আশ্বিন মাসেত গুরু আত্মা পরিচয়,
সরোবরে আছে পক্ষী জানিয় নিশ্চয়।
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল,
পরিচয় করি হাসা বন্দী কর কাল।
কাত্তিক মাসেত গুরু জ্বালাইবা বাতী,
চারি পরে এক করি সম করি জ্যোতি।
ত্রিপিনিতে দিয়া থানা বন্দী কর কাল,
বার মাসের বার তিথি পালিবা জে ভাল॥

(খ)

[শিলাইদহ (নদীয়া) অঞ্চলে লালন ফকির অথবা কুমারখালির বাউল-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে[১] রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত[২]; বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-সংরক্ষিত; অধুনা বিদ্যাভবনের বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগে প্রদত্ত "যোগীর গান" (পুঁথি-সংখ্যা ১০৪৪)। ইহাতে দীননাথ, এছা (এশাক বা ঈশা), শ্যামাচরণ ও গোপাল-ধারীর নাম পাওয়া যায়। ইহারা রচক নহেন, সম্পাদক ও গায়ক। পরিশেষে বন্ধনীস্থিত অংশ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত "যুগীকাচ" হইতে সঙ্কলিত।]

১ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি।

২ যোগীকাচ বা যোগীযাত্রার এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। তবে বাঙ্গালার জানপদ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার কেবল প্রগাঢ় অনুরাগ নহে, সেগুলি উদ্ধারকল্পে কতখানি আন্তরিক আগ্রহ ছিল, এবং স্বয়ং কিরূপ একজন উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত এই কয়েক ছত্র চিঠি[১] হইতে তাহার নিদর্শন মিলিবে। সন্ধানের অব্যর্থ সূত্রগুলির সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণাও লক্ষণীয়।

ওঁ

সাজাদপুর

অবন

আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগ্‌চে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্চি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলোনা।

রবিকাকা

১ রবীন্দ্র-ভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

॥ ভজন ॥

মন মনুয়ারে এখন হরি ভজন কর নিজে ॥
হরি ভজন কর গুরু ভজন কর অতিথি ভজন কর নিজে,
রাম ভজন কর লক্ষ্মণভজন কর সীতা ভজন কর নিজে ॥

২

হরিনাম সাধন কর দিন যায়রে ॥
হরি ভজ হরি চিন্ত হরি কর সার,
হরি বিনে ভব-সিন্ধু কে করিবে পার।
হরিনাম লয়ে মহেশ পাতালে বসিল,
তবুত নামের ভেদ মহেশ না পেল।
এক নামে অনন্ত নাম অনন্ত নামের ধ্বনি,
কিঞ্চিত নামের ভেদ পেল শিব শূলপাণি ॥

৩

সার কর হরিনামের মালা দিন যায় বয়ে ॥
নাম ব্রহ্মা নাম বিষ্ণু নাম কর সার,
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম অনেক সাধনে,
ফিরে যে মানুষ হবে জানিবে কেমনে।
এখন না নিলে নাম জিহ্বার আলসে,
অন্তিমে সে নাম যদি মুখেতে না আসে ॥

॥ শিব-বন্দনা ॥

ধন্য তোদের ধন্য তোদের ধন্য ভোলানাথ ॥
নন্দী-ভৃঙ্গী তোমার সাথ,
গায়ে ভস্ম-ভূষণ শিবের জটাধারণ
ববম্ ববম্ করে দিনরাত।
কানে ফণীর কদল ওকদল সমতুল
আমায় তরাও ভোলানাথ ॥

॥ দুর্গা-বন্দনা ॥

ওমা দুর্গে মা দুর্গে মা দুঃখহরা নাম,
কৈলাসেতে আনাগোনা কাশী মোকাম।
ওমা পূজায় পুরাতনী অসুরঘাতিনী,
তঙ্গেজ কি ভঙ্গেজ তরাও মা তারিণী ॥

॥ রাম-বন্দনা ॥

নমো নমো নমঃ প্রভু নমো গদাধর,
নীলকান্ত ধনুকধারী দিব্যকলেবর।
এক অঙ্গ হতে প্রভু চারি অংশ হল,
তবে গিয়া দশরথের ঘরে জন্ম নিল।
চৌদ্দ বৎসর ছিলেন প্রভু ফিরি বনে বন,
তবে কেন তাঁর সীতা হরিল রাবণ।
যে লক্ষ্মীর কোপ-দৃষ্টি ধরাতলে রয়,
সেই লক্ষ্মীর কোপে কেন ভস্ম নাহি হয়।
অগ্নিতলায় অগ্নি যেমন জ্বলে এক কোণে,
বালকে প্রণাম করে ও রাঙ্গা চরণে ॥

॥ দিগ্-বন্দনা ॥

পূবেতে বন্দিয়া গাব ভানুয়া ভাস্কর,
রজনী প্রভাত হলে যাহাতে নজর।
উত্তরে বন্দিয়া গাব শিবের কৈলাস,
তাঁদের চরণে করি প্রণাম প্রকাশ।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাব গয়া গদাধর,
যেখানেতে পিণ্ড দিলে পিতৃলোক উদ্ধার।
দক্ষিণে বন্দিয়া গাব ঠাকুর জগন্নাথ,
শূদ্রে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে পাতে হাত।

তিনকোণ পৃথিবী বন্দি মধ্যে মহাস্থান,
তার নীচে বন্দি গাব ছিরা দেবীর স্থান।
তার নীচে বন্দি গাব ছিরা দেবীর ঘাট,
সেই ঘাটে স্নান করিলে দেহের খণ্ডে পাপ।
শিক্ষাগুরু বন্দি গাব দীক্ষাগুরুর পা,
গানের গুরু বন্দি গাব সরস্বতী মা।
মাতা জনমধারিণী পিতা জনমদাতা,
জনমে জনমে বন্দি খাকী বসুমাতা ॥

॥ স্থাপনা পালা ॥

প্রথম শুনহ আদি সৃষ্টির উৎপত্তি,
সার হল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি ক্ষিতি।
যখন ছিলেন প্রভু ক্ষীরোদ সাগরে,
বটপত্রে ভেসেছিল জলের উপরে।
নিরাকারময় সব স্থূল নাহি ছিল,
সৃজন করিতে সৃষ্টি মানস হইল।
নাভি হতে ময়লা তুলি ফেলিল তখন,
তাহাতে হইল ক্ষিতি অতি বিচক্ষণ।
দেখে সৃষ্টি সৃজন হেতু করিলেন যুক্তি,
শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি।
এত চিন্তি ফেলেন প্রভু এক বিন্দু ঘাম,
তাহাতে হইল আদ্যাশক্তি যার নাম।
তার গর্ভে হইল তিন পুরুষ প্রধান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
ব্রহ্মারে কহিল সৃষ্টি করহ সৃজন,
বিষ্ণুরে কহিল তুমি করহ পালন।
সংহার কারণে প্রভু মহেশে কহিল,
তিন জনে তিন কর্ম্ম প্রভু দিয়াছিল ॥

২

নিরঞ্জনে চাহি শক্তি বলিছে বচন,
আমি কার ভার্য্যা হব কহ নারায়ণ।
নিরঞ্জন কহে শক্তি দেখ তিন জন,
ভজহ তোমার ইচ্ছা যারে লয় মন।
এত শুনি শক্তি গেল তিন জনার পাশে,
শক্তি দেখে তিন জন পলাইল ত্রাসে।
তিন দিকে বেগে পালাইল তিন জন,
সেই হেতু পৃথিবীর হইল তিন কোণ।
প্রথমে গেলেন শক্তি ব্রহ্মার গোচরে,
ব্রহ্মারে কহেন তুমি ভজহ আমারে।
এতেক শুনিয়া বিধি হেট করে মাথা,
এমন কুৎসিত বাক্য কেন কহ মাতা।
লজ্জিতা হইয়া শক্তি গেল বিষ্ণু-পাশে,
আমারে ভজহ বিষ্ণু প্রভুর আদেশে।
বিরস বদন বিষ্ণু এত কথা শুনি,
কেমনে এমন কহ হইয়া জননী।
এত শুনি গেল শক্তি মহেশ যথায়,
আমারে ভজহ হর প্রভুর আজ্ঞায়।
এত শুনি ভাবিতে লাগিল পঞ্চানন,
শক্তিরে চাহিয়া তবে বলিছে বচন।
তোমার উদরে জন্ম হইল আমার,
কেমনে তোমার সনে করি ব্যবহার।
বিশেষ প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
দুই দিক রবে কিসে কহহ বিচারি।
তবে তোমা ভজি যদি পারহ এমন,
একশতবার দেহ করহ পতন।

এতেক শুনিয়া শক্তি প্রফুল্ল হইল,
শতবার দেহত্যাগ তখনি করিল।
পুনর্ব্বার আইলেন মহেশ গোচরে,
দেখিয়া গ্রহণ তবে কৈলা দিগম্বরে।

৩

শ্রীনাথের হাম হতে চণ্ডিকা জন্মিল তাতে
দুর্গা হল পরমা সুন্দরী,
শ্রীনাথে টলিল ময় দেবী বাম হস্তে লয়
তাহাতে জন্মিল তিনজন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই ছোট হল শিবরাই
ব্রহ্মাণ্ডে ত আর কেহ নাই॥
তখন এত ভাবি মনে ডাক দিলেন তিন জনে
পুষ্প দিলা পূজা করিবারে,
তিন ঘাটে তিন জন জপে নাম নিরঞ্জন
প্রভু মৃত ভাসিল সাগরে।
মৃত ভাসা জলে দেখে ভয় পাইল চতুর্ম্মুখে
পূজন ছাড়িয়া সে পলায়,
সে ঘাট করিয়া পাছ গেলেন বিষ্ণুর কাছ
দেখে বিষ্ণু হইল বিমুখ।
সে ঘাট করিয়া পাছ গেলেন শঙ্কর কাছ
কিঞ্চিত ধ্যানে জানে মহেশ্বর,
ধ্যানেতে বসিল হরি কোন জন গেছে মরি
মৃত-রূপে বুঝি নিরঞ্জন।
খটক ডমরু বাজে থমকে থমকে নাচে
চন্দন বলে মাখিলেন অঙ্গে,
সেই অঙ্গ বিষ্ণুগলে থুলেন ব্রহ্মা কমণ্ডুলে
তাতে গঙ্গা পতিতপাবনী।

মুদ্গর লইয়া হাতে তাড়িল শিবের মাথে
মাথা ফেটে হইল চৌচির,
(শিবের মুণ্ডে দিয়া বাড়ি শিব যান গড়াগড়ি
গোরক্ষনাথ জন্মিল যে মুণ্ডে)
শিব ছিল একজন তাহে হল পঞ্চজন
তবে চৈতন্য পাইল শঙ্কর ॥

৪

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
ডিমের প্রহরী তখন ছিল তিন জন।
ব্রহ্মা ছিল কুসুম তার বিষ্ণু ছিল পানি,
ব্যোমরূপে উম্ম দিল লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
ডিমের ভিতর ধনি সুখে নিদ্রা যায়,
আপন অকুবে তারে ডাক দিয়া কয়।
নিদ্রায় রহিলে তুমি আপনি নিরঞ্জন,
এ দীনতুনিয়া তোমার না হল পত্তন।
ডিমের ভিতরে ধনি ছাড়িল জিকীর,
হুহুঙ্কার শব্দে ডিমের হইল দুই চির।
দীনতুনিয়া পয়দা কৈল আপনি দীন হীন,
একখান আমেরিকায় তার আর একখান জমিন।
অমায়া বৃক্ষ তার নাই ডাল পাত,
তাহাতে আসন করি আছেন দীননাথ।
সার নাই বাকল নাই নাই তার শিকড়ী,
গুরু ভজি দেখ বৃক্ষ স্বর্গ মর্ত্ত্য জুড়ি।
সার নাই বাকলী নাই নাই তার স্থূল,
গুরু ভজি দেখ বৃক্ষের সর্ব্ব অঙ্গ কুল।
আসনে বসিয়া যদি সে নাম ধেয়ায়,
দীননাথের কায়া মায়া ঐ গাছে দেখা যায়।

ছাড় মন কায়া মায়া ছাড় অন্য টাট,
গুরু ভজ মন্ত্র শিখ সিন্দুক কর ডাট ॥

॥ আত্মবোধ ॥

আপন আপন করোনা রে মন,
যেতে হবে তোর শমন ভবন।
বড় বাড়ী বড় ঘর বড় কর আশা,
রজনী প্রভাতে যেমন কোকিল ছাড়ে বাসা।
মিছা ঘর বাঁধ বাপু বঞ্চিবার আশে,
ঘর সে ভাঙ্গিয়া যাবে বিনা বাতাসে।
ঘরখানি বাঁধ বাপু দুয়ারখানি ছাঁদ,
আপনি চলিয়া যাবে পরের জন্য কাঁদ।
রামনামের ঘর তোমার কৃষ্ণনামের বেড়া,
রাধানামে দুয়ারখানি বন্দে বন্দে জোড়া।
চারদিকে চার মাটির দেয়াল উপবে দুই চাল,
ভাবতে চিন্তে জনম গেল বৃথা গেল কাল।
এখন কায়া ছাড় মায়া ছাড় ছাড় ঘরের আশা,
প্রেম-নগরে বাস কর বৃন্দাবন কর বাসা ॥

২

তাইত তোর লাগে ভাল যা
কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ ॥
কুসঙ্গে অসৎকথা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত তথা
সাধুসঙ্গ কাঁটাহেন ডরান,
যদি দৈবে কভু হয় তবে যেন বিঁধে গায়
বিশ্রাম করিলে জীয়ে প্রাণ।

প্রহর বা দণ্ড পল তাহাতে সর্ব্বস্ব তল
ভাবি এই উঠে যায় চলে,
যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে ছমাস বৎসর পাড়ে
এ সংসার কে রাখে সেকালে।
সৃষ্টি করিয়াছে যেই অবশ্য পালিবে সেই
নহে কেন সংহার না করে,
দেখ যার আজ্ঞা বলে মাটিকে ভাসায় জলে
চন্দ্র-সূর্য্য উদয় যার ডরে।
সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মা আদি আজ্ঞাপর
হেন প্রভু ভুল কেন ভাই ॥

॥ দেহতত্ত্ব ॥

মানবদেহের খবর জানরে মন,
দেহেব উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোথায় বৃন্দাবন।
দেহে দশজনা আছে ছয় রিপু তার কাছে,
পঞ্চতত্ত্ব শ্রবণতত্ত্ব গুরু [যে] দিয়াছে।
দেহে কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কে দেখায় স্বপন,
দেহে আছে পঞ্চ জন তার কেমন রে গঠন।
কোথায় বসতি কোথায় স্থিতি কোথায় করে গমন,
দেহের কয় জনা বা পুরুষ বটে প্রকৃতি বা কয় জন।
এই না মানুষের কায় তাহে অষ্ট বদ্ধ হয়,
সদগুরু আশ্রয়ে ইহার করবে নির্ণয়।
ও তুই তবে পাবি পথের দিশা করে নে সাধন ॥

২

মায়াজাল বিষম জাল প্রেমের অঙ্কুর,
সেই জালে বন্দী আছেন সয়ালের ঠাকুর।

যখন জননীর সে ঋতু-সময় হল,
সকল ব্যাপার দূরে রেখে পতি কোলে নিল।
পতি কোলে নিয়ে যখন পরশিল জল,
তখন শরীর হয় কমলের দল।
এক দিনের হইলে বিন্দু নীহারে সে টলে,
দুই দিনের হলে বিন্দু রক্ত সঙ্গে মিলে।
তিন দিনের হলে বিন্দু ফেনার আকার,
চার দিনেব হলে হয় দেহের সঞ্চার।
পঞ্চ দিনের হলে হয় কাজলের প্রায়,
ছয়দিনে রং ধরে শুনহে তাহায়।
সপ্ত দিনের হলে বিন্দু শরীরের মোহারা,
অষ্ট দিনের হলে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
প্রথম মাসের সময় জানে বা না জানে,
দুই মাসের সময় হলে লোকাচারে শুনে।
তিন মাসের সময়েতে রক্ত দলা দলা,
চার মাসের কালে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
পঞ্চ মাসের সময়েতে পঞ্চ ফুল ফুটে,
ছয় মাসের সময়েতে এ যুগ পালটে।
সাত মাসের সময়েতে সাতেশ্বরী খায়,
অষ্টম মাসেতে মন পবনে চিয়ায়।
নয় মাসের সময়েতে নবঘন স্থিতি,
দশ মাসে দশ দিনে পিণ্ডারুণ গতি।
সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠেন বুক,
বৃহস্পতিবারে গঠেন পৃষ্ঠ আর মুখ।
শুক্রবারে গঠিয়াছেন সুখের দুটি আঁখি,
ফুল ফল নানা চন্দ্র যাহে সয়াল দেখি।
শনিবারে গঠিয়াছে শুনিতে দুই কাণ,
যা দিয়া গুরুর বচন শুনি অষ্টক্ষণ।

রবিবারে গঠিয়াছে যোগের যোগমাথা,
স্থাপিত করিয়া জীব বসায়েছে তথা ॥

৩

মায়ের চার চিজের কথা শুন মন দিয়া,
গোস-পোস-লোহু-খোস চার চিজে তুনিয়া ।
বাপের চার চিজের কথা শুন দিয়া মন,
হাড়-রগ-মণি-মগজ চার চিজে পত্তন ।
আর এক চিজের কথা কইতে বাসি লাজ,
ভাঙ্গিলে মধুর ভাণ্ড পানি রবে কাত ।
আর এক চিজের কথা কইতে লাগে ধান্দি,
মাথায় হাত দিয়া দেখ আছে ব্রহ্মচাঁদি ।
নিরঞ্জনের চিজের কথা শুন বৃদ্ধমান,
হাত পা নাক মুখ চক্ষু আর কাণ ।
বাপের চার মায়ের চার নিরঞ্জনের দশ,
এই আঠার মোকামে ধনি খেলছে মহারস ॥

৪

চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মমূলে স্থিতি,
পাট মধ্যে মহাবিষ্ণু করেছে বসতি ।
চক্ষেতে কালাচাঁদ সদাই করে ধ্যান,
কর্ণেতে চৈতন্য গোসাঞী হয়েছে সাবধান ।
নাসিকাতে নিত্যানন্দ মধু করে পান,
তালুমূলে চন্দ্রদেব আছে বর্ত্তমান ।
আলজিহ্বায় সুরধুনী ধরেছে উজান,
জিহ্বায় সে সরস্বতী বাত্রিশে যোগান ।
স্কন্ধেতে ছিদাম আর বাহে বলরাম,
কণ্ঠাগ্রত হয়ে তথা আছে নিজ প্রাণ ।

বক্ষস্থলে আছে দেখ জগন্নাথের স্থান,
নাভিতে যে সূর্য্যদেব করেন আসন।
ভগে ভগবতী লিঙ্গে শিব বর্ত্তমান॥
হাটুতে শক্তি [যে আর] পায়ে বসুমতী,
আঠার মোকামের খবর শুন হে পার্ব্বতী।
এই আঠার মোকামের খবর যেই ভাল জানে,
থাকুক ত মানুষ দেবতা তারে মানে॥

৫

চার সকৃস দেহে আসি প্রকাশ হইল,
হাত পা নাক মুক প্রচ্ছন্ন করিল।
সোওয়া হাত হাড় দিয়া মস্তক বাঁধিয়া,
সোওয়া সের মাংস তাহে থুলে উভারিয়া।
সোওয়া লক্ষ হাড় [তাহে] দিল তিল প্রমাণ,
নাক মুখ সৃজিলেন চক্ষু আর কাণ।
ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী নামে সুষুকলা,
নাভিস্থল হদ্দ আর ত্রিবেণীর নালা।
ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী সুষু মহাজন,
গঙ্গা যমুনা নাড়ী ধরেছে উজান।
তার মধ্যে গঠিলেন হঠে নামে নাড়ী,
নিত্য নিত্য যমরাজা যায় দৌড়াদৌড়ি।
কমল পুষ্প সৃজিলেন চার চিজ দিয়া,
ইন্দ্রনাল সৃজিলেন ধারা করিয়া।
কানু কমলা আর নুর নিরঞ্জন,
গর্জ্জন মথুরা পুরা শ্রীবৃন্দাবন।
নিজ নাম দিয়া কৈল দেহের পত্তন॥
বত্রিশ নাড়ী ছত্রিশ কোঠা লাগায় থরে থর,
গঙ্গাকে রেখে বেঁধে মস্তক উপর।

বত্রিশ নাড়ী ছত্রিশ কোঠা কাকেও নয় ছাড়া,
বত্রিশ নাড়ী দিয়া কৈলেন নাভিস্থলে জোড়া ॥

৬

[যখন] জননীর উদরে ছিলাম হে কারাগারে
আহার দিয়া বাতাস দিতেন মোরে,
বাতাসে বাতাসে মিশে বাতাস চলিল নাশে
সব মিছে বাতাস হল পুঁজি।
সেই পুঁজি দৃঢ় করি অটল ফল ভক্ষণ করি
তৃষ্ণায় খাই নাহু গঙ্গার জল,
আহা কি বিধির ফল দেহ মধ্যে গঙ্গাজল
সেই জলে পরাণ শীতল।
প্রভুর কি চাতুরী দুই করে লাগায়ে ডুরি
করে করে করিল বন্ধন,
বাঁধিয়া সে হাতে হাতে দিব্যজ্ঞান হল তাতে
জ্ঞানে প্রভুর দয়া উপজিল।
সেই জ্ঞানে প্রভুর দয়া সদা দেন পদছায়া
ছেলেরে পাঠাইয়া দিল ভবে,
[এ] ভব মাঝারে পড়ি ক্ষুধায়ে আকুল তরি
জননী সে চাহিল ফিরিয়া।
ফিরিয়া [যে] মা চাহিল কমল কোলে আশ্রয় দিল
দুগ্ধ দিল ছেলের বদনে,
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান স্তন ধরি দুগ্ধ পান
কে শিখাল এসব সন্ধানে ॥

৭

চক্ষেতে সাত বিন্দু সাত বিন্দু রক্ত,
মগজেতে সাত বিন্দু ঘাম বিন্দু সাত।

এই সাত বিন্দু [যে] ঘটিতে ঘটিতে,
তবে এক বিন্দু মণি হয় শরীরেতে।
যতই খরচ হয় ততই বাড়ায়,
খরচ করিলে ধন কম নাহি হয়।
মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার,
ইহাতে যতেক আরও কমাইতে পার।
মাসে মাসে ঋতুবতী শাস্ত্রের বচন,
তাহে কুলক্ষণ যদি না করে রমণ।
রবিবার অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী,
প্রতিপদ পূর্ণিমায় না করিবে রমি।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার,
যুবাকালে দরিদ্রতা ঘিরে আসে তার।
বেশী কি বলিব বাপু বুঝহ অল্পেতে,
অনায়াসে রোগসৃষ্টি সর্ব্বনাশ তাতে॥

৮

মুরিদ আরজ করে শাহজি আমার,
রাত্রদিনে দম বহে কত যে বান্দার।
ইহার সুমার মোরে বতাইবে আপ,
তবেত দেলের যায় সব মনস্তাপ।
মুরশিদ বলেন শুন তালেব ছাদেক,
সুমার করিল দম আরেক যতেক।
সুমার করিতে দম নাহি করে কম,
রাত্রদিনে চব্বিশ হাজার বয় দম।
দিনের সুমার বার হাজার হইল,
রাত্রে চলে বার হাজার এছায়ে কহিল।
অজুত জানেন তেছ বিদানারো মিছাল,
এই দম-সূতায় গাঁথা কহিনু সে হাল।

দমের তদ্বির বাপু দমে দমে কর,
দম-পানি তুলে এই বালি কুজা ভর।
দমের দরিয়া ভাটি জোয়ারে সে টানে,
উজানে আপন নৌকা ধর সাবধানে।
সে যেন জিন্দিগী তোমার হায়ন সেফাৎ,
থাকিতে এ দম কর হাজল মারফৎ।
মারফৎ মানি বুঝে যে আল্লাকে পায় জানা,
দমে দমে কর তুমি দমের ঠিকানা।
আপনি দরিয়া দম রিয়াদেতে রও,
বারে বারে কহিতেছি হুসিয়ার হও।
অধীন শ্যামাচরণ বলে প্রেমের নাচার,
তৌবা অস্তাগফার করি দরগায়ে খোদার॥

৯

ভাল হাট মিলায়েছে ধনি নামেতে শ্রীখলা,
সেই হাট করিতে ভাই চল এই বেলা।
কাণা কালা বোবা তারা মিলায়েছে হাট,
রাত্রি দিবা রাখেন সদা খুলে দোকান পাট।
চার হাটে চার মুদি বসতি করে ভাল,
রান্নু বলে এক মুদি লাগায়েছে কল।
সেই সে হাটের খবর আমি ভাল জানি,
বান্নু বলে সেই হাট কোন জাগায় কোনখানি।
নাকে শোঁকে চক্ষে দেখে কাণে বসে শুনে,
মুখ আছে গুরুর নাম সদা করি গানে।
চক্ষু বলে আমি এই ধড়ের পর বালা,
আমা হতে সয়াল সংসার সকলি উজলা।
লোকে ফুল কাটে বাজীকরের তামাসাকরের মত,
সাধ পুরায়ে দেখে থাকি সব তামাসা যত।

এই তিনকোণ পৃথিবীর তামাসা সাধ পুরায়ে দেখি,
ভারত পুরাণ দেখি আর কিতাব কোরাণ লেখি।
এই মত লোকের ঘরে আছে আমার জানা,
আমার দুয়ারে কবাট লাগলে লোকে বলবে কাণা।
চক্ষের কথা শুনে তখন জবাব দিল কাণ,
তুমি কিছু না শুন ভাই বাদ্য আর গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বিয়াল্লিশ রাগের বাদ্য,
সকল কথা শুনি আমি থাকি ঘরের মধ্য।
সকল কথার নিরূপণ হয় আমার কাছে,
আমার বড় কে আছে আর ত্রিজগতের মাঝে।
কাণের কথা শুনে তখন জবাব দিল মুখে,
শুন শুন চক্ষু কাণ আমি বলি তোকে।
আমি মুখ হরির নাম গুরুর নাম করি,
মুখের কথার হাট বাজারে বেচাকিনা করি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সকল করি পান,
ইহার কিছু মজা পাওনি চক্ষু আর কাণ।
মুখের কথা শুনে তখন জবাব দিল নাক,
কাণা কালা বোবা তোরা নিচুপ হয়ে থাক।
চক্ষের বড় গুণ আছে সয়াল সংসার দেখে,
কাণের বড় গুণ আছে সকল কথা শুনে।
মুখের বড় গুণ আছে সকল কথা কয়,
আমায় শুধু নির্গুণ করিল দয়াময়।
চক্ষু থাক কাণা হয়ে দেখতে না কেন পাও,
মুখ থাক বোবা হয়ে কথা না কেন কও।
কাণ থাক ঠসা হয়ে ডাক না কেন শুন,
ধড়ের প্রহরী হয়ে চৌকী দেওনা কেন।
আমি নাক মুখের শোভা না থাকলে হয় খ্যাঁদা,
আমার নাম মনোরায় মন-সুতায় বাঁধা।

মন-পবন দুইজন থাকি এক ঘরে,
না জানি ঐ ঘরের মাণিক নেয় কোন দিন চোরে।
আলস্য করিয়া যেদিন আসব আমার ঘুম,
সেইদিন [সেই] ঘরের মাণিক লয়ে যাবে যম।
দারোগা উঠিয়া যবে ভেঙ্গে যাব হাট,
চার মুদি পালাবে ঘরে লাগায়ে কবাট ॥

॥ কৃষ্ণলীলা-তত্ত্ব ॥

রাধাকৃষ্ণ-লীলারস অতি গুরুতর,
সেই তত্ত্ব কহ গুরু শুনি তোর গোচর।
যোগমায়া হতে যদি কৃষ্ণলীলা হয়,
তবে লীলা করেন দেহে কোথা কোন সময়।
কোন স্থানে থেকে তেঁহ নিত্য লীলা করে,
কোন স্থানে নিত্য হয় কিসের উপরে।
কেমনে ব্রহ্মাণ্ডগণ করেন সৃজন,
কোন শক্তি হতে হয় ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
কোন রূপে কোন ধামে কৃষ্ণের বিলাস,
এই সব তত্ত্ব মোরে করহ প্রকাশ।
শুনি গুরু কহে কথা শুন শিষ্যবর,
কি কহিতে জানি আমি সে কথা বিস্তর।
তবে যা কহিব কিছু তাঁর শক্তি বলে,
না কহিবে কারু কাছে রাখিবে অন্তরে।
সপ্তম পাতাল উর্দ্ধে পৃথিবী বিস্তার,
পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে আকাশ আকার।
আকাশের উর্দ্ধভাগে বিরাজে পবন,
বিরজার উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি,
গোলোক গোকুল মথুরা ত্রিবিধেতে স্থিতি।

বৈকুণ্ঠের প্রকাশ মূর্ত্তি দ্বারকানগর,
এই চার দ্বার কৃষ্ণের বিলাস অন্তর।
বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে নিত্য পর্ব্বস্থান,
ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ গোলোক আছের অগোচর।
নিত্য বৃন্দাবন নাম গুপ্ত চন্দ্রপুর,
অবিচ্ছিন্ন প্রেমধাম আনন্দের পুর।
এই নিত্যস্থান কৃষ্ণের সকলের পর,
গোপথ ভিতর আছে বুঝতে বিরল।
যখন নাহিক ছিল এসব সংসার,
তখন আছিল ঐ নিত্য-পরচার।
যখন দামাদি সর্ব্ব সৃজন হইল,
কেহ উর্দ্ধে কেহ মধ্যে কেহ অধঃ গেল।
মধ্যেতে রহিল নিত্য অপ্রকট হইয়া,
আপনি ভাবিয়া দেহে দেখ বিচারিয়া।
জ্যোতিশ্চক্রে ফিরে যায় সূর্য্যের মণ্ডল,
সর্ব্বস্থানে তরসে নিত্য করে ঝলমল।
উপর্য্যধঃ ব্যাপিয়াছে নাহি তার নিয়ম,
তুলনা দিবারে নারি নাহি তার সম।
পবনের গতি নাই সূর্য্য নাহি চলে,
অচল আকৃতি পথ সহস্রার দলে।
চিন্তামণি ভূমি শোভে কল্পবৃক্ষগণ,
তাহার ভিতরে শোভে রত্ন-সিংহাসন।
রত্ন-সিংহাসনে শোভে কনক আসন,
তাহে বসে আছে রস রূপ-সনাতন।
জরা মৃত্যু নাহি তার নিত্য যে কৈশোর,
দশবীজময় সে অচিন্ত্য কলেবর।
অনন্ত শক্তি সমাশ্রয় সহজ মানুষ,
গোবিন্দ পরম শ্রেষ্ঠ আদিম পুরুষ।

মানুষ হইতে হয় ঈশ্বরাবতার,
একথা শুনিয়া মনে প্রতীত হবে কার ॥

॥ অরিষ্ট-লক্ষণ ॥

বার মাস মরণের আগে দেহের চারি দ্বার খসে,
এগার মাস থাকিতে মনুরায় বন্দী পড়ে ফাঁসে।
দশ মাস থাকিতে দশমে লাগে তালি,
দিনে দিনে ছুটে যাবে সোনার গাবোরালি।
নয় মাস থাকিতে দেহের নব কোঠা নড়ে,
বড় বড় বৃক্ষ যেমন ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে।
আট মাস মরণের আগে কামিলা ছাড়ে ঘর,
অতি রঙ্গ প্রেমতরঙ্গ দেখিতে সুন্দর।
সাত মাস থাকিতে দেহের শতদল নড়ে,
নিশ্চয় জানিবে তার গুরু নাই ঘরে।
ছয় মাস থাকিতে গুরু আসেন তিন দিন,
নিশ্চয় জানিবে তার মরণের চিন।
আজ এলনা কাল এলনা এলনা তিন দিবসে,
ঘরের স্বামী ঘর ছাড়িল ঘর করিবে কিসে।
পাঁচ মাস মরণের আগে ছাড়িবে বলাই,
হাতে বাঁশী লয়ে তখন পালাবে কানাই।
চার মাস মরণের আগে দেহের নড়ে মূল পাওই,
পালাবে দুর্জ্জন কামিলা সে দিন তুলিয়া পাওই।
তিনমাস মরণের আগে দেহের ত্রিবেণী উথাল,
দূর্ব্বাদলের পুরী যেমন করে টলমল।
দুইমাস মরণের আগে আকুল হয় হিয়া,
দূর হতে বন্ধুবান্ধব আনে ডাক দিয়া।
এক মাস আগে হংস ডুব দিয়া ফিরে,
পনের দিন আগে হংস উঠে উপর পাড়ে।

উপর পাড়ে উঠে হংস চতুর্দ্দিকে চায়,
নিকুঞ্জ কুটির ছেড়ে নৌকা ডরাতে পালায়।
এক প্রহর থাকিতে নৌকার ছুটিল গাহনী,
চরাটের নীচে বসে ক্ষেমাই সেচে পানি।
ক্ষেমাই বলে মোনাই দাদা সেচ নৌকার জল,
মোনাই বলে ক্ষেমাই দাদা বাহে নাই মোর বল।
আগা ডুবিল পিছা ডুবিল ডুবিল নৌকার গুড়া,
দেখিতে দেখিতে নৌকার ডুবিল মস্তুরা।
যায় তখন নিঠুর মন ফিরে ফিরে চায়,
ভক্তি-নীরে খাগ-দেহ আর দেখা হবার নয়।
শুক বলে ওরে শারী আমায় সঙ্গে নে,
শারী বলে খাগ-পিঞ্জর তোকে ছুবে কে।
এতদিন রাখিলাম তোরে ঘৃত অন্ন দিয়া,
যাবার সময় নিঠুর মন না গেলে বলিয়া।
পার হতে গেলাম আমি ত্রিবেণীর কূলে,
নৌকা দেখি খেয়ানী নাই আপন কর্ম্মফলে।
পার কর খেয়ানী বাপু সঙ্গে নাই কড়ি,
ভবের কামাই ভবে রেখে খালি হাতে চলি॥

২

॥ যোগিনীর বিলাপ ॥

যোগীহারা হয়ে আমি সুধাই গো তোমারে,
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন সহরে।
আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে,
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন স্থানে।
যোগী আমার প্রাণেশ্বর যোগী প্রাণপতি,
পতি বিনে চেয়ে দেখ আমার এ দুর্গতি।
এত ছিল কপালেতে বিধির লিখন,
দিবারাত্র নয়নের জল হতেছে বর্ষণ।
আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে,
আমার নীলকান্তমণি পাব কোন স্থানে॥

২

দশা এই লিখেছে দারুণ বিধি॥
নারী কুলে জনম রে জনমের মুখে ছাই,
নাইকো আমার বন্ধুবান্ধব নাইকো সোদর ভাই।
নারীকুলে জনমিয়ে এই ছিল কপালেতে,
বার বৎসর পরে স্বামী ঘটী দিল হাতে।
নারীকুলে জন্ম লয়ে কত সহে প্রাণে,
এখন কোন দেশে যাব ভিক্ষার কারণে।
শুন শুন বিধি হে কি বলিব তোমারে,
নারী-প্রাণে কত সহে ফেলালে কি ফেরে।
কি ক্ষণে জনম দিল মাতা আর পিতা,
দুঃখে দুঃখে শরীর যেন হয়ে গেল তিতা।
প্রথম যখন স্বামীর হাতে দিলেন আমারে,
পঞ্চম বৎসর কালে স্বামী গেলেন দেশান্তরে।

পঞ্চম বৎসর কালে হইলাম স্বামীহারা,
অষ্টম বৎসর কালে আমি [হইলাম] গৃহছাড়া।
গৃহছাড়া হয়ে আমি ভ্রমি বনে বনে,
কত দেশে ভ্রমিলাম স্বামীর অন্বেষণে।
আমার প্রাণ সদাই কাঁদে স্বামীর কারণে,
যেমন রামকে হারায়ে সীতা কাঁদে অশোক বনে।
নারীর দুঃখে দুঃখী আর কে আছে সংসারে,
এই সে সংসারের মাঝে স্বামী নাই যার ঘরে ॥

॥ যোগীর লক্ষণ ॥

কাঁহা মিলেরে যোগীয়া কাঁহা মিলেরে যোগীয়া,
কাঁহা মিলে জটাধারী হায় রে দয়াল যোগী ॥
আমার যোগীয়ার মাথেরে সুবর্ণের মুকুট আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
আমার যোগীয়ার গলে তুলসীর মালা আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার।
আমার যোগীয়ার গায়ে হরিনামাবলী আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
আমার যোগীয়ার হাতে হরিনামের মালা আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার।
আমার যোগীয়ার সঙ্গে হরিদাস শিষ্য আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
আমার যোগীয়ার পায়ে সুবর্ণের নূপুর আছে
কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার ॥

॥ বোলান ॥

স্থাবর জঙ্গম জীব আদি না ছিল যখন,
তখন তোমার দীননাথ করিল কেমন।

স্থাবর জঙ্গম জীব আদি না ছিল যখন,
ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল তখন ॥১

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
কয় ফেরেস্তা ছিল তোমার সঙ্গে কয়জন।

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
চার ফেরেস্তা ছিল আমার সঙ্গে চারজন ॥২

সেই চার ফেরেস্তার কথা কহ গুণধাম,
সত্য করে বল যোগী কাহার কিবা নাম।

সেই চার ফেরেস্তার কথা শুন দিয়া মন,
আক্কেল অকুব হেউস বুদ্ধি এই ছারিজন॥৩

কয় স্বর্গ কয় মর্ত্ত্য কয় সে পাতাল,
কয় চন্দ্র আকাশেতে করিল উজ্জাল।

এক স্বর্গ এক মর্ত্ত্য এক সে পাতাল,
এক চন্দ্র এক সূর্য্য করিল উজ্জাল ॥৪

আকাশ যখন না ছিল তার কোথায় ছিল চন্দ্র,
পুষ্প যখন না ছিল তার কোথায় ছিল গন্ধ।

আকাশ যখন না ছিল তার গুপ্ত ছিল চন্দ্র,
পুষ্প যখন না ছিল [তার] পবনে ছিল গন্ধ ॥৫

ফকিরের বেটা তুমি দরবেশের নাতি,
আকাশ হল কয় তোলা আর জমিন কয় রতি।

ফকিরের বেটা আমি দরবেশের নাতি,
আকাশ হল যত তোলা তার জমিন তত রতি ॥৬

ফকিরের বেটা তুমি দরবেশের নাতি,
আকাশের কলি জমিনের বোঁট দেহের কোন-
খানেতে স্থিতি।

ফকিরের বেটা আমি দরবেশের নাতি,
আকাশের কলি জমিনের বোঁট দেহের নাভিমূলে স্থিতি ॥৭

কেমন চন্দ্রমা তোমার আসে আর যায়,
কেমন চন্দ্রমা তোমার সয়াল ঘুচায়।

আদিম সে চন্দ্র আমার আসে আর যায়,
দৈয়ম চন্দ্র সে আমার সয়াল ঘুচায় ॥৮

চন্দ্রের অমাবস্যা যোগী লাগে মাসে মাসে,
সূর্য্যের অমাবস্যা যোগী লাগে কোন দিবসে।

চন্দ্রের অমাবস্যা দেখ লাগে মাসে মাসে,
সূর্য্যের অমাবস্যা লাগে পূর্ণিমা দিবসে ॥৯

যোগী হলে যোগ সাধিলে গুণিয়া হলে সারা,
শরীরেতে আছে তোমার কয় ভুরু কয় তারা।

যোগী হলাম যোগ সাধিলাম গুণিয়া হলাম সারা,
শরীরেতে আছে আমার এক ভুরু দুই তারা ॥১০

কে দিয়া তোরে দণ্ড-কমণ্ডলু কে দিয়া মৃগছালা,
কে দিয়া তোরে ভগুয়া বস্ত্র কে দিয়া জপমালা।

ব্রহ্মা দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু বিষ্ণু দিয়া মৃগছালা,
শিব দিয়া মোরে ভগুয়া বস্ত্র গুরু দিয়া জপমালা ॥১১

কয় অঙ্গুলে জপমালা কয় অঙ্গুলে জপ,
নিদ্রার আবেশে মালা কার হাওয়ালে রাখ।

এক করে জপি মালা দুই অঙ্গুলে জপি,
নিদ্রার আবেশে মালা গুরুর ঝুলিতে রাখি ॥১২

মালা জপে কালা রে অজপায় জপে কে,
দেহমধ্যে দ্বাদশ গোপাল অর্দ্ধগোপাল কে।

মালা জপে কালাকে অজপায় জপে সে,
দেহমধ্যে দ্বাদশ গোপাল অর্দ্ধ গোপাল সে ॥১৩

কোথায় গেলে পাব যোগী বিনা ধানের খৈ,
কোথায় গেলে পাব আমি বিনা দুধের দৈ।

চোখের কোঠায় দেখ সেথা বিনা ধানে খৈ,
মস্তকেতে আছে তোমার বিনা দুধের দৈ ॥১৪

কোনখানেতে আছে দেহে বিনা লোহায় গুণা,
কোথা হতে উঠে তোমার সমুদ্রের ফেনা।

সেক মোর উশাস নিশাস কণ্ঠে জীবের থানা,
জিহ্বা নাড়িলে উঠে সমুদ্রের ফেনা ॥১৫

কেবা তোমার রাঁধে বাড়ে কেবা বসে খায়,
কারে লয়ে শুয়ে থাক কেবা নিদ্রা যায়।

তনাই রাঁধে মনাই বাড়ে আপতোষে অন্ন খায়,
জীবিতে লয়ে শুয়ে থাকি মরণে নিদ্রা যায় ॥১৬

জীবিত লয়ে শুয়ে থাকে মরণে নিদ্রা যায়,
নিদ্রার আবেশে প্রাণ কার কোলে রয়।

জীবিত লয়ে [শুয়ে থাকে মরণে] নিদ্রা যায়,
নিদ্রার আবেশে প্রাণ তোমার কোলে রয় ॥১৭

কোথা হতে আও হে যোগী বাড়ী কোন গ্রাম,
সত্য করে বল যোগী তোমার কিবা নাম।

উত্তর হতে এলাম যোগী বাড়ী সেই গ্রাম,
সত্য করে বলি আমার গোপালধারী নাম ॥১৮

[কোন দেশমে রাজা ভালা কোন দেশমে রাণী,
কোন দেশমে কাপড়া ভালা কোন দেশমে পানি ।

উত্তরমে রাজা ভালা দক্ষিণ দেশমে রাণী,
পশ্চিম দেশমে কাপড়া ভালা পূর্ব্ব দেশমে পানি ॥১৯

কোন গাছের গোটা গোঁসাই কোন গাছের পাত,
কাহার গর্ভেতে ছিলা পূর্ণ দশ মাস ।

ইন্দু গাছের গোটা আমি বিন্দু গাছের পাত,
শচী মায়ের গর্ভে ছিলাম পূর্ণ দশ মাস ॥২০

শচী যদি হয় তোমার [এই] ধরণী মাও,
ভূমণ্ডলে পড়িয়া তুমি কাহার দুগ্ধ খাও ।

শচী আমার ধরণী মাও তোমার কাছে কই,
ভূমণ্ডলে পড়িয়া আমি ধাই-মায়ের দুগ্ধ খাই ॥২১

কাহার নামে আইস গোঁসাই কাহার নামে যাও,
কাহার নামে ভিক্ষা কর কাহাকে দিয়া খাও ।

কৃষ্ণনামে আসি আমি রামনামে যাই,
হরির নামে ভিক্ষা করি গুরুকে দিয়া খাই ॥২২

কয় নখেতে ধর মালা কয় নখেতে জপ,
নিদ্রাকালে মালা [তুমি] কাহার হাওয়ালেতে রাখ ।

দুই নখেতে ধরি মালা তিন নখেতে জপি,
নিদ্রাকালে মালা গুরুর হাওয়ালেতে রাখি ॥২৩

কোথায় উৎপত্তি জীবের কোথায় জীবের থানা,
কোথা হইতে উঠে গোঁসাই সমুদ্রের ফেনা।

মুখমণ্ডলে উৎপত্তি জীবের কণ্ঠায় জীবের থানা,
জিহ্বাতে ওঠে যোগান সমুদ্রের ফেনা ॥২৪

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে আগে জন্ম হইল কার।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে আগে জন্মে নিরাকার ॥২৫

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে বিয়া হয়নি কার।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে বিয়া হয়নি নিরাকার ॥২৬

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে নিদ্রা নাই কাহার।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে নিদ্রা নাই গঙ্গার ॥২৭

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিঙ্গুল হিনি বর্ণ,
পিতা যখন না ছিল কে দিয়াছিল জন্ম।

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিঙ্গুল হিনি বর্ণ,
পিতা যখন না ছিল গুরু দিয়াছিল জন্ম ॥:

বল বায়ে হেলে বাতাসে নড়ে পানি,
তুই কম পৃথিবী নড়ে আর কুলাখানি।

বল বায়ে হেলে বাতাসে নড়ে পানি,
ভূমিকম্পে পৃথিবী নড়ে আর নড়ে গুরুর কদমখানি ॥২৯

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিঙ্গুল হিনি বর্ণ,
সত্য করে কহ গোঁসাই কোথায় তোমার জন্ম।

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিঙ্গুল হিনি বর্ণ,
সত্য করে কহিলাম যোগান আমার নিরাকারে জন্ম ॥৩০]

॥ যোগীর গান ॥

॥ সূচী ॥

আকাশ যখন না ছিল	১৭০
আপন আপন করো না	১৫৫
ওমা দুর্গে মা দুর্গে	১৫০
কয় অঙ্গুলে জপ মালা	১৭২
কয় নখেতে ধর মালা	১৭৪
কয় স্বর্গ কয় মর্ত্ত্য	১৭০
কাহার নামে আইস	১৭৪
কাঁহা মিলে রে যোগীয়া	১৬৯
কেমন চন্দ্রমা তোমার	১৭১
কে দিয়া তোরে দণ্ড	১৭২
কেবা তোমার রাঁধে বাড়ে	১৭৩
কোথায় উৎপত্তি জীবের	১৭৫
কোথায় গেলে পাব	১৭২
কোথা হতে আও হে	১৭৩
কোনখানেতে আছে দেহে	১৭৩
কোন গাছের গোটা	১৭৪
কোন দেশমে রাজা	১৭৪
চক্ষেতে সাত বিন্দু	১৬০
চন্দ্রের অমাবস্যা যোগী	১৭১
চাকল চুকুল ভিটাখানি	১৭৬
চাকল চুকুল ভিটাখানি	১৭৬
চার সক্স দেহে আসি	১৫৯
চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মমূলে	১৫৮
জীবিত লয়ে শুয়ে থাকে	১৭৩
জিম্বরূপে নিরাকারে	১৫৪
জিম্বরূপে নিরাকারে	১৭০
ভাইত তোর লাগে ভাল	১৫৫

দশা এই লিখেছে দারুণ ১৬৮
ধন্য তোদের ধন্য তোদের ১৪৯
নমো নমো নমঃ প্রভু ১৫০
নিরঞ্জনে চাহি শক্তি ১৫২
পুবেতে বন্দিয়া গাব ১৫০
প্রথম শুনহ আদি ১৫১
ফকিরের বেটা তুমি ১৭১
ফকিরের বেটা তুমি ১৭১
বল বায়ে হেলে ১৭৬
বার মাস মরণের আগে ১৬৬
ভাল হাট মিলায়েছে ধনি ১৬২
মন মতুয়ারে এখন হরি ১৪৯
মানবদেহের খপর জানরে ১৫৬
মালা জপে কালা রে ১৭২
মায়াজাল বিষম জাল ১৫৬
মায়ের চার চিজের কথা ১৫৮
মুরিদ আরজ করে ১৬১
যখন জননীর উদরে ১৬০
যোগী হলে যোগ সাধিলে ১৭২
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ ১৭৫
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ ১৭৫
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ ১৭৫
যোগীহারা হয়ে আমি ১৬৮
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস ১৬৪
শচী যদি হয় তোমার ১৭৪
শ্রীনাথের হাম হতে ১৫৩
সার কর হরিনামের মালা ১৪৯
সেই চার ফেরেস্তার কথা ১৭০
স্থাবর জঙ্গম জীব ১৭০
হরিনাম সাধন কর ১৪৯

(গ)

[উত্তরবঙ্গে প্রচলিত "যুগীকাচ"-এর মৌলিক অংশটুকু
এখানে সঙ্কলিত হইল।]

॥ সৃষ্টিকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু নিরাঞ্জনের সৃষ্টিকথা ॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্য ভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায় ॥
নিরাঞ্জনের জন্ম হয়ে সমুদ্র মাঝারে,
একে একে কব বাছা সকল সমাচারে।
সমুদ্র মাঝারে ডিম্ব স্থাপিত হইল,
আপন কৌতুকে ডিম্ব দুই রদ্ধ হইল।
সমুদ্র মাঝারে বাছারে নিরাঞ্জন জন্মিল,
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নিরাঞ্জন উঠিয়া বসিল।
চৈতন্য পাইয়া নিরাঞ্জন চতুর্দ্দিকে চায়,
হুঙ্কার ছাড়িয়া নিরাঞ্জন কিঙ্করে সিরজায়।
আজ্ঞা দিল কিঙ্করে মৃত্তিকার কারণ,
পাতালপুরীতে বাছা করহ গমন।
আজ্ঞা পাইয়া কিঙ্কর তখন করিল গমন,
পাতালপুরীতে গিয়া দিল চরকায় শান।
এক রতি মৃত্তিকা কিঙ্কর নিরাঞ্জনকে দিল,
এক রতি মৃত্তিকা নিরাঞ্জন দেখিতে পাইল।
এক রতি মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল,
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা মটর সমান হইল।
মটর সমান মৃত্তিকা দেখিতে পাইল,
মটর সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল।
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা বেল সমান হইল,
বেল সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন দেখিতে পাইল।
বেল সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল,
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা চালুন সমান হইল।

চান্দুন সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন দেখিতে পাইল,
আসন করিয়া নিরাঞ্জন তখনি বসিল।
আসনে বসিয়া সনাতন চতুর্দ্দিকে চায়,
নিদ্রাতে ছিলাম এখন কি করি উপায়।
এতেক বলিয়া নিরাঞ্জন ভাবিতে লাগিল,
ভাবিতে ভাবিতে এক হুঙ্কার ছাড়িল।
তাহাতে জনম হয় শুন বাছাধন,
বার জন সিরজাইল দেব সনাতন।
একজন হইল চন্দ্র আর একজন সূরজ,
একজন হইল নারী আর একজন পুরুষ।
একজন হইল হাট আর একজন বাজার,
একজন হইল দোকান আর একজন খরিদ্দার।
একজন হইল মহাজন আর একজন করজদার,
একজন হইল সাধু আর একজন বাটপার।
বার জন জন্মিয়া নিরাঞ্জন রাখে স্থানে স্থানে,
আমার সনে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে॥

॥ জন্মকথা ॥

আরে অবোধ মন রে বন্দী হইয়া মায়ার জাল॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্য করে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
মায়ার জাল বিষম জাল প্রেমের অঙ্কুর,
সেই জালে বন্দী হইব বড় বড় চতুর।
আগরে নাগরে বন্দ শিকড়ে বন্দ গাছ,
মায়ার জালে পুরুষ বন্দ জালে বন্দ মাছ।

জাল শুচি যেমন তেমন চালা শুচি দপর,
সেই না জালে এড়ান নাই ভাই কিবা ছোট বড় ।
মাকালের ফলটি দেখে কাকের অনুমতি,
পুরুষের ধর্ম্ম নষ্ট দেখিলে যুবতী ।
মাকালের ফলটি যেমন নারীর যৌবন,
পাকিয়া মজিয়া গেলে না করে ভক্ষণ ।
মাকালের ফলটি দেখে কাকা উড়ান দিয়া পড়িল,
বেগর বন্দনে পুরুষ বন্দী হইয়া রহিল ।
এহি সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

২

আরে ও কহিবা গুরু আমার জনমের কথা ॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বোঝায় ।
কহিব সকল কথা আমার সঙ্গে আয়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায় ॥
যখন আছিলা বাছাধন বারাজির মস্তকে,
বিন্দু-লালী দিয়া আইলা জননীর উদরে ।
তোমার জননী বাছা ঋতুস্নান পাইল,
এক দুই করে নারী গণিতে লাগিল ।
এক দুই করে নারী এক সপ্তাহ হইল,
নারায়ণ তৈল বিষ্ণু তৈল অঙ্গেতে মাখিল ।
খার খোল লয়ে নারী কোটরা পুরিল,
বান্দিদাসী সঙ্গে লয়ে স্নান করিতে গেল ।
সূর্য্য-গঙ্গার ঘাটে নারী করিল গমন,
সূর্য্য-গঙ্গার ঘাটে যেয়ে দিল দরশন ।

আপনার স্তন নারী কাপড়ে ঢাকিয়া,
সূর্য্য-গঙ্গার ঘাটে নারী বসিল দাবিয়া।
হাত ঘোসে কত নারী আর ঘোসে পাও,
ওরে বান্দিদাসী মাথা ঘোসে আর ঘোসে গাও।
ঘসিয়া মাজিয়া নারী শুদ্ধ করে গাও,
গঙ্গাকে প্রণাম করি বাড়াইয়া দিল পাও।
হাঁটু জলে নামিয়া নারী হাঁটু শুদ্ধ করে,
উরুজলে নামিয়া নারী উরু শুদ্ধ করে।
নাভিজলে নামিয়া নারী নাভি শুদ্ধ করে,
হিয়াপূর্ণ জলে নামিয়া পঞ্চ ডুব পাড়ে।
হিয়াজলে হইতে নারী নাভিজলে আইল,
এক ভাগ কেশ নারী দুই ভাগ করিল।
নাভিজলে হইতে নারী উরুজলে আইল,
করজোড় করিয়া নারী সমুদ্রে নামিল।
উরুজল হইতে নারী হাঁটুজলে আইল,
শূন্যে থেকে নিরাঞ্জন পুত্রবর দিল।
কুঘাটে নামিয়া নারী সুঘাটে উঠিল,
ভিজা বস্ত্র থুইয়া নারী সুখান বস্ত্র নিল।
আপনার গৃহে নারী করিল গমন,
পুত্রবর পেয়ে নারী আনন্দিত মন।
স্বামীর সঙ্গেতে নারী করে নানা কেলি,
মদনের বাণ যেন অগ্নি হেন জ্বলি।
স্বামী ধর্ত্তা স্বামী কর্ত্তা স্বামী নিরাঞ্জন,
স্বামীকে ভজিলে পাবে অমূল্য রতন।
স্বামী ধর্ত্তা স্বামী কর্ত্তা স্বামী গুরুজন,
যে নারীর স্বামী নাই তার নিষ্ফল জীবন।
যেমন হংসা তেমনি হংসী একত্র [যে] রয়,
হংসা লয়ে হংসী যেন উড়ে যেতে চায়।

স্বামীর পাতে অন্ন দিয়ে করে জল পান,
ধনে জনে সুখে রাখে লক্ষ্মী ঠাকরুণ।
দৃষ্টি দিয়া দেখে নারী বসিল আপনি,
প্রদীপ জ্বালায় নারী হরষে আপনি।
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রহরেক হইল,
রন্ধনের সাজ নারী তখনি করিল।
পাত বড়া ভাজে নারী বাস্তুকি খানে খান,
রান্ধিলেন মাষকলাই কচুর ব্যঞ্জন।
কই মৎস্য আলু আর কারঙ্গার ঝোল,
শাক শুকতা ভাজে নারী আর কারঙ্গার ঝোল।
অন্ন পায়স রান্ধে নারী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
পঞ্চ গাভীর দুগ্ধ নারী করে আর রটন।
ভোজন করেন দোঁহে স্বামী আর নারী,
দেখিতে দেখিতে রাত্র হইলেক ভারী।
শয়নমন্দিরে দোঁহে করিল গমন,
আনন্দে স্বামীর চরণ করিব সেবন।
কর্পূর তাম্বুল আনিয়ে যোগাইল দাসী,
তাম্বুল খাইতে নারীর মুখে মৃদু হাসি।
প্রেমের সাগরে দোঁহে সাঁতার খেলিল,
সাঁতার খেলিতে নিশি ত্রিপ্রহর হইল।
এক দরিয়ার বিন্দু আর দরিয়ায় পড়িল,
সেই দিনে যে বাছাধনের জনম হইল।
দীননাথ থুইয়াছে বিন্দু পিতার মস্তক উপরে,
আজ হইতে পড়িল বিন্দু জননীর উদরে।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

৩

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
যখন পড়িল বিন্দু জননীর উদরে,
উদরে পড়িয়া বিন্দু লাল রঙ্গ ধরে।
একদিনের বিন্দু হইলে নেহর যেন টলে,
দুইদিনের হইলে বিন্দু রক্তের সঙ্গে মিলে।
তিনদিনের হইলে বিন্দু ফেনার আকার,
চারি দিনের বিন্দু হইলে দেহের সঞ্চার।
পঞ্চ দিনের বিন্দু হইলে কাজলের আকার,
ছয় দিনের বিন্দু হইলে রঙ্গ ধরে শুনহে তাহার।
সপ্ত দিনের বিন্দু হইলে শরীরের মহরা,
আট দিনের হইলে বিন্দু হাড়ে মাংসে জোড়া।
নয় দিনের হইলে বিন্দু নব রং ধরে,
দশ দিনের হইলে বিন্দু স্তনের মুখ কাল রং ধরে।
এগার দিনের হইলে বিন্দু দুই আঁখি ষোল কলা,
বার দিনের বিন্দু হলে সে ঘর উজলা।
তের দিনের বিন্দু হইলে নারীর বদন কোমল,
চৌদ্দ দিনের হইলে বিন্দু নারী খায়েন অম্বল।
পনের দিনের বিন্দু হলে নারী পোড়া মাটী খায়,
ষোল দিনের বিন্দু হইলে নারীর বদন ভারী হয়।
সতের দিনের হইলে বিন্দু নারীর মুখ ধলা হয়,
আঠার দিনের কালে নারী চেহারা বদলায়।
উনিশ দিনের হইলে বিন্দু উনবিংশতি রগ ধরে,
বিশ দিনের হইলে বিন্দু রক্তদলা করে।

একুশ দিনের হইলে বিন্দু একিন্দার মুখাতি,
বাইশ দিনের হইলে বিন্দু মৎস্য লাগে না আশিট্টা।
তেইশ দিনের হইলে বিন্দু তেইশ রগ নড়ে,
চব্বিশ দিনের হইলে বিন্দু নারীর চক্ষে নিদ্রা ধরে।
পঁচিশ দিনের হইলে বিন্দু নারীর চলন ভারি হয়,
ছাব্বিশ দিনের হইলে নারী ভাত কম খায়।
সাতাশ দিন হইলে নারী ভাজা খেতে চায়,
আঠাশ দিনের কালে নারী শয্যাগত হয়।
উনত্রিশ দিনের কালে মন ছটফট করে,
ত্রিশ দিনের হইলে বিন্দু গাছে ফুল নাহি ধরে।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

৪

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
একমাসের বিন্দু হইলে জানে বা না জানে,
দুই মাসের বিন্দু হলে ঘুনা ঘুনা শুনে।
তিন মাসের বিন্দু হলে রক্ত দলা দলা,
চার মাসের বিন্দু হলে হাড়ে মাংসে জোড়া।
পঞ্চ মাসের বিন্দু হলে পঞ্চ ফুল ফোটে,
ছয় মাসের বিন্দু হলে সর্ব্ব রং গঠে।
সাত মাসের বিন্দু হলে নারী সাধ খায়,
আট মাসের বিন্দু হলে মন পবন চিয়ায়।
নয় মাসের বিন্দু হলে নবঘন স্থিতি,
দশ মাসের বিন্দু হলে একিন্দার মুখতি।

দীননাথের আজ্ঞা পেয়ে চক্ষুদান পাইল,
দূরে ছিল ধাইমা তখন তারে বার্ত্তা দিল।
বার্ত্তা পেয়ে ধাইমা তখন তাড়াতাড়ি আইল,
আসিয়া যে ধাইমা তখন কোন কর্ম্ম করিল।
চালের বাঁধন কাটিয়া ধাইমা ঘরে প্রবেশ করে,
বাঁশের নীল তুলে ধাইমা নারী ছেদন করে।
প্রথমে বন্দিয়া লব ধাই মায়ের পায়,
যাহার হস্তে থেকে ছেলে দীননাথের নাম লয়।
তার পরে বন্দিয়া লব বসুমতীর পায়,
যাহাতে পড়িয়া ছেলে ডাকে বাপ মায়।
এক দুই বলে নারী পঞ্চ দিন হইল,
সাত দিনের কালে বাছার সাটুর করিল।
এইরূপে একমাস পূর্ণিত হইল,
ব্রাহ্মণ আনিয়া বাছার নাম কর্ণবেধ করাইল।
তার পরে বন্দিয়া লব ব্রাহ্মণের পায়,
যাহার পরশে শুদ্ধ মায় পুতের গায়।
তার পরে জ্বলিল অগ্নি ব্রহ্ম হুতাশন,
ছেকিয়া পুড়িয়া শক্ত হইল শরীর রতন।
এই সকল কথা বাছাধন লহত শুনিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

৫

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
সোমবারে হইলে ঋতু নারী ভাগ্যমণী,
মঙ্গলবারে হইলে ঋতু নারী চণ্ডালিনী।

বুধবারে হইলে ঋতু নারী ভাগ্যবান,
বৃহস্পতিবারে ঋতু হইলে পুত্র পায় দান।
শুক্রবারে নারী যদি ঋতুস্থান পায়,
সেইত স্থানে ছেলে বাছা ভাগ্যবান হয়।
শনিবার দিনে যদি অমাবস্যা পায়,
নিশ্চয়ই জানিবা তার জোড়া মৃত্যু হয়।
রবিবার দিনে যদি ঋতুস্থান পায়,
নিশ্চয়ই জানিবা বাছা গর্ভে বিনাশ হয়।
রবিবারের দিনে যদি ষোল যোগ পায়,
নিশ্চয়ই জানিবা তার পতির মৃত্যু হয়।
ঋতুস্থানে নারী থুয়ে যায় পরবাসে,
আপনার সমস্ত ধন হারায় কর্ম্মদোষে।
অল্প লোকের ছেলে যদি বেশী বিষয় পায়,
মাথায় তেড়ে পাগড়ী বেঁধে ছায়ার দিকে চায়।
মৎস্য চেনে গহিন গঙ্গা পাখী চেনে ডাল,
মায়ে জানে পুত্রের দয়া যাহার বুকের শেল।
পুত্রশোক দারুণ রোগ শক্তিশেলের ঘাও,
পুত্রশোকে পিতা ফকির পাগল তাহার মাও।
শিশুকালে পুত্র থুইয়া মাও মরিয়া যায়,
সর্ব্বশোকে ছয়মাস গৃহে অনল জ্বালায়।
বৃদ্ধকালে যে জনারও যুবা পুত্র মরে,
তাহার চেয়ে দুঃখ নাই এ ভব সংসারে।
পিতামাতার উপরে যে করিবে ঘাও,
দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে তাহার হাত পাও।
পিতামাতার উপরে যেবা আখি গরম করে,
অন্তিমে সে জন যায় নরক মাঝারে।
পিতামাতা ছাড়িয়া যেবা ভিন্ন অন্ন খায়,
আপনার পঞ্চ মাণিক ঘাটেতে হারায়।

কাণের মিঠা কাণ-খড়িকা জিহ্বার মিঠা খাই,
মুখের মিঠা মা ডাকরে বাছুর মিঠা ভাই।
খাইতে ফিরিতে ভাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে,
যেখানেতে যায় ভাই সেখানে না ছাড়ে।
দুটি ভায়ের মধ্যে যদি একটি ভাই মরে,
নিধুয়া পাথারে যেন বাহু ভাঙ্গিয়া পড়ে।
দিনের শোভা দিনমণি রাত্রির শোভা চাঁদ,
ঘরের শোভা পোষাক আদি জীবের শোভা প্রাণ।
এহি সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

৬

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠিয়াছে বুক,
বৃহস্পতিবারে গঠিয়াছে বাছার পিষ্ঠ আর মুখ।
শুক্রবারে গঠিয়াছে বাছার সুখের দুইটা আঁখি,
মায়ের গর্ভে জনম নিয়া সয়াল সংসার দেখি।
শনিবারে গঠিয়াছে বাছার শুনিতে দুইটা কর্ণ,
কোথা হইতে শোনা যায় যেন তালুতের ধনি ধন্য।
রবিবারে গঠিয়াছে বাছার যোগের যোগমাথা,
স্থাপন করিয়া জীব বসাইয়াছে মাথা।
সর্ব্বাঙ্গ শরীর গঠিয়া বাছার নাভিতে দিয়াছে মোড়া,
এক একটি অস্থিতে তিন তিনটি জোড়া।
সর্ব্বাঙ্গ শরীর গঠিয়া নাভিতে দিয়াছে ঠাঁই,
এই অবধি জন্ম কথা আর ত কিছুই নাই॥

৭

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমাব সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
যখন আছিলা [তুমি] জননীর উদরে,
তখনি আছিলা বাছা উবুদ শিয়রে।
ক্ষুধাকালে খাইয়াছিলা বাছাধন অমূল্য বৃক্ষের ফল,
তৃষ্ণাকালে খাইয়াছিলা লাহুত গঙ্গার জল।
রৌদ্রকালে দাঁড়াইয়াছিলা অটল বৃক্ষের তলে,
নিদ্রাকালে শুইয়াছিলা কোমল শয্যাব পরে।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

॥ চারিচন্দ্রকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরুদেব চারিচন্দ্রের কথা ॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কহিব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
সোমবারে থাকে চন্দ্র কোমর মাঝার,
সেই দিনে নাহি যাবা বাছাধন নারীর গোচর।
সেই দিন যেই জন নারী কেলি করে,
নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তার দরদ হয় কোমরে।
মঙ্গলবারে রহে চন্দ্র নাভীর মাঝার,
সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচর।

সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তাহার নাভিশূল ধরে।
বুধবারে রহে চন্দ্র কাল মেঘের আড়ে,
সেই দিনে যাইবা বাছাধন আনন্দ অন্তরে।
বৃহস্পতিবারে থাকে চন্দ্র হৃদয় মাঝারে,
সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে।
সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
নিশ্চয় জানিব বাছাধন তাহার পিত্তশূল হবে।
শুক্রবারে রহে চন্দ্র আঁখির মাঝার,
সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচর।
সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
নিশ্চয়ও জানিবা তাহার আঁখির ঘোর হয়।
শনিবারে রয় চন্দ্র কর্ণের উপরে,
সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে।
সেই দিন যেবা জন করিতে যাবে কেলি,
নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তাহার কর্ণে লাগে তালি।
রবিবারে রহে চন্দ্র মস্তক উপরে,
সেই দিনে না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে।
সেই দিন যেবা জন করিতে যাবে কেলি,
শিশুকালে বৃদ্ধ হবে মস্তক হবে খালি।
মাসে এক বৎসরে বার সুজনের গুরু,
ইহার মধ্যে বাছাধন যত কমাইতে পার।
চারিচন্দ্রের কথা বাছাধন কহিলাম তোমার সনে,
আমার সঙ্গে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে॥

॥ জন্মভেদকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু জন্মভেদের কথা ॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায় ॥
নাসিকা কমলে উঠে উশাস নিশাস,
লাহুত কমলের মধ্যে হংসা করে বাস।
চক্ষুত কমলের মধ্যে কালা আছে রয়ে,
যৌবুরুত কমলের কথা গুরু দিচ্ছেন কয়ে।
এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

২

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায় ॥
মাও যে পরম গুরু নালে আর পালে,
বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে।
বহিন যে পরম গুরু তুলে খাওয়ায় ভাত,
ভাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ।
পিতা গুরু মাতা গুরু আর জ্যেষ্ঠ ভাই,
তাহা থেকে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।
মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া,
চারি প্রহর রাত্রি জাগৈ মা তোমায় কোলে নিয়া।
এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৩

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
ঋতু হইল ফুল গাছ বিন্দু হইল বীচি,
রমণী হইল জমি তার ঋতু হইল গাছি।
পিতা মাতা বলি সেই হয় উপাদান,
গুরুকে ভজিয়া বাছাধন হও সাবধান।
এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনেব পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

৪

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
চক্ষের শতক বিন্দু শত বিন্দু রক্ত,
মগজে শতেক বিন্দু ঘাম বিন্দু শত।
এই শত বিন্দু বাছাধন ঘুটিতে ঘুটিতে,
তবে এক বিন্দু মণি হয় শরীরেতে।
যতই খরচ হয় ততই বাড়ায়,
খরচ করিলে ধন কমি নাহি হয়।
রাতে ঝোরে দিনে পোড়ে কত বয় ধারে,
সে মণি বান্ধিলে জমি কি করিতে পারে।
মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার,
ইহাতে যতেক বাছা কমাইতে পার।
মাসে মাসে ঋতুবতী শাস্ত্রের লেখন,
তাহে কুলক্ষণ যদি না কর রমণ।

ইহা ভিন্ন প্রতিনিত্য করিলে রমণ,
সে দোষে যুবার হয় নিকট মরণ।
রবিবারে অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী,
প্রতিপদ পূর্ণিমায় না করিবে [রমি]।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার,
যুবাকালে দরিদ্রতা ঘেরে এসে তার।
এইসব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

॥ দেহশৌচকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু দেহশৌচের কথা॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর ধ্যান,
শ্রীগুরু ভজিলে হবে দেহের পরিত্রাণ।
গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর সার,
শ্রীগুরু ভজিলে হবে ভবসিন্ধু পার।
গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু ভালবাসি,
[গুরুনামে হয়] গয়া গঙ্গা আর কাশী।
মাতা গুরু পিতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই,
তাহার থেকে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।
শিক্ষামন্ত্র দীক্ষা[মন্ত্র] কর উপাসনা,
গুরুকে ভজিলে যাবে যমের যন্ত্রণা।
হরির নাম গুরুর নাম নামটি বড় মধুর,
যেইজন গুরু ভজে সে বড় চতুর।

ভকতবৎসল প্রভু মনের অভিলাষী,
গুরুকে ভজিয়া গৌরঅবতার হইল সন্ন্যাসী।
যেই নারী কৃষ্ণনাম করেন ভজনা,
সেই নারী নাহি পায় গর্ভের যন্ত্রণা।
একবার মরিয়া বাছা আর বার মরে,
তথাপি কৃষ্ণের নাম ভজনা [না] করে।
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা,
তথাপি না পড়ে মনে শত জন্মের কথা।
ঊর্দ্ধপদে হেট মাথায় থাকে হে বন্ধনে,
তখন কৃষ্ণের নাম পড়ে যে [তার] মনে।
হা কৃষ্ণ হা বামা ব্রজেন্দ্র নন্দন,
মুক্ত কর [মাতৃ]গর্ভের দারুণ যাতন।
মায়ের গর্ভে মহারাজ পড়েন বন্ধনে,
জন্মকালে বাঁচে প্রাণ থাকিয়া ভজনে।
ভজিতে আর পদ নাহি পড়ে মনে,
এহকাল গেল মোর পড়ার কারণে।
আর জন্ম সকাল বেলা কৃষ্ণ মনে করে,
ধর্ম্ম বিনা ধন নাহি হয় নরবরে।
দেউল জাঙ্গাল দেয় দীঘি সরোবরে,
পূর্ণ করে ধনবান দুঃখী কৃষ্ণ বলে।
কৃষ্ণ বলে ডাকে নাহি আশমান জমিন,
কলিতে শতেক বৎসর রাখে নিরাঞ্জন।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক বার পঞ্চাশ বৎসর,
কতকাল আছে স্বর্গে নাহি হয় ওর।
কোনরূপে কৃষ্ণ পদ ভজিতে না চায়,
বার বৎসর যায় তার বালক অবস্থায়।
মধ্যে বার বৎসর যায় নিদ্রার অবসরে,
শেষ বার বৎসর যায় স্ত্রীর সহিত কৌতুকে।

ধন উপার্জ্জনে বাছাধন মন নাহি দিলে,
মিছামিছি সুখে শেষ বার বৎসর কাটাইলে।
মায়ার জালে পড়ে বাছাধন গুরু না চিনিল,
জীবন শেষ হইল রে মন কৃষ্ণ না ভজিল।
দেহশৌচেরকথা বাছাধন কহিলাম তোমার সনে,
আমার সঙ্গে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে॥

॥ দেহতত্ত্বকথা ॥

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
বাপের চারি মায়ের চারি নিরাঞ্জনের দশ,
আঠার মোকামের মধ্যে আছে মহারস।
বালকে কহেন শুন গুরু যে আমার,
খোলাসা করিয়া কহ কোন চিজ কাহার।
গুরু যে কহেন শুন বালক আমার,
একে একে কহি কথা শুন সমাচার।
হাড়-রগ-মণি-মগজ এ চারি পিতার,
গোস্ত-পোস্ত-পশম-লহু এ চারি মাতার।
দুই কাণ দুই চক্ষু আর এক নাসা,
মুখ ব্রহ্মাতালু মগজ এই আট দিশা।
জলদ্বার মলদ্বার নীচে আছে তায়,
নিরাঞ্জনের এই দশ চিজ কহিনু তোমায়।
আর যাহা ধন দিল শরীর মাঝার,
ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবে গুরুর গোচর।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

২

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায় ॥
ডিম্বরূপে দেলে আছে জরদ তার রঙ্গ,
সপ্ত রঙ্গ মনুরায় পবন লীলা রঙ্গ।
সপ্ত রঙ্গে ধূয়া উঠে যে কালে মরণ,
মক্কা ও মদিনা ছাড়িয়া পালায় মন-পবন।
দুইটি চেরাগ আছে এ কোণে ও কোণে,
বিনা তৈলে সেহি বাতি জ্বলে রাত্রদিনে।
তিল প্রমাণ জায়গা নাই আঠার ছেজদা পরে,
খোদার দোস্ত মহম্মদ নবী সেইখানে নমাজ পড়ে।
সাতালী-পর্ব্বতে আছে সাইল সুয়ার বাসা,
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে আজব তামাসা।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

॥ স্বপ্নকথা ॥

আমার জগন্নাথে যাইতে রে মনে পড়িল ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ সকল দেবের বড়,
তিন কুণ পৃথিবীর লোক সিংহদ্বারে জড়।
জগন্নাথে যাইতে রে ভাই পথে রাহায় কাঁটা,
সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা হাড়ির হাতের ঝাঁটা।
জগন্নাথে যাইতে রে ভাই পথে এড়ি বেড়ি,
সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা জোড়া ব্যাতের বাড়ি।
জগন্নাথে যাইয়া রে ভাই কিনা খাইও পিঠা,
লাবরা ব্যঞ্জন খাইও খাইতে লাগে মিঠা।

জগন্নাথে যাইয়া রে ভাই কিনা খাইও ভাত,
কুমণ্ডলে নাইকো পানি গোয়াতে মুছিও হাত।
জগন্নাথে যাইতে রে ভাই চক্ষে পড়িল ছানি,
সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা গুরুর খালের পানি।
জগন্নাথের লীলা-খেলা বুঝা নাহি যায়,
চণ্ডালে রান্ধেন অন্ন ব্রাহ্মণে বসে খায়।
জগন্নাথ উঠিয়া বলে বলরাম রে ভাই,
সর্ব্বলোক আসিয়াছে কাঙ্গাল আসে নাই॥

২

আরে ও কহিবা গুরু স্বপ্নেরই কথা॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কহিব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
স্বপ্নেতে যেবা জনে হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে,
নিশ্চয় জানিবে তাহাকে দেয় আছড করে।
স্বপ্নেতে যেই জন সোয়ারিতে চড়িয়া যায়,
নিশ্চয়ও জানিবা তাহার মরণ কাছায়।
স্বপ্নেতে যেবা জন রে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ে,
নিশ্চয় জানিবা তাহার জিনে আছড় করে।
স্বপ্নেতে যেবা জন পোড়া মাটী খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাঁই সম্পত্তি হারায়।
স্বপ্নেতে যেবা জন রে ঝুনা নারিকেল খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পায়ে গোধ হয়।
স্বপ্নেতে যেবা জন্ নারী কেলি করে,
নিশ্চয় জানিবা তাহাকে পরী আছড় করে।
স্বপ্নেতে যেবা জন মরার মাংস খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাঁই সম্পত্তি যে পায়।

স্বপ্নেতে যেই জনাকে জেঁাকে ধরি খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার কন্যা-সন্তান হয়।
স্বপ্নেতে যেবা জন বিষ্ঠা মাথে গায়,
নিশ্চয় জানিবা তাঁই ধন পুড়িয়া যায়।
স্বপ্নেতে যেবা জন গাছের ডাল ভাঙ্গে,
নিশ্চয় জানিবা তার ভাই মরিয়া যায়।
স্বপ্নেতে যেবা জন গাছ হইতে পড়ে,
নিশ্চয় জানিবা তাহার মাতাপিতা মরে।
স্বপ্নেতে যেবা জন দুগ্ধের ভাত খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার মহাব্যাধি হয়।
স্বপ্নেতে যেবা জন পাকা আম খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পুত্র মারা যায়।
স্বপ্নেতে যেবা জন রে চাঁদ দেখা পায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পুত্র সন্তান হয়।
স্বপ্নেতে যেবা জন রে ভাজাপোড়া খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পেটে দরদ হয়।
স্বপ্নেতে যেই জন রে পরবাসে যায়,
নিশ্চয় জানিবা সেই সুন্দর স্ত্রী পায়।
স্বপ্নেতে যেই নারীকে জেঁাকে ধরিয়া খায়,
নিশ্চয় জানিবা তাঁই সুন্দর স্বামী পায়।
স্বপ্নেতে নাকের সোণা জলে খসিয়া পড়ে,
নিশ্চয় জানিবা তাহার শ্রেয় স্বামী মরে।
স্বপ্নেতে যেই নারী ঋতুস্থান পায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পেটে বাদক হয়।
স্বপ্নেতে যেই নারীকে সর্পে কামড়ায়,
নিশ্চয় জানিবা তাহার পতির ব্যারাম হয়।
স্বপ্নেতে যেই নারী পতির সহিত মেলে,
নিশ্চয় জানিবা তাহাকে জিনে আছড় করে।

স্বপ্নেতে যেবা নারী ছেলে প্রসব করে,
নিশ্চয় জানিবা তাহা চোরাচুন্নি ধরে।
স্বপ্নেতে যেই জনে মাথা মোড়ন করে,
নিশ্চয় জানিবা তাঁই ঋণ শোধ করে।
এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া॥

॥ মরণকথা ॥

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাদ্য ঘণ্টায় মিশায়॥
বার মাস থাকিতে বান্দা না দেখে চক্ষেতে,
পাখী নাহি ওঠে বান্দার এগার মাস থাকিতে।
দশ মাস থাকিতে বান্দার দশদ্বার কমল,
নয় মাস থাকিতে মধু না খায় ভ্রমর।
আট মাস থাকিতে বান্দার আনন্দে স্থান ছাড়ে,
সাত মাস থাকিতে বান্দার কপাটে খিল পড়ে।
ছয় মাস থাকিতে বান্দার চক্ষে নাহি নিন্দ,
পঞ্চ মাস থাকিতে চোরা ঘরে দিল সিন্দ।
চারি মাস থাকিতে বান্দা হয় বিস্মরণ,
তিন মাস থাকিতে বান্দার ত্রিপনীর ঘাট শুকান।
দুই মাস থাকিতে বান্দার বার বুরুজ লড়ে,
এক মাস থাকিতে বান্দার চন্দ্র নাহিক ধরে।
পনর দিন থাকিতে বান্দার পুথলি বদল,
চৌদ্দ দিন থাকিতে বান্দার শুকাইল কমল।
তের দিন থাকিতে [বান্দার] মন ছটফট করে,
বার দিন থাকিতে নাসায় নজর নাহি পড়ে।

এগার দিন থাকিতে বান্দার কালনিদ্রা ধরে,
দশ দিন থাকিতে বান্দার চক্ষে ছানি পড়ে।
নয় দিন থাকিতে বান্দা না চেনে এগান,
আট দিন থাকিতে বান্দার নাসিকা হয় ঘন।
সাত দিন থাকিতে রগে জল অর্দ্দসল,
ছয় দিন থাকিতে বান্দার কালা হয় মল।
পঞ্চ দিন থাকিতে বান্দার যমের তাড়না,
চারি দিন থাকিতে কাঁটা হয় বিছানা।
তিন দিন থাকিতে বান্দার দেয়ালের চূড়া খসে,
তুই দিন থাকিতে বান্দার কালনিদ্রা আসে।
এক দিন থাকিতে বান্দার মন কলেবর,
তুই প্রহর থাকিতে বান্দা না চেনে আপন পর।
তুই দণ্ড থাকিতে বান্দার মনু উড়া ছাড়িবে সত্বর,
ছাড়িয়া যাবে ধড়ের মনুয়া না আসিবে আর।

২

যাইবার কালে চারি কথা পিঞ্জীরাকে কয়,
তাহার সংবাদ বাছাধন শুন হে নিশ্চয়।
প্রথমে যোগের বেলা ডাকিয়া কয় শুয়া,
উঠ রে সাধুবালা খাও বাটার গুয়া।
দ্বিতীয় যোগের বেলা কহে এহি সার,
উঠ হে সাধুর বালা পাক পাড়ে তোর চোর।
তৃতীয় যোগের কালে শুয়া ডাকি কয়,
উঠ রে সাধুর বালা তোর বরখা খালি হয়।
চতুর্থ যোগের বেলা পূর্ব্বে উঠে ভানু,
গগনেতে চন্দ্র নাহি বিদায় মাঙ্গে কানু।
এমন বান্দার নাই শুয়াকে ধরে কোলে,
ধরিয়া রাখেন তারে আপন মহলে।

শুয়া হইতে পিঞ্জীরাখানি বড় পরিপাটি,
যাইবার কালে সেই [পিঞ্জীরা] হয় খাক-মাটি।
পিঞ্জীরা উঠিয়া কহে মোকে সঙ্গে লিবে,
শুয়া বলে ছাড় মায়া তোকে কে পুছিবে।
পিতা কান্দে মাতা কান্দে কান্দে ভগ্নী ভাই,
বৃথা কেন কান্দ তোমরা আমি দেশে যাই।
না কান্দিও বাপ মাও না কুটিও হিয়া,
দিনা চারি ছিলাম আমি প্রবাসে আসিয়া।
ঘরের কামিনী কান্দে দেশের ব্যবহার,
বাপ মাও ভাই কান্দে মন পোড়ে যাহার।
ভাল লোকের ছাইলা হারায় দেখে ছয় মাস,
কুলোকের ছাইলা হইলে হারায় কুলজাত।
ধন জন পুত্র নারী কাহার কেহ নয়,
হাটের হাটুরা যেন পথের পরিচয়।
টাকা কড়ি জমিদারী দুনিয়ার খেলা,
সকলি ফেলিয়া যাবে শ্মশানে একেলা।
হয় নয় দেখিয়া লহ দুনিয়ার চাল,
কে কোথা বাঁচিয়া আছে বল চিরকাল।
দুনিয়া কায়েম নহে জানে সর্ব্বজন,
সোনার তনু ভস্ম হবে না কর স্মরণ।
অধীন রহিম[1] কহে ভাবিয়া খোদায়,
আল্লা নবি বল মুখে দিন বয়ে যায়।
আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার,
মরিলে [মানব] জন্ম না হইবে আর॥

---

১ রহিম-উদ্দীন মুনশী: "যুগীকাচ"-এর সঙ্কলয়িতা।

(খ)

[গোরক্ষ-সংহিতা বলিতে বাঙ্গালী যুগীরা কি বুঝিতেন, এবং কোন ধারার দর্শনে তাঁহাদের সাধনমার্গ অবলম্বিত হইত, তাহার একটি দুর্ল্লভ নিদর্শন এই প্রাচীন পুঁথিখানি[১] হইতে পাওয়া যাইবে। নাথ-সাহিত্যের এইরূপ প্রাচীন পুঁথি সম্ভবতঃ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে বাঙ্গালা গোর্খ-সংহিতা বা নাথ-কড়চা কিংবা নাথ-কুলপঞ্জী বলা যাইতে পারে।]

১ বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা পুঁথি-সংখ্যা ১২৮

॥ ৭ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

॥ শ্রীগোর্খ-সংগীতা পুস্তক লিখ্যতে ॥

তুমি গুরু আমি শিষ্য,
সবদকে পুছো গুরু মনেত না করিহ রোস।
কোন গুরু কোন চেলা,
কোন বিধি ফেরে একেলা,
পুছো গোর্খ মিনের চেলা ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ সচি নিদ্রা আহার পানি ॥
গুরু গোসাঞি
কথাতুৎপুতি নিদ্রা,
কথাতুৎপুতি আহার,
কথাতুৎপুতি সুধা,
কথাতুৎপুতি কাল।

মছদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
মনসাতুৎপুতি সুধা,
ইর্ছাতুৎপুতি আহার,
আহারতুৎপুতি নিদ্রা,
নিদ্রাতুৎপুতি কাল ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
আদেসের কোন উপদেসা,
সুন্তের কথা বসা,
জ্ঞানের কোন পরিচয়।

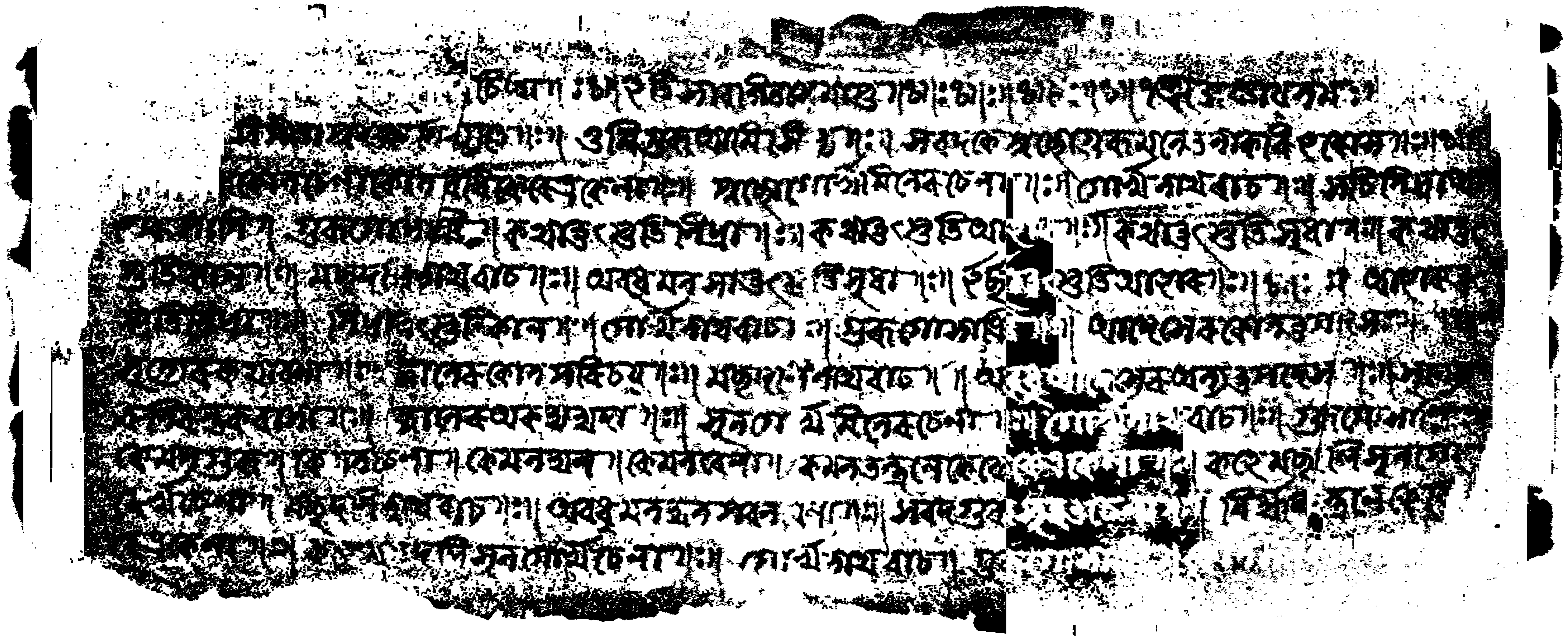

পোর্থ ম ছিন্ন প্র ১নন্দ প ি ন প্রতিলিপি

মছ্দলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
আদেসের অন্ত উপদেসা,
সুন্যের নিরন্তক বাসা।
জ্ঞানের অকথ্য মুদা,
সুন গোর্খ মিনের চেলা ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কেমন গুরু কেমন চেলা,
কেমন মুল কেমন বেলা।
কেমন তন্ত্র লেকে ফেরে একেলা,
কহ মছ্দলি সুনে গোর্খ চেলা।

মছ্দলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
মন মুল পবন বেলা,
সবদ গুরু সুরত চেলা।
নির্ম্মল তন্ত্র লেকে ফিরে একেলা,
কহে মছ্দলি শুন গোর্খ চেলা ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কোন সরাবরা পানি বিনো,
কোন মূল বিনো ডাল।
কোন পরিমল বাসা বিনো,
কোন মৃতু[্য] বিনো কা[ল]।

মছ্দলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
মন সরোবর পানি বিনো,
পবন বিনো ডাল।

আসা পরিমল বাসা [বিনো],
নিদ্রা মৃত্যু[] বিনো কাল ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কোন আমাবস্যা কোন পরিতোয়া,
কথাকার মোহারস কথা চলায়া।
কোন স্থানে ব্রূনিপুনি রহে,
সতগুরু হয়েতে পুছে কহে।

মছন্দলিনাথ-বাচ ॥ অবধূ
রবি আমাবস্যা চন্দ্র পরিতোয়া,
আর্দ্ধের মোহারস উর্দ্ধে চালায়া।
গগনস্থানে ব্রূনিপুনি রহে,
পুছে গোর্খ মছন্দলি কহে ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
আদেসের কোন গুরু,
ধরতি কোন স্বমি,
সুন্যের কথা বাসা,
সাধিবেক কোন দ্বার।

মছন্দলিনাথ-বাচ ॥ অবধূ
আদেসের অনাদি গুরু,
ধরতির অমর স্বমি,
সুন্যের নিরন্তর বাসা,
সাধিবেক আন্ত অন্ত দ্বারা ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি

মনের কেমন জিও,

পবনের কোন আহার,

জ্ঞানের কো[ন] মুদ্রা,

পরিচয়ের কোন ধারা।

মছদলি [নাথ-বাচ] ॥ অবধু

জ্ঞানের কোমল জিও,

পবনের শুন্য আহার,

জ্ঞানের অকথ্য মুদ্রা,

পরিচয়ের অ……

[গোর্খনাথ-বাচ ॥] গুরু গোসাঞি

কথা বৈসে মন,

কথা বৈসে পবন,

কথা বৈসে সর…

[মছদলিনাথ-বাচ ॥] অবধু

হৃদয়ে বৈসে মন, ৮খ]* ..

---

* অতঃপর পুঁথিখানি খণ্ডিত।

[যোগচিন্তামণি[১] নামে যোগশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থখানি গোরখপন্থীদের দ্বারা ব্যবহৃত[২] হয়। বাঙ্গালা যোগচিন্তামণি[৩] গ্রন্থের হদিশ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংসের শিষ্য সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি[৪] ১৬৯৫ শকাব্দে (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ) এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহা একখানি তান্ত্রিক হঠযোগশাস্ত্র; এবং গোরখপন্থের হঠযোগের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। মীননাথ ও গোর্খনাথের যুক্তনামে গোর্খবিজয়ে যাহা পবন-বিজয় শাস্ত্রের রূপককাহিনীর আকারে অবতারিত হইয়াছে তাহারই যৌগিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত দেখা যায়। এই হেতু গোর্খ-বিজয়ে "সঙ্কেতে" অর্থাৎ হেঁয়ালী বা সন্ধাভাষায় বিবৃত দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রানুসন্ধানে সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়া এই মূল্যবান পুঁথিখানিকে প্রকাশ করা হইল। ইহার সংস্কৃত লগ্নী শ্লোকগুলি হইতেও সাধক কবি রামকিশোরের গোর্খ তথা যোগপন্থের মর্ম্মানুস্যূত রূপটির পরিচয় মিলিবে; এবং হঠযোগের "আদ্য-মূল"টি যে সনাতন আগম-নিগমেই নিহিত তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইবে।]

১ শিবানন্দ সরস্বতী কৃত : দুর্গাদাস বাচস্পতি ব্যাখ্যাত (অফ্রেক্ট্, ক্যাটালোগস ক্যাটালোগোরম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)

২ জি. ডব্লু. ব্রিগস্, গোরখনাথ এ্যাণ্ড্ দ্য কান্ফট্ যোগীস্, পৃষ্ঠা ২৫১-২

৩ বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা পুঁথি-সংখ্যা ৫১০

৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৪)

[রামকিশোরের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে সমরসাহী পরগণার (বর্ত্তমানে রায়না থানার) অন্তর্গত ছোটবৈনান গ্রামে। যোগচিন্তামণি ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থের নিবন্ধকার; এবং তৎকৃত বিভিন্ন গ্রন্থের অনুলিপিও পাওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে সংস্কৃত গোরক্ষ-সংহিতার মোক্ষসোপান-অংশ উল্লেখযোগ্য। যোগচিন্তামণির এই পুঁথিখানি ১৭২০ শকাব্দে কবি কর্ত্তৃক লিপীকৃত; এবং গ্রন্থকারের লিপি বলিয়া গ্রন্থের বানানাদির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া যথাদৃষ্ট মুদ্রিত হইল।]

[পা = পাঠ : অ = পাঠান্তর]

॥ শ্রীশিবোজয়তি সর্ব্বেষাম্ ॥

॥ অথ যোগচিন্তামণিঃ গ্রন্থমভিলিখ্যতে ॥

নত্বা শিবং সর্ব্বদেবাধিদেবং পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষং।
গ্রন্থোত্তমং যোগচিন্তামণীয়ং সারাতিসারোচ্যতে সাধকেন্দ্রঃ॥

অস্যার্থঃ,
শিব সর্ব্বশুভপ্রদ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা,
জ্ঞানময় সবিশেষ দেবাধিদেবতা।
সর্ব্ব মঙ্গলবাচি হন শিবনাম,
এই হেতু গ্রন্থারম্ভে প্রথমে প্রণাম।
গ্রন্থের উত্তম গ্রন্থ যোগচিন্তামণি,
যোগধর্ম সন্যাসবিধি যথায়ে বাখানি।
সাধকেন্দ্র শিরোমণি নতি করি শিরে,
উচ্চারিয়ে গুরুদত্ত জ্ঞানের গৌরবে।
যোগসাধ্য অপর সন্যাসী অবধূত,
গিরি পুরি ভারথি প্রভৃতি যুথেযূথ।
প্রসিদ্ধ সাধ[ক]বর্গে নতিমান হয়্যা,
যোগচিন্তামণি গ্রন্থ কব বিবরিয়া।
এই যোগচিন্তামণি করিয়া সাধন,
পাইল পরম পদ মহন্তের গণ।
ব্রহ্মচারি গৃহী বানপ্রস্ত দশনামা,
যজিয়া যমের পুরে বাজাইল দামা।
শুন হে বান্ধব সব পার জদি হবে,
চেষ্টা কর চিন্তামণি আবস্যক পাবে।
মহাঘোর কলিকাল প্রবল তরঙ্গ,
তাহে মগ্ন ভক্তবৃন্দ ভজনাদি ভঙ্গ।

ভাবহিন ভ্রান্ত সদা কলির কপটে,
প্রবন্ধে বান্ধব সব পড়িলে সংকটে।
হাবায়্যা হাথের নিধি হতজ্ঞান হয়্যা,
বটার্থে বাতুল মরে সমুদ্র সিঁচিয়্যা।
দুর্বুদ্ধি দুর্ভগা দুরাচার দশাহিন,
কলিঃক্রমে মিছা কাজে মজাইল দিন।
জীবের দুর্গতি দেখি গুরুপরাক্রমে,
সাহসে দিলাঙ ঝাঁপ অপার দুর্গমে।
কুপের মণ্ডূক হয়্যা সাগর পসিনু,
ভরসা কেবল গুরুকৃপা পদরেণু।
অমৃতহিল্লোলে ভাসি পায়্যা সুধাসিন্ধু,
বহু যত্নে আনিল আসার এক বিন্দু।
সাধকেন্দ্র শিরোমণি ভবিষ্যত গণ্যা,
সাধকার্থে কিঞ্চিত সঞ্চয় কৈল আন্যা।
তার কণা এক বিন্দু বান্ধবের হেতু,
যোগচিন্তামণি নাম হল ভবসেতু।
শুভগ সাধকবর্গ নিত্যসিদ্ধ্য যথা,
সকল যোগাতিসার সন্যাসের কথা।
কোটি কোটি গ্রন্থ আছে অবনিমণ্ডলে,
প্রমাণ দেখিতে পাই পথ নাঞি মিলে।
কলিকাল কলুষনাসক চিন্তামণি,
পরসে পবিত্র হয় লিখে শূলপাণি।
ভক্তি করি ভবার্ণবে ভজ গ্রন্থরাজ,
জন্ম জায় জত্ন কর নাহি কালব্যাজ।
পাষণ্ড পুরুষে গ্রন্থ না দিবে সহসা,
আছয়ে নিষেধ উক্তি দেবতার ভাসা।
যেরূপ সাধক এই গ্রন্থে অধিকারি,
নিগূঢ় নির্মিত কথা জ্ঞানেতে উচ্চারি।

ভাবগ্রাহি ভক্তিযুত ভজনে নিবিষ্ট,
পরহিংসা পারপরাৎ পর উপদিষ্ট।
গুণেতে গৌরব গুরু গারিমারহিত।
শুদ্ধাচার সর্ব্বক্ষণ শতের চরিত।
এইমত গুণযুত জ্ঞানি জদি হয়,
আপন ইৎসায় গ্রন্থ ভক্তি করি লয়।
মনের অভীষ্টপূর্ণ জার অধ্যয়নে,
ক্ষুধার্থ যেমন তৃপ্ত হয় ক্ষীরপানে।
পুষ্পরস পায়্যা যথা অলিব আনন্দ,
মহাসুখে মত্ত হয়্যা পিয়ে মকরন্দ।
ভাবলক্ষি যোগামৃত সদা কর পান,
রিপু ছয় হবে জয় ভক্তি বলবান।
সূর্য্যের উদয়ে যথা তিমির বিনাসে,
ধীরসভা মনলোভা হৃদয় প্রকাশে।
দেবের তুল্লভ এই যোগচিন্তামণি,
শিব শুক বিজ্ঞ সদা বিষ্ণু পদ্মযোনি।
যতিগণ জানে যোগে ঋষিতে জনক,
ভোগি নারে ভার্য্যা আছে ভজনবাধক।
মায়ায় মজিল মন মোহপাষে বন্দি,
পুত্র দারা পায়্যা হারাইল পূর্ব্বসন্ধি।
অবহেলে হবে জদি ভবসিন্ধু পার,
যোগসাধ্য সন্ন্যাস উক্তি তত্ত্ব সারাৎসার।
তীর্থমধ্যে যথা গঙ্গা সুরতরঙ্গিনী,
পর্ব্বতের মধ্যে যথা সুমেরু বাখানি।
চন্দনের মধ্যে যথা জানিবে অগুরু,
বিশ্বেতে বিখ্যাত যথা বৃক্ষে কল্পতরু।
যজ্ঞমধ্যে যেমন জানিবে অশ্বমেধ,
পাষাণের মধ্যে যথা পরেষ প্রভেদ।

সপ্তদীপা নদামধ্যে স্বর্নদী যেমন,
লোহ হত্যে উক্ত যথা প্রসিদ্ধ কাঞ্চন।
চতুষ্পদমধ্যে যথা খ্যাত কামধেনু,
পক্ষিতে প্রধান যথা কশ্যপের জনু।
আশ্রমের মধ্যে যথা সন্যাস গ্রহন,
বর্ণের উৎকিষ্ট যথা পূজিত ব্রাহ্মণ।
মনস্তের মধ্যে যথা ভূপতি প্রধান,
সাধকে উত্তম যথা শুক মতিমান।
আমোদের মধ্যে যথা বিশেষ কস্তুরি,
ক্ষেত্রসার সহস্রার চিন্তামণি পুরী।
তথা সর্ব্বসার এই যোগচিন্তামণি,
সাধক-সন্তোষহেতু বহু যত্নে আনি।
সাধিলে সাধনে সিদ্ধ সাধ্য সুনিশ্চয়,
দম্ভ আদি ছটা রিপু সদা পরাজয়।
অমূলক অপর অনেক কাব্য আছে,
ঘোলের পসার যেন ক্ষীরোদের কাছে।
পাগল ব্যাকুল ত্যয় প্রতুল রহিত,
সাধকে বাধক আছে স্বাধ্যায় বর্জ্জিত।
যোগচিন্তামণিসিদ্ধ সাধন না কর‍্যা,
সিন্ধুপার হত্যে চায় শ্বানপুচ্ছ ধর‍্যা।
ভালমন্দ শুভাশুভ অনুভবহিন,
কালচক্র কুম্ভীপাকে মজাইল দিন।
শুভগ সাধকবর্গে মোর সবিনয়,
অসাধ্যসাধন নহে করহ সঞ্চয়।
জাহা হত্যে আবশ্যক অভিষ্টপুরন,
ইহা ছাড়্যা উক্ত নহে উচ্ছিষ্টচর্ব্বন।
ব্যক্ত রূপ দেখ আগে বেদাদি পুরান,
মুখের উচ্ছিষ্ট ভাসা বিনা নহে আন।

উচ্ছিষ্ট সকল শাস্ত্র বিদ্যা মুখে মুখে,
অনোচ্ছিষ্ট জ্ঞানবস্তু যোগ বলে জাকে।
ভাবের উদ্দিপন জ্ঞান জ্ঞানযোগ জানি,
ভাবযোগ জ্ঞানগম্যে ব্যক্তাব্যক্ত চিনি ॥১॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখেমুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তস্তপানয়ং ॥ ইতি পঞ্চতত্ত্ব-বচনাৎ ॥১॥

গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন সেবকে প্রচার,
জ্ঞানগম্যে উচ্চারিয়ে সর্ব্বতত্ত্বসার।
নবদ্বীপ মায়াপুরে শচির নন্দন,
অবতীর্ণ হয়্যা আগে কৈল অধ্যয়ন।
তারপর সন্ন্যাসে প্রভুর অভিলাস,
সময়ে ভারথি আসি করিল উদাস।
সাধ্য-মন্ত্র সন্ন্যাসের করাল্য গ্রহন,
ভাবেতে ভারথি প্রতি জিজ্ঞাসে কারণ।
ভাবিত হয়্যাছি গুরু দেখ্যা ভবার্ণব,
ভক্তিহিন ভ্রান্তরূপ ভক্তগণ সব।
ভাব নাঞি ভজনে ভণ্ডের হল্য হাট,
দেখিয়া দারুণ কাল মারে মালসাট।
সমন শাসন সদা করয়ে শিয়রে,
প্রচণ্ড প্রতাপ জার কালদণ্ড করে।
রিপুছয় বস নয় ভ্রমায়[১] কুপথে,
বিশয়মত্ত হল্য চিত্ত কি হবে পশ্চাতে।
কহ গুরু অকপটে করিয়া বিস্তার,
কিবে কর্য্যা এ ভবসমুদ্র হব পার।

১ পা টানায়

অনুগ্রহ করি গুরু সমগ্র কহিবে,
উঠ্যাছে প্রেমের ঢেউ প্রভু সম্বরিবে।
শুনিঞা ভারথি গুরু ভাবিল বিস্ময়,
লইয়্যা সন্যাসধর্ম সারতত্ত্ব কয়।
সাধু সাধু বলিয়্যা প্রশংসে কতবার,
সুধন্য সাধক তুমি বিজয়ী সংসার।
সন্যাসসাধনউক্তি করিলে নিমাঞি,
সুনহ পরমানন্দে জার পর নাঞি।
যোগধর্ম্ম সন্যাস সংগ্রহ কর তুমি,
তব স্নেহে সবিশেষ শুন কই আমি।
কহিতে কহিতে গুরু ভাসে প্রেমজলে,
ভক্ত বট ভাল নিষ্ঠা ভুবন জিনিলে।
সংক্ষেপে বিস্তার মর্ম্ম কহিব তোমায়,
প্রতিবিম্ব যেরূপ দর্পণে দেখা জায়।
অতি গুহ্য সারতত্ত্ব সন্যাস নির্ম্মল,
প্রকাশিতে পদ্মবন প্রফুল্ল সকল।
যজিলে সমন জিনে জয়ী পরকাল,
কলিব্যাধি মহৌষধী খণ্ডে রোগজাল।
সুনিলে সদগতি হয় মুক্ত সর্ব্বপাপে,
উচ্চারিতে রিপুগণ রব সুন্যা কাঁপে।
অপার সংশার-ঘোর-সাগর তরিতে,
উপায় উত্তম আছে সুন একচিত্তে।
সাধকের সাধ্য সিদ্ধি সাধন প্রতুল,
ভাবযোগ সন্যাস সর্ব্বথা অনুকুল।
নানামত গ্রন্থ জত বিদিতবিস্তার,
কথোগুলি কল্পিত কল্পনাঅত্যাচার।
দুরাত্মার মোহহেতু কর্যাছে ভণ্ডনা,
সাধকসম্মত নহে পাষণ্ডে বঞ্চনা।

সুন পুত্র সেবক সন্ন্যাসিসবিধান,
ভাবহীন ভবিষ্যতে পথ নাঞি পান।
ভাব হন সাধকের সিদ্ধির কারণ,
ভাব বিনে চিন্তামণি চিন্তিত পর কন।
পরে নাঞি পাবার প্রত্যাসা প্রাপ্তিস্থান,
বাহ্যের চেষ্টায় বস্তু হারাল্য অজ্ঞান।
ভাবনা জানিঞা ভজে ভরমে বেড়ায়,
কলি তার কর্ণ ধরি সমন ভাঁড়ায়।
ভাবের অভাবে করে জপ-যজ্ঞ-পূজা,
নিষ্ফল সকল ক্রিয়া হরে যক্ষরাজা।
করিয়া কায়িক শ্রম ধর্ম্মকর্ম্ম করে,
কিম্বা বহু জপ হোম ব্রতাদি আচরে।
কিবা ন্যাস ভূতসুদ্ধি করিয়া বিস্তর,
ষোল উপচাবে জদি নিত্য পূজে নর।
ভাব না জানিলে বৃথা হয় সে সকল,
ভাবহীন সিক্ষাদীক্ষা জায় রসাতল ॥২॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

কিং ন্যাসবিস্তরেনৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ।
কিং তথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে ॥ ইতি
ভাবচূড়ামণীতন্ত্রবচনাৎ ॥২॥

সুন জীব কলিভব খণ্ডিব প্রমাদ,
কেশব ভারথি গুরু চৈতন্য-সংবাদ।
প্রভু কন কহ গুরু সুনি ভবিষ্যত,
উপাসক শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের মত।
ভাব হইতে কিরূপ সাধন সিদ্ধ হয়,
নিত্যবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের কোনখানে রয়।

কারে বলে জ্ঞানযোগ ধ্যান কোনখানে,
ভাবে লভ্য হয় মোক্ষ পায় সে কেমনে।
প্রয়োগ জানায় গুরু সন্ন্যাসের পথ,
যম জিনে যতিগণে যজ্যা জেই মত।
চৈতন্য-মানস-মর্ম্ম ভারথি বুঝিয়া,
কহিতে উদ্যত গুরু ভাবশুদ্ধ হয়্যা।
অন্তরে প্রেমের ঢেউ উথলে[২] তরঙ্গ,
অঙ্কুরাদি সন্ন্যাসের কন সাঙ্গপাঙ্গ।
জত গুণ আছে এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,[৩]
সে সকল মূর্ত্তিমান আছে কলেবরে।
জ্ঞানযোগে জানে যোগী ভাব[৪] উদ্দীপনে,
সাধকের সাধ্যবস্তু যে থাকে যেখানে।
নিজদেহজ্ঞানহীন সকলে নিবাস,
অন্তঃশুদ্ধি বিনা বাহ্য নিসিদ্ধ সন্ন্যাস।
বাহ্যশুদ্ধি সাধনাদি কিছু সিদ্ধ নয়,
বাহ্যের চেষ্টায় বস্তুচেতন না হয়।
বুঝ দেখি বল্মীক-বিবর-অন্তর্ভূত,
যে সর্প শয়নে সুখে আছএ নিয়ত।
বাহ্যের চেষ্টাতে তার না হয় চেতন,
অতএব পণ্ড বাহ্যকাণ্ড অকারণ।
অন্তর্বাহ্য ঐক্য জার ভাবের সমতা,
সেই সে পরম সাধু জানিবে সর্ব্বথা।
অন্তঃশুদ্ধি না জানিঞা বাহ্যশুদ্ধি করে,
প্রলাপি পাষণ্ড পশু পশুশ্রমে মরে।

২ অ পুলকপূর্ণ প্রেমের
৩ পা স্থন আগে জত গুণ ব্রহ্মাণ্ডভিতরে
৪ অ ধ্যান

যেমন জানিবে বাহ্যে দিয়া পুষ্পহার,
সাজাইয়্যা রাখে সুরাভাণ্ডের পসার।
ভাণ্ডের ভিতর সুরা বাহ্যেতে ভূষণ,
সেইরূপ আত্মা ধরে বাহ্যপরায়ন।
অন্তরে রহিল সুরা বাহ্যে কিবা করে,
সুরাভাণ্ডসম আত্মা বাহ্যসুদ্ধে ধরে ॥৩॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

অন্তঃশুদ্ধিং বিহীনো যো বহিঃশুদ্ধিং করোতি চ।
অলংকৃত-সুরাভাণ্ড ইবাভাতি স আত্মহা ॥ ইতি নারদীয়বচনাৎ ॥৩॥

আত্মশুদ্ধি-পরিজ্ঞান-পরিচয় বিনা,
কিবা লভ্য হয় পর-পরিচয় জান্যা।
আত্মপরিচয় মহামোক্ষের কারণ,
আত্মাতে অনন্তরূপা শক্তি একজন।
জীবগুণস্পর্ষেতে সগুণ ব্রহ্ম হয়,
সর্ব্বাশ্রয়া সজীবধারিনী শাস্ত্রে কয়।
জিহোঁ কৃতি সেই শক্তি হন সর্ব্বাশ্রয়া,
পরম প্রকৃতি তিহোঁ নাম যোগমায়া।
যোগী জার করে ধ্যান মুদিত নয়নে,
স্বভাব প্রকৃতিরূপা পুরুষ কখনে।
প্রকৃতি-পুরুষরূপে করেন বেহার,
তখন পুরুষ-সংজ্ঞা নাম হয় তার।
ভাবের উপর ভজ নিরাময় স্থান,
মনিদ্বীপে সুধাসিন্ধু মধ্যে পুরিখান।
পঞ্চভূত পৃথিবী অপ তেজ বায়্যাকাশ,
চিন্তামণিপুরিবহির্ভূত করে বাস।

নবচক্রে পুরিখান নটা আছে দ্বার,
দম্ভ আদি ছটা রিপু দ্বারি থাকে তার।
নবচক্র ক্রমসংখ্যা শুন পুত্র আগে,
শিব-শুক-নারদাদি প্রকাশিলা৫ যোগে।
মূলাধার-অধ এক পদ্ম সহস্রার,
সূর্য্যের আশ্রয়স্থান রক্তবর্ণ তার।
তদুপরি মূলাধার-উর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান,
কথদূর মণিপুরচক্র মূর্ত্তিমান।
অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য নিরমল,
সর্ব্ব-উর্দ্ধ শূন্যে চক্র দশ শতদল।
তাহার উদরে অদভূত পদ্ম আছে,
এই নবচক্রবোধ যে জনা জান্যাছে।
সেই সে পরমহংস সকলের পর,
ধরামাঝে বিরাজে দ্বিতীয় মহেশ্বর।
গুরুবাক্য শুনিঞা চৈতন্য মহাসুখি,
ভাবে গদগদ ভাসে ধারাপূর্ণ আঁখি।
প্রভু কহে কহ গুরু করিয়া বিস্তার,
ঘুচাইবে অজ্ঞানতিমীরঅন্ধকার।
দেহমধ্যে নবচক্র কোন স্থানে রয়,
কোথা থাকে পঞ্চভূত জীবের আশ্রয়।
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া যে কহিলে কলেবরে,
কোথা বা সুমেরুদণ্ড চন্দ্র-দিবাকরে।
পৃথিবী অপ তেজ বায়ু আকাশাদি করি,
কোথা বা উৎপন্ন হয় কেবা লয় হরি।
দেখাইলে পথ জদি সাধন-সন্ন্যাস,
অকপটে প্রকটরূপ করহ প্রকাস।

৫ পা জানাইল

কহ কহ কহ গুরু সন্যাসির যোগ,
কর্ণধার হয় গুরু খণ্ডায় ভবরোগ।
নিমাঞের দন্য সুনি কেশব ভারথি,
ধন্য ধন্য সাধু সাধু স্বরে-মহামতি।
শুন বৎস সেবক সন্যাসি চূড়ামণি,
দিব্যভাব উদ্দীপনে জতদূর জানি।
শূন্য হইতে হইল আগে মারুত উৎপতি,
মারুতউদ্ভব দেব দিবাকর তথি।
দিবাকরকিরণে উৎপন্ন হল্য জল,
জলের উৎপন্ন মহী আধারমণ্ডল।
কহিলাঙ পঞ্চতত্ত্ব উ[ৎ]পন্নের কথা,
অপর সুনহ স্থিতিস্থান জার যথা।
শরীরের মধ্যেতে সুমেরু শিরদণ্ড,
তার বাহুদেশ লয়্যা রচিত ব্রহ্মাণ্ড।
মেরুবামে ঈড়া নামে নাড়ী চন্দ্রশিরা,
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী দিবাকর ধর‍্যা।
মধ্যেতে সুসুম্না মেরুপির্ষ্ঠে অবতার,
অবয়ব স্নের পুষ্প ধূস্তুরআকার।
রজ্জুবৎ সুসুম্না নাড়ী ত্রিগুণ মিলিতা,
চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিসমা রূপ প্রকাসিতা।
ঈড়া নাড়ী ভাগিরথী পিঙ্গলা যমুনা,
মধ্যেতে প্রয়াগতীর্থ সাদৃশ্য সুসুম্না।
সুসুম্নার অন্তর্ভূত বজ্রা নাড়ী আছে,
তত্তুদরে চিত্রিণা নাড়ী যোগ জানাইছে।
গ্রথন রচনাক্রমে চক্রভেদ কর‍্যা,
উদ্যত সুদীপ্ত নাড়ী সূক্ষ্মরূপ ধর‍্যা।
চিত্রিণীর অন্তর্দেশ নাম ব্রহ্মনাড়ী,
আক্রমন অতিশয় সুধাসিন্ধু বেড়ি।

পঞ্চ নাড়ী প্রধান গনিতে হল্য ছয়,
চিত্রিণীর অন্তর্দ্দেশ ব্রহ্মনাড়ী কয়।
সূত্রার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সুন রে নিমাঞি,
নবচক্রে যে জে আছে জার যথা ঠাঞি।
জাহা হত্যে চব্বিষ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়্যাছে,
গুণাগুণ কহিব যেখানে যেবা আছে।
গুহ্যদেশ-উর্দ্ধ একঅঙ্গুল প্রমান,
কন্দমূল আছে স্থূল খগাণ্ডসমান।
অধ তার সহস্রার তীর্য্যকআকার,
অধোমুখ রক্তবর্ণ সুর্য্যের আগার।
তার উর্দ্ধ সুসুম্নাস্যে চক্র চতুর্দ্দল,
মূলাধার নাম ধরে ধরনীমণ্ডল।
ব-কারাদি শ ষ স এ চারি অক্ষরে,
নিরমল চতুর্দ্দল স্বর্ণকান্তি ধরে।
অধোমুখ আছে দল উন্নত কর্নিকা,
তার মধ্যে ধরাচক্র পীতবর্নাত্মিকা।
গজারূঢ়া চতুর্ভুর্জা বিচিত্রভূষণা,
ক্রোড়ে শিষুশৃষ্টিকারি আছে একজনা।
অধিষ্ঠাত্রী শক্তি তথা ডাকিনী নামে ভিক্ষা,
বহুসূর্য্যসমপ্রভা সর্ব্বকর্ম্মদক্ষা।
বেদবাহু জ্বলানেত্রা শুদ্ধ বুদ্ধিপ্রদা,
এইরূপ আছেন প্রকাশবান সদা।
ধরনীর পঞ্চগুণ উৎপতি প্রথম,
মাংস অস্থি তথা ত্বক নাড়ী আর লোম।
ভূমের এই পঞ্চগুণ জানিবে সর্ব্বথা,
জ্ঞানযোগগম্যে ভাসি ভবিষ্যত কথা।
ধ্বজঅধ আধারকর্নিকা মধ্যদেশে,
ত্রিকোণ বিদ্যুৎনিভ কামপুর বস্তে।

তাহাতে কন্দর্প-বায়ু করেণ আশ্রয়,
কোটিসূর্য্যসমপ্রভা প্রভা [প] দুর্জ্জয়।
কারণ উজ্জল অতি শরীর কমল,
বান্ধলি কুসুম জিনি হাস শুসিতল।
তার মধ্যে লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম-সনাতন,
পশ্চিমাস্ত সুপ্রকাস্ত গলিত কাঞ্চন।
জ্ঞান-ধ্যান-ধারনাদি কাসিপুরবাসি,
পূর্ণচন্দ্রকরচয় স্নিগ্ধ চারু হাসি।
সরীতআবর্ত্তরূপ প্রকাসিতবান,
শিরে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী অধিষ্ঠান।
সার্দ্ধ ত্রিবৃত্ত্যাকারা শংখ্যাবর্ত্তসমা,
নবীন চপলামালা জিতপরাক্রমা।
অতি সূক্ষ্মা পরাৎপরতরা কুণ্ডলিনী,
নিশ্বাষ উচ্ছাষে জয়া জীববিধায়িনী।
ইত্যাদি সকল বস্তু আছে মূলাধারে,
ভক্তি উদ্দীপনে ভজ ভাবের উপরে।
আধারচক্রের তত্ত্ব কহিলাঙ সার,
সুন স্বাধিষ্ঠানচক্র ধ্যান সারোদ্ধার।
সুসুম্নাঘটিত পদ্ম স্থিতি ধ্বজমূলে,
সিন্দুরবরণ কান্তি শোভা ষড়দলে।
প-বর্গীয় ব-কারাদি অবধি ন-কার,
এই ষড়বর্ণে দল অবিরল জার।
সৌদামিনীসম ছটা অঙ্গের কিরণ,
উদ্যত হয়্যাছে পদ্মসত্বপরায়ন।
অন্তরে আশ্রয় করে বরুণমণ্ডল,
শরদিন্দুসম শুভ্র করে ঢলঢল।

স্ববীজ-শরীর ধরে বাহন মকর,
ক্রোড়ে হরি বিরাজমান* পরম সুন্দর
পীতাম্বর শ্রীবৎসাদি কৌস্তুভভূষণ,
বেদবাহু নীলতনু প্রথম জোবন।
তথা আর বস্তে শক্তি নামেতে রাকিনী,
নীলবর্ণা আত্রসুধারস প্রমোদিনী।
দিব্যাম্বরা বিবিধ আয়ুধকরোদ্যতা,
বিচিত্রভূষণা বামা সদা মত্তচিত্তা।
দ্বিতীয় চক্রান্ত এই কহিলাঙ শেষ,
জলের যে পঞ্চগুণ সুন উপদেশ।
লালা মুত্র পুরীষ শোনিত শুক্র যথা,
পয়ঃ পঞ্চগুণ এই পঞ্চতত্ব কথা।
তারপর কিঞ্চিদূর্দ্ধ নাভিদেশমূলে,
মণিপুর নামে চক্র স্থিতি দশদলে।
পূর্ণমেঘসম প্রভা ধরে কলেবর,
নীলাম্বুজ জিনি রুচি দল মনোহর।
ড-কারাদি দশ বর্ণ অন্তিম ফ-কার,
প্রকাশিতবান দল নিরমল জার।
কর্ণিকা উপর যন্ত্র ত্রিকোণের বাহ্য,
বৈশ্বানর আবির্ভূত মহাতেজবীর্য্য।
অরুণ মিহিরসম ত্রিকোণমণ্ডল,
তার বাহ্যে বহ্নিবীজ অধিক প্রবল।
মেষ-আরোহনে অগ্নি হয়্যা মূর্ত্তিমান,
সবল শরীর ধরি সদা অধিষ্ঠান।
নবীন তপননিভ প্রজ্বলিত কায়,
বেদবাহু ক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তি শোভা পায়।

* পা বিরাষেন

শুদ্ধ সিন্দূরের রাগ বিভূতিভূষণ,
অভয়-বরদ ব্রহ্মরূপী ত্রিলোচন।
সর্ব্বলোক ইষ্টদাতা শৃষ্টিনাসকারী,
দুর্জ্জয় প্রতাপ প্রভু শত্রুদর্পহারী।
এখানে লাকিনীশক্তি অধিষ্ঠাত্রী সদা,
চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা সকল শুভদা।
পীতাম্বরা সালংকৃতা উন্মত্ত পাগলি,
প্রমোদে আমোদচিত্ত করে নানা কেলি।
অগ্নিয়ে জে গুণ নিজে ধরে পঞ্চবিধা,
নিদ্রা-ক্ষান্তি-অলস অপর তৃষ্টা-ক্ষুধা।
অগ্নির এই পঞ্চগুণ কহিলাঙ সার,
হৃৎপদ্মের কিছু সুন সমাচার।
তার উর্দ্ধ সুললিত হৃদয়-পঙ্কজ,
বন্ধূকসমান কান্তি নির্ম্মল নিরঞ্জ।
ক-কারাদি দ্বাদশ বর্ণে শোভে তার দল,
নিবিড় সিন্দুররাগ প্রফুল্ল কমল।
অনাহতচক্র নাম বক্র নহে শীল,
ধূমের মণ্ডলাকার নিবস্তে অনিল।
সুরতরুবাঞ্ছারিক্তপ্রদ সরসিজ,
চক্র মধ্যে ষট্‌কোণ সবল বাযুবীজ।
ধূমাবলী ধূসর বাহন কৃষ্ণসার,
সুললীত চারি বাহু তনু শোভে জার।
তার মধ্যে একজনা করুণানিধান,
হংসাভপ্রকাস কান্তি ঈশ্বরআখ্যান।
বরাভয়কর বরদাতা তিনলোকে,
কাকিনীনামেতে শক্তি সন্নিকটে থাকে।
নবীন-বিদ্যুত-পীতবর্ণা ত্রিনয়নী,
যোগান্বিতা অলংকৃতা সুহাস্যবদনী।

হস্তে পাষ-ধনু-সরাঙ্কুশ-বরাভয়া,
সদোন্মত্তা পূর্ণসুধারসাদ্রহৃদয়া।
কঙ্কালমালিনী শক্তি ক্রিয়াযোগরূঢ়া,
সুধামুখি সুন্দরী সুচারু চন্দ্রচূড়া।
আর এই নিরজকর্ণিকা-অন্তর্গত,
উজ্জ্বল ত্রিকোণ যোনি শক্তি আবির্ভূত।
তন্মধ্যে বাণাখ্য শিব কনকআকার,
কোটি দিবাকর জিনী প্রতিভা র্জাহাঁর।
মৌলিপর মণিবর সদাই উল্লাস,
এইমত অনাহতচক্রে করে বাস।
পুন সেই পদ্মান্ত-কর্ণিকাগর্ব্ভাশ্রিত,
নীলপদ্ম আছে অষ্টদলপরিমিত।
পঞ্চ বর্গাদি বর্ন য়-বর্গাদিত্রয়,
প্রকটপুরটরুচি জিনি দলচয়।
তার মধ্যে সর্ব্বদেবতার পীঠস্থান,
মানস পূজার যথা দেবতার ধ্যান।
চিন্তামণিপুরি হত্যে সাধ্যবস্তু আনে,
বসাইয়্যা করে সেবা হৃৎপদ্মাসনে।
বাহ্য ঘটে কিম্বা পটে করে আবাহন,
তখন ছাড়িয়া পীঠ বাহ্যপূজা লন।
সেই অষ্টদল পদ্মে জীবাত্মার ধাম,
নির্ব্বাত প্রদীপ-শিখা তনু অনুপাম।
হংসারূঢ়শোভিত কিঞ্জল্কপুঞ্জময়,
সূর্য্যের মণ্ডলবাহ্য যেমন জ্যোতি হয়।
তদিব প্রকাশরূপ চিদাত্মা নিশ্চল,
ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর মহাবল।
রক্ষা-নাস করিবারে অধিক ক্ষেমতা,
জীবের জীবনধন জীবাধিদেবতা।

মারুতের পঞ্চ গুণ বায়ুবৎ বহে,
ধারণ-সঙ্কুচ-বল প্রবলত কহে।
অপর ব্যাপক বড় বায়ুবলগণ,
এই পঞ্চগুণপূর্ণ ধরেণ পবন।
হৃদয়পদ্মের এই কহিলাঙ সার,
অপর সুনহ উক্তি শচীর কুমার।
তার ঊর্দ্ধ বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম নিরমল,
ধূমের সদৃশাকার কণ্ঠদেশে স্থল।
অ-কারাদি স্বরবর্ণ ষোড়শ অক্ষরে,
ললীত হয়্যাছে দল দীপ্ত কলেবরে।
পূর্ণ ইন্দু সমান মণ্ডল বৃর্ত্তাকার,
তন্মধ্যে হিমাভ নভ আকাশাখ্য জার।
শুক্লাম্বরা বপু ভুজে পাশাঙ্কুষ,
অপর অভয়কর বরদ পুরুষ।
ক্রোড়ে চন্দ্রনিভাভ ত্রিণেত্র বিশ্বনাথ,
বাগাম্বর পঞ্চাস্য ললীত দশ হাত।
ভিন্ন দেহ গিরিজা শোভিত বামভাগে,
সদাপূর্ব্ব শিবাখ্যা অক্ষয় যুগে যুগে।
সুধাসিন্ধুসহকারে নিবস্তে কমলে,
পীতবর্ণা শুভগা শাকিনীশক্তিবলে।
শৃণিমত সরধনু পাষপ্রহরণ,
চতুর্ভুজা পদ্মহস্তা শোভে বিচক্ষণ।
সুধাংসমণ্ডল পূর্ণ কর্নিকাতে তার,
শশীপর বহে তথা মহামোক্ষদ্বার।
শ্রিয়াংসক শুদ্ধশীল-প্রধান ইন্দ্রিয়,
পূর্ণযোগ এইস্থানে জানিবে নিশ্চয়।
আকাশের গুণ সুন নিমাঞি সন্যাসি,
ভক্তহেতু উক্ত করি জ্ঞানযোগে ভাসি।

ভয় মোহ লজ্জা রাগ ত্যাগ বলে জাকে,
পঞ্চগুণ আকাসের কহিল তোমাকে।
বিশুদ্ধপদ্মের শেষ ইত্যাদি কথন,
ফলস্তুতি পশ্চাত কহিব বিবরন।
পৃথিব্যাদি অপ তেজ বায়ু আকাশ,
পঞ্চভূত হইতে তত্ব হইল প্রকাশ।
পরস্পর পাঁচের সুনিলে গুণাগুণ,
যজিলে জানিবে মর্ম্ম যোগঅন্যাসন।
তদনন্তে নিগূঢ়ার্থ শুন রে তনয়,
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্ম মন তাতে রয়।
হিমকর-করচয় আজ্ঞাচক্র নাম,
মুনি-মনু-সন্ন্যাসির যথা ধ্যানধাম।
হ-কার ক্ষ-কার শুক্লবর্ণ দুই দল,
মধ্যেতে হাকিনীশক্তি বরণ ধবল।
ষড়মুখ বিদ্যা মুদ্রা কপালধারিনী,
বিভ্রতী ডমুরুকরা স্যার জপমাণ।
সদশুদ্ধচিত্যা দেবী সাধকতোষিতা,
শূক্ষরূপ মন জিহোঁ তদাধিদেবতা।
দ্বিদল কর্ণিকামধ্যে যোন্যাকার তায়,
অপ্রকাশ শিবপদ-লিঙ্গচিহ্ন কায়।
বরণ বিদ্যুতমালা জিনিঞা বিলাস,
কুলপদ ব্রহ্মবোধসুত্রের প্রকাশ।
বেদোদ্ভব আদিবীজ চিন্তা অনুক্রমে,
তবে ধ্যানযোগে মন পরমাত্মাধামে।
প্রদীপের জ্যোতি ধরে প্রণবরচনা,
সাধনে অসাধ্যসিদ্ধি শুদ্ধ-বুদ্ধিমনা।
মন উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র তদুর্দ্ধে ম-কার,
বিলসতি বিন্দুরূপী মহিমা অপার।

বিন্দুঅন্তে নাদকোষ সুধাধার হাস,
সবল-ধবল-শশীসমান প্রকাশ।
এই স্থান শুভসুখ চেতনে যে আছে,
নিরালম্বে অবলম্ব গুরু ভজিতেছে।
ইহার অভ্যাসে যোগী সুস্থিত অক্ষয়,
দেখিবারে পায় কলা যেখানে যে রয়।
পুন নাদমধ্যভাগ অন্তর্দেশ লয়্যা,
বিলাসে বিপদাপদ রূপবান হয়্যা।
জলদ্বীপাকার বহু নবীনার্ক-প্রভা,
মিলিত গগণধরা জ্যোতি অতি শোভা।
এখানেতে সংপূর্ণ বিভবে ভগবান,
প্রকাশাগ্নি শশী-সূর্য্যমণ্ডল সমান।
বিষ্ণু তথা মধুব পরমামোদ-রসে,
আরোপিত প্রাণধন মুদিত মানসে।
পরম পুরুষ অজ আদ্য তিনলোকে,
প্রাণের নিধনকালে মৌনবৎ থাকে।
পুরান যোগেন্দ্র নাম বেদান্তবিদিত,
লয়স্থান লইয়্যা তাহাঁর নিয়মিত।
লযস্থান কয় জারে মারুত সঞ্চার,
নাদউর্দ্ধ আছয়ে শিবার্দ্ধ শিবাকার।
শান্তমূর্ত্তি মহাশয় বরাভয়কর,
শুদ্ধ বুদ্ধি সন্ন্যাসের প্রকাশে অন্তর।
গুরুসেবা শীলযুত সদা যোগবীত,
ভাবিলে সে বাকসিদ্ধি বিলম্বরহিত।
তদূর্দ্ধে শঙ্খিনীনাড়ী সুমেরুশিখরে,
বিসর্গের অধস্থিতি শূন্যেতে বিহরে।
দ্বিবিন্দু-বিসর্গ-অধ দশ শতদল,
পূর্ণ পূর্ণেন্দু-শুভ্র অতি নিরমল।

অধোমুখ কান্তিকলা প্রকাশে অরুণ,
বিদ্রুম পুষ্পায়পুঞ্জ তপন তরুণ।
ললাটাদি বর্ণ অনুলোম বিলমানু,
সহস্রবর্ণেতে দল উল্লাসিত তনু।
পূর্ণচন্দ্রসমান তদন্তে জোৎস্নাজাল,
পরম রস-করচয় সমূহের ভাল।
শুদ্ধাশয় অতি স্নিগ্ধ হাস্যঅভিলাসি,
অন্তরে ত্রিকোণ শক্তি তেজপুঞ্জরাসি।
স্ফূর্ত্তি সদা হয় রূপ যেমন তড়িত,
তদনন্তে শূন্যাকার সাকাররহিত।
দেবগণগুপ্তরূপে নিত্য করে সেবা,
তথাপি না জানে স্থান কিবা দেবী দেবা।
পরম গোপন স্থান জত্ন করি রাখে,
আনন্দ আমোদে ভজে কেহ নাত্রি দেখে।
সর্ব্ব শশীকলাপূর্ণ শূন্যময় স্থান,
পরম শিবপদ সেই প্রসিদ্ধ আখ্যান।
শূন্যরূপী সর্ব্ব আত্মা সকলের সার,
বিনাসে অজ্ঞানমোহ ঘোর অন্ধকার।
সুধাধার-আসার নির্গত হয় তথা,
যোগী জানে যোগজ্ঞানে সবিশেষ কথা।
সর্ব্বসুখসন্তানলহরী সেই ধাম,
পরিচয়নিশ্চয় পরমহংস নাম।
শৈবে বলে সেই স্থান শিবের আশ্রয়,
বৈষ্ণবে বলেন রাধাকৃষ্ণের আলয়।
পরম পুরুষ হরি-হর-উপাষকে,
শিবগৌরীসমান যুগল তারা দেখে।
দেবীর যুগলপদ দীক্ষাপরায়ন,
তারা কয় সুনিশ্চয় আত্মার আসন।

মুনিন্দ্র যোগেন্দ্র জারা সারোপ্যসমান,
তারা বলে প্রকৃতি-পুরুষঅধিষ্ঠান ॥৩॥

॥ তথাহি উক্তঞ্চ ॥

সহস্রদলমধ্যে তু দ্বাদশার্ণেগুরোস্থল ।
তন্মধ্যে পরবিন্দুস্ত পরদেবতয়াসহ ॥ ইতি ত্রিপুরাসারসমুশ্চয়বচনাৎ ॥৪॥

প্রকাশে পুরুষঅংশ প্রকৃতির কলা,
আব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রকৃতির নিলা ।
জ্ঞানবান সেই স্থান ধ্যান জদি করে,
পুনঃ পুন জনমিতে না হয় সংসারে ।
ত্রিভুবনমধ্যে বদ্ধ কোথাহ না থাকে,
সমগ্র অসাধ্যসিদ্ধি লভ্য হয় তাকে ।
কর্ত্তা হর্ত্তা পালক ব্যাপক বিশ্বজয়ী,
শূন্যবাণী-সুবিমল-পরিজ্ঞানি সেই ।
অত্র এক কলা শিশুসূর্য্যসহোদরা,
চন্দ্রের ষোড়শ পূর্ণ-অমাকলাসারা ।
পদ্মতন্তু শতভাগ তার একদেশ,
তাদৃশী আকার তার শূক্ষ্ম সবিশেষ ।
বিলসতি নিত্যানন্দময়ী পরাৎপরা,[১]
সুপ্রকাশ সংপূর্ণ পীয়ূষসমধারা ।
তার অন্তর্ভূতস্থিতা নির্বাণাখ্য কলা,
কেশাগ্রসহস্রভাগ একাংশ প্রবলা ।
পঞ্চভূতঅধিষ্ঠাত্রী হন শুদ্ধমতি,
সর্বার্কসমানপ্রভা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ।
তার মধ্যে পরম নির্বাণ পূর্ণশক্তি,
কোটি সূর্য্যপ্রভা দেবী মূর্ত্তিময়ী মুক্তি ।

১ অ নামধরা

কেশাগ্র কোট্যাংশ এক ভাগে জত রয়,
তদিব নির্ব্বাণশক্তি কলার অবয়।
নিরবধি অবনিগলিত প্রেমধারা,
সর্ব্বতত্ত্ব নির্ব্বাণাখ্য শক্তি লয়্যা সারা।
মুনির মানসবোধ হর্ষপ্রদায়িনী,
বিমল শিবপদচিহ্ন মধ্যবিলাশিনী।
ভাবউদ্দীপনে যোগে সদা জানে যোগী,
বিশয়বিসমবিষে যেবা পরিত্যাগি।
সর্ব্বশুভ সুখসেব্য আনন্দিতবান,
শুদ্ধ বুদ্ধরূপে সদা ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান।
তত্ত্ববস্তু বৈষ্ণব যেবা সত্ত্বগুণসুধী,
বিষ্ণুপদ হৃদয়ে ভাবেন নিরবধি।
হংস দেখে ধ্বংশ নাস্তি সুকৃতি সাধক,
পাশমুক্ত জতি যোগী মোক্ষপ্রবোধক।
এবম্ভূত সুশীল সেবক জ্ঞানবান,
গুরুমুখে জ্ঞাত হয়্যা পথের সন্ধান।
হুঁকার অঙ্কুষবীজ করিয়া স্মরণ,
মূলাদি কুলান্তবধি মনসংযমন।
মোক্ষপথ সুপ্রকাশ ভাবে যোগজ্ঞানি,
আক্রমন করিবেক কুলকুণ্ডলিনী।
মনযোগে অতিবেগে উঠাইবে তাঁয়,
অগ্নিশিখাপশ্চাত পবন যেন ধায়।
বেগবতি সর্পাকৃতি গতি নিজধামে,
সহকার পঞ্চভূত মহাপরাক্রমে।
বায়ুউর্দ্ধ যদাকার ধায় অগ্নিশিখা,
তদাকার অতিবেগ উর্দ্ধগমনিকা।
উজ্জ্বল ভুজগাকার পদ্মতন্তুনিভা,
লিঙ্গত্রয় ভেদ করে প্রবল প্রতিভা।

কপাট উদঘাট যথা মূকলে হটাৎ,
সেইরূপ ভেদ কর্য্যা পথে জাতায়াত।
মূলাধার হৃদি ভূরূ এই তিন স্থানে,
ভেদ কর্য্যা লিঙ্গত্রয় ধায় নিকেতনে ॥৫॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

উদঘাটয়েৎ কপাটান্তু যথা কুঞ্চিতয়া হটাৎ।
কুণ্ডলিন্যা তথা যোগী মোক্ষদ্বারং প্রবেশয়েৎ ॥ ইতি
গোরক্ষসংহিতাবচনাৎ ॥৫॥

মোক্ষধাম সুদিপ্ত করিলা আদিভূতা,
শুদ্ধসত্ত্বা শূক্ষ্মতত্ত্বস্বরূপিনী মাতা।
সৌদামিনীসম আভা শোভা সরসিজে,
ব্রহ্মআখ্যা শিবনাড়ী দিপ্তবান তেজে।
হটাৎ কুলকুণ্ডলিনী সূক্ষ্মতালক্ষণে,
ঘটয়তি মোক্ষানন্দ হরসিত মনে।
জীবার্দ্ধাদি নবরস শৃঙ্গারাদি করি,
সঙ্গে লয়্যা কুণ্ডলিনী প্রবেসিলা পুরি।
বসিলেন শুদ্ধ পদ্ম-মোক্ষধাম গৃহে,
পরসে সগুণ ব্রহ্ম ধরে বিন্দুদেহে।
নির্গুণ সগুণ হল্য পরসিতে গুণি,
তখন সগুণ ব্রহ্ম ব্যক্ত চিন্তামণি।
স্বামীসহ লীলারস বিপরিতরতা,
চেতনরূপিনী দেবী শক্তিআদিভূতা।
তত্ত্বাতিত তত্ত্বে আত্মা করিয়া সংযোগ,
প্রকৃতিপুরুষরূপে বিহার-সংভোগ।
এই পথ যোগবিত সমাধিত মনে,
পরাৎপর গুরুপদ ধ্যানাবলম্বনে।

ভাবযোগ-ভজন যজিতে জদি পারে,
সবাঞ্ছিত ফল সদা পায় নিজ করে।
পুনশ্চ কুণ্ডলিনীশক্তি পূর্ণানন্দ হয়্যা,
লাক্ষাভ পরমামৃত ভক্ষণ করিয়া।
পরশিবাৎ পরামৃত পিত্বা৮ কুণ্ডলিনী,
বেগে ধায় কুলপথে প্রমদআমোদিনী।
প্রতাপিনী যেন ফণা পূর্বরূপধারী,
পূর্ব্বধাম মূলাধারে বসিলা সুন্দরী।
গতাআতক্রমে জত মুখামৃতধারা,
পতনে জতন চাই যোগপরম্পরা।
তথি চিন্তা স্থিরমতি জতিগণ হয়্যা,
সেই সুধা-আসার অমৃতকণা লয়্যা।
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জত আছে দেবগণ,
সকলে তুশিব করি সুধার তর্পণ।
শরীরে ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড মেরু বাহ্যদেশে,
সমুহ দেবতা তার সন্নিকটে বৈসে।
তথা গুরু দেবী দেবা করিয়া তর্পণ,
বিহরয়ে যথা সুখযোগ অভ্যাসন।
সন্ন্যাস অঙ্কুর আদি অবধি নির্বাহ,
চক্রচিন্তা ক্রমে ক্রমে জদি করে কেহ।
যে চক্র চিন্তিলে জার হয় ধ্যানফল,
ক্রমস নিমাজ্ঞি সুন কহিব সকল।
মূলাধারগহ্বরকর্নিকা অভ্যন্তরে,
কোটি সূর্য্য-সম ধ্যান যেবা নর করে।
বাকেশ্বর হয় বাচস্পতির সমান,
সকলে পূজিত গুণাশ্রিত সত্যবান।
মনস্তের ইন্দ্রীতুল্য হয় সে সহসা,
সর্ব্ববিদ্যাযুত সদা গদ্যপদ্য ভাসা।

৮ পা পাণে

আরোগ্য তাহার নিত্য চিন্ত্য নিরমল,
নিয়ত আনন্দবান ভাব অবিচল।
অন্তরাত্মজ্ঞানে জদি ভাবে যোগবিৎ,
সর্ব্বথা সে জানে যোগ সন্যাসের নিত।
সংসারি সকলের সেই হয়ত আরাধ্য,
অসাধ্যসাধন হয় জার ভাবে সিদ্ধ্য।
বাক্য কাব্যে হন সুরগুরু-সমতুল,
সেবা করে শুশীল স্বভাব অনুকুল।
মূলাধার-ধ্যানফল কহিলাঙ সার,
দ্বিতীয় চক্রের ফল সুন [পুন]র্ব্বার ।১।
মুনিশ্রষ্ট যেমন ভাবয়ে স্বাধিষ্ঠান,
অহঙ্কারআদি দোষ ভস্ম সব জান।
সেই যোগী মহাদ্ভুত মোহ-অন্ধকারে,
ভানুতুল্য প্রকাশ প্রতাপ কলেবরে।
গদ্য পদ্য প্রবন্ধ বিবিধ বিরচনা,
মুখে হত্যে ক্ষরে যেন সুধারসকণা।
কাব্যাম্বু-অমৃত-ভাসাশ্রেনী সদা কয়,
সৌভাগ্যসম্পদবৃদ্ধি লক্ষ্মীর আলয়।
স্বাধিষ্ঠানধ্যান এই ফল নিরূপন,
নাভিমূলে সুন মণিপুর-বিবরন ।২।
মণিপুরধ্যান-জ্ঞান সদা আছে জার,
প্রশক্ত পালনে পুন করিতে সংহার ।৩।
যদি ধ্যান করে যোগী হৃদয়পঙ্কজ,
অনাহত নাম জার প্রসিদ্ধ সরজ।
যোগবেত্তি প্রিয়তম হয় কান্তাকুলে,
শ্যামরসপরায়ণ বিজয়ী মণ্ডলে।
সেই জ্ঞানি কৃতি যতি জিতেন্দ্রিয়রাজ,
সুখময় সর্বক্ষেম বিহরে মহীমাঝ।

গন্থপন্থময়ী বাণী পদাদি সকল,
নিঃস্বরে কাব্যাসুধারা সুধা নিরমল।
লক্ষ্মীর অঙ্গন তার সাক্ষাত দেবতা,
ক্ষণমাত্র পরপুরে প্রবিষ্ট-ক্ষমতা।
অনাহতধ্যান জত ফল লভ্য হয়,
সুনিলে অপর সুন শচীর তনয় ।৪।
কণ্ঠেতে বিশুদ্ধপদ্ম হয়্যা শুদ্ধ মন,
নিয়ত চিন্তিলে হয় যোগদরসন।
কবিজ্ঞানে বিজ্ঞ সেই অতি শান্তচিত্ত,
ত্রিলোক-অদর্ষি সর্ব্বহিতকারি নিত্য।
রোগশোকভয়ে মুক্ত হয় অনাআসে,
চিরজীবী যোগবলে ভোগ ছয় রসে।
নিরবধি বিপদ-আপদ-ধ্বংশকারী,
বিহরে ধরনীপরে হংসনামধারি ।৫।
তদন্তে আজ্ঞাখ্য চক্রে ফল জত হয়,
ভূরুতে দ্বিদল পদ্ম মন তাতে রয়।
ধ্যানে পারে পরপুরে করিতে প্রবেশ,
মুনীন্দ্র বলায় সেই খ্যাত [স]র্ব্বদেশ।
সর্বজ্ঞ সকলদর্শি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা,
অদ্বৈত আচারবাদি বিদলিত তথা।
পূর্ব্বসিদ্ধি পরম আনন্দ সন্নিকটে,
ত্রিভুবন-কর্ত্তাহর্ত্তা দীর্ঘ আয়ু ঘটে।
পালন-সংহারে শক্ত বানী মুখাম্বুজে,
সর্ব্বসুখময় সুখি হয় ধরামাঝে।
ইত্যাদি সমুহধ্যানফল সহস্রারে,
আদি অন্ত যোগতন্ত্র জ্ঞান জদি করে।
দীক্ষাগুরু-পাদপদ্মপ্রবাহ আমোদে,
মহাযোগবান বক্তা শ্রীগুরুপ্রশাদে।

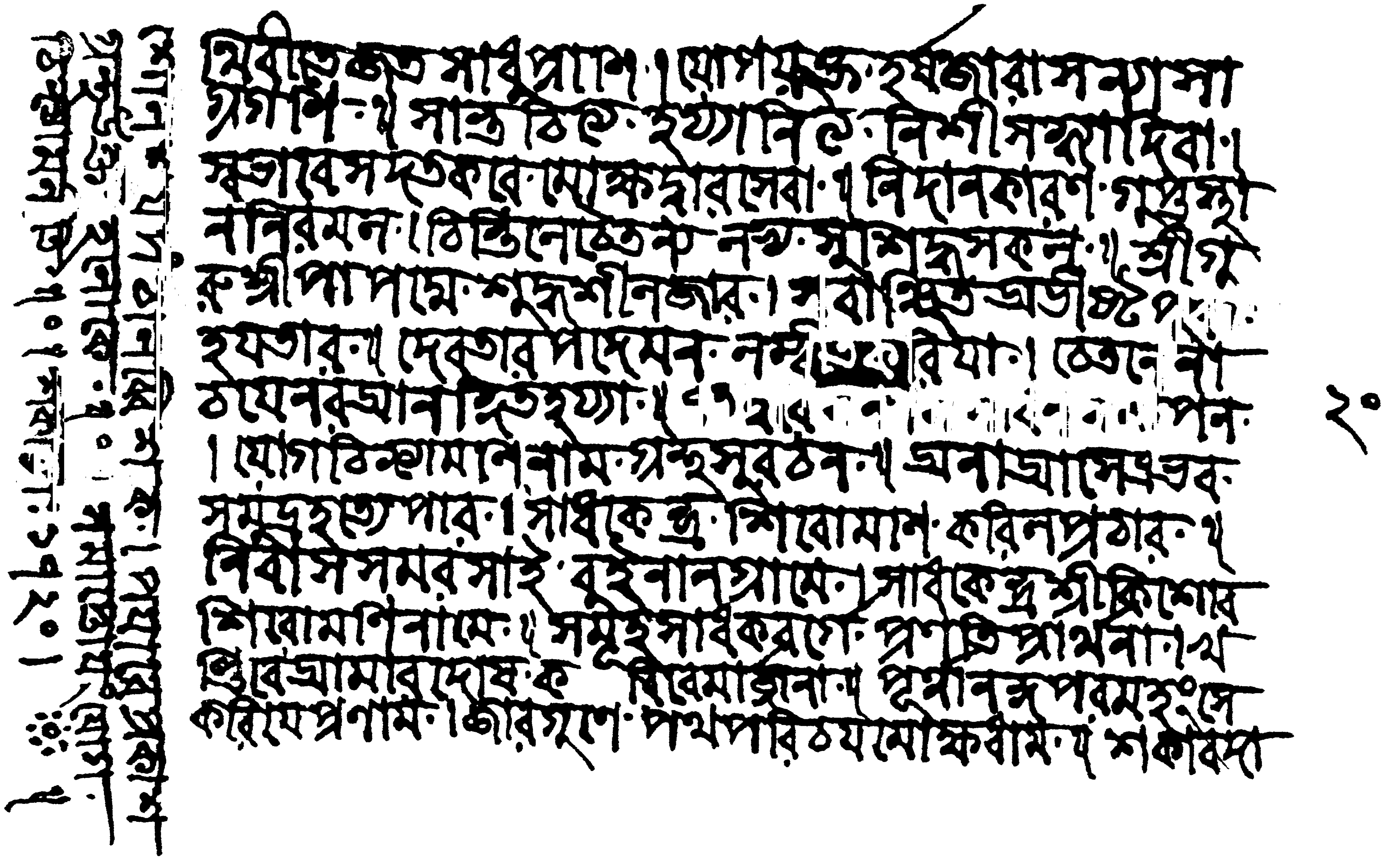

নির্বাণ জত সাধুপ্রাণ। যোগযুক্ত হর্ষ জারা সন্যাসা
গগাপি ॥ সাস্ত্র ঠিক হয্যা নিতে নিশী সন্ধ্যা দিবা।
স্বভাবে সদ্গুরু করে মোক্ষ দ্বার সেবা ॥ নিদান কারণ গুপ্ত স্থা
নান্দি রমন। ঠিক্তি নেত্রে তেক নক্ষ সুশিদ্র সকল ॥ শ্রীগু
রু শ্রীপাপামে শুদ্ধশী নজার। সবাঞ্ছিত অর্জী ৮৮ প[illegible]
হয তারন ॥ দেবতার পাদে মন নম্বি [illegible] রিয়া। তেতে নী
ঠযেন রূআনান্দি হয্যা ॥ [illegible] পন
। যোগচিন্তামণি নাম গ্রন্থ সুরঠন ॥ অনায়াসে যেত ভব
সমুদ্র হতে পার। সাধকেন্দ্র শিরোমণি করিল প্রচার ॥
নিবাস সমর সাই বুইনান গ্রামে। সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর
শিরোমণি নামে ॥ সমূহ সাধক রগে প্রণতি প্রার্থনা ॥
ক্ষমিবে আমার দোষ ক বিবেমাজুনা ॥ পূর্ণানন্দ পরমহংসে
করিয়ে প্রণাম। জীর গুণে পথ পারি ঠয মোক্ষ ধাম ॥ শকাব্দা

২০

শোনুশ যদি চানরেশ ক। পয়ারে প্রকাশ
গ্রন্থ উক্ত হইলোকে ৭০ । সমাপ্তোয়ং যোগ
চিন্তামণি টি ৭০ । শকাব্দা ১৭২০ । ॥

সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির স্বহস্তলিখিত পুঁথি 'যোগচিন্তামণি'র সমাপ্তি পৃ ২৩৫

ভাবিলে না হয় জন্ম এ ভব সংসারে,
ক্ষয় নাঞি দেবতুল্য আনন্দেতে ফিরে।
পরস্পর পৃথিবীতে জত সাধুপ্রাণি,
যোগযুক্ত হৈর্য জারা সন্যাসাগ্রগণি।
সান্ত চিত্য হয়্যা নিত্য নিশীসন্ধ্যাদিবা,
স্বভাবে সদত করে মোক্ষদ্বার সেবা।
নিদানকারণ গুপ্তস্থান নিরমল,
চিন্তিলে চৈতন্য লভ্য সুশিদ্ধ সকল।
শ্রীগুরু-শ্রীপা[দ]পদ্মে শুদ্ধশীল জার,
সবাঞ্চিত অভীষ্ট পুরণ হয় তার।
দেবতার পদে মন লম্বীত করিয়া,
চেতনে নাচয়ে নর আনন্দিত হয়্যা।
এতদুরে সন্যাসসাধন সমাপন,
যোগচিন্তামণি-নাম গ্রন্থ সুরচন।
অনাআসে এ ভবসমুদ্র হত্যে পার,
সাধকেন্দ্র-শিরোমণি করিল প্রচার।
নিবাস সমরসাই বুইনান গ্রামে,
সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর শিরোমণি নামে।
সমূহ সাধকবর্গে প্রণতি প্রার্থনা,
খণ্ডিবে আমার দোষ করিবে মার্জ্জনা।
পূর্ণানন্দ পরমহংসে করিয়ে প্রণাম,
জার গুণে পথপরিচয় মোক্ষধাম।
শকাব্দা শোলশয় পঁচানব্বি শকে,
পয়ারে প্রকাশ গ্রন্থ উক্ত ইহলোকে॥

॥ সমাপ্তোয়ং যোগচিন্তামণীতি ॥

॥ শকাব্দা ১৭২০ ॥

॥ শব্দ-সূচী ॥

অকথ্য ২০৭—অনির্ব্বচনীয়। (প্রা০) অকথ (অবাচ) পদ, (দা০) য়হু সব দাদূ অকথ কহাণী, (জ্ঞা০) রোই রোই লিখা অকথ্য, (ক০) বুঝো অকথ কহাঁণী, (গ্র০) কহি রবিদাস অকথ কথা বহু কাহি করীজৈ।

অকাজ ২২—কুকর্ম্ম। (ক০) সূতাঁ হোই অকাজ, (জ্ঞা০) কাকর ভা ন অকাজ।

অকুব ১৫৪, ১৭০—আ০ √বকফ=বুদ্ধি, আক্কেল। (প্র০) হর্ মর্দ কী বকুফ্ নদারদ্ চৌগুনা জীস্ত্।

অগ্নি ৮৯, ৯৩—ভৌম, দিব্য ও দৈহিক অগ্নিত্রয়। (গো০ বা০) অগনি হী জোগ অগনি হী ভোগ, অগনি হী হরৈ চৌসঠি রোগ, ইত্যাদি, (ক০) বরসি বুঝাবৈ অগ্গি, (ক০) অহ নসি ব্রহ্ম অগনি প্রজারৈ।

অগ্নিতলা ১৫০—(শ্রীহট্ট০) আগুনশাল, যে শরায় বা চুলিতে দিবারাত্র তুষের আগুন জ্বালানো থাকে।

অঘোর ৩৩—সমস্ত। (কৃ০ কী০) আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা।

অঙ্গপাত ১৬—রেতঃপাত।

অঙ্গু ১৪৪—অঙ্গ। (প০ ক০) অঙ্গু অঙ্গু পরশ ভোর।

অছকা ৮৯—আজ। (শ্রীহট্ট০) আজগুয়া7আজগা7অজকা7অচকা, অছকা।

অজপা ১৩১, ১৩৫—প্রাণীদিগের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া দ্বারা সাধ্য জপ।

(গো০ সং০) অজপাহি মহাগায়ত্রী যোগিনাং মুক্তিদায়িনী।

(শা০ ত০) একবিংশতি সহস্রষট্শতাধিকমীশ্বরি,
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ,
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী।

(প০ বি০ স্ব০) সোঽহং-হংস পদে নৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা,
(গো০ বা০) গংগা জমুনা তৃবেণী সংধী, অজপা জপৌ গাবত্রী বন্ধী।
(ক০) সুরতি সমাঁণী নিরতি মৈঁ, অজপা মাঁহৈঁ জাপ।

অজুত ১৬১—আ০ √বজদ=সত্তা, শরীর, সমগ্র ও দৃশ্য জগৎ। (সার০) দর্ বহর্ ই বজুদ্ বিন্গর্ তুফান্ আস্ত্, (দা০) তারিক ইস্ ঔজুদ মৈঁ দাদূ পাক অকীন, মৌজুদ খবর মাবুদ খবর অরবাহ খবর বজুদ।

অর্দ্দসল ২০১—ক্ষীণগতি। অর্দ্ধ+সল্ (গতি)।

অধেউর্দ্ধে …৯৪—অধঃস্থিত বীর্য্যকে উর্দ্ধগামী করণ (?)। (গো০ বা০) মৈথুন কৈ

ঘরি জুরা গয়াসৈ অরধ-উরধ লৈ জোরঁ, অরধ উরধ মৈঁ লাইলৈ তালী। (ক০) অরধ উরধ বাজাব, অরধ উরধ কী গঙ্গা জমুনা মুল কঁবল কৌ ঘাট।

অনাহত ২১৮—হৃদয় মধ্যস্থ দ্বাদশ দলবিশিষ্ট পদ্ম। (প্রা০ ত০) অনাহতমিষ্টপীঠং চতুর্থং কমলং হৃদি। হংসমন্ত্র ধ্বনি। প্রাণাধার অনাহত কমলে বিনা আঘাতে হংস শব্দ ধ্বনিত হয় বলিয়া এই পদ্মের নাম অনাহত। (চ০ ১৯) অনহা ডমরু বাজএ বীরনাটে, (গো০ বা০) বাজত অনহদ তুর, (দা০) অনহদ বাজৈ তুর, (ক০) অনহদ বাজৈ নীঝর ঝরৈ, উপজৈ ব্রহ্ম গিয়ান, (আ০) অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন, (জা০) তন তুরংগ পর মনুআ, মন মস্তক পর আসু, সোহ্ই আসু বোলাবই অনহদ বাজা পাসু, (দা০) সবদ অনাহদ হম সুন্যা নখ সিখ সকল সরীর, (প্রা০) অনহদ বাসা সুন্ন ঘরি রহৈ তুম্হারে পাস।

অনুমতি ১৮২—ইচ্ছা। (কৃ০ কী০) কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী।

অন্তর ১৫, ২৭—নিমিত্ত, জন্য। (কৃ০ কী০) তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মাহাদান।

অবধূ ২০৪—অবধূত। (জা০) সেবরা খেবরা বানপর সিধ সাধক অবধূত,

(ম০ ত০) অ— আশাপাশবিনির্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ,
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যম্ অ-কারস্তস্য লক্ষণম্।
ব— বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্,
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত ব-কারস্তস্য লক্ষণম্।
ধূ— ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ,
ধারণাধ্যাননির্মুক্তো ধূ কারস্তস্য লক্ষণম্।
ত— তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টা বিবর্জ্জিতঃ,
তমোহঙ্কারনির্মুক্তঃ ত-কারস্তস্য লক্ষণম্।

অমনাগমন ১৩০—আনাগোনা। (চ০ ৯) মার রে জোইআ মুসা পবণা জেঁণ তুটঅ অবণা-গবণা, (চ০ ১৬, ২৪,৪৭ দ্র০), (পা০ দো০) তুট্টেসই মা ভংতি করি আবাগমণুই বেল্লি, (ক০) আবাগমন হোত হৈ ফুনি ফুনি ইহু পর সংগ ন ছুটৈ, ইত্যাদি, (দা০) আবাগমন ষহ দূরি করৈ সমরথ সিরজনহার, (গো০ বা০) আদিত সোধৌ আবা গবন।

অমায়া ১৫৪—মায়াহীন। (চৈ০ ভা০) সেইদিন অমায়া কহিলেন কথা।

অস্তাগফ্যর ১৬২—আ॰ √ ইস্তাগ্‌ফর বা গফর = ক্ষমা চাওয়া। (প্র॰) ইব্‌লিস্ চুঁ মিনালদ্‌ জী ইস্তাগফর ই মা।

অস্থে বেস্থে ১৮—তাড়াতাড়ি। (কৃ॰ কী॰) তাক দেখি বড়াই পালটি অথবেথে।

আই ৩২—আয়ু।

আউট ১৩৯, ১৪৬—(ও॰ ডি॰ বি॰ এল॰) অর্দ্ধচতুর্থ > অদ্ধউট্‌ঠ > আহুঠ > আউট = সাড়ে তিন। (কৃ॰ কী॰) আউট হাথ কলেবর তোর, (দা॰) অহুঠ হাথ তন সরবর, হিয়া-কঁবল তেহি মাহঁ।

আউটা ৭৬, ১২৮—আবর্ত্তন করা বা ফুটাইবার সময়ে আলোড়ন করা। (ক॰ চ॰) জ্বালি হুতাশন, আউটে কাঞ্চন, চারিভিতে স্বর্ণবাড়।

আউড়িয়া ১১৬—আবৃত্তি করিয়া।

আউড়িল ২৪—আবৃত্তি করিল।

আউতন ১১৮—আউড়ন।

আকলিল ১১—চিন্তা করিল।

আকুলি ১৩১—চিন্তা করিয়া।

আগর ১৮১—শ্রেষ্ঠ। (অ॰ ম॰) গুণসাগর নাগর, আগব হে।

আচাভূয়া ২২, ৯৪—(শ্রীহট্ট॰) অত্যদ্ভুত, বিস্মিত। (চ॰ ৫) উইএ গঅণ মাঝে অদভুআ, (৩০, ৩৯, ৩৫, ৬৯) অবভুআ, (কৃ॰ কী॰) আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী সিন্দুর স্থুর ললাটে, (অ॰ ম॰) আয়তি কেবল আচাভুয়া, (ক॰) কহৈ কবীরা সংত হো, বড়া অচংভা মোহি, এক অচংভা দেখিয়া, হীরা হাটি বিকাই ইত্যাদি, (দা॰) সব জগ মানৈ সত্তি করি বড়া অচংভা মোয়।

আছড় করে ১৯৮—আছড়াইয়া ফেলে।

আড়ি-মুউড়া ৮৬—আলস্যভাঙ্গা শরীরভঙ্গি, ইতস্ততঃ বা কার্য্যে অনিচ্ছা।

আপ্তমা ৯০, ৯১—আত্মা।

আত্তমা ৮৮—আত্মা। (জ্ঞা॰ ত॰) আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে, (দা॰) দাদু আনংদ আতমা অবিনাসী কে সাথ।

আদারি ৭৯—কাঁথা।

আর্দ্ধের ২০৬—অধের।

আমুনি ১০৫ —অলবণ, আলুনি।

আন্ধলে ৮৬—অন্ধ ব্যক্তিতে।

আন্ধারে ৮৩—অন্ধকে।

আপতোষে ১৭৩—হিং নিজের খুসীতে, ইচ্ছামতো।

আপেআপ ৯০—নিজে নিজে। (চ০ ৩৫) অপণে অপা বুঝ তু নিঅ-মণ, (পা০ দো০) অপ্পেঁ অপ্পা ঝাইযই ঁ নিব্বাণং পউ দেহু, (গো০ বা০) বিচাবিলৈ আপৈ আপ, (ক০) অপণেঁ রূপ কৌ আপহি জাঁণৈঁ, আপৈঁ রহৈ অকেলা, (দা০) রোজা এক দুরি করি দূজা কলিমা আপৈ আপ।

আফালে ১১১—আস্ফালনে।

আমনেত ১১১—মনহীনতা। তু০ আমন ধান = অমনস্ক ধ্যান, (চ০ ৯ অ০) অমণ ধাণ = আমান। (পা০ দো০) অচিত্তহো চিত্ত জো মেলবই সো পুণু হোই ণিচিংতু।

আমল ১১০, ১১৭—আ০ √আম্‌ল = অধিকার। (অ০ ম০) পরগণা পরগণা হইল আমল, (প্র০) জিন্দগী রা বর্‌ আমল্‌ আস্ত ইন্‌হিসর্‌।

আমানেতে (?) ৯৩—আমনেত দ্র০।

আরজ ১৬১—আ০ √আরদ্‌ = আবেদন। (অ০ ম০) ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ, (প্র০) আরদ্‌ কর্‌দম বা আঁ শাহীজহানম্‌।

আল ৫৯—ভূমির সীমা।

আলগ ৬৫—অলগ্ন। (চৈ০ ভা০) বিশ্বম্ভর অগ্রে নিল আলগ করিয়া।

আলগা ছাতি ৩১—অধৃত, দণ্ডহীন ছত্র।

আশিট্টা ১৮৬—আঁষটে।

আহলি ১৪৪— আকার।

আহুইল ৪৫—আহ্বান করিল।

আহুড়িয়া ১—আবরণ করিয়া।

আহুড়িয়া ১১৫—আবৃত্তি করিয়া।

আহুতিআ ১১৬—আহুড়িয়া।

আহুতিল ১২৫—আবৃত হইল।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা ৮৭, ৮৯, ৯৯—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। (কৃ০ কী০) ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী, (ক০) ইড়া পিঙ্গলা সুষমন বন্দে।

ইন্দ্রনাল ১৪, ১৫৯—বেঙ্কানাল, সরুআ শংখিনী দ্রষ্টব্য। (চ০১২) তুট্ট ই ইন্দি খাল, (৫৮) ইন্দীআলী তুট্ট তুহুঁ, (চ০ ৪৮) পঙ্কনালে উঠি গেল পাণী।

ইন্দ্রবাদ্য ১৪৬—ঘণ্টা দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রীতুল্য ২৩২—ইন্দ্রতুল্য।

ইয়ালি ৬৬—ফা০ √এয়াদ = স্মরণ। (রু০) ইয়াদ ই ইয়ার ই মেহরবান্ আমদ্ হামী।

ইষ্ঠা ১৩০—ইষ্ট, অভিলষিত।

ইৎসায় ২১১—ইচ্ছায়।

উআরি মেহারি ৪৬, ৭৯, ১০০—উপকারিকা মহিলা। (চ০ ২০) উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিণউর, (২১) নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী।

উছাট ৭৯—উল্লঙ্ঘন।

উজাউক ৯১—উজানে যাউক। (চ০ ৩৬) কূল লইপরে সোস্তে উজাঅ।

উঝটি ৪৮—পায়ের আঙ্গুলের চুটকি।

উঞ্চনীঞ্চ ৫৯—উঁচুনীচু।

উথাল ১৬৬—উত্তাল।

উদ ৭৬—উদ্র, উদবিড়াল, ভোঁদড়। (ক০) উদ্র ন কবহুঁ ছুছুরৈ।

উদাস ২১৩—রাগশূন্য। (চ০ ১৬) জো মন-গোঅর সো উআস, (ক০) সব র্তন জলতা দেখি করি ভয়া কবীর উদাস, (দা০) ঘটি কস্তুরী মিরিগকে ভবমত ফিরৈ উদাস, জংগল মাঁহৈং জীব জে জগথৈং রহৈ উদাস, ভীত ভয়ানক রাতদিন নিহচল নাহীঁ বাস। (ম০) কোন দোষে তারে মুক্রি করিমু উদাস।

উন্দুর ১৪৭—ইন্দুর।

উধারিয়া ২৯—উদ্ধার করিয়া, তুলিয়া।

উফরে ফাফর ৪৪—অনু০ ব্যাকুল হৃদয়, (শ্রীহট্ট০) উফর-ফাফর।

উফাএ ১৪৬—উপায়।

উফারএ ৬৭—উপড়ায়।

উবাস ১০৪—উপবাস।

উবুদ ১৯০—উপুড়, অধোমুখ।

উভারিয়া ১৫৯—তুলিয়া।

উমাএ ১৪৪—স্বল্প গরম করে।

উলএ ৮৯—উদিত হয়। (চ° ২৩) জোহ্না উএলা, (কু° কী°) উইল সুরুজমণ্ডলে।

উলটি ৮, ৭২—ফিরিয়া। (চ° ৪৩) বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা, (গো° বা°) উলটৈ কমল সহঁস্রদল বাস, ভ্রমর গুফা মহি জোতি প্রকাস, (ক°) মন উলট্যা দরিয়া মিল্যা, উলটি মুসৈ সাপনি গিলী, উলটি জাত কুল দোউ বিসারী, উলটত পবন চক্র খট ভেদে সুরতি সুন্ন অনুরাগী।

উশাস ১৭৩—প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, অবকাশ, মোচন। (ক°) অনী সুহেলী সেল কী পড়তা লেই উসাস।

উষ্ম ১৫৪—উষ্ণ।

উর্দ্ধেশ্বরী ৯৪—উর্দ্ধগামী।

একলে ৩৯—একেলা।

একিন্দার মুখাতি ১৮৬—(জ্ঞা° দা°) একীনতার মুখাকৃতি—সমগ্র মুখাবয়ব।

এগান ২০১—উঠান, অঙ্গন।

এড় ১০১—এলাইয়া দাও।

এড়য় ১৬—এড়হ্—ত্যাগ কর।

এড়ি ১০—ছাড়িয়া, ছাড়াইয়া।

ওকদল (?) ১৪৯—আশ্রয়স্থল। (ওকঃ—আশ্রয়)।

ওট ১৪৪—উট।

কর্ণের লতি ১৪৪—কানের নীচেকার নরম মাংসের দোলক।

কণ্ঠাগ্রত ১৫৮—কণ্ঠাগত।

কথাতুৎপুতি ২০৪—কোথা হইতে উৎপত্তি।

কদর্থন ২০—ভৎর্সনা।

কদম ১৭৬—আ° √কদম=পদচিহ্ন। (ফৈ°) সিজদা হর্ হর্ কদম পী সিজদা হৈ, সউক কো আস্তন সে কেয়া মতলব।

কদল ১৪৯—কুণ্ডল।

কদলী ১০ইত্যাদি—স্ত্রীরাজ্য, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল। যোগশাস্ত্রে শব্দটি রূপক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়াছে সুন্দরী নারী, যোগ-সাধনার পীঠ ও মোচা অর্থে। (ক°) গগন গরজি অংমৃত চবৈ কদলী-কঁবল-প্রকাস্, কদলী পুহুপ দীপ পরকাস, কদলী পুহুপ ধুপ

পরগাস, কদলী কুসমদল ভীতঁরা, তহাঁ দস আঁগুল কা বীচ রে, (জ্ঞা০) পিংগলা কজরী-আরন।

কদাচিত্ত্য ৯৯—কদাচিৎও।

কর্পটি ২৩—কৌপীন।

কমল ৮৯—দেহস্থিত পদ্ম। (কৌ০) লীলয়া সিদ্ধিভাগ্যোঽসৌ ভবত্যেবং বরাননে, ক্ষীরোদার্ণবমধ্যস্থং শ্বেতং কমলবিস্তরম্। (কু০) ব্রহ্মস্থানে যৎ কমলং চতুঃষষ্টিদলান্বিতম, তত্রৈব মনসা রোধ্য লক্ষয়েদ্দীপশিখান ব্রতী। হৃদিসংস্থকমলং হিত্বা মূর্দ্ধ্নি যান্ প্রপূরয়েৎ, পাশস্তোভং করোত্যেবং যদি বিশ্রমতে মনঃ। মূর্দ্ধ্নি কমলসংস্থানং জ্বলনাকারং বিচিন্তয়েৎ, চলন্তং ভ্রাময়েত্তেন নিয়তং তু মহীতলে।

করণেতে ৪৮—কর্ণেতে।

করম ১—করি, করিব।

কর্ত্তাল ৪৭—করতাল (মন্দিরা)।

কলা ৯১—আদি অবয়ব।

কসাকস ৬৮—টানাটানির বিষয়। (সী০) সকল বিনাশ কৈলা জীবন কসাকস।

কহম ৮৫—কহি, কহিব।

কাক-কোলে ১২—কাঁকাল ও কোল, কক্ষ-ক্রোড়।

কাকা ১৮২—কাক।

কাঙ্কে ৯৮—কাঁকে।

কাচ ১৮১—ছলন নৃত্য, সং: তু০ 'কাচনাচ' (ফরিদপুর)।

কাছটি ২৩, ৭৮—(শ্রীহট্ট০) পরিহিত ধুতির কোমরবন্ধ। (গো০ বা০) ফাড়ি কছোটা বাত্তো বহৈ।

কাছি ৬৬—মোটা দড়ি। (চ০ ২৮) খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি, (২৯) পিটত কাচ্ছী বান্ধী, (রা০ প্র০) তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।

কাজল কোঠাএ ১৪০—ষট্‌চক্র (?)। (ক০) ষট্ চক্র কী কনক কোঠরী বস্তু ভাব হই সোই, কাজল কেরী কোঠরী মসি কে কর্ম্ম কপাট, কাজল কেরী কোঠরী কাজল হী কা কোট, কাজল কেরী কোঠরী তেনা যহ সংসার, (প্রা০) বজ্র কী কোঠড়ী বজ্রকে কিবার, তহাঁ বৈঠা পিংড প্রান অধারি, (গো০ স০) ভোমর কোঠা ভেটিল তথা শ্রীকলার হাট।

কাজাগে ১৪৫—(?) ফা° কাজা (=অতীত)+আ° গু৴ গুফ্‌তন(=বলা)=কাজাগু=অনুতাপকারী।

কাড়ারি ৭৭—কাণ্ডারী, কর্ণধার।

কাণ্ডার ৭৬—স্কন্ধাবার, কাণ্ডপট=তাম্বু। (ঘ°) কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানড়া রূপসী।

কানখা ১৪৩—(?) পূর্ণ। কানাসোআঁ=কানাসই (?)। (কৃ° কী°)কানাসোআঁ পানী।

কামাই ১৬৭—উপার্জ্জন।

কামিলা ১৬৬—আ° √কামিল্‌=ওস্তাদ, কারিগর, মজুর।

কারঙ্গা ১৮৪—করমচা (?)।

কিটাই ১০৮—(শ্রীহট্ট°) ভৎর্সনা করিয়া।

কিসেরে ১১৫—কি জন্য।

কীটাই ২৮—কিটাই দ্র°।

কুণ্ডলিনী ২২১—মূলাধারস্থ জীবনদায়িনী শক্তি। (গো° সং) কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলিনী শক্তিরষ্টধা কুণ্ডলী চ সা, ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি। (ধ্যান) প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্দ্ধ-ত্রিবলয়ান্বিতা ইত্যাদি।
(আ°) তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রারত,
সর্পরূপ ধরি বহে সুষুম্নার পথ।
অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে,
ঊর্দ্ধমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে।

কুর্পর ১০৩, ১০৫—ক্রীতদাস। (ম°) স্বতন্ত্র না হও তুমি নারীর কুর্পর।

কুলপথে—২৩২—কুণ্ডলিনী শক্তির গতিপথ।

কুলপদ—২২৬—কুণ্ডলিনীর স্থিতিস্থান।

কেটী ১২৯—কেউটে সাপ।

কোনে ১৭,১৩০—কেহ, কে।

কৌতর ৭৭—হি° কবুতর।

ক্ষেত্রসার ২১২—দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান।

খটক ১৫৩—নরকপালাগ্র মুদ্গর।

খরশান ১৭৬—প্রখর।

খাক ১৩৭—ফা০ ভস্ম। (সার০) বিনগর্‌কে আজীজাঁ হামা দর খাক সুদন্দ, (জ্ঞা০) কহউ সো পীর কাহি বিমু খাঁগা।

খাকী ১৫১—মৃণ্ময়। (দা০) খাকী দিল সুঝৈ নহী নূরী মংঝি হজুর।

খাখার ১৩৪—কলঙ্ক। (কৃ০ কী০) আলপ বএসে কৈল বড়য়ি খাঁখার, (প০ ক০) কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাকার।

খাখেত ১৩৭—ভস্ম।

খাগদেহ ১৬৭—ছাই দেহ।

খাতা ১৫—কাথা, খস্তা (?)।

খাঁতার উলসে ১০৬—কাঁথার ছারপোকা। হি০ উরীষ (?)

খার ১৮২—ক্ষার। (পা০ দো০) খারমুক্ত গংধেণ, (রা০ প্র০) বাস্‌নাতে দাও আগুন জ্বেলে খার হবে তার পরিপাটি।

খালখোল ৯১—ডোবাডুবি। (চ০ ৩৫) বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা।

খালজোড়া ৯২—ইড়াপিঙ্গলা। (চ০ ৫) এক সে শুণ্ডিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।

খাবরী ৩৮—খর্পর, কাঠ, মাটি বা পাথরের আবখোরা। (কৃ০ কী০) হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী, (ক০ চ০) ব্যঞ্জনের তরে দিল নূতন খাবরা, (ক০) মত ঘালহু জম কী খব্‌রী, (প্রা০) বিন খপর পানী পীআ।

খুটা ২৯, ৪৩—খোঁটা, গঞ্জনা, ভৎর্সনা।

খেদাই ৫৩—দূর করে।

খেমাইরে ৯০, ১৩৬—ক্ষান্ত করিবার জন্য, ক্ষমাকে, চৈতন্যকে।

খেমার ৯৫—ক্ষমার, চৈতন্যের।

খেমারে ৯৫—ক্ষমাকে, চৈতন্যকে। (কৃ০ কী০) খেমা কর মনে।

খেয়ানী ১৬৭—যে খেয়া পার করে।

খোআ ১২৫—কোয়া, কুয়াসা।

খোস ১৫৮—ফা০ √খুশ্‌ = খুশী, আনন্দ। (প্র০) খুশ্‌ বাস্‌ দমে কে জিন্দগানী ইয়াস্‌।

গগন ৯০, ৯২—আকাশ; এখানে ব্রহ্মরন্ধ্র। (চ০ ২৭) সুন তরুবর গগন কুঠার।

গঙ্গাযমুনা ৮৮—ইড়া-পিঙ্গলা। (জ্ঞা০) অধোর্দ্ধং প্রাণসঞ্চারঃ বহতে চৈব নিত্যশঃ, ঊর্দ্ধে চারে ভবেদ্‌ গঙ্গা যম্না চাধো ব্যবস্থিতঃ। (চ০ ২৯) গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ (চ০ ৪৩) গঙ্গা যমুনাএ দইরস্তি সখি রে, রবি শশি গগন-দুআরে। (গো০ বা০) গংগা জমুনা ত্রিবেণী সংধী, (ক০)

গংগ জমুন মোরী খাট নাভীরে, হংসা গবন ভুলাই জা, গংগ তীর মোরী খেতীবারী জমুন তীর খরিহাণা, গংগা জমুন উর অংতরৈ, সহজ সুঁটিলেন ঘাট, (দা০) গ গ জমুনা সুরসতি মিলৈঁ জব সাগর মাঁহিঁ, খারা পানী হোই গয়া দাদূ মীঠা নাহিঁ। (দা০) গংগা যমনা অংতর বেদ, সুরসতী নীর বহৈ পরসেদ।

গজগাড়ি ১০৯—গজগতি। (কৃ০ কী০) হেন বুলি রাধা কলসী লঅঁা জাএ গজগড়ি ছান্দে।

গজা ৭৬—বন্দ।

গড়নের ৮৬—সৌষ্ঠবযুক্ত (?)।

গাইনে ১০২—গায়কে।

গাভুর ১১, ৩৫—জোয়ান, শ্রমিক।

গাভুরালি ৩৮, ৬৬, ৯৩—যুবকত্ব; এখানে কামভোগ। (গো০ স০) গগন মন্দিরে শুয়া করে গাভুরালি।

গাহনী ১৬৭—নৌকার মালবোঝাই স্থান, পাটাতন। (চ০ পূ০) দশের উপর ভর করি নাএর দেও গাহনী।

গিদধড় ৮৬—শৃগাল, ধূর্ত্তামি, হেঁয়ালি; এখানে প্রহেলিকা বিচার।

গিরি ১১০—গৃহী, গৃহস্থ।

গীসে ১৪৪—গ্রীষ্মে, গরমে। (কৃ০ কী০) গিরীশ সমএ।

গুড়া ১৬৭—নৌকার অঙ্গবিশেষ, খোল (?)। (কৃ০ কী০) তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তোলঝাঁপে, (চ০ পূ০) আকাষ্টা কাষ্টের নাও লাগিআছে কতেক গুড়া।

গুরুকের ৫৯—গুরুর। এখানে -কের প্রত্যয় লক্ষণীয়। তু০ (কৃ০ কী০) তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে, (দা০) কায়া অংতরি পাইয়া ত্রিকুটী কেরে তীর।

গোঁজ ৬৮—কুঁজ।

গোপথ ১৬৫—গুপ্ত।

গোয়াই ১০—* গমাপয়ামি, (গচ্ছামির শিশুত্ব)—কাটাই।

গোয়াতে ১৯৮—পায়ুদেশে।

গোস ১৫৮—ফা০ √গোশ্ৎ—মাংস।

গৌটা ১৭৪—বীজ।

ঘড়িয়ালি ১৩১—ঘণ্টাবাদকের কর্ম। (গো০ বা০) অনহদ ঘড়ী ঘড়িয়াল বজাই লৈ, পরম জোতি তুই দীপক লাই।

ঘণ্টার বাদ্য ১৮০ ইত্যাদি—ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণবায়ুর সমাগমে উৎপন্ন ধ্বনি। (অ০) হৃদিস্থানে ন বক্ত্রে চ ঘণ্টিকা তালরন্ধ্রকে, ন ইড়া পিঙ্গলা শাস্তা ন চাস্তীতি গমাগমে। (কৌ০) সমীরস্তোভকং চক্রং ঘণ্টিকা গ্রন্থিশীতলম্, নাসাগ্রং দ্বাদশান্তং চ ভ্রুবোর্মধ্যে ব্যবস্থিতম্। (গো০ সং০) গগনং পবনে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্, ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং সিদ্ধিস্তস্য ন দূরতঃ।

ঘরিণী ৯, ১০৪—গৃহিণী। (চ০ ৮) নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী, (চ০ ৩৮) নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী।

ঘাঘর ৫৮—ঘুঙ্গুর।(কৃ০ কী০) ঘাঘর মগর পাএ।

ঘাটা ৩০—হিং ঘাটতি, অথবা ঘোলাইয়া দেওয়া।

ঘোলবর্ণ ৬৮—ঘোলারঙ্গের।

চক্র ৭৯—(গো০ বা০) অষ্ট চক্র : যথা, আধার, দৃষ্ট, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, অগ্নি, জ্ঞান ও সুছিম, (কৌ০) দেহস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের অনুগ চক্রাকার পদ্মসমূহ। এখানে তাহারই প্রতীক যোগীদের ব্যবহার্য্য প্রহরণ বিশেষ।

চতোরা ৪৭—মন্দিরা (?)।

চন্দ্রশিরা ২১৯—ইড়া নাড়ী।

চমক ১৩৭—চকমকি। (প্রা০) মাস বিহূনী মিরগৈ খাবৈ, গুরুমুখ চকমক ঠনকা লাবৈ, (গো০ বা০) চকমক ঠরকৈ অগান ঝরৈ ইত্যাদি।

চরাট ১৬৭—নৌকার পাটাতন, চালক বসিবার তক্তা। (সো০ গী০) নাওনা তুলিয়া চরাট লাগাইয়া ছইরে দিল বান্ধি।

চান ১৪৬—চান্দ।

চান্দসুরুজ ৭৫, ২১৮—রবিশশী দ্রষ্টব্য।

চাপড়া ৭৯—স্থূল (চর্ম্ম) খণ্ড।

চায়সি ৩৯—চাহিস।

চারিচন্দ্র ৭০—যথা, আদি, নিজ, উন্মত্ত ও গরল (পাঠ দ্রষ্টব্য)।

চালেচালে ৮৬—ঠেসাঠেসি।

চিত্রিণী নাড়ী ২১৯—বজ্রা নাড়ীর ভিতরে অবস্থিত।

চুরিদারি ১১৬—চৌর্য্যবৃত্তি।

চুলি ১৩৬—উনুন, এখানে, আগুন দিয়া।

চেয়ামু ৩০—চেতন করিব। (রূ০) শিয়রে বসিয়া দাসী চিওান তখন, (কৃ০ কী০) চিআইআঁ সমস্তী দেহ। দক্ষিণ রাঢ়ে 'মন্ত্র চিয়ান' মন্ত্র জাগানো অর্থাৎ কার্য্যকর করা অর্থে প্রযুক্ত হয়। মদচোলাইএর 'চিয়েন ভাঁটী' ভিন্নার্থে প্রয়োগ আছে। (চ০ ৫) চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ, (গো০ বা০) ঈকীস ব্রহ্মণ্ড ভাঠী চিয়াবৈ, পীবত সদা মতিবাল।

চেরাগ ১৯৭—ফা০ √চিরাগ্—প্রদীপ। (প্র০) চীহ্ দিলাবরঅস্ত দুজ্দে কে বাকাফ্ চেরাগ দারদ্

চোরাচুন্নি ২০০—চুরি করিতে গিয়া অপঘাতে মৃত প্রেতযোণী বিশেষ। চুন্নি∠চুরণী (কৃ০ কী০) বাঁশী চুরণী।

ছত্তর ৬৮—ছত্র।

ছত্রগাছি ১২৯—ছাতাটি।

ছাআল ২৪—সন্তান। (কৃ০ কী০) ছাওয়াল কাহ্নাঞি বল করে।

ছাইলা ২০২—ছেলে।

ছাড়িব করি ৭৪—ছাড়িব বলিতে।

ছাদেক ১৬১—আ০ √সিদ্ক (=সত্য) 7 সাদেক—সত্যসন্ধানী শিষ্য।

ছান্দিয়া ৯০—বেষ্টন করিয়া। (চ০ ১১) ছান্দক বান্ধ করণ-কপাটের আস।

ছাপাইয়া রাখ ৮৯—লুকাইয়া রাখ।

ছালী ১৪৬—ছাগলী।

ছিরা দেবী ১৫১—শিলা দেবী; সম্ভবতঃ শিলাই নদীর ঘাট, তীর্থস্থান বিশেষ।

ছুটি গেলে ৭১—ছাড়িয়া গেলে।

ছেকিয়া ১৮৭—সেঁক দিয়া।

ছেজদা ১৫৭— আ০ √সিজদা=প্রণাম, পূজা। (ম০) জা মস্‌জিদ হু কর সিজদা। (দা০) চংদ সুর সিজদা করৈঁ নাবঁ অলহ কা লেই, তব সাহিব কো সিজদা কিয়া জব সিরঁ কো ধর্‌যা উতার।

জড়িল ১১০—জড়িত হইল।

জন্ম ২১২—জন্ম। (জা০) জন্ম লেনিহার ন লেহিঁ জিউ হর হিঁ তরাসহিঁ তাহি, (শি০) পাপ তন্ম হতে জন্ম জানি পাপভাগ (অ০ ম০) তব অজজন্ম তেজিব এ তন্ম।

জলকুম্ভ ১৩০—মূলাধার।

জাঙ্গাল ১৯৫—মাটির বাঁধ। (আ॰) মছজেদ পুষ্করণী দেয় কতেক জাঙ্গাল, (রু॰) পুরাণো জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা, (সো॰ গী॰) সোণা যাইতা বলি দরবস্তত এক জাঙ্গাল বান্ধাইলা।

জিও ২০৭—জীবন, প্রাণ। (প্রা॰) কবন কায়া কবন জীউ কবন সুন্দরী কবন পীউ।

জিকীর ১৫৪—আ॰ √জিকর্=স্মরণ, দোহাই। (প্র॰) জিক্‌রো ফিক্‌রো ইল্‌মো ইর্‌ফানোম্ তু ই।

জিন ১৯৮—আ॰ জীন=দৈত্য।

জিন্দিগী ১৬২—ফা॰ √জিস্তান=জীবন। (প্র॰) জিন্দিগী জিন্দা দিলি কা নাম হৈ।

জিয়াও তাহানে ১১৫—তাহাকে বাঁচাও।

জিবা ১৪৩—জিনিবা, জয় করিবে।

জিহ্বাগতে ১—যতদিন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে।

জুআএ ২, ৪৯—যোগ্য হয়। (কৃ॰ কী॰) এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুয়াএ।

জুঝ ৭৫—যুদ্ধ। (চ॰ ৪১) নিতে নিতে বিআলা ঘিহেঁ সম জুঝঅ।

জুতি ১৩২—জ্যোতি।

জোত ৮৬—সংযোজিত কর।

ঝাপিয়া তরিতে ৮৬—ছোট নৌকায়।

ঝারা ১২৬—ধারা।

ঝারি ১০৭—গাড়ু। (ক॰ চ॰) পূজনে হেমঝারি।

ঝিম যাউক ৮৬—ক্ষীণ হউক।

ঝিয়াই ৪১—দুহিতা।

ঝুরে ২৫—খেদ করে, ঝিমাইয়া পড়ে, আবিষ্ট হয়। (কৃ॰ কী॰) মন ঝুরে তোর নামে ল।

টঙ্গি ৭—উচু বৈঠকঘর, জলটুঙ্গি। (রু॰) জলটঙ্গি দক্ষিণে সমুখে গুয়া-বন।

টঙ্গিত ৭—টঙ্গেতে, উচ্চ মঞ্চে। তুলনীয় (কৃ॰ কী॰) গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ, তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন, চখুত নাইসে নিন্দে।

টলি গেল ৮৫—স্খলিত হইল। (চ॰ ১৪) পাণিআ টলিআ ভেউ ন জাম (কৃ॰ কী॰) তাম্বুল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ।

টাট ১৫৫—ঠাঠ।

ঠমকে ১৪—ঠাঠ করিয়া।

ঠাকুরালি ৯৩—প্রভুত্ব।

ঠাঠার ৭৫—স্তম্ভিত, বজ্রাহত, শুষ্ক। (চ০ ২৫) আগম-পোথা ঠঠা মালা।

ডরাতে ১৬৭—ডহর, খোল। (কৃ০ কী০) পসার নাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে,
দধির চুপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ।

ডাট ১৫৫—শক্ত, দৃঢ়।

ডাহুক ১১—ডাক পাখী, স্থান বিশেষ। "ডাহুকা", "ডবাক", "ডাউকো" (?)।

ডুরি ১৬০—দড়ি

ডেঙ্গানী ২৬—মহিলা।

ঢলিল ৭৭—অবসান হইয়া আসিল। (গো০ বা০) অগনি।বহুঁণ।বঁধ ন লাগৈ
ঢলকি জাই রস কাচা, (দা০) সংঝা। চলৈ উত্তাবং। বটাউ বনখংড
মাহিঁ, বেরিয়া নাহীঁ ঢীলকী দাদূ বেগি ঘর জাহিঁ।

ঢেকামারি ৫২—ধাক্কা দিয়া।

ঢোকে ঢোকে ৯১—ধাক্কা দিয়া দিয়া।

তঙ্গেজ ১৫০—ফা০ তংগ্—কৃচ্ছ্রতা, অনটন। (প্র০) তং আমোদ বাজাজ্
আমোদ।

তদিব ২৩০—সেই রকম।

তদ্বির ১৬২—আ০ তদ্‌বীর—প্রতীকার ব্যবস্থা। (সার০) ফারীগ যে খেয়ালো
ফিকরে তদ্বির নাস্থদ।

তনাই ১৭৩—তনু, দেহ।

তন্ত্র ২০৫—বিধান, গুহ্য সাধনপদ্ধতি।

তরসে ১৬৫—বেগ, গতি, বল।

তলপ ২৮—আ০ √তলব্—ডাক। (ঘ০) রাজা বলে তোমারে তলব একারণে।

তাঁহি ১৯৮ ইত্যাদি—সে, তিনি।

তান ৬—তাহার। (মু০ হো০) তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরী।

তানে চাএ ১৪—তাহাকে ইচ্ছা করে।

তালি ১৯, ৯১—হিং তালী—চাবী। (ক০) তালা কুঞ্চী কুলফকে লাগে উঘড়ত

যার ন হোই। (চ০) সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল। (গো০ বা০) কুঁচী তালী তুষমন করৈ, উলটি জিহ্বা লে তালু ঘরৈ।

তালেব ১৬১—আ০ √তালাব(=সন্ধান, জিজ্ঞাসু) 7 তালেব=সন্ধানী (দা০) ইশ্‌ক মহব্বতি মস্ত মন তালিব দর দীদার।

তিথ ৯৪—তীর্থ। (গো০ বা০) ঘট হী ভীতরি অঠসঠি তীরথ কহাঁ ভ্রমৈঁ রে ভাই, (ক০) কায়া মধে কোটি তীরথ, কায়া মধে কাসী, (পা০ দো০) তিথই তিথ ভমংতয়ই সংতাবিজ্জই দেহু।

তিনকুটি ১৭৫—তিন কোঠাযুক্ত, তিন তলা।

তিনকুণ ১৯৭—তিন কোণযুক্ত।

তিহড়ি ৭৫, ৯৩—উনুন, স্ত্রী-চিহ্ন। (চ০ ৬) তিয়ড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী, (গো০ স০) তিন তিহড়ি ভেটিয়া মনের ভাঙ্গে ধন্দ, (ঘ০) দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিলা তিহড়ি, (কৃ০) জ্বালিল শুখান কাষ্টে নোতন তিউড়ি।

তিহরী ১৪৫—তিহড়ি।

তুরমানে ১২৪—ত্বড়িৎ গতিতে।

তূলামেলা ১১৯—তূলা ধোনা। যৌগিক অর্থ, নিঃস্বভাবীকরণ। (চ০ ৩১) তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু, আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু।

তেছ (?) ১৬১—তদ্রূপ।

তেলাইন ১২৯—তেলো হাঁড়ী, তিজেল হাঁডী। (কৃ০ কী০) তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।

তেলেঙ্গাএ ১০২—দক্ষিণ ভারতের তেলুগু ভাষাভাষী।

তোমরার ৫০—তোমাদের। (সো০ গী০) তোমরার যদি মনেরে চায়—রাজা বানাও তারে।

তৌবা ১৬২—আ০ √তওবা=অনুতাপ। (ঘ০) হিন্দু ভাবে শ্রীহরি যবন ভাবে তোবা। (প্রা০) তে তোবহ করি সিদক দিল মত তুঁ পছোতায়, (সাব০) দর্ মস্‌মে গুল্ তোবা সিকস্তান মুস্‌কিল।

ত্রিপিনি ১৪৭—ত্রিবেণী, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সন্ধিস্থল।

ত্রিবেণী ৭২, ৯৩—ত্রিপিনি দ্র০। (গো০ বা০) পবনাঁ রে তুঁ জাসী কৌনৈঁ বাটী, জোগী অজপা জপৈ ত্রিবেণী কৈ ঘাটী, (গ্র০) ত্রিকুটী সংধি

মৈ পেখিআ ষটহু ষট জাগী, (ক°) অরধ উরধ কী গংগা জমুনা, মূল কবল কৌ ঘাট, ষট চক্র কী গাগরী, ত্রিবেণী সংগম বাট, (দা°) সহজ সমর্পণ সুমিরণ সেবা, তিরবেণী তট সংগম সপরা, (প্রা°) কউল উলটৈ পলটৈ পউনা। ইউ নিবারে আবা গউনা, মন পবণে কউ রাখৈ বংধ। লহৈ ত্রিবীণী ত্রিকুটী সংধ। অপণৈ বসি করি রাখৈ দূতা। নানক কহে সোই অবধূতা।

ত্রিলোক-অদরি ২৩৭—ত্রিলোকদর্শী।

থানা ১৭—পাহারা। (ক° চ°) দুয়ার জুড়িয়া দেই থানা।

থিআ ২৯—স্থির।

থুলে ১৫৯—রাখিল।

দপর (?) ১৮২—দর্প, প্রতাপ (?)।

দম—১৬২ শ্বাস-প্রশ্বাস। (গো° বা°) অবধূ দম কৌ গহিবা উনমনি রহিবা, জুঁ বাজবা অনহদ তুরং, (পা° দো°) মোহ বিলিজ্জই মণু মরই তুটই সাস্ নিসাস্।

দরগায়ে ১৬২—ফা° √দর্‌গাহ=মস্‌জিদ।

দরবেশ ১৭১—ফা° √দরওয়েজ=ভিক্ষুক। (গ্র°) দিল দরবানী জো করে দরবেসী দিলু রাসি, (গো° বা°) দরবেস সোই জো দরকী জাণৈ, পংচে পবন অপূঠা আণৈ, সদা সুচেত রহৈ দিনরাতি, সো দরবেস অলহ কী জাতি।

দশনামা ২০৯—(জা°দা°)শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী, সারদা, যোশী ও গোবর্দ্ধন মঠের অন্তর্ভুক্ত তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশ নামে স্থাপিত দশটি আখড়ার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।

দশমী দুয়ার ১৯, ৮৮, ৯১—দেহের দশ দ্বার : চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ, ও ব্রহ্মরন্ধ্র। দশমী দুয়ার=ব্রহ্মরন্ধ্র। (চ° ৩) দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ, (প্রা°) অউহঠ পটণি তাঁকে দশ দ্বার, দসবেঁ ভীতর খেল অপার, (কু° কী°) দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট, (গো° স°) দশমিত দিল তালি।

দাড়খোপা ১২৯—দাঁড়কোণা মাছ।

দামা ২০৯—আর্ব্বি, অন্তঃ দামামা, বাদ্য যন্ত্রবিঃ। (ক°) ঢোল দমামা দুড়বড়ী, (শি°) জগনির শব্দ যেন দামাম নিশান, (রু°) দড়মাসা দামামা দগড়ে পড়ে কাটি।

দীনদুনিয়া ১৫৪—ফা০ √দীন্(=ধর্ম্ম), আ০ দুনিয়া(=পৃথিবী)—ধর্ম্ম ও জগৎ।
(ক০) দীন কো সাহিব, ইহ জু দুনিয়া সহর মেলা দস্তগীরী নাহি।
(দা০) আসিক এক অলাহকে ফারিক দুনিয়া দীন।

দীয়া ১৪৩—প্রদীপ। (চ০ ৬৭) দীবা জাগী বাট চাহন্তি সাস্তী, (ক০) দীপক দীয়া তেল ভরি, বাতী দই অঘট্ট, (দা০) জবহী কর দীপক দিয়া তবহী সুঝন হোই। (গো০ বা০) টুটৈ তেল ন বুঝৈ দীয়া বোলৈ নাথ নিরন্তরি রহিয়া।

দুইমুখা সাপ ৯০—কুণ্ডলিনী দুইমুখা বলিয়া কল্পিত হয়।

দুগ্ধফুটি ১২৮—দুধের জ্বাল, দুধের বলক। তুলনীয় (কৃ০ কী০) পাণিফুটি সিক তোহ্মে না করিহ লাজে।

দেয় ১, ৬৩—দেও, দিই, দাও।

দেয় ১৯৮—দেব, উপদেবতা, দৈত্য। (দা০) কায়া মাহিঁ লখায়নী ঘটহি ভীতরি দেব।

দেয়ন্ত ১৩১—দাও।

দেলের ১৬১—ফা০√দিল্=হৃদয়, মন। (দা০) দিল দরিয়া মৈঁ গুসল হমারা উজু করি চিত লাউ।

দেবীত পুছিল ১২—দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল।

দৈয়ম ১৭১—আ০ নিত্য।

দোস্ত ১৯৭—ফা০ বন্ধু। (ক০) এক জ দোসত হম কিয়া, জিস গলি লাল কবাই, (দা০) দোস্ত দিল হরদম হুজুর য়াদিগার হুসিয়ার।

ধড় ৯৯—দেহ।

ধন্ধ ১৩—ধাঁধা। (পা০ দো০) ধংধই পড়িয়উ সয়লু জগু কম্মই করই অয়াণু, (ক০) কবীর জে ধংধে তৌ ধূলি, বিন ধংধৈ ধূলৈ নহী, (দা০) দাইম দিল সাঈঁ সৌঁ সাবিত পাঁচ বখত ক্যা ধংধা, (সৈ০ সু০) দুনিআ মিছা ধান্ধা মায়া লাগায়া।

ধম্মক ১১৪—ধর্ম্মকে।

ধরতি ২০৬—ধরিত্রী। (ক০) ধরতী গগন পবন নহীঁ হোতা, (জা০) ধরতী ভার ন অঁগবৈ, পার্ব ধরত উঠ হালি, (দা০) দাদূ পঙ্খ পূরিলে, জহঁ ধরতী অংবর নাহিঁ, (প্রা০) বিন খপর পানী পীআ, বিনা ধরতী বিনা কুআ।

ধরাচক্র ২২০—মূলাধারের ভিতরে অবস্থিত।

ধরৌক ১৬—ধরুক।

ধাউড় ৭৭—বাটপাড়, লুটেরা। (প০ ক০) সেহ সে ধাউড় বড়।

ধাউত ৯৬—ধাতু = শুক্র।

ধারা করিয়া ১৫৯—ক্রমান্বয়ে।

ধুন্ধুমার ১৪৬—(সং) ধুন্ধুমার = অন্ধকার, বিকট। (গ্রা০) ধুংধুকারি প্রভু রহৈ নিরারা, নানক তিহুঁ তে কীআ পসারা।

ধুত ১২—ধূর্ত্ত, অবধূত।

ধুতি ৪০—পরিধেয়।

ধেয়ানের বিধান ৬—অকম্পিত চিত্তে।

ধোপ ৪৮—ধোয়া ধুতি।

নবচক্র ২১৮—যথা মূলাধার, সহস্রার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, শূন্য ও অদভুত (পাঠ দ্রষ্টব্য)।

নবদণ্ড ১৬, ৫৪—রাজছত্র। (সৈ০ সু০) শ্রীনব দণ্ড ছত্র আকার, চান্দ সুরুজ দোঁহ শোভএ তার।

নবি ২০২—আ০√নবীহ্ = ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষি। (দা০) কই সো মহম্মদ মীর থা সব নবিয়োঁ সিরতাজ, সো ভী মরি মাটী হুবা অমর অলহকা রাজ।

নাগ ১৩৯—দেহমধ্যস্থ নাগাদি পঞ্চ বায়ু।

নাদকোষ ২২৭—দেহস্থ শক্তির আধার। (শি০ সং০) বিন্দুঃ শিবাত্মকঃ, শক্তির্নাদঃ।

নাল ১৩০—নালা। (চ০৫) এক ঘড়ুলী সরুই নাল, (কু০ কী০) নাল বান্ধিল তার বাহিরে, (গো০ বা০) কায়া হমারী নালি বোলিয়ে দারু বোলিয়ে পবন।

নাহু ১৬০—ফা০√না + আ০√হুৎ = নাহুৎ = নেতি নেতি (ন + অত্র) = স্বর্গীয়, পবিত্র।

নিকলএ ১৩৭—হি০ বাহর হয়।

নিকলিল ৩—হি০ বাহির হইল।

নিচল ৯১, ৯৪—নিশ্চল।

নিছন ১০৪—(বং) বরণদ্রব্য। (কৃ০ কী০) নিছন লইআঁ কাহাঞিঁ থাকু এক বাটে।

নিধুয়া ১৮৯—(?) রত্নগর্ভ, অপার।

নিবারে ২৬—লইবারে।

নিরঞ্জন ১৪৩—অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, পরম সত্তা, নির্গুণ ব্রহ্ম, শিব, ধর্ম্মঠাকুর। (ক০) অকুল নিরঞ্জন:এেক ভাই।

নিরঞ্জনপুর ১১৯—পরম পদ।

নীল ১৮৭—বাঁশের নীলবর্ণ ছালটের চিয়ারি।

নুর ১৪৫—আ০ √নূর্=জ্যোতি। (দা০) অলহ আলে নূর দীদম দিলহি দাদূ বংদ, নূর মাহিঁ নূর লীয়া।

নূর নিরঞ্জন ১৫৯—নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি।

নেত ৩৪—সূক্ষ্ম বস্ত্র।

পঞ্চতত্ত্ব ২১৯—পঞ্চ ম-কার। পঞ্চভূত। গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব। (গো০ বা০) রচনা, স্থান, ভেদ, রঙ্গ ও গুণ। (ক০) কায়া কসূঁ কমাঁণ জ্যুঁ, পংচতত্ত্ব করি বাঁণ মারৌঁ তৌ মন মৃগ কৌঁ, নহীঁ তৌ মিথ্যা জাঁণ ইত্যাদি, (গো০ বা০) তা মহি ন্দ্রা আবে জাই, পঞ্চতত্ত্ব মে রহে সমাই, (প্রা০) পংচতত্ত করি দেহী হোই, দীপূক অংতরি বরতৈ লোই।

পঞ্চশব্দ ১৩১—পঞ্চস্বরা অনাহত নাদ বা অজপা-ধ্বনি। (সৈ০ সু০) অজপা পঞ্চশব্দ ঘরি ভালে, শ্রীহট-নগরে বাজএ একতালে।

পরবালা ১৬২—উপরওয়ালা।

পরাত্তমা ১—পরমাত্মা।

পরিচিন ২—পরিচয়+চিহ্ন। (র০) রত্নাবতী পরম নন্দিতে পরাচিন।

পরিতোয়া (?) ২০৬— হি০ পছিতাবা (?)=পরিতাপ। (গ্র০) ফরীদাএহোপছোতাউবতিকুআরীনথীএৈ, (দা০) দাদূ জীবন মরণ কা মুঝ পছিতাবা নাহিঁ, (প্রা০) হুকুম ভয়া সভ ছোড়না অংতকাল পছুতাই, (গো০ বা০) স্বাঁমী কৌণ অমাবস কৌণ স পড়িবা, (গ্র০) জোবহু খোহি পাছৈ পছুতানী।

পশম ১৯৬—ফা০ গাত্রলোম।

পাইক ১০৫—সং পদাতিক। ফা০ √পইক্‌—পদাতিক সৈন্য, দূত।

পাওই ১৬৬—খুঁটি।

পাকনা ৭৬—পাকা।

পাক পাড়ে (?) ২০:—(ব০) উড়া পাক খায়। (বি০ পা০) গুড় লায়ে পাক পাড়ে।

পাখাল ৭৩, ১১২—প্রক্ষালন করা, ধৌতি।

পাছড়া ৩৩—প্রচ্ছদ, উত্তরীয়।

পাটন ৪৫, ৫৯—পট্টন, নগর। (গো০ বা০) জাগ্যো জোগী অধ্যাত্ম লাগৌ
কায়া পাটণ মৈ জানা, অহূঠ পটণ মৈঁ ভিখ্যা করৈ, তে অবধূ সিবপুরী
সংচরৈ, (প্রা০) অউহট পটণ কী চীনে বাট, তাঁ পরি বুঝৈ
অবঘট ঘাট, (গ্র০) ফরীদাউথাসেতীদিহুগইআস্থলাঁসেতীরাতি,
খড়াপুকারেপাটণীবেড়াকপববাতি। লংমীলংমীনদীবহৈকংধীকেরৈহেতি,
বেড়েনোকপক্ষকিআকবেজ্ঞেপাতনরহৈস্থচেতি।

পাটা ৭৩—পট্টক, তখতা, প্রশস্ত।

পাটে ৭৭—সিংহাসনে। (রু০) পাটে বসে পাটরানী পুত্রবর পায়্যা

পাণ্ডব (?) ১৪৫—পাণ্ডুবর্ণযুক্ত জবাজাতীয় পুষ্পবিশেষ (?)।

পাতআল ৭৭—পত্রবাল, হাল, দাঁড়। (চ০ ২১) সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।

পানাই ২৪, ২৭—উপানৎ, পাদুকা। (কা০ ত০) গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে
বরবর্ণিনী, যৎপাদস্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শত যোজনম্‌।

পানিএ অগ্নিএ ৮৯—শিবনাড়ী নিঃসৃত লাক্ষাভ পরমামৃত। পঞ্চ অগ্নি; যথা,
(গো০ বা০) মূল, ভুজঙ্গম, ব্রহ্ম, কাল ও রুদ্র।

পায়জানা ১৬২—হি০ পয়চান্‌না, জানা। (ম০) মৈঁ নে হক্‌ দিল্‌মে পহচানা,
(ক০) গই ঠগৌরী ঠগ পহিচান্যা, (দা০) সাঈঁ কো পহিচানৈঁ নাহীঁ,
কূড় কপট সব উনহীঁ মাহীঁ।

পায়ন্তি ১৪২—পায়।

পারপরাৎ ২১১—পরাৎপর।

পালঙ্ক ৩৪—∠পর্য্যঙ্ক।

পালটে ১৫৭—ফিরায়।

পালা ৬৮, ১০০—(শ্রীহট্ট০) ঘরের খুঁটি।

পিণ্ডারুণ ১৫৭—লাল রঙের ঢেলা।

পিত্বা ২৩২—সং পীত্বা = পান করিয়া।

পিন্ধিবা ১০৫—পরিধান করিবে।

পীঠী ৩১—পিড়ে, যোগপাটা। (জ্ঞা০) সেঁাহেঁ ভাল খাই, পৈ ফিরি কৈ দেহ ন পীঠি, (রু০) কালি বড় শুভদিন গলে দিব পাটা, (গো০ বা০) কায়া কংথা, মন জোগোটা।

পুথলি ১৪৩,২০০—পুতুল, চোখের তারা (?)। (গো০ গী০) পরান পুতলির হয় হাড়ে চর্ম্মে বাসা।

পৈতউত্তর ১১৯—প্রতিউত্তর, জবাব।

পৈরে ৩৩—পরে।

পোলাবস্থা ৩৭—বালক-বয়সী।

পোস ১৫৮—লোম। ফা০ √পোস্ত্ = চামড়া। (প্র০) সিরৎ দরকারস্ত্ পোস্ত্ বা চী মী খাহী।

প্রতিআশে ১২৮—প্রত্যাশায়।

প্রসরি ৬২,৭৬—পসারি। (পা০ দো) দেব তুহারী চিঁত মহ মজ্ঝপসর-বিয়ালি।

ফলস্তুতি ২২৬—ফলশ্রুতি।

ফাড়িমু ৬৩—ছিন্ন করিব।

ফান ১৪৬—ফান্দ, ফাঁদ।

ফাফর ১০০—বিব্রত।

ফাল ৫৯, ৮৬—লাঙ্গলের মুখলগ্ন ভূমিভেদক লৌহফলক।

ফালাইল ২৯—ফেলিল, নিক্ষেপ করিল।

ফিরাগীত ৮৭— গানের যে অংশ ফিরাইয়া গাওয়া হয়, ধুয়া।

ফুটউক ৯৩—ফুটুক।

ফেরেস্তা ১৭০—ফা০ √ফরিশ্তা = দেবদূত। (প্র০) মর্দে ফরিশ্তা সিরতাস্ত্ আঁনা কে বিনি রুজোসাব্।

ফোও ৪৫—ফুঁক।

বগুলা ২৫, ৬৮, ১২৯—বক। তু০ হি০ বগুলা-ভকত। (গো০ বা০) সিব বগুলা কী পখিয়াঁ, (ক০) বগুলা মংঝ ন জাঁণই, হংস চুণে চুনি খাই।

বঙ্কানাড়ী ২১৯—সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত।

বটার্থে ২১০—কড়ির জন্য।

বড়াই ২৫, ৫৬—গৌরব। (পু॰) অবধানে বলি শুন ময়নামতী মাই, পুত্র মাগিয়া খাইলে তোমার কিসের বড়াই।

বতাইবে ১৬১—হি॰ বলিবে। (প্রা॰) বিমু গুর রাহু বতাবৈ কৌন, চংদু সুরজ দেখে বিচি ভৌন।

বন্দম ১—বন্দনা করি।

বন্দে বন্দে ১৫৫—এক বন্দ, সারি।

বরখা ২০১—বোরখা, বরচ্ছা (?)।

বসকালে ৩৯—বয়স-কালে, যৌবনে।

বসে ৬০—বয়সে।

বাউর বিজয়া ৯০—পবনের জয়।

বাএর উআরি ৫২—বাড়ির বাহির, বহির্ব্বাটী।

বাকল ১০৫, ১৫৪—বল্কল, গাছের ছাল।

বাখান ৬০—প্রশংসনীয়।

বাছাএ ৮৬—বাচ্চাকে।

বাটইর ৭৬—সং বর্দ্ধকি, বাড়ই, ছুতার।

বাটা ৩১—বড় বাটি বা পাত্র। (সৈ॰ সু॰) সোনাকর চিড়িয়া রূপাকর বাটা।

বাটে বাটে ৩৯—পথ চলিতে চলিতে। (গ্র॰) বাটা হমারী খরীউ ভীনী, খন্নিঅহু তিখী বহুত পিঈণী।

বাদিয়ার সাপ ৮০—বাজিকরের পোষমানা সাপের মতো। (কৃ॰ কী॰) তথা গেলে হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।

বার ৫৫—প্রকাশ্য সভা। (কৃ॰) নাটশালা তুল্যা দিল বার দিবার ঘর।

বারাজী ১৮২—বাবাজী।

বারে বাউরে ৯১—বাহির বায়ু, বাও-বাতাস: বাত = বায়ু।

বাসি ৬৪—মনে করি।

বাসিবেক ঘিন ৮২—ঘৃণা করিবে।

বাস্তুকি ১৮৪—বার্ত্তকি ∠ বার্ত্তাকু।

বাহে ১৫৮—বাহুতে।

বিঘাট ৭৫—আঘাটা। (বি॰ পা॰) বিঘাটে ঝড়িল খানিক আও রে।

বিদানারো ১৬১—বেদানার।

বিনন্দ ১৭০—বিনোদ।

বিন্দু ১৪৪—শুক্র। (চ০ ৩৫) নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।

বিমতি ৭৭, ১২৯—দুর্ব্বুদ্ধি। (কৃ০ কী০) ছাড়হ হেন বিমতী।

বিমন ১১১—বিকৃত বুদ্ধি। (চ০ ১৬) অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা।

বিমসিয়া ৭, ১২০—ভাবিয়া।

বিরজা ১৬৪—নির্ম্মল, বিষ্ণুলোক। (মু০ শ্রু০) হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। (স্মৃ০) সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিণী।

বিরস ৪৪—বিরক্ত।

বিরুধ ৯৫—বিরুদ্ধ।

বিলাই ১৪৭—বিড়াল।

বিষম নাগিনী ৯০—কুণ্ডলিনী, সরুআ শঙ্খিনী দ্রষ্টব্য।

বুধি ৬১—বুদ্ধি।

বুরুজ ২০০—আ০ √বুর্জ্—দুর্গের প্রাকার, গুম্বজ।

বুলি ১৪১—বিচরণ করে। (বি০ ম০) পুনরপি নিবর্ত্তিয়া যাউক স্বস্থান, যথাএ কমলে ভৃঙ্গ করে মধুপান, (মা০ আ০) কমলে ভ্রমর মধু অবিরত খায়।

বৃদ্ধমান ১৫৮—বৃদ্ধলোক। তু০ উড়িয়া বহুবচনের বিভক্তি -মান ∠-মানব।

বেগর ১৮২—আ০ √বগইর্—বিনা। (ক০) সুখ সমাধি সুখ ভয়া হমার মিল্যা ন বেগর হোই, (দা০) গুণ নির্গুণ মন মিলি রহ্যা ক্যোঁ বেগর হোই জাহি। (ক০ চ০) বেগরী কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা, (ক০) বেগর বেগর রাখিলে ভাব, তামৈঁ কীহ্ন আপকৌ ঠাঁব।

বেঙ্কানালে ৯২—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বাঁকা সরু পথ। (গো০ বা০) বঙ্কানালিমে উগে সুর, বোম রোম ধুনি বাজে তুর, (ক০) বংকনালি কে অংতরৈ, পছিম দিসা কী পাট; চংদ সুর দোই সংভবা, বংকনালি কী ডোরি, (ক০) অবধূ, গগনমংডল ঘর কীজৈ, অংমৃত ঝরৈ সদা সুখ উপজৈ বংকনালি রস পীজৈ। (প্রা০) নাভি উপজৈ হিরদে মহি আবৈ, বংকনাল রনকি গুন গাবৈ, (গ্র০) করীখাখাল-কুখলকমহিখলকবসৈরবমাহি, মংদাকিসনোআখীঐজ়াতিসুবিসুকোহী-নাহি। খালখোল দ্রষ্টব্য।

বেজিয়া ১২৯—নেউল।

বেদবাহু ২২০—চতুর্ভুজ।

বেলা ২০৫—তটস্থ অবস্থা, লতা। (জ্ঞা০) সূর্য্যং ত্যক্ত্বা যদা যাতি ব্যোমাহস্ত চন্দ্রমণ্ডলে, গগনমাস্থিতো [?] নিত্যং বেলা ইব মহোদধেঃ। এতদ্বেলা সমাখ্যাতম্ অধ্যাত্মৈব প্রতিষ্ঠিতম্, নাস্থিরং ভবতি শ্বাসং বহিস্থং মনবর্জ্জিতম্, (গো০ বা০) ডাল ন মূল ন বৃথ ন বেলা, সাখী ন সব্দ গুরু নহী চেলা।

বৈকার ১২৫—বিকার।

বোগাল ৭—বোয়াল মাছ।

বোড়া ৯২—বুড়া।

বোড়ে ৮৬—হি০ ডুবে।

বোল ১৭—হি০ বচন, উপদেশ।

বোলান ৪৩—উত্তর, উক্তি-প্রত্যুক্তি, সম্ভাষণ। (ক্ল০) বোলান বুলিতে গেলা ময়না বসতি।

বোহরি বোহরি ৪৬—বধূর মতো আড়ে আড়ে।

বৌহারী ১০—স্ত্রী। (কৃ০ কী০) বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী, (ক০ চ০) তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।

ব্রহ্মচাঁদি ১৫৮—ব্রহ্মচন্দ্র = সহস্রদল পদ্ম।

ব্রহ্মনাড়ী ২১৯—চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে স্থিত।

ব্রহ্মনাল ১৩৯—ইন্দ্রনাল দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মরূপে ৩০—ব্রাহ্মণের বেশে।

ভগুয়া বস্ত্র ১৭২—গেরুয়া কাপড়।

ভঙ্গেজ ১৫০—ভগ্ন, নিরাশা, পরাজয়।

ভণ্ডনা ২১৪—প্রবঞ্চনা।

ভরা ৫১,৬৬—নৌকার বোঝাই। (কৃ০ কী০) কুলের নাঅ কাহাঞি নাহি সহে ভরা।

ভরৌক ৯১—ভরুক।

ভাও ৪৮—(ক০ বা০) অস০ ভাওনা-যাত্রাগান, ভাও-যাত্রাগানের পাঠ, ভাওরীয়া, ঐ পাঠকারী।

ভাএ ৬৬, ১০৭—প্রকাশ পায়।

ভাগ্যমণী ১৮৭—ভাগ্যবতী। তু° ভাগিমানী।

ভার ৬—কঠিন।

ভারথি ২০৯—দশনামা দ্র°।

ভিক্ষা ২২০—ডাকিনীর নাম বিশেষ।

ভুমি যে চষএ ৫৯, ৮৬-৮৭—কায়-সাধনা।

ভেট ৯১—হি° সাক্ষাৎ কর। (দা°) সহিব মিলা। ত সব মিলে ভেঁটে ভেটা হোই, (কৃ° কী°) ঘাটত ভেটিল নান্দের পোঁ।

ভেটাই ৪৯—দেখা করাই।

ভৈন ৫১, ৬৫—ভগ্নী। হি° বহিন।

ভোলেত ১৬—ছলনাতে।

মগজ ১৫৮, ১৬০—ফা° মস্তিষ্ক।

মণি ১৫৮, ১৬১—মস্তকের অভ্যন্তরস্থ মণি, শুক্র।

মণিদ্বীপ ২১৭—মণির আধার।

মণ্ডবেতে ৩৮—উঁচু ভালো বিশ্রাম গৃহে, মাড়োতে।

মণ্ডলী ৯—চক্র।

মতিমায়া ১০৮—বুদ্ধিভ্রম। (পা° দো°) মইমোহেণ য শরয়ং তং পুন্নং অমৃত মা হোউ, (কৃ° কী°) অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে।

মনপবন ৯৩ ইত্যাদি—মন ও শ্বাসবায়ু। (গো°সং°) মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্ দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী, প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ। (চ° ২৩) মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা, (কৃ° কী°) মন পবন গগনে রহাই, (ক°) মন পবন কা গমি নহীঁ, তহাঁ পহুঁচে জাই, (দা°) মন পবনা গহি সুরতি সোঁ দাদূ পাবৈ স্বাদ, (গো°বা°) মন পবনা লৈ উনমনি ধরিবা তে জোগী তত সারঁ (বি° ম°) মন পবনেতে জীব পরিচয় কর।

মনারে ৯০—মন।

মনুরায় ৮৭, ১১৯, ১৩৪—ইন্দ্রিয়রাজ মন। (চ° ১৯) নিঅ মনরাঅ।

ময় ১৫৩—মদ, বীর্য্য। (পা° দো°) বিহবেণ মঅ।

মস্তুরা ১৬৭—মাস্তুল।

মহন্ত ২০৯—(জ্ঞা° দা°) নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত।

মহুরা ১৮৫—মহলা, মুখপাত।

মহাপথ ১৪৪—রাজপথ (?)।

মহারস ৯১, ৯৪,১৫৮,২ ৬—শুক্র। (কৌ০) গুটিকাকাশগমনং রসশ্চৈব রসায়নম্, অন্তর্দ্ধানন্তবেদ্ধেবি তথান্তঞ্চ রসায়নম্। (চ০ ৩২) মহারস-পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী, (প্রা০) সত্তবার চউদহ থিত্তি সোধৈ, জ্ঞান মহারস মন পরবোধৈ, (গো০ বা০) তব গগন মহারস মিলিয়ারে; খরতর পবনাঁ রহৈ নিরংতরি, মহারস সীঝৈ কায়া অভিঅংতরি; নৈঁণ মহাঁরস ফিরৌ জিনি দেস, (ক০) কহি কবীর সগলে মদ ছুছে ইহৈ মহারস সাচো রে ইত্যাদি, (দা০) ঘর ঘর ঘট কোলহূ চলৈ অমী মহারস জাই, অমর অভয় পদ পাইলে কাল কভী নহিঁ খাই। (বি০ ম০) অহর্নিশি থসে রস কিছু নাহি টুটে, কোমল নবনি হেন বজ্র নাহি ফুটে।

মাউগা ৭৩—স্ত্রীযুক্ত, স্ত্রীপরিগ্রহকারী, স্ত্রৈণ।

মাক্ষী ১৯—মাছি।

মাতইল ৬৮—(শ্রীহট্ট০) ঘরের মুছনী।

মাপি ৮৭—পরিমাণ।

মায়াবাজী ৭৮—মায়ার কুহক।

মালসাট ২১৩—মালকোঁচা। (রা০) মালসাট মারি ধরে বানর কটক।

মিছাল ১৬১—আ০ √মিশাল্—মতো। (প্র০) হর্ ছে দিদা অস্তি মিশালস্ হীচ্ নীস্ত্।

মুড়ার ১২৯—মাথার। (তু০) মুঁড় মুড়াই হোহিঁ সংন্যাসী।

মুদা ২০৫—অঙ্গুলি ন্যাস, চিহ্ন, মুদ্রা। অষ্ট মুদ্রা; যথা, (গো০বা০) মৃগনী, জলশ্রী, খীরনী, খেচরী, ভূচরী, চাচরী, অগোচরী ও উনমনী। মুদ্রা নানাবিধ। শিবসংহিতা-মতে পঞ্চবিংশতি প্রকার।

মুররি ১৪২—মুরলী।

মুরশিদ ১৬১—আ০ √রশ্দ (—যথার্থ) 7 মুরশিদ—গুরু। (চ০ পুঁ০) উড়াল বইঠা বাও নাএর দীন মুরশিদ সওআরি, (জা০) মুহমদ তেই নিচিংত পথ জেহি সঁগ মুরসিদ পীর, (দা০) ইন্হকে মুরসিদ পীর কো কহিয়ে এক অলাহ।

মুরিদ ১৬১—আ০ √ইরাদা (—অভিপ্রায়) 7 মুরিদ্—শিষ্য। (প্র০) সথ্রা চেকর

বমুরিদে হোস পরস্ত্, (গ্র॰) বোলীঐ সচু ধরমু ঝুঠু ন বোলীঐ, জো গুরু দসৈ বাট মুরীদা জোলীঐ।

মুষ্ট ১৪৩—সং মুষ্টি; ফা॰ √মুশ্ত্‌—মুটো। (গ্র॰) মুস্তে গোবারে মন্।

মুহি ৪৬—আমি।

মূকলে ২৩১—মুকুলিত হয়। (চ॰ ৩৫) চিঅরাজ সহাবে মুকল।

মূল-কমল ৯১—স্বাধিষ্ঠান। (গো॰ বা॰) মূল সহস্র পবনাঁ বহৈ, বংকনালি তব বহত রহৈ, (ক॰) অরধ উরধ কী গংগা জমুনাঁ মূল কবল কে ঘাট, (প্রা॰) প্রথমৈ বাঁধে মূল দুআরা, বিন্দু অগনী তহঁ উঠৈ উজ্জারা।

মেখলি ৪৬—কটিসূত্র।

মেলে ৮৩—সমাগমে।

মৈছে ৯১—মাছে।

মৈজ্জাদ ৩১—মর্য্যাদা।

মৈশ্চ ১১৩—মাছ।

মোকে ৪৪—আমাকে।

মোগ্ধ ১৪১—মুগ্ধ।

মোতে ১২—আমাকে। (কৃ॰ কী॰) তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ।

মোহর ২৩, ১০৯—আমার। (চ॰ ১) মোহোর বিষোআ কহণ ন জাই, (কৃ॰ কী॰) মোহোর করমেঁ, তোহ্মা আণি দিল বিধী, (দৌ॰ কা॰) মোহোর সুনাম্বর।

মোহারা ১৫৭—হি॰ মুহরা—অগ্রভাগ।

মোহি ৭—মুই, আমি। (কৃ॰ কী॰) কহিলোঁ মোই সকল তোহ্মার ঠাএ, (ক॰) মন ণ ফিরাবৈ আপনাঁ, কঁহা ফিরাবৈ মোহি।

যজ্যা ২১৬—যজনা করিয়া।

যে ধরিয়া ৩৬—যখন হইতে।

যোগবীত ২২৭—যোগবিৎ।

যোবুরুত ১৯২—আ॰ √জবরুত—উচ্চতম লোক, তপঃলোক, স্বর্গ। এখানে স্বর্গীয়। (বি॰) জুলমত নাস্থত মলকুতমেঁ ফিরিস্তে নূর জলাল জবরুতমে জী।

রক্তদলা ১৮৫—রক্তের ডেলা।

রগ ১৫৮, ১৮৫—ফা০ √রগ্=শিরা। (প্র০) তু কে মজুদ হস্তি দর্ রগো রেসাই মন্।

রঙ্গিণী ১২৯—রসময়ী। (প০ ক০) আজ বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।

রজেতে ১৯—ধূলাতে।

রটন ১৮৪—আ০টন ∠ আবর্ত্তন।

রতি ১৭১—গুঞ্জাপরিমাণ, চার ধান।

রদ্ধ ১৮০—বিভক্ত।

রবিশশী ৯২, ৯৪—চন্দ্র-সূর্য্য। ইড়া-পিঙ্গলা। (পা০ দো০) কালহিঁ পবণহিঁ রবি সসি হিঁ চহু একঠ্ঠই বাসু, (চ০৬) চান্দ-সুজ বেণি পাখা ফাল, (ক০) চংদসুর বিচি তারী লাবা, (শি০ সং০) দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে··· শশিভাস্করৌ ইত্যাদি, (দা০) রবি সসি কিস আরংভ হৈঁতে অমর ভয়ে নিজ দাস, (চ০২৫) জহি মণ পবণ ণ সঞ্চরই রবি সসি নাহ পবেস, (চ০ ৬) চান্দ-সুজ বেণি পাখা ফাল, (চ০ ৪৩) রবি শশি গগন-দুআরে, (জ্ঞা০) চন্দ্র সূর্য্য বিনির্ম্মুক্তং দ্বারণাক্ষবিবর্জ্জিতম্, পৃথিব্যাপস্তং তথা যোগী বায়ুরাকাশমেব চ। (গো০সং০) শুক্রং চন্দ্রেণ সংযুক্তং রজঃ সূর্য্যেন সংযুতম, দ্বয়োঃ সমরসৈকত্বং যো জানাতি স যোগবিৎ। (প্রা০) গগন শিখরি শিব কা অস্থানু, জুগতী সহজ মিলাবৈ ভানু; অর্দ্ধ চাঁদ উর্ধ্বসুর, অংতর বাজে অনহদ তুর।

রমি ১৬১—রমণ। (ক০) সহজ ভাই জিহিঁ উপজৈ, তে রমি রহে সমাই।

রাউআলের ৩৪—গৃহস্থ যোগী, রাজকর্ম্মচারী, রাজপুত্র। (চ০ ২৫) রাবুলেঁ দিল মোহ কথু ভণিআ, (প্রা০) কবন জোগী কবন রাবল, কবন ধান কবন চাবল, (রূ০) যোল-সংখ্য বন্দো রাউলের বত্রিশ আমিনী; এক দণ্ড তেজিবে রাউলের বাসঘর, (পু০) যোগধিয়ানি রাউল পরম গিয়ানি, চিন্তিয়া পরম পদ হইল ধিয়ানি।

রাউলানী ৪১—রাউআলের স্ত্রী।

রাজহংস ১১৯—পরমহংস। হংসী দ্রষ্টব্য।

রাহুত ১১০—রাজপুত্র, যোদ্ধা। (চ০ ৫৩) রাউতু বোলে জর-মরণ ভয়।

রিয়াদেতে ১৬২—আ০ √রাজ (=খুশি করা) 7 রিয়াজৎ=আনুগত্য। (প্র০) রিয়াজত নেক মর্দরা ফর্জ আস্ত।

রুনিপুনি ২০৬—রুমুঝুমু, এখানে অনাহত ধ্বনি। (রু০) রুমুঝুমু রথখান পরিপূর্ণ বোলে, মন্দ মন্দ আপনি ধর্মের রথ চলে।

লড়খর ৬৮—নড়বড়। (গো০ বা০) যন্ত্রী কা লড়বড়া জিভ্যা কা ফুহড়া।

লড়ে যাএ ৪৬—দ্রুত যায়, বড় দিয়া যায়।

লাউয়া ৭৩—লাউএর খোলার ভিক্ষাপাত্র।

লাকড়িএ ১২৯—হি০ লকড়ী—কাঠ। (ক০) হার জলৈ জুঁ লকড়ী, কেস জলৈ জুঁ ঘাস।

লাগ ৩৯, ১০৫—লগ্ন, সঙ্গ। (কৃ০ কী০) লাগ পাইল কাহাহ্নি যেহেন থাটে।

লাবরা ১৯৭—নানা প্রকার আনাজের ঘণ্ট। (চৈ০ চ০) মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।

লাহুত ১৯০, ১৯২—আ০ √লা (—না)+ √হু (=সেই)+ত—লাহুত—স্বর্গ, সত্যলোক, পবিত্র। (হ০) লাহুতমেঁ নূর জমাল পহিচানিয়ে হক মকান হাহুতমেঁ জী।

লিমু ৩৮—লিব, লইব।

লোট ৬৮—পিচুটি, আঠাল।

লোপ ৪৮—লোভ।

লোহু ১৫৮—হি০ রক্ত।

শক্তি ২২০-২৩—ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী ও কাকিনী।

শক্তিয়া ১৪১—শক্তি। (গো০ সং০) পাতালে বসতে শক্তিব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ, অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে।

শঙ্খিনী নাড়ী ২২৭—মেরুদণ্ডের উপরে স্থিত।

শহ ১০০—শত।

শান ১৮০—শব্দ।

শালে ৩৬—শূলে।

শাহজি ১৬১—ফা০ √শাহ—রাজা+হি০ জী—রাজা মহাশয়, এখানে গুরুদেব।

শিঙার ১৪৪—শৃঙ্গার। (জা০) পুহুপ সিংগার সঁবার সব জীবন নবল বসংত, (দা০) পীব পাবৈ বাবরী রচি রচি করৈ সিঁগার।

শিঙ্গা ৪৫, ৯৪—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, চোঙ্গা। (দা০) সিংগী নাদ ন বাজহী কত গয়ে

সো জোগী, দাদূ রহতে মরী মৈঁ করতে রস ভোগী, (প্রা॰) বিনা সিংঙী নাদ বাজৈ, বিনা বাদর গগন গাজৈ।

শিব নাড়ী ২৩১—ব্রহ্মনাড়ী দ্রষ্টব্য।

শিবরাই ১৫৩—শিবরাজা।

শিষ ১০৯—শিষ্য।

শীষবরণ ১২৮—অরুণবরণ।

শুতিলা ১৮—শুইল।

শুয়া ৯০—শুকপাখী, এখানে জীবাত্মা। (জা॰) তেহিঁ বন সুঅটা চলি বসা কৌন মিলাবৈ আনি।

শুয়াগুটি ৯০—গুটিপোকা। শুকপাখিটি : তু॰ (কৃ॰ কী॰) বাঁশীগুটি।

শূন্য ১০০, ১৪৩—আদি-অন্ত-মধ্য বিহীন। (যো॰ তং॰) মহার্ণবে ভবেদ্দেবি মহাকালো মহেশ্বরঃ, শূন্যরূপং হি ক্রীড়ার্থং ভর্ত্তারং পর্য্যকল্পয়ৎ। শূন্যরূপা কৃষ্ণবর্ণা মত্তাস্যাদূর্দ্ধ তেজসী, সীমা পৃষ্ঠা ত্বয়া দেবি সৈব ব্রহ্মৈব কেবলং।

শোয়াসে ১২৯—শ্বাসে।

শ্রীগোলানগর ৮৯—অনাহত চক্র (?)।

শ্রুতে ১১৪—অশ্রুতে।

সঅাল ১৩০—সকল। (চ॰ ৭৫) ণিঅমণ সঅল লক্‌খন-রহিও, (পা॰ দো॰) মুক্ক সঅল বাবারো।

সইল ১১৩—সাল মাছ।

সওয়ার ১১০—ফা॰ √সবার্=আরোহী। (প্রা॰) তন সাগর মন বোহিথ ভারী, পবন কে রথ করে অসবারী।

সক্‌স ১৫৯—আ॰ শরীর। (কা॰) সক্‌সে বিসিআর খর্ অস্ত্ লাগের্।

সক্তি ২৩—ক্ষমতা। (কৃ॰ কী॰) পঞ্চ সক্তি কৈল কাহ্নাঞিঁ আক্ষারে।

সচি ২০৪—হি॰ সাচ্=সত্য, শুচি (?)। (ক॰) সঁচি মহারস তন ভয়া কাঠী, (প্রা॰) নানক বোলৈ তু সুণি গোরখ সাচে সাচি সমায় রহৈ, হরি হী হরু অহং কারু চুকাবৈ সচে সচি সমাএ, (গ্র॰) দিলহুমুহবতিজিনসেঈসচিআ, জিনমনিহোরুমুখিহোরুসিকাঁঢ়েকচিআ।

সজন ৩১—সাজ। (কৃ॰ কী॰) এবেঁ সজ করু কাহ্নু আপণে পসার।

সঞ্রুয়া ৯৪—(শ্রীহট্ট॰) সহিষ্ণু।

সদত ২৩৫—সতত ।

সন্ধি ৯১—যুক্তি, কৌশল। (ক০ চ০) পশ্চাতে কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি।

সর্পণ ৮১—স্বপন (?)।

সভাগণে ৫৯—সভাসদ্‌গণে।

সভানের ৮—সকলের।

সমরি ৪১—সামলাইয়া।

সমসর ১৩৯—মতো, সদৃশ।

সমাধাই ১১১—সমাধান।

সরাবরা ২০৫—সবোবর। (জা০) দেখি রূপ সরবর কৈ গৈ পিয়াস ঔ ভূখ, (প্রা০) গগন সরোবর কবল বিগাসি।

সরুয়া শঙ্খিণী ৯০—সরু শাঁকিণী সাপ। এখানে কুণ্ডলিনী। (চ০ ১২) পেখরে ভুয়ক সহজ-সরুআ, (১৭) সরুঅ-বিআরে, (৬৭) সুহু-সরুআ, (গো০ বা০) ভেদি ষটচক্র বৈসে নাগনী, (ল০) সরুআ সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান, অক্ষয় অমর দেশ পদ নির্বাণ।

সরূপে ১৩—সরবে=সরোবরে।

সহজ ১৪৬—আত্মস্থ অবস্থা। (চ০ ১২) সহজ-সরুআ, (৩৮) সহজ-সুন্দরী।

সহস্রার ১৩৩, ২১২, ২১৮—দেহস্থ সহস্রদল পদ্ম। (মা০ আ০) শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব, অধোমুখী হয়্যা কমল বরিষে অমৃত। সেই অমৃত প্রধান-পুরুষের স্থান, নহি টলিবেক পিণ্ড সুস্থির পরাণ। মেরুদণ্ডে ভর করি করিবে চিন্তন, নবদ্বার বন্দি কৈলে জিনিবা শমন।

সাইল ১৯৭—সালি=শারী।

সাচা ৬৫, ৯২, ১০৯—হিং সত্য, খাঁটি। (গো০ বা০) সাচ কহূঁ তৌ সতগুর মাঁনৈ রূপ সহেতা দীঠা, (ক০) সতগুরু সাঁচা সুরিবাঁ, (দা০) সাচ রাতা সাচ সোঁ ঝুঠ ন আনৈঁ চীত।

সাচান ৬২—বাজপাখী।

সাঞি ৯২—স্বামী। (ক০) সকল পাপ সহজেঁ গয়ে জব সাঁই মিল্যা হজুরি; জে সুংদরি সাঁই ভজৈ, তজৈ আঁন কী আস, (দা০) সাঈঁ কারণ সীস দেই বীর ভয়া কবীর, (লা০ ফ০) সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়।

সাটুর ১৮৭—ষেটেরা, শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে করণীয় সংস্কার বিশেষ। (রূ০) ছ দিনে ষেটারা পূজে জাগরণ রাতি।

সাতালী-পর্ব্বত ১৯৭—সাতালী-পর্ব্বতস্থ লৌহনির্ম্মিত অচ্ছিদ্র বাসর ঘরে লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এখানে তাহা রূপক হিসাবে লওয়া হইয়াছে।

সাতেশ্বরী ১৫৭—গর্ভের সপ্তম মাসে সাত ভাজা খাওয়ার সংস্কার। (কৃ০) ছয় মাস গত হৈল সাতেতে প্রবেশ, সাধ-কড়ি খায় রানী অপূর্ব্ব সন্দেশ।

সান ১৬, ৫৩—ইসারা, সংজ্ঞা। (চ০ ১) আম্‌হে সানে দিঠা।

সামাই ৫০—হি০ প্রবেশ করিয়া। (ক০) সহজ ভাই জিহিঁ উপজৈ, তে রমি রহে সমাই।

সামাইল ১৯—প্রবেশ করিল। (চ০ ১) চিঅহিঁ সমাইউ, (৬) মণিমূলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ, (১৪) সমরসে গঅণ সমাঅ।

সিধা ৮—সিদ্ধা। (দা০) সোই জন সাধু সিদ্ধ সো সোই সতবাদী সুর।

সুঝন ১৩৯—হি০ বোঝানো।

সুমার ১৬১—ফা০ √সুমর্দন্‌=গণনা করা। (মনু০) সুমারে খানা ব বাজারাস্ত না আএদ।

সুমেরু ৮৯, ২১৮—মেরুদণ্ড। (জা০) হিয় ন সমাই দীঠি নহিঁ, জানহুঁ ঠাঢ় সুমের, (বি০ ম০) কামরূপা চন্দ্র সূর্য্য সুমেরু প্রখরে।

সুরসা ১৪৬—নাগমাতা।

সুসার ১৩৫—সুন্দর, চমৎকার।

সেজা ৭৬—শয্যারু।

সেফাৎ ১৬২—আ০ √বস্‌ফ্‌=গুণ। (প্র০) সিফতে জিস্ত্‌ নখেজদ্‌ জেনিকো কুর্‌দনেনাম্‌।

সেহি সে ১৩৮—সেই।

সৈজ্জ ৩১—সজ্জা।

সোতেত ৮৪—স্রোতে।

সোয়ারি ১৯৮—পাল্কী।

সোহরিআ ১১৮—স্মরণ করিয়া।

স্বপ্ন ১১৭—(চ০ ২৪) স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ,

(চ০ ২১) গন্ধ-পরস-রস জইসো তইসো,
নিন্দ বিহুনে সুইনা জইসো।

(ক০) জগ জীবন এ্যাসা সুপনে জৈসা জীবন সুপন সমানঁ।

(দা০) জব নিহচল লাগা নাবসৌ তব সুপিনা নাহীঁ কোই।

হঠ ১৫৯—হ=সূর্য্য, ঠ=চন্দ্র : সূর্য্য=ইড়া, চন্দ্র=পিঙ্গলা। (বা০) হঠেন বলাৎকারেণ যোগঃ, (গো০ সং০) হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে, সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে। (ক০) ঠাকুর পূজহিঁ মোল লে মন হঠ তীরথ জাহি, (দা০) মন হঠ বেলী সূকণ লাগী সহজৈঁ জুগি জুগি জীবৈ, দাদূ বেলী অমর ফল লাগৈ সহজৈঁ সদা রস পীবৈ।

হদ্দ ১৫৯—আ০ √হদ্=সীমা। (দা০) হদ্দ ছাড়ি বেহদ্দ মেঁ নিরভয় নিরপধ হোই।

হয়েতে ২০৬—হও তো।

হবিলাস ৭১—অভিলাষ। (পু০) রাজার মা লোক হাবিলাসে কাড়ে রা, হেন জনে বল তুমি যোগী হইয়া যা।

হহ ৫৪—হও।

হংসী ৫৯, ১৩৭, ১৯২, ২৩০—অজপা।

(গো০ সং০) হং-কারেণ বহির্যাতি স-কারেণ বসেৎ পুনঃ,
হংসহংসেত্যয়ং মধ্য-জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌসহস্রাণ্যেকবিংশতি,
এতৎ সংখ্যান্বিতং সর্ব্বো জীবো জপতি সর্ব্বদা।

(প০ বি০ স্ব০) হং-কারো নির্গমে প্রোক্তঃ স-কারস্ত প্রবেশনে,
হং-কার শিবরূপেণ স-কারঃ শক্তিরুচ্যতে।

(হং০ উ০) সোঽহং হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

(ধ্যান) গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্তকারম্,
পশ্যামি তং সর্ব্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্।

(কৌ০) পরমা গুণমুচ্যতে নাথো স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ,
সঃজীবঃ পরতত্ত্বো যস্ত সঃ হংসঃ শাক্তপুদ্গলঃ। ইত্যাদি।

(কৌ০) হংস হংস বদেন্নিত্যং দেহস্থাবরজঙ্গমে,
শ্রুত্বা তস্য পাতাদিব্যং যাতি মোক্ষবরং শুভম্।

(কৌ০) অধোর্দ্ধে রমতে হংসো দ্বাদশান্তে লয়ং পুনঃ।

(কৌ০) কর্ণঞ্চ হৃদয়ে কৃত্বা জ্ঞাতব্যং হংসলক্ষণম্,
কণ্ঠস্থানে ধ্বনির্দিব্যা সকলা তু পরাপরা।
আপাদতলমূর্দ্ধান্তা বামাখ্যং কুণ্ডলাকৃতিম্,
শুদস্থমুদয়স্তস্থা দ্বাদশান্তে লয়ং পুনঃ।
এবং তু চরতে হংসো দেহমধ্যে শুভাশুভে,
নির্লেপং নিষ্কলং চোর্দ্ধে শুদ্ধমত্যন্তনির্ম্মলম্।

(গ্র০) হংসুউডরিকোঐপহিআলোকুবিডারণিজাহি,
গহলালোকুনজাণদাহংস্থনকোঞাখাহি।
চলিচলিগইআঁপংখীআজিনীবসাএতল,
ফরীদাসরুভরিআভীচলসীখকেকবলহিকল।

(গ্র০) হংসাদেখিতরংদিআবগাআহিআচাউ,
ডুবিমুএবগুবপুড়েসিরুতলিউপরিপাউ।

(জা০) জস তন তস যহ ধরতী, জস মন তৈস অকাস,
পরমহংস তেহি মানস, জৈসি ফুল মহঁ বাস।

(গো০ বা০) সোহং হংসা সুমিরৈ সবদ, তিহি পরমারথ অনন্ত সিধ; দ্বাদস
হংসা উলাটি চলৈগা, তব হী জোতি প্রকাসা; গগন চঢ়ি হংসা পীবৈ
পাণী, উলটী সক্তি আপ ঘরি আণী; হংস বিলব্যা বূঁদ ন ঢলকৈ, বহি
সরবর বঁধ দীয়া।

(দা০) সুন্ন সরোবর হংস মন, মোতী আপ অনংত।

(ধ০) এমনি অপূর্ব্ব হংস দুই সমতুল,
হংস ছিণ্ডিয়া খায় কমলের ফুল।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি,
হংস চরিয়া যায় নিশাভোগ রাতি।...

(মা০ আ০) হৃদিপদ্মে বসি হংস করে নানা কেলি,
কর্ম্মযোগ জানি করে পিণ্ড চলাচলি।

(বি০ ম০) দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট,
আসুক পবন হংস চক্রু নিবাট।

হাওয়ালে ১৭২—আ০/হাবালাহ্‌—দায়িত্ব, জিম্মা। (অ০ ম০) মহাল
হাওয়ালে হয়।

হাজল মারফৎ ১৬২— আ° √আজল্ মারফৎ = আত্মজ্ঞান লাভ।

হাটুরা ২০২—:হেটো, হাটে বিক্রেতা।

হাড়ি-কর্ম্ম ১০৩—মেথরের কাজ।

হাম ১৫৩—ঘাম।

হায়ন ১৬২—আ° √হেবান্ = জীবন্ত পশু। (সার°) ইন্‌সাঁ নৎবাঁ গুপ্ত্ কে হেওয়ান আস্ত্।

হাল ১৬১—আ° √হাল্ = অবস্থা ; বৈষ্ণব সাধকের "দশা"। (ক°) দফতর লেখা মাঁগিয়ে তব হোইগো কৌন হবাল।

হালে-৮৬—চাষের গরু, বলদ।

হাসা ১৪৭—হংস, এখানে শ্বাস-প্রশ্বাস। হংসী দ্রষ্টব্য।

হাস্যবাজি ১৬—হাসি-তামাসা।

হিঙ্গুল হিনি ১৭৬— হিঙ্গুলের মতো ঘোর লাল। (রূ°) হিঙ্গুল বরণ মেঘ শোভে তার কাছে।

হুঙ্কারে ১—হুঁ এই মন্ত্র অথবা শব্দের দ্বারা।

(সৈ° সু°) হুঙ্কারে মারোহোঁ তীর দূরে গিয়া লাগে,
ফিরি [ফিরি] লাগে তীর কামানেরি আগে।

(গো° গী°) ধ্যানেতে ময়ণামন্ত্রি হুঙ্কার ছাড়িল।
হুঙ্কারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল।

হুঙ্কার ছাড়িলাম আমি দেখিয়া জমেরে।
হুঙ্কারে উঠিল অগ্নি গোক্ষনাথের বরে।

(পু°) হেট-মাথা হইল গাছ ভূমে লুটায় ফল,
হুঙ্কারে খসিয়া পড়ে যত নারিকল।
শিশু-হাতে ফল দিয়া হুঙ্কারেতে চাই,
হুঙ্কারেতে সব গাছ উঠিয়া দাণ্ডাই। ইত্যাদি

হুঁকার ২৩০—হুম্ এই মন্ত্র বা শব্দ।

হেউস ১৭০—ফা° √হোশ্ = হুঁশ্ = চেতনা।

হেটে ৭—নীচে। (চ° ৫৩) হেট্ঠ কমল করি শয়ন থক, (রূ°) অহঙ্কার মুনির হেটে জন্মিল পঞ্চ জন।

হের আইস ৫১—এদিকে আইস।

হেষ্ট ৩৯—হেঁট।

॥ সঙ্কেত ॥

* = সম্ভাবিত রূপ

অ০ = অকুলবীরতন্ত্রম্ (ডাক্তার বাগচী)

অ০ ম০ = অন্নদামঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা)

আ০ = আলাওল, পদ্মাবতী পাঁচালী (হবিবি প্রেস)

ও০ ডি০ বি০ এল্০ = অরিজিন এ্যাণ্ড্ ডেভেলপমেণ্ট্ অব্ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক০ = কবীরগ্রন্থাবলী, রামচন্দ্র শুক্ল-সম্পাদিত (নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী)

ক০ চ০ = কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত

ক০ রা০ = কদলীরাজ্য, শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই

কা০ = কাআনী

কা০ ত০ = কামরত্নতন্ত্র (বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ৪০)

কু০ = কুলানন্দতন্ত্রম্ (ডাক্তার বাগচী)

কৃ০ কী০ = শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বসন্ত রঞ্জন রায়-সম্পাদিত

কৌ০ = কৌলজ্ঞাননির্ণয়ঃ, ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী-সম্পাদিত (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)

ক্ষু০ = ক্ষুরিকোপনিষৎ, পণশীকর, নির্ণয়সাগর প্রেস, (বোম্বাই)

গো০ গী০ = গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত

গো০ বা০ = গোরখ-বানী, ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল-সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন (প্রয়াগ)

গো০ স০ = গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত

গো০ সং০ = গোরক্ষসংহিতা (নিজ পুঁথি)

গ্র০ = গ্রন্থসাহেব, মোহন সিং-সম্পাদিত (অমৃতসর, পাঞ্জাব)

ঘ০ = ঘনরাম (বঙ্গবাসী)

চ০ = চর্য্যাগীতি, ডাক্তার সুকুমার সেন-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান লিঙ্গুইষ্টিক্স্, খণ্ড ১০ (কলিকাতা)

চ০ পুঁ০ = চন্দ্রমুখীর পুঁথি, খলিল

চৈ০ চ০ = চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত

চৈ০ ভা০ =চৈতন্যভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত

জা০ =জ্যায়সী, পদুমাবৎ, রামচন্দ্র শুক্ল (কাশী)

জ্ঞা০ =জ্ঞানকারিকা (ডাক্তার বাগচী)

জ্ঞা০ ত০ =জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্র

জ্ঞা০ দা০ =জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান

তু০ =তুলসী গ্রন্থাবলী, রামচন্দ্র শুক্ল (কাশী)

দা০ =দাদূ, ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্বভারতী)

দৌ০ কা০ =দৌলৎ কাজী, সতী-ময়না

ধ০ =ধর্ম্মপূজাবিধান, (বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা) পুঁথি-সংখ্যা, ১২২, ৩৬৭, ৩৬৮

প০ ক০ =পদকল্পতরু, সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত

প০ বি০ স্ব =পবনবিজয়-স্বরোদয়

পা০ দো০ =পাহুড় দোহা, ডাক্তার হীরালাল জৈন-সম্পাদিত (কারংজা, বেরার)

পু০ =পুনশ্চ (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ), ডাক্তার সুকুমার সেন

প্র০ =প্রবচন

প্রা০ =প্রাণসংগলী, সন্ত সংপূরণ সিংহজী-সম্পাদিত (তরনতারন, পাঞ্জাব)

প্রা০ ত০ =প্রাণসঙ্কলিনীতন্ত্র

ফৈ০ =ফৈজ

ব০ =বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

বা০ =বাচস্পত্য-অভিধান

বি০ =পাখণ্ডখণ্ডিনী টীকা, বিশ্বনাথ সিংহ-কৃত (বোম্বাই)

বি০ পা০ =বিষহরির পাঁচালী (বংশীদাস)

বি০ ম০ =বিপ্রদাসের মনসাবিজয়

ম০ =মহাভারত, কাশীদাস

ম০ =মনস্থর

ম০ ত০ =মহানির্ব্বাণতন্ত্র

মনু০ =মনুছিহ্রি

মা০ আ০ =মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল

মু০ শ্রু০ = মুণ্ডকশ্রুতি, পণশীকর, নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই)

মু০ হো০ = মুক্তাল হোসেন, মহম্মদ খান

যো০ তং০ = যোগিনীতন্ত্র

রা০ = রামায়ণ, কৃত্তিবাস

রা০ প্র০ = রামপ্রসাদ

রু০ = রুদকী

রূ০ = রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ডাক্তার সুকুমার সেন ও মৎসম্পাদিত, বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা প্রকাশিত

ল০ = দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ

লা০ ফ০ = লালন ফকির

শা০ ত০ = শাক্তানন্দতরঙ্গিণী

শি০ = শিবায়ন, রামেশ্বর (বঙ্গবাসী)

শি০ সং০ = শিবসংহিতা

সার০ = সারমদ

সী০ = সীতারাম দাস (বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ১৯২)

সৈ০সু০ = সৈয়দ সুলতান, পদাবলী

সো০ গী০ = সোনাধনের গীত, রাজমোহন নাথ-সম্পাদিত

হ০ = হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, কবীর, (হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্য্যালয়, বোম্বাই)

হং০ উ০ = হংসোপনিষৎ, পণশীকর (নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই)

॥ সংযোজন-সংশোধন ॥

[(ক০)=গোরক্ষ-বিজয়ের পাঠ, (ক০ প০)=গোরক্ষ-বিজয়ের পরিশিষ্ট, (ক০ বি০)=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, (ভ০)=মীনচেতনের পাঠ, (চ০)= চর্য্যাগীতিকোষ (সেন)]

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
১	১১	ব্রহ্মা	ধর্ম্ম (ক০ প০)
১	১২	আপনা আকার তবে	আপনে আপনা কায়া (ক০ প০)
১	১৩	আদি অনাদি রূপে	আদি অনাদি দুই (ক০ প০)
১	১৫	পরাত্তমা	পরমাত্মা (ক০ প০)
১	১৬	মেদিনী সমস্ত	মহামন্ত্র কথ (ক০) আপ্তমা সেই (ক০ প০)। অতঃপর অতিরিক্ত, চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ধর্ম্মেতে জন্মিল, এই সকল একে একে আপনে জন্মিল।
১	১৭	দেবগণ	জীবগণ (ক০ প০)
১	২১	মধ্যে	মর্ত্ত্য (ক০ প০)
১	২২	আগ্যে···আহুড়িয়া	আদ্য দেবী আছিলেক অনাদির ক্রিয়া (ক০ প০)
১	২৩	সৃষ্টি স্থাপন কবি	যোগ পরিচয় হেতু (ক০)
২	২	তোমার	কার (ক০), (ক০ প০)
২	৪	এক পরিচিন	এক অংশে চিন (ক০), তুমি আমি এক তনু জানিয় প্রভিন (ক০ প০)
২	৮	জুআএ।	অতঃপর অতিরিক্ত, অনাদিএ বোলে আদি আমি তানে স্মরি, অক্ষর সঙ্কেত[১] শাস্ত্র বুজিলে সে তরি। (ক০ প০) ১ সংগীত (ক০ প০)
২	৯	সঙ্কেত···ব্যাপিত,	সঙ্কেতে আছয়ে জ্ঞান জগতের পতি (ক০ প০) সঙ্কেত ব্যাপিত (ক০ বি০)
২	১১	ঘোল দধি মথনে হইয়া গেল	গরল মথিলে জ্ঞান উঠি জায় (ক০ প০)

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
২	১২	আগুনি	অতঃপর অতিরিক্ত, (ক॰ প॰) শুনিতে শুনিতে আগ্ন হয়্যে গেল মণ্ড, দ্বিতীয়ার চন্দ্র জেন বাড়িল প্রচণ্ড।
২,৩১, ১১৮	২৭, ২৩, ৩০	শুদ্ধিকৃত	শুদ্ধীকৃত
৩	১০	শিরে ত···কড়ি।	সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ অনন্ত মুবারি (ক॰ প॰) অতঃপর অতিরিক্ত, নাভি হৈতে জন্মিলেন গুরু ধনন্তরি, সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ অনন্ত সম্বারি।
৩	১৬	[যোগী] হইল	হইল গাভুর (ক॰ প॰)
১২	১৪	ধুত	ধূর্ত্ত
১৩	৪	বউরীর ঘর।	বহুডিব দ্বাব (ক॰), বহবি নগরে (ক॰প॰)
১৭	১৬	বিন্দুকের নাথ।	অতঃপর (ভ॰) ও (ক॰ প॰)-এর অতিরিক্ত, ভাট বিপ্র জথ জনে[১] তুসিলা নানান ধনে মঙ্গলা রহিলা তার সাথ। ১ নারীগণে
২২	৩	যদি	যতি
২৭	১-২	তান পুত্রে···রাখিল।	তার পুত্র গোপিচন্দ্র এ কথা শুনিল, মিত্তিকা খুদিআ ঘর তাহারে রাখিল। (ক॰ প॰)
৩৫	১০	ব্যবহার।	অতঃপর, (ক॰ প॰) তখনে অজপা মন্ত্র করিলা সোরন, সিগ্রগতি মহামন্ত্র জপিল তখন।
৮	১০	লোপ	লোভ
৪	১০	হাত	ঘাত্
০	৮	সর্ব্বভাগে না করে	নানারূপে করএ
[illegible]	১	আপনাকে	খেমাইরে
[illegible]	১৩	বালুচর	সরোবর

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
৭৫	৭	তিহড়িল	তিহড়িত
৭৬	৫	বাটইর	বাঢ়ইর
৭৭	১৪	কায়া কাচা	রস কায়া
৮১	৪	সর্পণ	স্বপন
৮৭	১১	শুনল	শুন ল, শুনহ
৮৭	২৬	উজানে···চোর।	প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, (চ০ ৩) কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।
৮৮	১	আমারেতে	আমানেতে
৮৮	১০	খাল	খোল
৮৮	১৫	বারি	বায়ু
৯২	৬	চন্দ্র	চক্র
১১৪	১১	শ্রুতে	নয়ানে
১১৫	৪	ফাটিল	মুদিল
১১৫	৫-৬	ষোল···সাক্ষাত।	(ভ০)-এর পাঠ, সোলস কদলি কান্দে মিননাথে বেড়ি, উচ্চস্বরে কান্দে সবে দির্গ ডাক ছাড়ি।
১১৬	১৩	আহুতিআ	আহুড়িয়া
১১৭	১৫	আমল	আসন, প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, (চ০ ১) ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।
১২৮	১৪	হরি নিল	হরিণীর
১৪১	৩	দোগ্ধ	মোক্ষ
১৪৯	৫	যাষরে	যায় রে
১৭৪	৮,৯,১১	শচী	সচি
১৮২	৮	বন্দনে	বন্ধনে
১৮২	১৬	বারাজি	বাবাজি
১৮৪	৭	বাস্তুকি	বার্ত্তুকি
১৯৫	২০	পূর্ণ	পুণ্য
২০৪	২১	বসা	বাসা
২০৫	১৪	নির্ম্মল	নির্বাণ
২০৯	১২	শিরে	শিবে

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
২৪৫	২৬	ষট্‌চক্র (?)	ব্রহ্মরন্ধ্র
২৪৯	৪	তালবন্ধকে	তালরন্ধ্রকে
২৫২	১৬	কৃচ্ছ্তা	কৃচ্ছ্রতা
২৫৭	২৪	পছিতাবা (?) = পরিতাপ	পড়িবা = পূর্ণিমা
১-ক, ১	২৬	তিব্বত	তিব্বতী
ঐ, ৩	৯	ধনাদি	অনাদি
১-গ, ৩	৫	বচন	পবন

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.